জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

পাঠ্যপুস্তক ভবন
৬৯-৭০ মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০

জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০১২ অনুযায়ী একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণির বাংলা ২য় পত্রের প্রশ্নপত্র প্রণয়নের জন্য নির্দেশনা (উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা ২০১৬ থেকে প্রযোজ্য)।

ব্যাকরণ : ৩০ নম্বর	নম্বর বিভাজন
১। উচ্চারণের যে কোনো ৫টি নিয়ম লিখতে হবে। এর বিকল্পে ৮টি শব্দের মধ্যে ৫টি শব্দের উচ্চারণ লিখতে হবে।	৫ নম্বর
২। বাংলা একাডেমি প্রণীত প্রমিত বাংলা বানানরীতির যে কোনো ৫টি নিয়ম লিখতে হবে। এর বিকল্পে ৮টি ভুল বানানের শব্দকে শুদ্ধ বানানে লিখতে হবে।	৫ নম্বর
৩। বিভিন্ন শব্দশ্রেণি (বিশেষ্য, বিশেষণ, সর্বনাম, ক্রিয়া, ক্রিয়া বিশেষণ, আবেগ শব্দ, যোজক, অনুসর্গ) থেকে একটি বর্ণনামূলক প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। বিকল্পে প্রদত্ত অনুচ্ছেদ থেকে একটি নির্দিষ্ট শব্দশ্রেণি চিহ্নিত করতে হবে।	৫ নম্বর
৪। উপসর্গ, প্রত্যয় ও সমাসের মধ্যে যে কোনো ২টি পাঠ হতে প্রশ্ন থাকবে এবং ১টির উত্তর দিতে হবে। প্রতিটি প্রশ্নেই ৮টির মধ্যে ৫টির উত্তর দিতে হবে।	৫ নম্বর
৫। বাক্যতত্ত্ব অংশ থেকে একটি বর্ণনামূলক প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। এর বিকল্পে ৮টি বাক্যের মধ্যে ৫টির বাক্যান্তর করতে হবে।	৫ নম্বর
৬। ৮টি অশুদ্ধ বাক্যের মধ্যে ৫টিকে শুদ্ধ করতে হবে। এর বিকল্পে একটি অনুচ্ছেদে বিদ্যমান অপপ্রয়োগসমূহ শুদ্ধ করতে হবে।	৫ নম্বর
নির্মিতি : ৭০ নম্বর	
১। ১৫টি বিদেশি শব্দের মধ্যে ১০টির বাংলা পারিভাষিক রূপ লিখতে হবে। এর বিকল্পে ১টি ইংরেজি ভাষার অনুচ্ছেদকে বাংলা ভাষায় অনুবাদ করতে হবে।	১০ নম্বর
২। ঘটনাসমৃদ্ধ পুরো ১টি দিনকে অবলম্বন করে ১টি দিনলিপি রচনা করতে হবে অথবা কোনো ১টি সুনির্দিষ্ট বিষয়ে (দিবস উদযাপন, ঐতিহাসিক স্থান পরিদর্শক ইত্যাদি) অভিজ্ঞতা বর্ণনা করতে হবে। এর বিকল্পে ১টি ভাষণ বা প্রতিবেদন লিখতে হবে।	১০ নম্বর
৩। একটি বিশেষ উৎসব বা উপলক্ষ (ঈদ, নববর্ষ ইত্যাদি) অবলম্বন করে ৫টি ক্ষুদে আকারের বাংলা বাক্যে একটি ক্ষুদে বার্তা বা ই-মেইল/এস এম এস রচনা করতে হবে। এর বিকল্পে যে কোনো এক প্রকার পত্র লিখতে হবে।	১০ নম্বর
৪। সারাংশ বা সারমর্ম থেকে ১টি প্রশ্ন থাকবে। এর বিকল্পে ভাবসম্প্রসারণ থেকে ১টি প্রশ্ন থাকবে। যে কোনো ১টির উত্তর দিতে হবে।	১০ নম্বর
৫। কোনো একটি বিশেষ ঘটনা বা পরিস্থিতির আলোকে নাটকের সংলাপের আকারে সংলাপ বা কথোপকথন রচনা করতে হবে। এর বিকল্পে প্রশ্নে প্রদত্ত একটি গল্পের শিরোনাম বা দৃশ্যপট অবলম্বনে একটি ক্ষুদ্রে গল্প রচনা করতে হবে।	১০ নম্বর
৬। যে কোনো ৫টি বিষয়ের ১টি অবলম্বনে একটি প্রবন্ধ লিখতে হবে। (গতানুগতিক মুখস্থনির্ভর এবং তথ্য ভারাক্রান্ত প্রবন্ধের পরিবর্তে শিক্ষার্থীর সৃজনশীলতার প্রতিফলন ঘটবে এমন ধরনের প্রবন্ধ লিখতে হবে।	২০ নম্বর

Teachingbd24.com

এইচ এস সি বাংলা ব্যকরণ

ব্যাকরণ-৩০ নম্বর

অধ্যায় ১: ভাষা ও ব্যকরণ

প্রশ্ন : ভাষা কাকে বলে? বাংলা ভাষার কয়টি রূপ ও কী কী? উদাহরণসহ আলোচনা করো।

উত্তর : ভাষা : বাগযন্ত্রের দ্বারা উচ্চারিত অর্থবোধক ধ্বনির মাধ্যমে মানুষের মনোভাব প্রকাশ করাকে 'ভাষা' বলে।

বাংলা ভাষার প্রকারভেদ–

প্রতিটি সচল ও শুদ্ধ ভাষার মতো বাংলা ভাষারও দুটো রূপ :

(ক) মৌখিক ও (খ) লৈখিক।

মৌখিক ভাষার আবার দুটো রূপ :

(ক) মান মৌখিক ভাষা ও (খ) আঞ্চলিক মৌখিক ভাষা।

লৈখিক ভাষারও দুটো রূপ :

(ক) সাধু ভাষা ও (খ) চলিত ভাষা।

(ক) মান মৌখিক ভাষা : পরিমার্জিত ও সার্বজনীন মৌখিক ভাষাকে 'মান মৌখিক ভাষা' বলে।

(খ) আঞ্চলিক মৌখিক ভাষা–বিভিন্ন অঞ্চলের কথ্যরীতির ভাষা আঞ্চলিক মৌখিক ভাষার অন্তর্ভুক্ত।

(ক) সাধু ভাষা : যে ভাষা প্রধানত তৎসম শব্দবহুল, সর্বনাম ও ক্রিয়াপদসমূহ অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ অনেকটা গুরুগম্ভীর ও কৃত্রিম তাকেই সাধু ভাষা বলে।

(খ) চলিত ভাষা : অ-তৎসম শব্দবহুলতা, সর্বনাম ও ক্রিয়াপদের অপেক্ষাকৃত সংক্ষিপ্ত রূপ তাকেই চলিত ভাষা বলে।

প্রশ্ন : সাধু ও চলিত ভাষার মৌলিক পার্থক্যগুলো উদাহরণসহ আলোচনা করো। *[কু. ০০, সি. ০৪, ০৭]*

উত্তর : সাধু ও চলিত ভাষার পার্থক্য :

সাধু ভাষা	চলিত ভাষা
১। বাংলা লেখ্য সাধুরীতি ও সুনির্ধারিত ব্যাকরণের নিয়ম অনুসরণ করে।	১। চলিত ভাষারীতি পরিবর্তনশীল।
২। সাধু ভাষার পদবিন্যাস সুনিয়ন্ত্রিত ও সুনির্দিষ্ট।	২। চলিত ভাষারীতি তদ্ভব শব্দবহুল।
৩। সাধু ভাষারীতি নাটকের সংলাপ ও বক্তৃতায় অনুপযোগী।	৩। চলিত ভাষারীতি নাটকের সংলাপ ও বক্তৃতায় বিশেষ উপযোগী।
৪। সাধু ভাষার সর্বনাম ও ক্রিয়াপদ বিশেষ গঠন পদ্ধতি মেনে চলে।	৪। চলিত ভাষারীতি সংক্ষিপ্ত ও সহজবোধ্য।
৫। সাধু ভাষা মার্জিত ও সর্বজনবোধ্য কিন্তু বহুলাংশে কৃত্রিম।	৫। চলিত ভাষা সাবলীল ও স্বচ্ছন্দ গতিময়।
৬। সাধু ভাষা তৎসম শব্দবহুল।	৬। চলিত ভাষার সর্বনাম ও ক্রিয়াপদের রূপ সংক্ষিপ্ত।

জেনে রাখা ভাল :

প্রশ্ন : বাংলা লিপি কোন লিপি থেকে এসেছে?
উত্তর : ব্রাহ্মীলিপি।
প্রশ্ন : ব্রাহ্মীলিপির কোন রূপ থেকে বাংলা এসেছে?
উত্তর : কুটিল রূপ থেকে।
প্রশ্ন : বাংলা কোন ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত?
উত্তর : ইন্দো-ইউরোপীয়।

Teachingbd24.com

ব্যাকরণ

প্রশ্ন : ব্যাকরণ কাকে বলে? ব্যাকরণ পাঠের প্রয়োজনীয়তা আলোচনা করো।

[ঢা. কু. ০০, ১০, চ. ০১, রা. ০২, য. ০৪, ব. ০৫]

উত্তর : ব্যাকরণ (বি+আ+কৃ+অন) শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হলো বিশেষভাবে বিশ্লেষণ।

যে শাস্ত্রে কোনো ভাষার বিভিন্ন উপাদানের মৌল প্রকৃতি ও স্বরূপের বিচার-বিশ্লেষণ করা হয় এবং বিভিন্ন উপাদানের পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ণয় ও তার প্রয়োগবিধি বিশদভাবে আলোচিত হয়, তাকে 'ব্যাকরণ' বলে।

ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ব্যাকরণের সংজ্ঞার্থ দিয়েছেন এভাবে ১৮৯০–১৯৭৭), "যে বিদ্যার দ্বারা কোনো ভাষাকে বিশ্লেষণ করিয়া তাহার স্বরূপটি আলোচিত হয় এবং সেই ভাষার পঠনে ও লিখনে এবং তাহাতে কথোপকথনে শুদ্ধরূপে তাহার প্রয়োগ করা যায়, সেই বিদ্যাকে সেই ভাষার ব্যাকরণ বলে।"

ব্যাকরণ পাঠের প্রয়োজনীয়তা

এ কথা অনস্বীকার্য যে, ভাষা সম্বন্ধে পরিপূর্ণ জ্ঞান লাভ করতে সেই ভাষার ব্যাকরণ পাঠের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম।

(ক) ব্যাকরণকে বলা হয় ভাষার সংবিধান, সুতরাং ভাষার মৌলিক স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য নির্ণয়ে ব্যাকরণ পাঠ অত্যাবশ্যক।

(খ) একটি ভাষার সামগ্রিক সৌন্দর্য উপভোগের জন্য সেই ভাষার ব্যাকরণ পাঠ অপরিহার্য।

(গ) ব্যাকরণ পাঠের মধ্য দিয়ে একটি ভাষার বিভিন্ন উপাদানের গঠন প্রকৃতি সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করা যায়।

(ঘ) ব্যাকরণ সম্বন্ধে যথাযথ জ্ঞান না থাকলে ভাষা ব্যবহারে বিশুদ্ধতা রক্ষা করা অসম্ভব।

(ঙ) একটি ভাষার উপযুক্ত প্রয়োগবিধি কেবল সেই ভাষার ব্যাকরণ পাঠের মধ্য দিয়েই অর্জন করা যায়।

(চ) সাহিত্যের সামগ্রিক রস আস্বাদনের জন্য ব্যাকরণ পাঠ অপরিহার্য।

(ছ) ব্যাকরণ পাঠের মাধ্যমে ভাষার অভ্যন্তর শৃঙ্খলা সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা যায়।

প্রশ্ন : "ভাষার অভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা আবিষ্কারের নামই ব্যাকরণ"–আলোচনা করো।

[রা. ০০, য. ০২, চ. ০৬, কু. ০৭, সি. ০৮, ০১]

অথবা, "ব্যাকরণ ভাষাকে চলতে নির্দেশ দেয় না কিংবা শাসন করে না, বরং ভাষাই ব্যাকরণকে শাসন করে বা চলতে নির্দেশ দেয় কিংবা ব্যাকরণ ভাষার বর্ণনা করে মাত্র।"–আলোচনা করো।

অথবা, 'ভাষা ব্যাকরণ অনুসরণ করে না, ব্যাকরণই ভাষাকে অনুসরণ করে।'–আলোচনা কর। *[চ. ০২, য. ০৩]*

অথবা, "ব্যাকরণ ভাষাকে নিয়ন্ত্রণ করে না নির্মাণও করে না, তবু ব্যাকরণ পাঠের প্রয়োজনকে অস্বীকার করা যায় না।"– বক্তব্যটির যথার্থতা বিচার করো। *[ব. ০১, সি. ০২]*

উত্তর : ভাষার অভ্যন্তরীণ নিয়ম-শৃঙ্খলা ও সৌন্দর্য আবিষ্কারের নামই ব্যাকরণ। খ্রিস্টপূর্ব অষ্টম বা চতুর্থ শতকের বিখ্যাত মনীষী পাণিনি 'অষ্টাধ্যায়ী ব্যাকরণ' নামে প্রথম সংস্কৃত ব্যাকরণ রচনা করেন। পরবর্তীকালে পাণিনিকে অনুসরণ করে বিভিন্ন ধারার ব্যাকরণ রচিত হয়েছে।

ব্যাকরণ (বি+আ+কৃ+অন) শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ বিশেষভাবে বিশ্লেষণ।

মুনীর চৌধুরীর মতে : "যে শাস্ত্রে কোনো ভাষার বিভিন্ন উপাদানের প্রকৃতি ও স্বরূপের বিচার-বিশ্লেষণ করা হয় এবং বিভিন্ন উপাদানের সম্পর্ক নির্ণয় ও প্রয়োগবিধি বিশদভাবে আলোচিত হয় তাকে ব্যাকরণ বলে।"

ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে : "যে বিদ্যার দ্বারা কোনো ভাষাকে বিশ্লেষণ করিয়া তাহার স্বরূপটি আলোচিত হয় এবং সেই ভাষার পঠনে ও লিখনে এবং তাহাতে কথোপকথনে শুদ্ধরূপে তাহার প্রয়োগ করা যায়, সেই বিদ্যাকে সেই ভাষার ব্যাকরণ বলে।"

ব্যাকরণ হলো ভাষার সংবিধান। ভাষাকে কেন্দ্র করেই ব্যাকরণের সৃষ্টি। ভাষার অভ্যন্তরীণ নিয়ম-শৃঙ্খলা ও তার গতি-প্রকৃতি ব্যাকরণে বিশ্লেষণ করা হয়। সৃষ্টিলগ্নের বিচারে ভাষার সৃষ্টি প্রথমে এবং ব্যাকরণ এসেছে ভাষার পথ ধরে। সুতরাং ভাষার ওপর ব্যাকরণ কোনো নিয়মকে চাপিয়ে দেয় না, বরং ভাষার অভ্যন্তরীণ নিয়ম আবিষ্কার করে। ধারাবাহিক সময়ের আবর্তনে ভাষার অগ্রগতি ঘটে, ঘটে নানা পরিবর্তন-বিবর্তন। সেই বিবর্তনের ধারায় ব্যাকরণ ভাষাকে অনিবার্য সুষ্ঠু নির্দেশনায় করে তোলে গতিশীল ও জীবন্ত। সুতরাং ব্যাকরণ ভাষাকে চলতে নির্দেশ দেয় না কিংবা শাসন করে না, বরং ভাষাই ব্যাকরণকে শাসন করে বা চলতে নির্দেশ দেয়। কিংবা ব্যাকরণ ভাষার বর্ণনা করে মাত্র।

https://teachingbd24.com

প্রশ্ন : বাংলা ব্যাকরণের পরিধি বা আলোচ্য বিষয় সংক্ষেপে বর্ণনা করো। *[রা. ২০০০]*
অথবা, ব্যাকরণে কী কী বিষয় আলোচিত হয়? উদাহরণসহ আলোচনা করো। *[কু. ০১, ব. ০২]*

উত্তর: ব্যাকরণ (বি+আ+কৃ+অন) শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ বিশেষভাবে বিশ্লেষণ।

মুনীর চৌধুরীর মতে : "যে শাস্ত্রে কোনো ভাষার বিভিন্ন উপাদানের প্রকৃতি ও স্বরূপের বিচার-বিশ্লেষণ করা হয় এবং বিভিন্ন উপাদানের সম্পর্ক নির্ণয় ও প্রয়োগবিধি বিশদভাবে আলোচিত হয় তাকে ব্যাকরণ বলে।"

বাংলা ব্যাকরণের পরিধি বা আলোচ্য বিষয়–

প্রত্যেক ভাষারই চারটি মৌলিক অংশ থাকে। যথা :

(ক) ধ্বনি (Sound); (খ) শব্দ (Word);
(গ) বাক্য (Sentence) এবং (ঘ) অর্থ (Meaning)।

সব ভাষারই ব্যাকরণে মূলত চারটি বিষয়ের আলোচনা করা হয়। যথা :

(ক) ধ্বনিতত্ত্ব (Phonology); (খ) শব্দতত্ত্ব বা রূপতত্ত্ব (Morphology);
(গ) বাক্যতত্ত্ব বা পদক্রম (Syntax) এবং (ঘ) অর্থতত্ত্ব (Semantics)।

এতদ্ব্যতীত অভিধানতত্ত্ব (Lexicography), ছন্দ ও অলঙ্কার (Prosody of Rhetoric) ব্যাকরণের আলোচ্য বিষয়।

ধ্বনিতত্ত্বের (Phonology) আলোচ্য বিষয় : ধ্বনি উচ্চারণ প্রণালি, উচ্চারণের স্থান, ধ্বনির প্রতীক ও বর্ণের বিন্যাস, ধ্বনি পরিবর্তন ও ণ-ত্ব এবং ষ-ত্ব বিধান ধ্বনিতত্ত্বের আলোচ্য বিষয়।

শব্দতত্ত্ব বা রূপতত্ত্বের (Morphology) আলোচ্য বিষয় : শব্দ, শব্দের শ্রেণিবিভাগ, পদের পরিচয়, শব্দ গঠন, উপসর্গ, প্রত্যয়, বিভক্তি, লিঙ্গ, বচন, ধাতু, শব্দরূপ, কারক, সমাস, ক্রিয়াপদ প্রভৃতি শব্দতত্ত্বের আলোচ্য বিষয়।

বাক্যতত্ত্ব বা পদক্রমের (Syntax) আলোচ্য বিষয় : বাক্য, বাক্যের শ্রেণিবিভাগ ও গঠনপ্রণালি, বাক্যের রূপ পরিবর্তন বাক্যতত্ত্বের আলোচ্য বিষয়।

অর্থতত্ত্বের (Semantics) আলোচ্য বিষয় : শব্দের অর্থবিচার, বাক্যের অর্থবিচার অর্থতত্ত্বের আলোচ্য বিষয়। অভিধানতত্ত্ব ও ছন্দ-অলংকার অংশে অভিধান ও ছন্দের প্রয়োগবিধি সম্পর্কে সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ থাকে।

উপর্যুক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় এটা অনস্বীকার্য যে, ভাষা পরিবর্তনশীল বহতা নদীর মতো। তাই প্রতিনিয়ত সেখানে যুক্ত হচ্ছে নতুন নতুন মাত্রা। ফলে ব্যাকরণের বিষয়বস্তুর পরিবর্তন ও বিস্তৃতি ঘটেছে এবং ঘটতে থাকবে।

জেনে রাখা ভাল :

প্রশ্ন : বাংলা ভাষায় রচিত প্রথম ব্যাকরণ গ্রন্থ কোনটি?
উত্তর : ব্রাসি হ্যালহেড রচিত 'এ গ্রামার অব দি বেঙ্গালি ল্যাঙ্গুয়েজ'।
প্রশ্ন : গ্রন্থটি কত সালে প্রকাশিত হয়?
উত্তর : ১৭৭৮ সালে।
প্রশ্ন : রাজা রামমোহন রায় রচিত ব্যংলা ব্যাকরণ গ্রন্থটির নাম কী?
উত্তর : গৌড়ীয় ব্যাকরণ।
প্রশ্ন : এটি কত সালে প্রকাশিত হয়?
উত্তর : ১৮৩৩ সালে।
প্রশ্ন : ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ রচিত বাংলা ব্যাকরণ গ্রন্থের নাম কী?
উত্তর : বাংলা ব্যাকরণ।
প্রশ্ন : এটি কত সালে প্রকাশিত হয়?
উত্তর : ১৯৩৫ সালে।
প্রশ্ন : ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় রচিত বাংলা ব্যাকরণ গ্রন্থের নাম কী?
উত্তর : ভাষা প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ।
প্রশ্ন : এটি কত সালে প্রকাশিত হয়?
উত্তর : ১৯৩৯ সালে।

https://teachingbd24.com

এইচ এস সি বাংলা ব্যকরণ

অধ্যায় ২: উচ্চারণ

২০১৬ ও ২০১৮ সালের বিভিন্ন বোর্ডের প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন : ১। উচ্চারণরীতি কাকে বলে? বাংলা উচ্চারণের পাঁচটি নিয়ম লেখো। [দি. ১৬, রা. ১৬, ব. ১৬]
অথবা, বাংলা উচ্চারণরীতি বলতে কী বোঝ? বাংলা উচ্চারণের দশটি নিয়ম লেখো।

উত্তর : উচ্চারণরীতি : শব্দের যথাযথ উচ্চারণের জন্য নিয়ম বা সূত্রের সমষ্টিকে উচ্চারণরীতি বলে। ভাষাতত্ত্ববিদ ও ব্যাকরণবিদগণ বাংলা ভাষার প্রতিটি শব্দের যথাযথ সঠিক উচ্চারণের জন্য কতকগুলো নিয়ম বা সূত্র প্রণয়ন করেছেন। এই নিয়ম বা সূত্রের সমষ্টিকে বলা হয় বাংলা ভাষার উচ্চারণরীতি।

বাংলা উচ্চারণের দশটি নিয়ম :

১. শব্দের আদ্য 'অ' এর পরে 'য' ফলা যুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণ থাকলে সেক্ষেত্রে 'অ'-এর উচ্চারণ 'ও' কারের মতো হয়। যেমন– অদ্য (ওদ্‌দো), কন্যা (কোন্‌না) ইত্যাদি।

২. শব্দের গোড়ায় ব-ফলার কোনো উচ্চারণ নেই; যেমন–শ্বাস, শ্বাপদ, দ্বাপর, দ্বিজ, দ্বার। শব্দের মধ্যে ব-ফলা ব্যঞ্জনের দ্বিত্ব ঘটায়–বিদ্বান (বিদ্‌দান্‌), স্বত্ব (শত্তো)।

৩. যুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণের সংযুক্ত ম-ফলার উচ্চারণ হয় না। যেমন–সূক্ষ্ম (শুক্‌খো), যক্ষ্মা (জক্‌খা) ইত্যাদি।

৪. পদের মধ্যে কিংবা অন্তে যুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণের সঙ্গে য-ফলা যুক্ত হলে সাধারণত তার উচ্চারণ হয় না। যেমন–সন্ধ্যা (শোন্‌ধা), স্বাস্থ্য (শাস্‌থো) ইত্যাদি।

৫. শব্দের মাঝে বা শেষে 'ক্ষ'-এর উচ্চারণ 'ক্‌খ' হয়ে থাকে। যেমন–দক্ষতা (দোক্‌খোতা), পক্ষ (পোক্‌খো) ইত্যাদি।

৬. জ্ঞ অর্থাৎ জ্‌ + ঞ্‌ শব্দের গোড়ায় গ্‌ঁ উচ্চারিত হয়–জ্ঞান, জ্ঞাপন। শব্দের মধ্যে গ্‌ঁগ উচ্চারিত হয়–বিজ্ঞান, সজ্ঞান।

৭. শব্দের দ্বিতীয় শব্দাংশে ই বা উ ধ্বনি থাকলে প্রথম শব্দাংশের এ বা এ–কার এ উচ্চারিত হয়। ফেন = ফ্যান্‌; কিন্তু ফেনিল = ফেনিল্‌, পেঁচানো = প্যাঁচানো, কিন্তু পেঁচিয়ে = পেঁচিয়ে।

৮. রেফ এবং র্‌-ফলার বৈশিষ্ট্য এই যে শব্দের মধ্যে বা শেষে এরা ব্যঞ্জনের দ্বিত্ব ঘটায়। গর্ব, দর্প, সর্ব প্রভৃতি শব্দের উচ্চারণ ঠিক গর্‌বো, দর্‌পো, শর্‌বো নয়। লিখতে হয় গর্‌ব্‌বো দর্‌প্‌পো শর্‌ব্‌বো। তবে প্রথম ব্যঞ্জটি খণ্ডিত। অর্থাৎ দ্বিত্ব আংশিক।

৯. হ–য়ের সঙ্গে মূর্ধন্য-ণ, দন্ত্য-ন ও ম-ফলা যুক্ত হলে উচ্চারণে হ পরে চলে যায়। অপরাহ্ণ–অপোরান্‌নহো/অপোরান্‌হো, ব্রাহ্মণ–ব্রাম্‌হোন।

১০. বাংলায় বিসর্গের উচ্চারণ সম্পর্কে একটি কথাই স্মরণীয়। বিসর্গের উচ্চারণ নেই। কেবল তার প্রভাবে পরবর্তী ব্যঞ্জনটির দ্বিত্ব হয়। দুঃখ = দুক্‌খো, অধঃপতন = অধোপ্‌পতন।

প্রশ্ন : ২। 'অ' ধ্বনি উচ্চারণের পাঁচটি নিয়ম উদাহরণসহ লেখো। [রা. ১৭, ঢা. ১৬]
অথবা, বাংলা 'অ' ধ্বনি উচ্চারণের যে কোনো পাঁচটি নিয়ম লেখো। [কু. ১৭, ১৬, য, ১৭, দি, ১৭, র, ১৭, চ. ১৬]

উত্তর :

১. শব্দের আদিতে যদি 'অ' থাকে এবং তারপরে 'ই'-কার, 'উ'-কার থাকে তবে সে 'অ'-এর উচ্চারণ সাধারণত 'ও'-কারের মতো হয়। যথা : অভিধান (ওভিধান্‌), অভিযান (ওভিজান্‌), অতি (ওতি), মতি (মোতি), অতীত (ওতিত্‌), অধীন (ওধিন্‌) ইত্যাদি।

২. শব্দের আদ্য 'অ'–এর পরে 'য' (য)-ফলাযুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণ থাকলে সেক্ষেত্রে 'অ'–এর উচ্চারণ প্রায়শ 'ও'-কারের মতো হয়। যেমন : অদ্য (ওদ্‌দো), অন্য (ওন্‌নো), অত্যাচার (ওত্‌তাচার্‌), কন্যা (কোন্‌না), বন্যা (বোন্‌না) ইত্যাদি।

Teachingbd24.com

৩. শব্দের আদ্য 'অ'–এর পর 'ক্ষ', 'জ্ঞ' থাকলে, সে 'অ'–এর উচ্চারণ সাধারণত 'ও'–কারের মতো হয়ে থাকে। যথা : অক্ষ (ওক্‌খো), দক্ষ (দোক্‌খো), যক্ষ (জোক্‌খো), লক্ষণ (লোক্‌খোন্), যজ্ঞ (জোগ্‌গো), লক্ষ (লোক্‌খো), রক্ষা (রোক্‌খা) ইত্যাদি।

৪. শব্দের প্রথমে যদি 'অ' থাকে এবং তারপর ৃ (ঋ)–কার' যুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণ থাকলেও, সে–'অ'–এর উচ্চারণ সাধারণত 'ও'–কারের মতো হয়। যথা : মসৃণ (মোস্‌ন/মোস্‌সৃন্), বক্তৃতা (বোক্‌তৃতা), যকৃৎ (জোকৃত্) ইত্যাদি।

৫. শব্দের প্রথমে 'অ' যুক্ত 'র' (্র)–ফলা থাকলে সেক্ষেত্রেও আদ্য অ'–এর উচ্চারণ সাধারণত 'ও'–কার হয় থাকে। যথা : ক্রম (ক্রোম্), গ্রহ (গ্রোহো), গ্রন্থ (গোন্‌থো), ব্রত (ব্রাতো) ইত্যাদি।

প্রশ্ন : ৩। উচ্চারণরীতি কাকে বলে? বিশুদ্ধ উচ্চারণ প্রয়োজন কেন আলোচনা করো। [য. ১৬]

উত্তর : উচ্চারণনীতি : শব্দের যথাযথ উচ্চারণের জন্য নিয়ম বা সূত্রের সমষ্টিকে উচ্চারণরীতি বলে।

বিশুদ্ধ উচ্চারণের প্রয়োজন : উচ্চারণের শুদ্ধতা রক্ষিত না হলে ভাষার মূল উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয়। ভাষার অর্থবহতা বা বোধগম্যতার ক্ষেত্রে উচ্চারণের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। তাই শুদ্ধ উচ্চারণ একদিকে যেমন ঠিকভাবে মনোভাব প্রকাশে সহায়ক, তেমনি শব্দের অর্থবিভ্রান্তি ও বিকৃতি ঘটার সম্ভাবনা থেকেও মুক্ত রাখে। তাই বিশুদ্ধ উচ্চারণের প্রয়োজন অপরিসীম। বিশুদ্ধ উচ্চারণের জন্যে নিম্নলিখিত বিষয়গুলোর প্রতি দৃষ্টি রাখতে হবে :

১. প্রমিত কথ্য ভাষার বাচনভঙ্গি অনুসরণ করা, অর্থাৎ চলিত ও আঞ্চলিক ভাষার পার্থক্য সম্পর্কে অবহিত হওয়া ও প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে যথাযথভাবে ব্যবহার করা।

২. স্বরধ্বনি ব্যঞ্জনধ্বনির যথাযথ উচ্চারণ সম্পর্কে অবহিত হওয়া। অর্থাৎ ঠিক উচ্চারণস্থান থেকেই ধ্বনিগুলোকে উচ্চারণ করতে হবে।

৩. উচ্চারণ-সূত্র সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করা।

৪. আঞ্চলিকতা পরিহার করা।

৫. প্রতিনিয়ত অনুশীলন বা চর্চা করা। যদি বানান বা উচ্চারণ সম্পর্কে সন্দেহ দেখা দেয় তাহলে অবশ্যই অভিধান দেখতে হবে এবং পর্যায়ক্রমে তা অভ্যাসে পরিণত করতে হবে।

প্রশ্ন : ৪। অন্ত্য–অ ধ্বনি উচ্চারণের পাঁচটি নিয়ম উদাহরণসহ লেখো।

উত্তর :

১. বাংলা ভাষায় বেশ কিছু বিশেষণে অথবা বিশেষণরূপে ব্যবহৃত পদের অন্তিম 'অ' লুপ্ত না হয়ে ও–কারান্ত উচ্চারণ হয়ে থাকে। যথা : কাল (বিশেষণ 'কালো' কিন্তু', বিশেষ্য কাল্), খাট (খাটো কিন্তু বিশেষ্য খাট্), ছোট (ছোটো), বড় (বড়ো) ইত্যাদি।

২. বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত বেশ কিছু দ্বিরুক্ত শব্দ বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হলে প্রায়শ অন্তিম 'অ' ও-কারান্ত উচ্চারণ হয়। যথা : কাঁদ–কাঁদ (কাঁদো–কাঁদো), কল–কল (কলো–কলো), পড়–পড় (পড়ো–পড়ো), বড়–বড় (বড়ো–বড়ো) ইত্যাদি।

৩. ১১ থেকে ১৮ পর্যন্ত সংখ্যাবাচক শব্দের শেষে–'অ' রক্ষিত এবং 'ও'-কারান্ত উচ্চারিত হয়ে থাকে। যথা : (১১ এগারো (অ্যাগারো), (১২) বারো (বারো), (১৩) তেরো (ত্যারো), (১৪) চোদ্দো (চোউদ্‌দো) ইত্যাদি।

৪. 'আন' (আনো)–প্রত্যয়ান্ত শব্দের অন্তিম 'অ' 'ও'–কারান্ত উচ্চারিত হয়। যথা : করান (করানো), বলান (বলানো), শেখান (শেখানো), লেখান (লেখানো), পাঠান (পাঠানো), খেলান (খ্যালানো), চালান (চালানো), সরান (শরানো), ভরান (ভরানো) ইত্যাদি।

৫. 'ত' (ক্ত) এবং 'ইত' প্রত্যয়যোগে সাধিত বা গঠিত বিশেষণ শব্দের অন্ত্য 'অ' উচ্চারণে ও-কারান্ত হয়ে থাকে। যেমন : হত (হতো), মত (মতো), গত (গতো), নত (নতো), রত (রতো) ইত্যাদি।

Teachingbd24.com

প্রশ্ন : ৫। শব্দের শেষে কোন কোন ক্ষেত্রে 'অ' উচ্চারণ লোপ পায় না? উদাহরণসহ পাঁচটি নিয়ম লেখো।

উত্তর : কথ্য বাংলায় শব্দের শেষের অ ধ্বনি সাধারণত লোপ পায়। তবে এমন কিছু বিশেষ ক্ষেত্র আছে যেখানে অন্ত্য অ–ধ্বনি লোপ পায় না এবং সংবৃত উচ্চারণ হয়। এগুলো হলো :

ক. শেষ ব্যঞ্জনের অব্যবহিত আগে অনুস্বার বা বিসর্গ থাকলে : ধ্বংস, বংশ, মাংস, দুঃখ ইত্যাদি।

খ. শব্দটি ত বা ইত প্রত্যয়ান্ত হলে : গত, শত, নন্দিত, লজ্জিত, পুলকিত ইত্যাদি।

গ. শব্দটি তুলনাবাচক–তর, –তম প্রত্যয়ান্ত হলে : বৃহত্তর, মহত্তর, বৃহত্তম, মহত্তম ইত্যাদি।

ঘ. –ঈয় বা –অনীয় প্রত্যয়ান্ত শব্দে : পানীয়, নমনীয়, দেশীয় ভারতীয় ইত্যাদি।

ঙ. শব্দের শেষ ব্যঞ্জনটি হ হলে : কলহ, দেহ, দাহ, প্রবাহ, মোহ, স্নেহ, লৌহ ইত্যাদি।

প্রশ্ন : ৬। মধ্য–অ ধ্বনি উচ্চারণের পাঁচটি নিয়ম উদাহরণসহ লেখো।

উত্তর :

১. শব্দ মধ্যের 'অ' আদ্য 'অ'–এর মতোই ই, ঈ, উ, ঊ, ঋ–কার এবং ক্ষ, জ্ঞ, য–ফলার আগে থাকলে সে অ–এর উচ্চারণ সাধারণ ও–কারের মতো হয়। যেমন–কাকলি (কাকোলি), অবগতি (অবোগোতি), সুমতি (শুমোতি) ইত্যাদি।

২. তিন বা তার অধিক বর্ণে গঠিত শব্দের মধ্যে 'অ'–এর আগে যদি অ, আ, এ এবং ও–কার থাকে তবে মধ্যের 'অ' ও–কার রূপে উচ্চারিত হয়ে থাকে। যেমন–মতন (মতোন্), যতন (জতোন্), সাগর (সাগোর্) ইত্যাদি।

৩. বাংলা ভাষায় বেশ কিছু সমাসবদ্ধ তৎসম শব্দে 'অ' ও–কার রূপে উচ্চারিত হয়। যেমন–পথচারী (পথোচারি), বনবাসী (বনোবাসি), রণতূর্য (রনোতুর্জো) ইত্যাদি।

৪. মধ্য অ–এর আগে 'আ' থাকলে সেই অ ও–রূপে উচ্চারিত হয়। যেমন–ভাষণ (ভাশোন্), আসল (আশোল্)।

৫. মধ্য অ–এর আগে 'ঁ' থাকলে 'অ' ও–বৎ উচ্চারিত হয়। যেমন–বেতন (বেতোন্), কেতন (কেতোন্)।

প্রশ্ন : ৭। এ–ধ্বনি উচ্চারণের যে কোনো পাঁচটি নিয়ম উদাহরণসহ লেখো। [সকল বো. ১৮; সি. ১৭, ১৬]

উত্তর :

১. শব্দের প্রথমে দি 'এ'–কার থাকে এবং তারপরে 'ই' (ি), ঈ (ী), উ (ু), ঊ (ূ), এ (ে), ও (ো), য়, র, ল,শ এবং হ থাকলে সাধারণত 'এ' অবিকৃতভাবে উচ্চারিত হয়। যথা : একি (একি), দেখি (দেখি), মেকি (মেকি), ঢেঁকি (ঢেঁকি), বেশি (বেশি) ইত্যাদি।

২. শব্দের আদ্য 'এ'–কারের পরে যদি ং (অনুস্বার) ঙ কিংবা ঙ্গ থাকে এবং তারপরে 'ই' হ্রস্ব বা দীর্ঘ) 'উ' হ্রস্ব বা দীর্ঘ) অনুপস্থিত থাকে তবে সেক্ষেত্রে 'এ', 'অ্যা–কারে রূপান্তরিত হয়। যথা : বেঙ (ব্যাঙ, কিন্তু ই (ি)–কার সংযুক্ত হলে বেঙি], খেঞরা (খ্যাঁংরা কিন্তু খেঙরি), বেঙামা (ব্যাঙগোমা কিন্তু বেঙগোমি), লেংড়া (ল্যাঙড়া কিন্তু লেঙড়ি), নেংটা (ন্যাঙটা কিন্তু নেঙটি) ইত্যাদি।

৩. এ–কারযুক্ত একাক্ষর (monosyllable) ধাতুর সঙ্গে আ–প্রত্যয়যুক্ত হলে, সাধারণত সেই 'এ' কারের উচ্চারণ 'অ্যা' কার হয়ে থাকে। যথা : খেদা (খেদ্ + আ = খ্যাদা), ক্ষেপা (ক্ষেপ্ + আ = খ্যাপা), ঠেলা (ঠেল্ + আ = ঠ্যালা) ইত্যাদি।

৪. মূলে 'ই' কার বা ঋ–কারযুক্ত ধাতু প্রাতিপদিকের সঙ্গে আ–কার যুক্ত হলে সেই ই–কার এ–কার রূপে উচ্চারিত হবে, কখনও 'অ্যা'–কার হবে না। যথা : কেনা (কিন্ ধাতু থেকে), মেলা (< মিল্), খেলা (< খিল), গেলা (< গিল্), মেশা (< মিশ্), ইত্যাদি।

৫. একাক্ষর (monosyllable) সর্বনাম পদের 'এ' সাধারণত স্বাভাবিকভাবে অর্থাৎ অবিকৃত 'এ'–কার রূপে উচ্চারিত হয়। যথা : কে, সে, এ, যে ইত্যাদি।

https://teachingbd24.com

প্রশ্ন : ৮। শব্দের শেষে কোন কোন ক্ষেত্রে 'অ' উচ্চারণ লোপ পায়। উদাহরণসহ লেখো।

উত্তর : বাংলা শব্দভাণ্ডারে এমন কিছু শব্দ আছে যেগুলোর উচ্চারণে শব্দের শেষে 'অ' ধ্বনিটি লোপ পায়। যেমন–

ক. একাক্ষর শব্দের ক্ষেত্রে : ফল, জল ইত্যাদি।

খ. দ্ব্যক্ষর শব্দের ক্ষেত্রে : শ্রবণ, দর্শন, পতন ইত্যাদি।

গ. ত্র্যক্ষর শব্দের ক্ষেত্রে : মহাবল, অবশেষ ইত্যাদি।

শব্দ	উচ্চারণ	বোর্ড ও সন	শব্দ	উচ্চারণ	বোর্ড ও সন
অধ্যক্ষ	ওদ্‌ধোক্‌খো	রা. ১৬, চ. ১৬, ব. ১৬, য. ১৬, ১৭	ধন্যবাদ	ধোন্‌নোবাদ্‌	দি. ১৬, চ. ১৭
অত্যাচার	ওত্‌তাচার্‌	কু. ১৬	নিষিদ্ধ	নিশিদ্‌ধো	রা. ১৬
অধ্যাপক	ওদ্‌ধাপোক্‌	দি. ১৬	নাগরিক	নাগোরিক্‌	দি. ১৬
অসীম	অশিম্‌	ঢা. ১৬, রা. ১৭, দি. ১৭	নদী	নোদি	ঢা. ১৬
অনিঃশেষ	অনিশ্‌শেশ্‌	রা. ১৬	পুনঃপুন	পুনোপপুনো	ব. ১৬
আহবান	আওভান্‌	ব. ১৬, কু. ১৭, ১৬	পদ্য	পোদ্‌দো	য. ১৬, কু. ১৬, রা. ১৭,১৬
আবৃত্তি	আবৃত্‌তি	ঢা. ১৬, চ. ১৬	প্রথম	প্রোথোম্‌	দি. ১৬
উদাহরণ	উদাহরোন্‌	দি. ১৬	পরীক্ষিত	পোরিক্‌খিতো	চ. ১৬
ঋগ্বেদ	রিগ্‌বেদ্‌	ঢা. ১৬	প্রজ্ঞা	প্রোগ্‌গাঁ	রা. ১৬, সকল বো. ১৮
এখন	অ্যাখোন্‌	য. ১৬	পদ্ম	পদ্‌দোঁ	ঢা. ১৬. ক. ১৭
এক	অ্যাক্‌	ঢা. ১৬	ব্যাখ্যা	ব্যাক্‌খা	ঢা. ১৬, দি. ১৭
একাডেমি	অ্যাকাডেমি	দি. ১৬, চ. ১৬	বিজ্ঞপ্তি	বিগ্‌গোঁপ্‌তি	কু. ১৬
ঐশ্বর্য	ওইশ্‌শোর্‌জো	য. ১৬	ব্রহ্মাণ্ড	ব্রোম্‌হান্‌ডো	কু. ১৬
ঔষধ	ওউশধ্‌	রা. ১৬	ব্রাহ্মণ	ব্রাম্‌হোন্‌	ঢা. ১৬
খাদ্য	খাদ্‌দো	সি. ১৬, দি. ১৬	ভবিষ্যৎ	ভোবিশ্‌শত্‌	রা. ১৬
গ্রীষ্মকাল	গ্রিশ্‌শোঁকাল্‌	ব. ১৬, দি. ১৭	মন্তব্য	মোন্‌তোব্‌বো	সি. ১৬, কু. ১৭
গণিত	গোনিত্‌	য. ১৬	মন	মোন্‌	ঢা. ১৬
চিহ্ন	চিন্‌হো	চ. ১৬	যজ্ঞ	জোগ্‌গোঁ	সি. ১৬
চর্যাপদ	চোর্‌জাপদ্‌	কু. ১৬	রূপসী	রুপোশি	সি. ১৬
চলন্ত	চলোন্‌তো	সি. ১৬	লক্ষণ	লোক্‌খোন্‌	সি. ১৬, কু. ১৭
জ্ঞাত	গ্যাঁতো	ব. ১৬, দি. ১৭	ষাণ্মাসিক	শান্‌মাশিক্‌	ব. ১৬
তটিনী	তোটিনি	য. ১৬	স্বাগত	শাগতো	ব. ১৬, কু. ১৬
দক্ষ	দোক্‌খো	য. ১৬	সংগ্রহ	শঙ্‌গ্রোহো	ব. ১৬
দীনবন্ধু	দিনোবোন্‌ধু	চ. ১৬	স্মর্তব্য	শর্‌তোব্‌বো	কু. ১৬

Teachingbd24.com

শব্দ	উচ্চারণ	বোর্ড ও সন	শব্দ	উচ্চারণ	বোর্ড ও সন
ধার্য	ধার্‌জো	সি. ১৬	স্মৃতি	সঁতি	
অক্ষ	অক্‌খো	রা. ১৭	নিঃশর্ত	নিশ্‌শর্‌তো	চ. ১৭
অতঃপর	অতোপ্‌পর্‌	সি. ১৭	পরীক্ষা	পোরিক্‌খা	দি. ১৭
অতি	ওতি	ঢা. ১৭	প্রণীত	প্রোনিতো	দি. ১৭
অতীত	ওতিত্‌	চ. ১৭	প্রশ্ন	প্রোশ্‌নো	সি. ১৭
অদ্য	ওদ্‌দো	ব. ১৭	প্রায়শ্চিত্ত	প্রায়োশ্‌চিত্‌তো	ঢা. ১৭
অশিক্ষিত	অশিক্‌খিতো	কু. ১৭	বিজ্ঞ	বিগ্‌গোঁ	ব. ১৭
আবশ্যক	আবোশ্‌শোক্‌	সি. ১৭	বিজ্ঞান	বিগ্‌গ্যান্‌	য. ১৭
ইতঃপূর্বে	ইতোপুর্‌বে/ ইতোপ্‌পুর্‌বে	ব. ১৭	বৈশাখ	বোইশাখ্‌	রা. ১৭
উদ্যোগ	উদ্‌দোগ্‌	কু. ১৭	বিদ্বান	বিদ্‌দান্‌	রা. ১৭
উপমা	উপোমা	ব. ১৭	ব্যতীত	বেতিতো	য. ১৭
উপস্থিত	উপোস্‌থিত্‌	ঢা. ১৭	ব্যবহার	ব্যাবোহার্‌	ঢা. ১৭
একটি	এক্‌টি	চ. ১৭	মর্যাদা	মোর্‌জাদা	ঢা. ১৭, চ.১৭, য. ১৭
একতা	অ্যাকোতা	দি. ১৭	মৃন্ময়	মৃন্‌ময়	ব. ১৭
ঐকতান	ওইকোতান্‌	সি. ১৭	যথাক্রমে	জথাক্‌ক্রোমে	চ. ১৭
ঐক্য	ওইক্‌কো	য. ১৭	লাবণ্য	লাবোন্‌নো	ঢা. ১৭
এশ্বর্য	ওইশ্‌শোর্‌জো	য. ১৭	শ্লেষ্মা	শ্লেশ্‌শা	সি. ১৭
ওজস্বী	ওজোশ্‌শি	কু. ১৭	সভ্য	শোব্‌ভো	রা. ১৭
কক্ষ	কোক্‌খো	ব. ১৭	স্বল্প	শল্‌পো	ঢা. ১৭
কবিতা	কোবিতা	য. ১৭	হিংস্র	হিঙ্‌স্‌ত্রো	য. ১৭
কর্ম	কর্‌মো	চ. ১৭	গঞ্জনা	গন্‌জনা/গন্‌জোনা	কু. ১৭
চিহ্নিত	চিন্‌হিতো	সি. ১৭	জিহ্বপা	জিউভা	সি. ১৭
তন্ময়	তন্‌ময়্‌	ব. ১৭	দক্ষ	দোক্‌খো	য. ১৭, ১৬
দরখাস্ত	দর্‌খাস্‌তো	ঢা. ১৭	দায়িত্ব	দায়িত্‌তো	দি. ১৭, সকল বো. ১৮
দ্রষ্টব্য	দ্রোশ্‌টোব্‌বো	চ. ১৭	অকৃতজ্ঞ	ওকৃতগ্‌গোঁ	সি. ১৭
রাষ্ট্রপতি	রাশ্‌ট্রোপোতি	সকল বো. ১৮	শ্রাবণ	স্রাবোন্‌	সকল বো. ১৮
শ্রদ্ধাস্পদ	শ্রোদ্‌ধাশ্‌পদো	সকল বো. ১৮	নক্ষত্র	নোক্‌খোত্‌ত্রো	সকল বো. ১৮
অত্যাবশ্যক	ওত্‌তাবোশ্‌শোক	সকল বো. ১৮	প্রেতাত্মা	প্রেতাত্‌তাঁ	সকল বো. ১৮

Teachingbd24.com

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

পাঠ্যপুস্তক ভবন
৬৯-৭০ মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০

জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০১২ অনুযায়ী একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণির বাংলা ২য় পত্রের প্রশ্নপত্র প্রণয়নের জন্য নির্দেশনা (উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা ২০১৬ থেকে প্রযোজ্য)।

ব্যাকরণ : ৩০ নম্বর	নম্বর বিভাজন
১। উচ্চারণের যে কোনো ৫টি নিয়ম লিখতে হবে। এর বিকল্পে ৮টি শব্দের মধ্যে ৫টি শব্দের উচ্চারণ লিখতে হবে।	৫ নম্বর
২। বাংলা একাডেমি প্রণীত প্রমিত বাংলা বানানরীতির যে কোনো ৫টি নিয়ম লিখতে হবে। এর বিকল্পে ৮টি ভুল বানানের শব্দকে শুদ্ধ বানানে লিখতে হবে।	৫ নম্বর
৩। বিভিন্ন শব্দশ্রেণি (বিশেষ্য, বিশেষণ, সর্বনাম, ক্রিয়া, ক্রিয়া বিশেষণ, আবেগ শব্দ, যোজক, অনুসর্গ) থেকে একটি বর্ণনামূলক প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। বিকল্পে প্রদত্ত অনুচ্ছেদ থেকে একটি নির্দিষ্ট শব্দশ্রেণি চিহ্নিত করতে হবে।	৫ নম্বর
৪। উপসর্গ, প্রত্যয় ও সমাসের মধ্যে যে কোনো ২টি পাঠ হতে প্রশ্ন থাকবে এবং ১টির উত্তর দিতে হবে। প্রতিটি প্রশ্নেই ৮টির মধ্যে ৫টির উত্তর দিতে হবে।	৫ নম্বর
৫। বাক্যতত্ত্ব অংশ থেকে একটি বর্ণনামূলক প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। এর বিকল্পে ৮টি বাক্যের মধ্যে ৫টির বাক্যান্তর করতে হবে।	৫ নম্বর
৬। ৮টি অশুদ্ধ বাক্যের মধ্যে ৫টিকে শুদ্ধ করতে হবে। এর বিকল্পে একটি অনুচ্ছেদে বিদ্যমান অপপ্রয়োগসমূহ শুদ্ধ করতে হবে।	৫ নম্বর
নির্মিতি : ৭০ নম্বর	
১। ১৫টি বিদেশি শব্দের মধ্যে ১০টির বাংলা পারিভাষিক রূপ লিখতে হবে। এর বিকল্পে ১টি ইংরেজি ভাষার অনুচ্ছেদকে বাংলা ভাষায় অনুবাদ করতে হবে।	১০ নম্বর
২। ঘটনাসমৃদ্ধ পুরো ১টি দিনকে অবলম্বন করে ১টি দিনলিপি রচনা করতে হবে অথবা কোনো ১টি সুনির্দিষ্ট বিষয়ে (দিবস উদযাপন, ঐতিহাসিক স্থান পরিদর্শক ইত্যাদি) অভিজ্ঞতা বর্ণনা করতে হবে। এর বিকল্পে ১টি ভাষণ বা প্রতিবেদন লিখতে হবে।	১০ নম্বর
৩। একটি বিশেষ উৎসব বা উপলক্ষ (ঈদ, নববর্ষ ইত্যাদি) অবলম্বন করে ৫টি ক্ষুদে আকারের বাংলা বাক্যে একটি ক্ষুদে বার্তা বা ই-মেইল/এস এম এস রচনা করতে হবে। এর বিকল্পে যে কোনো এক প্রকার পত্র লিখতে হবে।	১০ নম্বর
৪। সারাংশ বা সারমর্ম থেকে ১টি প্রশ্ন থাকবে। এর বিকল্পে ভাবসম্প্রসারণ থেকে ১টি প্রশ্ন থাকবে। যে কোনো ১টির উত্তর দিতে হবে।	১০ নম্বর
৫। কোনো একটি বিশেষ ঘটনা বা পরিস্থিতির আলোকে নাটকের সংলাপের আকারে সংলাপ বা কথোপকথন রচনা করতে হবে। এর বিকল্পে প্রশ্নে প্রদত্ত একটি গল্পের শিরোনাম বা দৃশ্যপট অবলম্বনে একটি ক্ষুদ্রে গল্প রচনা করতে হবে।	১০ নম্বর
৬। যে কোনো ৫টি বিষয়ের ১টি অবলম্বনে একটি প্রবন্ধ লিখতে হবে। (গতানুগতিক মুখস্থনির্ভর এবং তথ্য ভারাক্রান্ত প্রবন্ধের পরিবর্তে শিক্ষার্থীর সৃজনশীলতার প্রতিফলন ঘটবে এমন ধরনের প্রবন্ধ লিখতে হবে।	২০ নম্বর

Teachingbd24.com

এইচ এস সি বাংলা ব্যকরণ

অধ্যায় ৩: বাংলা বানান ও শব্দের শুদ্ধ প্রয়োগ (২০০০ থেকে ২০১৮ পর্যন্ত)

স্বাভাবিকভাবে একটি ভাষার শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য শব্দের শুদ্ধ বানান গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। শব্দের শুদ্ধ বানান ভাষাকে গতিশীল ও জীবন্ত করে।

প্রশ্ন : বাংলা একাডেমির প্রমিত বাংলা বানানের পাঁচটি নিয়ম উদাহরণসহ লেখো। *[কু. ১৭, রা. ১৭, ব. ১৭, য. ০৮, সি. ০৭]*

অথবা, আধুনিক বাংলা বানানের ছয়টি নিয়ম উদাহরণসহ লেখো। *[ব. ০৯; কু. ১০; সি. ১০]*

উত্তর : স্বাধীনতা-উত্তর বাংলা একাডেমি বাংলা বানান সংস্কারে অসামান্য সাহসী ভূমিকা রেখেছিল। বাংলা একাডেমি ১৯৯২ সালে একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি দ্বারা বাংলা বানানের নীতি প্রণয়ন করে এবং 'বাংলা বানান' শীর্ষক একটি গ্রন্থ ১৯৯৪ সালে প্রকাশ করে। বাংলা একাডেমি দেশের সকল লেখক, বুদ্ধিজীবী, সাংবাদিক, শিক্ষক, সরকারি, বে-সরকারি প্রতিষ্ঠানকে এই বানান ব্যবহারের আহ্বান জানায়। বাংলা একাডেমির প্রমিত বাংলা বানানের ছয়টি নিয়ম নিম্নে উল্লেখ করা হলো :

(ক) তৎসম অর্থাৎ বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত অবিকৃত সংস্কৃত শব্দের বানান যথাযথ ও অপরিবর্তিত থাকবে।
যেমন : চন্দ্র, সূর্য, নক্ষত্র, ধর্ম ইত্যাদি।

(খ) রেফ (র্) এর-পর ব্যঞ্জনবর্ণের দ্বিত্ব হবে না।
যেমন : কার্য, কর্ম, কর্দম, অর্জন, অর্চনা ইত্যাদি।

(গ) 'আলি' প্রত্যয়যুক্ত শব্দে 'ই' কার ব্যবহৃত হবে।
যেমন : সোনালি, মিতালি, বর্ণালি ইত্যাদি।

(ঘ) শব্দের শেষে বিসর্গ ব্যবহৃত হবে না।
যেমন : কার্যত, মূলত, প্রধানত, বস্তুত, সাধারণত ইত্যাদি।

(ঙ) 'আনো' প্রত্যয়ান্ত শব্দের শেষে ো - কার ব্যবহৃত হবে।
যেমন : করানো, বলানো, খাওয়ানো, পাঠানো, দেখানো, বুঝানো ইত্যাদি।

(চ) হস (্) চিহ্ন যথাসম্ভব বর্জন করতে হবে।
যেমন : কলকল, ফটফট, ঝরঝর, চেক, মদ ইত্যাদি।

প্রশ্ন : বাংলা একাডেমি প্রণীত বাংলা বানানের আধুনিক নিয়ম অনুসারে অ-তৎসম শব্দের যে কোনো পাঁচটি বানান সূত্র উদাহরণসহ লেখো। [রা. ১৬, সি. ১৭]

উত্তর : নিচে বাংলা একাডেমি প্রণীত বাংলা বানানের আধুনিক নিযম অনুসারে অ-তৎসম শব্দের যে কোনো পাঁচটি বানান সূত্র উল্লেখ করা হলো :

১. সকল অ-তৎসম অর্থাৎ তদ্ভব, দেশি, বিদেশি মিশ্র শব্দে কেবল ই এবং উ এবং এদের-কার চিহ্ন ি ু ব্যবহৃত হবে। এমনকি স্ত্রীবাচক ও জাতিবাচক ইত্যাদি শব্দের ক্ষেত্রেও এই নিয়ম প্রযোজ্য হবে। যেমন– গাড়ি, চুরি, দাড়ি, বাড়ি, ভারি, শাড়ি, তরকারি, বোমাবাজি, দাবি, হাতি, বেশি, খুশি, হিজরি, আরবি।

২. –আলি প্রত্যয়যুক্ত শব্দে ই-কার হবে। যেমন : খেয়ালি, বর্ণালি, মিতালি, সোনালি, হেঁয়ালি।

৩. তদ্ভব, দেশি, বিদেশি, মিশ্র কোনো শব্দের বানানে ণত্ব–বিধি মানা হবে না অর্থাৎ ণ ব্যবহার করা হবে না। যেমন : অঘ্রান, ইরান, কান, কোরান, গুনতি, গোনা, ঝরনা, ধরন, পরান, সোনা, হর্ন।

Teachingbd24.com

৪. আরবি–ফারসি শব্দে 'সে', 'সিন', 'সোয়াদ' বর্ণগুলির প্রতিবর্ণরূপে স, এবং 'শিন্'-এর প্রতিবর্ণ-রূপ শ ব্যবহৃত হবে। যেমন : সালাম, তসলিম, ইসলাম, মুসলিম, মুসলমান, সালাত, এশা, শাবান।

৫. বাংলায় প্রচলিত বিদেশি শব্দ সাধারণভাবে বাংলা ভাষার ধ্বনিপদ্ধতি-অনুযায়ী লিখতে হবে। যেমন : কাগজ, জাহাজ, হুকুম, হাসপাতাল, টেবিল, পুলিশ, ফিরিস্তি, হাজার, বাজার, জুলুম, জেব্রা।

প্রশ্ন : বাংলা বানানে ই-কার (ি) ব্যবহারের পাঁচটি নিয়ম উদাহরণসহ লেখো। [সি. ১৬, দি. ১৬, ১৭]

উত্তর : নিচে বাংলা বানানে ই-কার ব্যবহারের পাঁচটি নিয়ম উল্লেখ করা হলো :

১. যেসব তৎসম শব্দে ই, ঈ-কার শুদ্ধ সেসব শব্দে ই-কার হবে। যেমন : কিংবদন্তি, পদবি, ধমনি, শ্রেণি ইত্যাদি।

২. সকল অতৎসম শব্দে ই-কার হবে। যেমন : খুশি, পাখি, শাড়ি ইত্যাদি।

৩. –আলি প্রত্যয়যুক্ত শব্দে ই-কার হবে। যেমন– খেয়ালি, বর্ণালি, মিতালি, সোনালি, হেঁয়ালি।

৪. অব্যয় পদরূপে ই-কার দিয়ে কি শব্দটি লেখা হবে। যেমন : তুমিও কি যাবে? সে কি এসেছিল? কি বাংলা কি ইংরেজি উভয় ভাষায় তিনি পারদর্শী।

৫. পদাশ্রিত নির্দেশক টি-তে ই-কার হবে। যেমন : ছেলেটি, লোকটি, বইটি।

৬. ভাষা ও জাতিবাচক নামে ই-কার বসবে। যেমন : ইরানি, জাপানি, ইংরেজি ইত্যাদি।

প্রশ্ন : বাংলা একাডেমি প্রণীত প্রমিত বাংলা বানানের নিয়ম অনুসারে ই, উ, ক্ষ, শ এবং রেফ (র্) ব্যবহারের নিয়ম উদাহরণসহ লেখো। [সকল বো. ১৮]

উত্তর :

ই = সকল অ–তৎসম শব্দে ই–কার ব্যবহৃত হবে। যেমন– খুশি, চাষি ইত্যাদি।

ঙ = অ–তৎসম শব্দে উ–কার বসবে। যেমন– কুমির, মূলা ইত্যাদি।

ক্ষ = অ তৎসম শব্দে ক্ষ লেখা হয়। যেমন– ক্ষিপ্ত, ক্ষুর ইত্যাদি।

শ = ইংরেজি ও ইংরেজির মাধ্যমে আগত বিদেশি প্রভৃতি বর্ণগুচ্ছ বা ধ্বনির জন্য শ ব্যবহৃত হবে। যেমন– স্টেশন, স্টোর ইত্যাদি।

(র্) =) (রেফ–এর ব্যঞ্জন বর্ণের দ্বিত্ব হবে না। যেমন–অর্জন, কার্য ইত্যাদি।

বানান শুদ্ধিকরণ

২০০০ হইতে ২০১৮ সাল পর্যন্ত

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
শ্রদ্ধাঞ্জলী	শ্রদ্ধাঞ্জলি *[কু. ১৬, ০৪, ১৪; য. ০৩; ঢা. ১৬, ১৪, ০১, রা. ০৭; সি. ০৪, ১০; চ. ১১, দি. ১৪]*	সম্বর্দ্ধনা	সংবর্ধনা *[কু. ০৩, ০৬; য. ০১; দি. ১৭, ১৬, ঢা.১৫, ০৮, ১১, ১৪; রা. ০৭, ০৯, চ. ১৭]*
শিরঃচ্ছদ	শিরশ্ছেদ *[ঢা. ১৬, ১৫, কু. ১৫, ০৪; য. ০৬, ০৯, ১৪; চ. ১৭, ১১, দি. ১৭, ১৫, ১২; সি. ১৩]*	মনোপুত	মনঃপূত *[কু. ০৪; সি. ১৩, ০৬; ঢা. ১০; য. ১০. রা. ১৫]*
আকাংখা	আকাঙ্ক্ষা *[সি. ১৬, য. ১৬, ০৪, ১৪; রা.১৬, ০৩, ০৫; ঢা.১৫, ০১, ১০; কু. ১৭, ১৬, ০৯, ১১; চ. ০৬, দি. ১৫, র. ১৬, ১৭, ১৫]*	ইতিমধ্যে	ইতোমধ্যে *[কু. চ. য. ০১, ০৪, ০৯; কু. ০৬;, ১৪; ঢা. ১১, ১৪; চ. ১১, দি. ১৭, ১২; সি. ১৩, ১৪. ব. ১৫] সকল বো. ১৮*
আত্বস্ত	আত্মস্থ *[য. ০৭]*	ইতিপূর্বে	ইতিঃপূর্বে **[রা. ১৬]**
বুদ্ধিজীবি	বুদ্ধিজীবী *[রা. ১৭, দি. ১৭, কু. ১৭, চ. সি. ০৪. ১০, ঢা. ১৬]*	দ্বন্ধ	দ্বন্দ্ব *[য. ০৭]*

Teachingbd24.com

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
মুহুর্ত	মুহূর্ত [সি. য. ০৪; ঢা. ০১. ১০; কু. ০১; ০৯; সি. ০৬; রা. ১৩, ০৫. দি. ১২; চ. ১৩]	মন্ত্রীত্ব	মন্ত্রিত্ব [চ. ০৪, দি. ১২]
সম্বলিত	সংবলিত [য. ০৩; ঢা. ০৩]	প্রাণীবিদ্যা	প্রাণিবিদ্যা [চ. ১৭, ০৪, ০৬; কু. ০৩. ০৬. য. ০১. ০৬. ১০; সি. ০৭. ঢা. ০৯; দি. ১৪. ব. ১৫]
প্রতিদ্বন্দ্বীতা	প্রতিদ্বন্দ্বিতা [চ. ০৪, য. ১৫]	প্রাণীজগত	প্রাণিজগৎ [সি. ০৯; চ. ১৪]
ষ্টোর	স্টোর [দি. ১২]	বৈয়াকরণিক	বৈয়াকরণ [চ. ০৪]
আশীষ	আশিস [দি. ১৬]	মন্ত্রীসভা	মন্ত্রিসভা [য. ০১; সি. ০৪, ০৬, ১০]
কৃতিবাস	কৃত্তিবাস [সি. ০৪, চ. ১৬]	পানিনি	পাণিনি [কু. ০১; ঢা. ১৭, ব. ১৭, ১৪, রা. ১৫, চ. ১৬]
অধ্যাবসায়	অধ্যবসায়	ভূবনভুলানো	ভুবনভুলানো [কু. ০১]
সূচীপত্র	সূচিপত্র [চ. ০৪]	মনযোগ	মনোযোগ [সি. ০৪]
গ্রামীন	গ্রামীণ [সি. ০৪]	আইনজীবি	আইনজীবী [য. ০৪, ০৭; চ. ০৭, ১১; সি. ১৪; দি. ১৪; সকল বো. ১৮]
প্রনয়ন	প্রণয়ন [য. ১৫, ০৪; কু. ০১. রা. ১৫]	মরিচিকা	মরীচিকা [য. ০৪, ১০; দি. ১৬, ১১]
মনিষী	মনীষী [য. ব. ০৭. চ, ১১. সি. ১২, ১৪; ঢা. ১৭, ১৪]	লজ্জাস্কর	লজ্জাকর [য. ০৪. ১০. দি. ১১; রা. ১৪; কু. ১৭, ১৪]
মনযোগ	মনোযোগ [দি. ১৬]	বহিঃস্কার	বহিষ্কার [সি. ১৬]
সন্যাসী	সন্ন্যাসী [য. ০৪; ০১; রা. ১৫,০৭, ১৪; দি. ১০]	স্বরস্বতী	সরস্বতী [রা.১৭, ১৫,০৯.,১৬, ১৪; ব. ১৭, চ. ২৭, ১৩, ১১]
অত্যান্ত	অত্যন্ত [কু. ০৩. ০৬; য. ১৬, ১০]	সম্বাদ	সংবাদ [রা. ০৯; চ. ০১১]
মনোমোহন	মনমোহন [কু. ০৩; রা. ০৭; ঢা. ০৯; য. ১০]	আষার	আষাঢ় [কু. ০৩]
ব্যায়	ব্যয় [কু. ০৩. ০৬]	সন্ধিহান	সন্দিহান [রা. ০৩; কু. ০৯]
অপরাহ্ন	অপরাহ্ণ [রা. ০৩; ঢা. ০১; য.১৫, ১৭, ০৬, ১০; ঢা. কু. ১৬, ১৩, ০৪, ০৯; সি. ১৩, ১১, দি. ১৫]	মূমূর্ষু	মুমূর্ষু [য. ১৭, ০৫, ০৭; ঢা. ০৮, ১১. চ. ১৭, সি. ১২, ১৪; রা. ১৪; ব. ১৭, ১৫, ১৪]
সমিচীন	সমীচীন [য. ০৩, ০৯, ১৪; কু. ১৭, ০১; চ. ০৭; রা. ০৫. ০৭, ১৪; ঢা. ০৮. ১১, ১৪; সি. ০৭. ১০. ১১; দি. ১৫,১১, ব. ১৭; সকল বো. ১৮]	সুষ্ঠ/সুস্ট	সুষ্ঠু [য. ০৩; রা. ০৫; ঢা. ০৯. ১১; চ. ০৭; দি. ১০; ১২; কু. ১৪. ব. ১৫]
কৌতুহল	কৌতূহল [য. ০৩]	শষ্য	শস্য [ঢা. কু. ০১]
ছাত্রছাত্রীগণ	ছাত্রছাত্রী [য. ০৩]	ভূবন	ভুবন [ঢা. ০১; চ. ০৬; য. ০৭; ব. ০৮; সি. ১২; চ. ১৩]
অধীনস্থ	অধীন	বৃৎপত্তি	ব্যুৎপত্তি [দি. ১৬]
গীতাঞ্জলী	গীতাঞ্জলি [য. ১৭, ১৬, ০১; কু. ০৬. ০৯; চ. ১৩, ০৭; ঢা. ০৮, ১০; দি. ১০; ১২; রা. ১৪, সি. ১৬]	প্রতিযোগীতা	প্রতিযোগিতা [য. ১৬, ০৪, ০৩, ০৬; চ. ০৭; কু. ০৯; সি. ০৪, ১০; দি ১০. ঢা. ১৫, ব. ১৫. রা/ ১৭]

Teachingbd24.com

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
শীকার	শিকার [কু. ০১]	ব্রাহ্মণ	ব্রাহ্মণ [কু. ০১; চ. ০৬; সি. ১১, দি. ১৫, ব. ১৬]
অতিথী	অতিথি [কু. ০১]	ফটোষ্ট্যাট	ফটোস্ট্যাট [কু. ০১; দি. ১৪. রারা/ ১৭]
শান্তনা	সান্ত্বনা [কু. ১৭, ১৫,০১, ১৪; য. ১৭, ০৬. ০৯; চ. ০৬. ১১; সি. ১৩, ০৭. ১১; ঢা. ১৬, ০৮. ০৯. ১১; ব. ১৭, ০৭. ১০, ১৪; দি. ১৭, ১২, ১৪,১৫. রা. ১৫]	দূরাবস্থা	দুরবস্থা [ক. ১৩, ০৪; রা. ০৫; চ. সি. ১৭, ০৭. ১০. য. ১০]
পিপিলিকা	পিপীলিকা [কু. ১৬, ০১; রা. ০৯, ১৪; ব. ১০; চ. ১১; দি. ১৬, ১১, ১৩] ঢা. ১৭, ১৪; সি. ১৬, ১৪]	মনকষ্ট	মনঃকষ্ট [কু. ১৬, ১৩, ০১; চ. ০৬; য. ০৯; সি. ১১; ব. ১৪. ঢা. ১৫, রা. ১৬]
বিভিষিকা	বিভীষিকা [রা. ০৫, সি. ০৬; ঢা. য. ০৯; ব. ১৬,১০; দি. ১১]	পুরষ্কার	পুরস্কার [রা. ১৩; ঢা. ১০; দি. ১৪, কু. ১৭]
শারিরীক	শারীরিক [য. ০৫, ০৭; সি. ১৪, চ. ১৭]	দৈন্যতা	দৈন্য/দীনতা [য. ১৭, ০৫. ব. ০৬. ০৭. ০৯, ১৪; ব. ১০; সি. ১৩; রা. ১৫,১৩. ঢা. ১৫, দি. ১৭]
শ্বাশত	শাশ্বত [দি. ১৬]	কৃতীত্ব	কৃতিত্ব [রা. ১৬]
শুশ্রষা	শুশ্রূষা [ক. ০৫. ০৭. ০৯; দি.,১৫. কু. ০৬; সি. ১১. ঢা. ১৫]	কার্য্যালয়	কার্যালয় [রা. ০৭; ঢা. ০৮; রা. ০৯; ব. ১০]
নুপুর	নূপুর [য. ০৫; সি. ১৩]	মুখস্ত	মুখস্থ [য. ০৫; সি. ১৩, ০৬; দি. ১৩; চ. ১৪]
স্বস্ত্রীক	সস্ত্রীক [কু. ০৬; সি. ০৯, ব. ১৫]	উজ্জল	উজ্জ্বল [য. ০৫; ঢা. ১০; সি. ১৪. ব. ১৫]
সধর্মচুত	স্বধর্মচ্যুত [ব. ০৮]	সমিপবর্তিনি	সমীপবর্তিনী [ব. ০৮]
নিশিথিনি	নিশীথিনী [১৬, ব. ০৮]	সমিরন	সমীরণ [ব. ০৮. রা, ১৫]
সন্ধ্যাপ্রদ্বীপ	সন্ধ্যাপ্রদীপ [ব. ০৮]	পিরীত	পিরিত [ব. ০৮]
নিক্কন	নিক্কণ [য. ০৬]	কুজ্জটিকা	কুজ্ঝটিকা [য. ০৬]
উপরোক্ত	উপর্যুক্ত [য.১৫, ০৬; ঢা. ০৯; ব. ১০; কু. ১৩, সি. ১৭]	প্রোজ্জলন	প্রোজ্জ্বল/প্রজ্বলন [চ. ০৬, কু. ১৫]
সন্নাসী	সন্ন্যাসী [চ. ০৬, য. ১৭]	পোষ্টমাষ্টার	পোস্টমাস্টার [সি. ০৭. ১০; ঢা.১৬, ০৮; রা. ০৯, চ. ১৭, ব. ১৭; সকল বো. ১৮]
ঐক্যতান	ঐকতান [চ. ১৭, ০৭; ঢা. ০৯; রা. ১৪; ব. ১৪, ১৬]	সহযোগীতা	সহযোগিতা [রা. ০৭; চ. ১১; কু. ১৪]
কথপোকথন	কথোপকথন [দি. ১৬, ১৭]	কলংকিত	কলঙ্কিত [য. ০৭]
ডাষ্টবিন	ডাস্টবিন [য. ০৭]	দুষিত	দূষিত [য. ০৭; দি. ১৩]
ব্যাতিত	ব্যতীত [য. ০৭; ঢা. ১০; দি. ১১]	পরজীবি	পরজীবী [য. ০৭]
নূন্যতম	ন্যূনতম [কু. ১৫, য. ০৭, ১৪; সি. ১১; ব. ১৭, ১৬, ১৪, ঢা. ১৭, ১৬]	বিদুষি	বিদুষী [ব. ০৭; সকল বো. ১৮]

Teachingbd24.com

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
ভ্রাতাগণ	ভ্রাতৃবৃন্দ [রা. ০৯]	বাল্মিকী	বাল্মীকি [রা. ০৯; ব. ১৪, য. ১৭, সি. ১৭]
উচ্ছাস	উচ্ছ্বাস [রা. ০৭, ০৫; কু. সি. ০৯; ঢা. ১১, য.১৬; সকল বো. ১৮]	উচীৎ	উচিত [কু. ০৯, য. ১৫]
পৈত্রিক	পৈতৃক [চ. ১৭, সি. ০৯; য. ১৫, ১৪, রা. ১৬; কু. ১৭]	পরিস্কার	পরিষ্কার [সি. ০৯]
ক্ষতিগ্রস্থ	ক্ষতিগ্রস্ত [সি. ০৯]	ভৌগলিক	ভৌগোলিক [ঢা. ১০, ১৪. দি. ১২, ১৪, ব. ১৬, চ. ১৭]
তোরন	তোরণ [য. ১০; রা. ১৫]	প্রোজ্বলন	প্রোজ্জ্বল/প্রজ্বলন [কু. ১৬]
স্টেডিয়াম	স্টেডিয়াম [ব. ১০], য. ১৭]	প্রাতঃরাশ	প্রাতরাশ [ব. ১০]
দুর্বিসহ	দুর্বিষহ [সি. ১০]	দুষণীয়	দূষণীয় [সি. ১০]
নিরব	নীরব [দি. ১০]	আগমনি	আগমনী [দি. ১১]
শ্রমজীবি	শ্রমজীবী [দি. ১১]	স্বামীগৃহ	স্বামিগৃহ [দি. ১১; ব. ১৪. য. ১৫]
প্রতিদ্বন্দ্বি	প্রতিদ্বন্দ্বী [কু. ১৬]	সুস্বাগত	স্বাগত [ঢা. ১৭]
প্রত্যুশ	প্রত্যুষ [দি. ১৭]	মহত্ব	মহত্ত্ব [ঢা. ১৭]
স্নেহাশীষ	স্নেহাশিস [কু. ১৩, ১৭, ঢা. ১১]	বাংগালী	বাঙালি [রা. ১৭]
প্রনয়িনী	প্রণয়িনী [রা. ১৭, ১৩]	মুহুর্মুহু	মুহুর্মুহু [সি. ১৭]
জৈষ্ঠ	জ্যৈষ্ঠ [ঢা. ১৭]	ননদী	ননদ/ননদি [ঢা. ১৭]
দুঃস্ত	দুস্থ [রা. ১৭]	জাজ্জল্যমান	জাজ্বল্যমান [সি. ১৭]
আবিস্কার	আবিষ্কার [রা. ১৭, ১৪]	রেজিস্ট্রেশন	রেজিস্ট্রেশন [সি. ১৭]
মূর্চ্ছনা	মূর্ছনা [সকল বো. ১৮]	স্বত্ত্বা	সত্তা (সকল বো. ১৮)

শব্দের শুদ্ধ প্রয়োগ (পাঠ্য বই থেকে)

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
অনসুয়া	অনসূয়া [সি.১৬]	কির্তণ	কীর্তন	দির্ঘ	দীর্ঘ
অরন্য	অরণ্য	কাধ	কাঁধ	দুর্বুধ	দুর্বোধ
অলঙ্ঘনিয়	অলঙ্ঘনীয়	কির্তী	কীর্তি	ধ্যানি	ধ্যানী
অনির্বচনিয়	অনির্বচনীয়	কুটনৈতিক	কূটনৈতিক	ধ্বনিত্ত্ব	ধ্বনিতত্ত্ব
অভিলাস	অভিলাষ	কিনাজ্ক	কিণাঙ্ক (কড়া)	নিরীক্ষন	নিরীক্ষণ
অর্ধাঙ্গী	অর্ধাঙ্গী	কুপমন্ডুক	কূপমণ্ডূক	নির্ভিক	নির্ভীক
অনুগামিনি	অনুগামিনী	কল্যানী	কল্যাণী	নিতীপরায়ন	নীতিপরায়ণ
অন্তপুর	অন্তঃপুর	ক্ষিণজীবী	ক্ষীণজীবী	নৈপুণ্য	নৈপুণ্য
অশথ	অশ্বথ	খান্ত	ক্ষান্ত	নভমন্ডল	নভোমণ্ডল
তরুন	তরুণ	খুটি	খুঁটি	নিস্প্রভ	নিষ্প্রভ
অগ্নিমান্দ	অগ্নিমান্দ্য	ক্ষণজিবিণী	ক্ষণজীবিনী	নিহারীকা	নিহারিকা

https://teachingbd24.com

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
অদৃশ	অদৃশ্য	ক্ষুব্দ	ক্ষুব্ধ	নিশিথীনি	নিশীথিনী
অরুন	অরুণ	ক্ষীন	ক্ষীণ	নিষ্ফলক	নিষ্ফলক
অকস্মাত	অকস্মাৎ	ক্ষুদা	ক্ষুধা	নিলাভ	নীলাভ
অনির্বান	অনির্বাণ	গ্রীস্ম	গ্রীষ্ম	নিশেষ	নিঃশেষ
অন্তর্লিন	অন্তর্লীন	জ্ঞানভুষিত	জ্ঞানভূষিত	নিশ্রাব	নিঃস্রাব
অধির	অধীর	গাঙ	গাং	নিসহায়	নিঃসহায়
অগ্রণী	অগ্রণী	গনডি	গন্ডি	নিরব	নীরব
অবরেন্যে	অবরেণ্যে	গুঢ়	গূঢ়	প্রগাড়	প্রগাঢ়
আবরন	আবরণ	গোস্টি	গোষ্ঠী	পরিত্রান	পরিত্রাণ
আরোহন	আরোহণ	গৃহস্থালী	গৃহস্থালি	প্রতক্ষ	প্রত্যক্ষ
আবির্বাভ	আবির্ভাব	গিতা	গীতা	প্রসবন	প্রস্রবণ
আমন্ত্রন	আমন্ত্রণ	ঘনিস্ট	ঘনিষ্ঠ	প্রনালি	প্রণালি
আক্রমন	আক্রমণ	জ্যোতিসশাস্ত্র	জ্যোতিষশাস্ত্র	পরিমান	পরিমাণ
আর্টিষ্ট	আর্টিস্ট	জির্ণ	জীর্ণ	প্রাচিন	প্রাচীন
আবিস্কার	আবিষ্কার [বা. ১৪]	জির্ণাবরণ	জীর্ণাবরণ	পুজা	পূজা
আঁকাবাকা	আঁকাবাঁকা	জলোচ্ছাস	জলোচ্ছ্বাস	পূন্যতির্থ	পুণ্যতীর্থ
আন্তঃর্জাতিক	আন্তর্জাতিক	জ্যোতিস্ক	জ্যোতিষ্ক	প্রণয়ীনি	প্রণয়িনী–[বা. ১৩]
আত্মনীর্ভরতা	আত্মনির্ভরতা	জলন্ত	জ্বলন্ত	পর্যবেক্ষন	পর্যবেক্ষণ
আবিড়	আবির	ঝর	ঝড়	পরিক্রমন	পরিক্রমণ
আসিশ	আশিস	তপসী	তপস্বী	পিড়ীত	পীড়িত
ইদুর	ইঁদুর	তরা	ত্বরা	পাষান	পাষাণ
ঈষত	ঈষৎ	তত্ত	তত্ত্ব	পরিপক্কতা	পরিপক্বতা
উত্তির্ণ	উত্তীর্ণ	তিক্ষ	তীক্ষ্ণ	প্রতিকং	প্রতীক
উতকণ্ঠিত	উৎকণ্ঠিত	তারন্য	তারুণ্য	প্লাকার্ড	প্ল্যাকার্ড
উচিয়ে	উঁচিয়ে	তাত্তিক	তাত্ত্বিক	পুর্ণবাসন	পুনর্বাসন
উদ্বাসতু	উদ্বাস্তু	তেজক্রিয়	তেজস্ক্রিয়	পরাধিন	পরাধীন
উচ্ছাস	উচ্ছ্বাস [বা. ০৫]	তিব্র	তীব্র	প্যণহ	পুণ্যাহ
উত্তরি	উত্তরী	দুস্মন্ত	দুষ্মন্ত	পার্বন	পার্বণ-
উনবিংশ	ঊনবিংশ	দির্ঘায়ু	দীর্ঘায়ু	পরজীবি	পরজীবী
উর্ধ্ব	ঊর্ধ্ব [সি. ১৬]	দ্রবিভূত	দ্রবীভূত	ফারসী	ফারসি
বুদ্দি	বুদ্ধি	দুর্নিতীজ্ঞ	দুর্নীতিজ্ঞ	বিদ্বেস	বিদ্বেষ
একেবেকে	এঁকেবেঁকে	দুরুহ	দুরূহ	বন্দিনি	বন্দিনী
কণ্য	কণ্ব	দিধা	দ্বিধা	বাষ্পীভুত	বাষ্পীভূত
ক্রিড়া	ক্রীড়া	দুর্বিক্ষ	দুর্ভিক্ষ	ব্যাথ্যা	ব্যথা
কৌতূক	কৌতুক	দুর্যুগ	দুর্যোগ	কোষ্টি	কোষ্ঠী

https://teachingbd24.com

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

পাঠ্যপুস্তক ভবন
৬৯-৭০ মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০

জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০১২ অনুযায়ী একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণির বাংলা ২য় পত্রের প্রশ্নপত্র প্রণয়নের জন্য নির্দেশনা (উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা ২০১৬ থেকে প্রযোজ্য)।

ব্যাকরণ : ৩০ নম্বর	নম্বর বিভাজন
১। উচ্চারণের যে কোনো ৫টি নিয়ম লিখতে হবে। এর বিকল্পে ৮টি শব্দের মধ্যে ৫টি শব্দের উচ্চারণ লিখতে হবে।	৫ নম্বর
২। বাংলা একাডেমি প্রণীত প্রমিত বাংলা বানানরীতির যে কোনো ৫টি নিয়ম লিখতে হবে। এর বিকল্পে ৮টি ভুল বানানের শব্দকে শুদ্ধ বানানে লিখতে হবে।	৫ নম্বর
৩। বিভিন্ন শব্দশ্রেণি (বিশেষ্য, বিশেষণ, সর্বনাম, ক্রিয়া, ক্রিয়া বিশেষণ, আবেগ শব্দ, যোজক, অনুসর্গ) থেকে একটি বর্ণনামূলক প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। বিকল্পে প্রদত্ত অনুচ্ছেদ থেকে একটি নির্দিষ্ট শব্দশ্রেণি চিহ্নিত করতে হবে।	৫ নম্বর
৪। উপসর্গ, প্রত্যয় ও সমাসের মধ্যে যে কোনো ২টি পাঠ হতে প্রশ্ন থাকবে এবং ১টির উত্তর দিতে হবে। প্রতিটি প্রশ্নেই ৮টির মধ্যে ৫টির উত্তর দিতে হবে।	৫ নম্বর
৫। বাক্যতত্ত্ব অংশ থেকে একটি বর্ণনামূলক প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। এর বিকল্পে ৮টি বাক্যের মধ্যে ৫টির বাক্যান্তর করতে হবে।	৫ নম্বর
৬। ৮টি অশুদ্ধ বাক্যের মধ্যে ৫টিকে শুদ্ধ করতে হবে। এর বিকল্পে একটি অনুচ্ছেদে বিদ্যমান অপপ্রয়োগসমূহ শুদ্ধ করতে হবে।	৫ নম্বর
নির্মিতি : ৭০ নম্বর	
১। ১৫টি বিদেশি শব্দের মধ্যে ১০টির বাংলা পারিভাষিক রূপ লিখতে হবে। এর বিকল্পে ১টি ইংরেজি ভাষার অনুচ্ছেদকে বাংলা ভাষায় অনুবাদ করতে হবে।	১০ নম্বর
২। ঘটনাসমৃদ্ধ পুরো ১টি দিনকে অবলম্বন করে ১টি দিনলিপি রচনা করতে হবে অথবা কোনো ১টি সুনির্দিষ্ট বিষয়ে (দিবস উদযাপন, ঐতিহাসিক স্থান পরিদর্শক ইত্যাদি) অভিজ্ঞতা বর্ণনা করতে হবে। এর বিকল্পে ১টি ভাষণ বা প্রতিবেদন লিখতে হবে।	১০ নম্বর
৩। একটি বিশেষ উৎসব বা উপলক্ষ (ঈদ, নববর্ষ ইত্যাদি) অবলম্বন করে ৫টি ক্ষুদে আকারের বাংলা বাক্যে একটি ক্ষুদে বার্তা বা ই-মেইল/এস এম এস রচনা করতে হবে। এর বিকল্পে যে কোনো এক প্রকার পত্র লিখতে হবে।	১০ নম্বর
৪। সারাংশ বা সারমর্ম থেকে ১টি প্রশ্ন থাকবে। এর বিকল্পে ভাবসম্প্রসারণ থেকে ১টি প্রশ্ন থাকবে। যে কোনো ১টির উত্তর দিতে হবে।	১০ নম্বর
৫। কোনো একটি বিশেষ ঘটনা বা পরিস্থিতির আলোকে নাটকের সংলাপের আকারে সংলাপ বা কথোপকথন রচনা করতে হবে। এর বিকল্পে প্রশ্নে প্রদত্ত একটি গল্পের শিরোনাম বা দৃশ্যপট অবলম্বনে একটি ক্ষুদ্রে গল্প রচনা করতে হবে।	১০ নম্বর
৬। যে কোনো ৫টি বিষয়ের ১টি অবলম্বনে একটি প্রবন্ধ লিখতে হবে। (গতানুগতিক মুখস্থনির্ভর এবং তথ্য ভারাক্রান্ত প্রবন্ধের পরিবর্তে শিক্ষার্থীর সৃজনশীলতার প্রতিফলন ঘটবে এমন ধরনের প্রবন্ধ লিখতে হবে।	২০ নম্বর

Teachingbd24.com

এইচ এস সি বাংলা ব্যকরণ

অধ্যায় ৪: পদ, পদ প্রকরণ, ব্যাকরণিক শব্দের শ্রেণিবিভাগ ও অনুচ্ছেদ

প্রশ্ন–১। উদাহরণসহ বিশেষ্য পদের শ্রেণিবিভাগ আলোচনা করো। [দি. ১৬; সি. ১৬]

অথবা, বিশেষ্য পদ কাকে বলে? উদাহরণসহ বিশেষ্য পদের শ্রেণিবিভাগ বিশ্লেষণ করো। [দি. ১৭, স. ১৬]

উত্তর : যে শব্দশ্রেণি দ্বারা কোনো ব্যক্তি, জাতি, সমষ্টি, বস্তু, স্থান, কাল, ভাব, কর্ম বা গুণের নাম বোঝায় তাকে বিশেষ্য বলে। যেমন–থালা, বাটি, টাকা ইত্যাদি।

ক. **সংজ্ঞা বা নামবাচক বিশেষ্য :** যে শব্দ দ্বারা সুনির্দিষ্টভাবে কোনো ব্যক্তি, স্থান, দেশ, দিন, মাস, বই, গল্প, নাটক, উপন্যাস, কবিতা, পত্রিকা, চিত্রকর্ম, শিল্পকর্ম ইত্যাদির নাম বোঝায় তাকে সংজ্ঞা বা নামবাচক বিশেষ্য বলে। যেমন–শ্রীকান্ত, কমলা, আষাঢ়, বঙ্গভাষা, সংশপ্তক, মোনালিসা ইত্যাদি।

খ. **সাধারণ বিশেষ্য :** যে শব্দ দ্বারা কোনো প্রাণী, উদ্ভিদ, পদার্থ বা অন্য কোনো জাতি বা শ্রেণির নাম বোঝায় তাকে সাধারণ বিশেষ্য বলে। যেমন–মানুষ, পাখি, নদী, পাহাড় ইত্যাদি।

গ. **ক্রিয়া-বিশেষ্য :** যে বিশেষ্য দ্বারা কোনো ক্রিয়া বা কাজের নাম বোঝায় তাকে ক্রিয়া-বিশেষ্য বলে। যেমন– দেখা, শোনা, খাওয়া, করা, ধরা ইত্যাদি।

ঘ. **বিশেষণজাত বিশেষ্য :** বিশেষণের সাথে বিশেষ্যকারী অন্ত্যপ্রত্যয় যোগ করে যে বিশেষ্য গঠিত হয় তাকে বিশেষণজাত বিশেষ্য বলে। যেমন– ঘনত্ব (ঘন + ত্ব), পটুত্ব (পটু + ত্ব), নষ্টামি (নষ্ট + আমি) ইত্যাদি।

ঙ. **প্রয়োগ-নির্ধারিত বিশেষ্য :** প্রয়োগজনিত কারণে যে বিশেষণ কখনো বিশেষ্যের ভূমিকা গ্রহণ করে তাকে প্রয়োগ–নির্ধারিত বিশেষ্য বা প্রয়োগ বিশেষ্য বলে। যেমন– রনি খুবই অসুস্থ (বিশেষণ)। অসুস্থদের (বিশেষ্য) নিয়মিত সেবা করা উচিত।

চ. **অন্বয়গত বিশেষ্য :** যেসব সংখ্যাবাচক শব্দ বা বিভক্তিযুক্ত বিশেষণ কখনো কখনো বিশেষ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়, তাদের অন্বয়গত বিশেষ্য বলে। যেমন–আমি এখন থেকেই আপনাদের কোনো কিছুরই সাত-পাঁচে নেই।

প্রশ্ন–২। ব্যাকরণিক শব্দশ্রেণি বলতে কী বোঝ? কত প্রকার ও কী কী? উদাহরণসহ লেখো। [য. ১৬]

উত্তর : ব্যাকরণগত অবস্থানের ভিত্তিতে বাংলা ভাষার শব্দসমূহকে যে কয় ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে তাদের ব্যাকরণিক শব্দশ্রেণি বলে। ব্যাকরণিক শব্দ মোট আট প্রকার। যেমন–

ক. **বিশেষ্য :** যে শব্দশ্রেণি দ্বারা কোনো ব্যক্তি, জাতি, সমষ্টি, বস্তু, স্থান, কাল, ভাব, কর্ম বা গুণের নাম বোঝায় তাকে বিশেষ্য বলে। যেমন–থালা, বাটি, ঢাকা ইত্যাদি।

খ. **সর্বনাম :** বিশেষ্যের পরিবর্তে যে শব্দ ব্যবহৃত হয় তাকে সর্বনাম বলে। সর্বনাম সাধারণত ইতঃপূর্বে ব্যবহৃত বিশেষ্যের প্রতিনিধি স্থানীয় শব্দ হিসেবে কাজ করে। যেমন–অবনি অষ্টম শ্রেণিতে পড়ে। সে নিয়মিত স্কুলে যায়।

গ. **বিশেষণ :** যে শব্দশ্রেণি দ্বারা বিশেষ্য, সর্বনাম ও ক্রিয়ার দোষ, গুণ, অবস্থা, সংখ্যা, পরিমাণ ইত্যাদি প্রকাশ পায় তাকে বিশেষণ বলে। যেমন–নীল পরী।

ঘ. **ক্রিয়া :** যে শব্দশ্রেণি দ্বারা কোনো কিছু করা, থাকা, হওয়া, ঘটা ইত্যাদি বোঝায় তাকে ক্রিয়া বলে। যেমন–নিজাম কাঁদছে।

ঙ. **ক্রিয়া–বিশেষণ :** যে শব্দ বাক্যের ক্রিয়াকে বিশেষিত করে তাকে ক্রিয়া–বিশেষণ বলে। যেমন–বাসটি দ্রুত চলতে শুরু করল।

Teachingbd24.com

চ. **যোজক :** যে শব্দ একটি বাক্যাংশের সাথে অন্য একটি বাক্যাংশ অথবা বাক্যস্থিত একটি শব্দের সঙ্গে অন্য একটি শব্দের সংযোজন, বিয়োজন বা সংকোচন ঘটায় তাকে যোজক বলে। যেমন–তুমি খাবে, আর আবির পড়বে।

ছ. **অনুসর্গ :** যে শব্দ কখনো স্বাধীনরূপে আবার কখনো শব্দ বিভক্তির ন্যায় বাক্যে ব্যবহৃত হয়ে বাক্যের অর্থ প্রকাশে সাহায্য করে তাকে অনুসর্গ বলে। যেমন– ওকে দিয়ে এ কাজ হবে না।

জ. **আবেগ শব্দ :** যে শব্দ মনের বিশেষ ভাব বা আবেগ প্রকাশে সহায়তা করে তাকে আবেগ শব্দ বলে। যেমন–বাহ্! সে তো আজ ভালোই খেলছে।

প্রশ্ন–৩। উদাহরণসহ সর্বনাম পদের শ্রেণিবিভাগ আলোচনা করো। **[ব. ১৭, চ. ১৬; ব. ১৬]**

অথবা, সর্বনামের অর্থগত শ্রেণিবিভাগ আলোচনা করো।

উত্তর : বিশেষ্যের পরিবর্তে যে শব্দ বা পদ ব্যবহৃত হয় তাকে সর্বনাম পদ বলে। সর্বনাম বহুলাংশে বিশেষ্যের অনুরূপ ভূমিকা পালন করে। বিশেষ্যের মতোই কারক ও বচনভেদে তার রূপে ভিন্নতা দেখা যায়।

সর্বনামের শ্রেণিবিভাগ নিম্নরূপ :

ক. **ব্যক্তিবাচক সর্বনাম :** যে সর্বনাম কোনো ব্যক্তিকে বোঝায় তাকে ব্যক্তিবাচক সর্বনাম বলে। এ সর্বনাম বাক্যের ব্যাকরণিক পক্ষ বা পুরুষ (বক্তা, শ্রোতা, অন্য–এ তিনটিকে) নির্দেশ করে। যেমন–আমি, তুমি, উনি ইত্যাদি।

খ. **আত্মবাচক সর্বনাম :** কর্তা নিজেই কোনো কাজ করেছে–এ ভাবটি জোর দিয়ে বোঝানোর জন্য যে সর্বনাম ব্যবহৃত হয় তাকে আত্মবাচক সর্বনাম বলে। যেমন–আমি নিজে বইটি পড়েছি।

গ. **নির্দেশক সর্বনাম :** এ ধরনের সর্বনাম বক্তার কাছে থেকে কোনো কিছুর নৈকট্য, দূরত্ব নির্দেশ করে। যেমন–এ, এরা, উনি, সে ইত্যাদি।

ঘ. **অনির্দিষ্ট সর্বনাম :** অনির্দিষ্ট কাউকে বা কোনো বস্তুকে বোঝাতে অনির্দিষ্ট সর্বনাম ব্যবহৃত হয়। যেমন– কেউ বোধ হয় এসেছিল।

ঙ. **প্রশ্নবাচক সর্বনাম :** প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ প্রশ্ন বোঝানোর জন্য যে সর্বনাম ব্যবহৃত হয় তাকে প্রশ্নবাচক সর্বনাম বলে। যেমন–এটা কার বই?

চ. **সংযোগবাচক সর্বনাম :** এ ধরনের সর্বনাম দুটি বাক্যের মধ্যে সংযোগ ঘটায়। যেমন–আমি বলি কী জীবনটা এভাবে ধ্বংস করো না। কলেজে গিয়ে দেখি যে পরীক্ষা শুরু হয়ে গেছে।

ছ. **সাপেক্ষ সর্বনাম :** পরস্পর নির্ভরশীল যে যুগল সর্বনাম দুটি বাক্যাংশের সংযোগ ঘটায় তাকে সাপেক্ষ সর্বনাম বলে। যেমন– যত চাও তত লও।

জ. **ব্যতিহার সর্বনাম :** যে সর্বনাম দুপক্ষের সহযোগ বা পারস্পরিক নির্ভরতা বোঝায় তাকে ব্যতিহার সর্বনাম বলে। যেমন– আমরা নিজেরা নিজেরা বাড়িটা মেরামত করে ফেললাম।

ঝ. **সকলবাচক সর্বনাম :** যে সর্বনাম ব্যক্তি, বস্তু বা ভাবের সমষ্টি বোঝায়। যেমন– সবাই বই পড়ছে।

ঞ. **অন্যবাচক সর্বনাম :** নিজ ভিন্ন অন্য কোনো অনির্দিষ্ট ব্যক্তিকে বোঝাতে ব্যবহৃত হয়। যেমন– অন্যে পারলে তুমি পারবে না কেন?

প্রশ্ন–৪। আবেগ শব্দ কাকে বলে? উদাহরণসহ বুঝিয়ে লেখো। **[রা. ১৬]**

উত্তর : যে শব্দ বাক্যের অন্য শব্দের সাথে সম্পর্ক না রেখে স্বাধীনভাবে ভাব প্রকাশে সহায়তা করে তাকে আবেগ শব্দ বলে। যেমন– আরে, তুমি আবার কখন এলে! উঃ, ছেলেটির কী কষ্ট!

নিচে আবেগ শব্দের প্রকারভেদ উল্লেখ করা হলো–

ক. **সিদ্ধান্তবাচক আবেগ শব্দ :** যেসব শব্দ দ্বারা অনুমোদন, সম্মতি, সমর্থন ইত্যাদি ভাব প্রকাশ করা হয় সেসব শব্দকে সিদ্ধান্তবাচক আবেগশব্দ বলে। যেমন– উহু, ওটা ধরবে না। বেশ, তোমার কথাই মানলাম।

https://teachingbd24.com

খ. **প্রশংসাবাচক আবেগ শব্দ :** যেসব শব্দ প্রশংসা বা তারিফের মনোভাব প্রকাশ করে সেসব শব্দকে প্রশংসাবাচক আবেগ শব্দ বলে। যেমন–শাবাশ! চমৎকার রেজাল্ট করেছ। বাঃ! তোমার জামাটা ভারি সুন্দর।

গ. **বিরক্তিবাচক আবেগ শব্দ :** অবজ্ঞা, ঘৃণা, বিরক্তি ইত্যাদি মনোভাব যেসব শব্দ দ্বারা প্রকাশ করা হয় সেসব শব্দকে বিরক্তিবাচক আবেগশব্দ বলে। যেমন– ছিঃ! এমন কাজটা তুমি করতে পারলে। কী অসহ্য, আর কতক্ষণ অপেক্ষা করব!

ঘ. **ভয় ও যন্ত্রণাবাচক আবেগ শব্দ :** যেসব শব্দ দ্বারা আতঙ্ক, যন্ত্রণা, কাতরতা ইত্যাদি প্রকাশ পায় সেসব শব্দকে বলা হয় ভয় ও যন্ত্রণাবাচক আবেগ শব্দ। যেমন– উঃ কী যে যন্ত্রণা। ও মা! কী অন্ধকার।

ঙ. **বিস্ময়বাচক আবেগ শব্দ :** এ ধরনের আবেগ শব্দ বিস্মিত বা আশ্চর্য হওয়ার মনোভাব প্রকাশ করে। যেমন– আরে তুমি তাহলে এসেই পড়েছ! তাই! ও ফিরে এসেছে?

চ. **করুণাবাচক আবেগ শব্দ :** যেসব শব্দ দ্বারা করুণা বা সহানুভূতিমূলক মনোভাব প্রকাশ পায় সেসব শব্দকে বলা হয় করুণাবাচক আবেগ শব্দ। যেমন– আহা! ছেলেটার মা–বাবা কেউ নেই। হায়! হায়! এখন সে যাবে কোথায়!

ছ. **সম্বোধনবাচক আবেগ শব্দ :** এ ধরনের আবেগ শব্দ সম্বোধন বা আহ্বান করার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। যেমন– হে মহান, তোমাকে অভিবাদন। ওরে, যাস্‌নে।

জ. **আলংকারিক আবেগশব্দ :** যেসব আবেগ শব্দ বাক্যের অর্থের কোনো রকম পরিবর্তন না ঘটিয়ে কোমলতা, মাধুর্য ইত্যাদি বৈশিষ্ট্য এবং সংশয়, অনুরোধ, মিনতি ইত্যাদি মনোভাব প্রকাশের জন্য অলংকার হিসেবে ব্যবহৃত হয় সেসব শব্দকে বলা হয় আলংকারিক আবেগ শব্দ। যেমন–মা গো মা! এমন রসিকতাও কেউ করে! দূর পাগল! এসব নিয়ে অত ভাবতে নেই।

প্রশ্ন–৫। যোজক কাকে বলে? যোজক কত প্রকার ও কী কী? উদাহরণসহ লেখো। [সকল বো. ১৮, কু. ১৬]

উত্তর : যে শব্দ একটি বাক্য বা বাক্যাংশের সঙ্গে অন্য একটি বাক্য বা বাক্যাংশের কিংবা বাক্যস্থিত একটি শব্দের সঙ্গে অন্য শব্দের সংযোজন, বিয়োজন বা সংকোচন ঘটায় তাকে যোজক বলে। যেমন–আমি গান গাইব আর তুমি নাচবে।

অর্থ এবং সংযোজনের ধরন ও বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী যোজক শব্দ পাঁচ প্রকার। এগুলো নিম্নরূপ–

ক. **সাধারণ যোজক :** যে যোজক দ্বারা একাধিক শব্দ, বাক্য বা বাক্যাংশকে সংযুক্ত করা যায় তাকে সাধারণ যোজক বলে। যেমন– আমি ও আমার বাবা বাজারে এসেছি।

খ. **বৈকল্পিক যোজক :** যে যোজক দ্বারা একাধিক শব্দ, বাক্য বা বাক্যাংশের মধ্যে বিকল্প বোঝায় তাকে বৈকল্পিক যোজক বলে। যেমন– তুমি বা তোমার বন্ধু যে কেউ এলেই হবে।

গ. **বিরোধমূলক যোজক :** এ ধরনের যোজক দুটি বাক্যের সংযোগ ঘটিয়ে দ্বিতীয়টি দ্বারা প্রথমটির বিরোধ নির্দেশ করে। যেমন–আমি চিঠি দিয়েছি কিন্তু উত্তর পাইনি।

ঘ. **কারণবাচক যোজক :** এ ধরনের যোজক এমন দুটি বাক্যের মধ্যে সংযোগ ঘটায় যার একটি অন্যটির কারণ। যেমন– আমি যাইনি, কারণ তুমি দাওয়াত দাওনি।

ঙ. **সাপেক্ষ যোজক :** পরস্পর নির্ভরশীল যে যোজকগুলো একে অন্যের পরিপূরক হিসেবে বাক্যে ব্যবহৃত হয় তাকে সাপেক্ষ যোজক বলে। যেমন–যদি টাকা দাও তবে কাজ হবে।

প্রশ্ন–৬। বাংলা ক্রিয়াপদের শ্রেণিবিভাগ দেখাও। [কু. ১৭, ঢা. ১৬]

উত্তর : যে শব্দশ্রেণি দ্বারা কোনো কিছু করা, থাকা, হওয়া, ঘটা ইত্যাদি বোঝায় তাকে ক্রিয়াপদ বলে। যেমন–বাগানে ফুল ফুটেছে। ক্রিয়ার নানা রকম শ্রেণিবিভাগ হয়ে থাকে। এগুলো নিম্নরূপ–

https://teachingbd24.com

ক. ভাব প্রকাশের সম্পূর্ণতা অনুসারে শ্রেণিবিভাগ :

১. **সমাপিকা ক্রিয়া :** যে ক্রিয়া দ্বারা বাক্যের ভাবের পরিসমাপ্তি ঘটে তাকে সমাপিকা ক্রিয়া বলে। যেমন– ছেলেটা বল খেলছে।

২. **অসমাপিকা ক্রিয়া :** যে ক্রিয়া দ্বারা বাক্যের ভাবের পরিসমাপ্তি ঘটে না তাকে অসমাপিকা ক্রিয়া বলে। যেমন– বাড়ি গিয়ে ভাত খাব।

খ. কর্মপদ সংক্রান্ত ভূমিকা অনুসারে শ্রেণিবিভাগ :

১. **সকর্মক ক্রিয়া :** যে ক্রিয়া কর্মপদযুক্ত তাকে সকর্মক ক্রিয়া বলে। যেমন– লোকটি গান শুনছে।

২. **অকর্মক ক্রিয়া :** বাক্যের অন্তর্গত যে ক্রিয়া কোনো কর্ম গ্রহণ করে না তাকে অকর্মক ক্রিয়া বলে। যেমন–সজীব খেলছে।

৩. **দ্বিকর্মক ক্রিয়া :** বাক্যস্থিত যে ক্রিয়া দুটি কর্ম গ্রহণ করে তাকে দ্বিকর্মক ক্রিয়া বলে। যেমন–আমি মিতাকে একটি ফুল দিয়েছি।

৪. **প্রযোজক ক্রিয়া :** কর্তার যে ক্রিয়া অন্যকে দিয়ে করানো বোঝায় তাকে প্রযোজক ক্রিয়া বলে। যেমন–শিক্ষক ছাত্রকে অংক দেখাচ্ছেন।

গ. গঠন–বৈশিষ্ট্য অনুসারে শ্রেণিবিভাগ :

১. **যৌগিক ক্রিয়া :** এ ধরনের ক্রিয়া একটি সমাপিকা ও একটি অসমাপিকা ক্রিয়া যোগে গঠিত হয় এবং সম্প্রসারিত অর্থ প্রকাশ করে। যেমন–এসে বসা, খেয়ে যাওয়া, দৌড়াতে থাকা ইত্যাদি।

২. **সংযোগমূলক বা মিশ্র ক্রিয়া :** বিশেষ্য, বিশেষণ বা ধ্বনাত্মক শব্দের সাথে সমাপিকা ক্রিয়া যোগ করে যে ক্রিয়া গঠিত হয় তাকে সংযোগমূলক বা মিশ্র ক্রিয়া বলে। যেমন–নাচ করা, মশা মারা ইত্যাদি।

ঘ. অস্তি–নেতি অনুসারে শ্রেণিবিভাগ :

১. **অস্তিবাচক ক্রিয়া :** যে ক্রিয়া দ্বারা অস্তিবাচক বা হ্যাঁ–বোধক অর্থ প্রকাশ পায় তাকে অস্তিবাচক ক্রিয়া বলে। যেমন–আমি খাব।

২. **নেতিবাচক ক্রিয়া :** যে ক্রিয়া দ্বারা নেতিবাচক বা না–বোধক অর্থ প্রকাশ পায় তাকে নেতিবাচক ক্রিয়া বলে। যেমন–আমি খাইনি।

প্রশ্ন–৭। প্রদত্ত বিশেষ্যবাচক শব্দগুলোর সাথে বিশেষণ যোগ করে বাক্যে প্রয়োগ করো।

মানুষ, মাঠ, ঘাস, মেঘ, রাত।

উত্তর :

	বিশেষণ রূপ	প্রয়োগকৃত বাক্য
ক.	ভালো মানুষ	লোকটি নিতান্তই ভালো মানুষ।
খ.	সবুজ মাঠ	ধেনুগুলো সবুজ মাঠে চড়ে বেড়াচ্ছে।
গ.	নরম ঘাস	নরম ঘাসের ওপর দিয়ে হেঁটে চলেছি আমরা কজন।
ঘ.	কালো মেঘ	কালো মেঘে আকাশ ছেয়ে গেছে।
ঙ.	গভীর রাত	গভীর রাতে মাঝে মাঝে শেয়ালের হাঁক শোনা যায়।

Teachingbd24.com

প্রশ্ন–৮। পদ ও শব্দের মধ্যে ৫টি পার্থক্য নির্দেশ করো।

উত্তর : পদ ও শব্দের মধ্যে বেশ কিছু পার্থক্য লক্ষ করা যায়। নিচে এগুলো নির্দেশ করা হলো :

	পদ		শব্দ
১	বাক্যে ব্যবহৃত প্রত্যেকটি বিভক্তিযুক্ত শব্দকে পদ বলে। যেমন–নীলার একটি বাগান আছে।	১	অর্থবোধক ধ্বনি বা ধ্বনি সমষ্টির নাম শব্দ। যেমন–নীলা, এক, বাগান ইত্যাদি।
২	পদ ব্যবহারের জন্য বাক্যের প্রয়োজন হয়।	২	শব্দ হতে হলে বাক্যের প্রয়োজন নেই।
৩	পদে যে-কোনো বিভক্তি যুক্ত হতে পারে। যেমন– ঘর (শূন্য বিভক্তিযুক্ত), ঘরে (সপ্তমী বিভক্তিযুক্ত)	৩	শব্দে শূন্য ছাড়া আর কোনো বিভক্তি যুক্ত হতে পারে না। যেমন–লাল, নীল, হলুদ, আকাশ, নদী, পাখি, জল, ফুল, মূল, রঙ, ঢঙ, সঙ ইত্যাদি।
৪	সব পদই অর্থ প্রকাশ করতে পারে না। যেমন–মন, দেশ, ডালি (শূন্য বিভক্তিযুক্ত ও অর্থপূর্ণ) মনে, দেশের (দ্বিতীয়া বিভক্তিযুক্ত ও অর্থহীন)	৪	সব শব্দই অর্থ প্রকাশ করতে পারে। যেমন–মন, কেশ, দেশ, ডালি, কালি, ফুল, ফাল্গুন, রথ, পথ, নদী, পাখি, ঘাস, বাংলাদেশ ইত্যাদি।
৫	পদের আকার অপেক্ষাকৃত বড়। যেমন–লাভের, পথে, বাংলাদেশকে।	৫	শব্দের আকার অপেক্ষাকৃত ছোট।
৬	শব্দ হল অবিধানবদ্ধ রূপ।	৬	পদ হল বাক্যবদ্ধ রূপ।

প্রশ্ন–৯। সাপেক্ষ সর্বনাম কী? সাপেক্ষ সর্বনামের চারটি প্রয়োগ দেখাও।

উত্তর : পরস্পর নির্ভরশীল যে সর্বনামগুলো দুটি বাক্যাংশের মধ্যে সংযোগ ঘটায় তাদের সাপেক্ষ সর্বনাম বলে। নিচে এর চারটি প্রয়োগ দেখানো হলো :

ক্রমিক	সাপেক্ষ সর্বনাম	প্রয়োগ
১	যে–সে	যে সহে সে রহে।
২	যার–তার	যার কাজ তারই সাজে।
৩	যত–তত	যত চাও তত লও তরণী পরে।
৪	যেমন–তেমন	যেমন কুকুর তেমন মুগুর।

প্রশ্ন–১০। সাধিত বিশেষণের শ্রেণিবিভাগ আলোচনা করো।

উত্তর : সাধিত বিশেষণ নানাভাবে গঠিত হতে পারে। গঠন অনুযায়ী এটাকে নিম্নোক্ত ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন–

ক. **ক্রিয়াজাত বিশেষণ :** ক্রিয়ামূল বা ধাতুর সাথে কৃৎ প্রত্যয় যোগ করে যে বিশেষণ গঠিত হয় তাকে ক্রিয়াজাত বিশেষণ বলে। যেমন– জ্বলন্ত চুল্লি, ঘুমন্ত শিশু, উঠতি ফসল, হাসি মুখ, কুড়ানো ধান ইত্যাদি।

খ. **বিশেষ্যজাত বিশেষণ :** বিশেষ্যের সাথে তদ্ধিত বা শব্দ প্রত্যয় যোগ করে যে বিশেষণ গঠিত হয় তাকে বিশেষ্যজাত বিশেষণ বলে। যেমন–দলীয় কর্মসূচি, রূপালি নদী, রোদেলা দুপুর, মায়াবী চাঁদ ইত্যাদি।

গ. **সর্বনামজাত বিশেষণ :** যে সর্বনাম কখনো এককভাবে আবার কখনো প্রত্যয়যুক্ত বিশেষণ হিসেবে ব্যবহৃত হয় তাকে সর্বনামজাত বিশেষণ বলে। যেমন– কত কাল, অন্য ঘর, যেমন-তেমন মানুষ, যাঁর উদ্যোগ, কবেকার কথা, কোথাকার কে ইত্যাদি।

Teachingbd24.com

ঘ. **ধ্বন্যাত্মক শব্দজাত বিশেষণ :** যে ধ্বন্যাত্মক শব্দ কখনো এককভাবে আবার কখনো বা প্রত্যয়যুক্ত হয়ে বিশেষণ হিসেবে ব্যবহৃত হয় তাকে ধ্বন্যাত্মক শব্দজাত বিশেষণ বলে। যেমন–কনকনে শীত, শনশনে হাওয়া, ধিকিধিকি আগুন, টসটসে ফল, তকতকে মেঝে, ভনভনে মাছি, চকচকে নোট, টসটসে আম, খুক খুক কাশি, থুড়থুড়ে বুড়ো ইত্যাদি।

ঙ. **সমাসবদ্ধ বিশেষণ :** যে সমাসবদ্ধ শব্দ বিশেষণ হিসেবে ব্যবহৃত হয় তাকে সমাসবদ্ধ বিশেষণ বলে। যেমন–বেকার মানুষ, চৌচালা ঘর, ছা-পোষা কেরানি, পা-চাটা কুকুর ইত্যাদি।

চ. **আদ্যপ্রত্যয় বা উপসর্গযুক্ত বিশেষণ :** আদ্যপ্রত্যয় বা উপসর্গযোগে যে বিশেষণ গঠিত হয় তাকে আদ্যপ্রত্যয় বা উপসর্গযুক্ত বিশেষণ বলে। যেমন–নিখুঁত কর্ম, সুকঠিন কাজ, অপহৃত শিশু, নির্জলা মিথ্যা ইত্যাদি।

প্রশ্ন–১১। উদাহরণসহ ক্রিয়া-বিশেষণের শ্রেণিবিভাগ আলোচনা করো।

উত্তর : যে শব্দ বাক্যের ক্রিয়াকে বিশেষিত করে তাকে ক্রিয়া-বিশেষণ বলে। যেমন–ছেলেটি দ্রুত হাঁটছে। মা গুনগুনিয়ে গান গাইছেন। সে খুব জোরে জোরে নিঃশ্বাস নিচ্ছে।

অর্থ ও অন্বয়গতভাবে ক্রিয়া-বিশেষণকে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন–

ক. **ধরনবাচক ক্রিয়া-বিশেষণ :** যে উপায়ে ক্রিয়া সম্পন্ন হয় তাকে ধরনবাচক ক্রিয়া বলে। যেমন–তারা নির্ভয়ে সামনে এগিয়ে যাচ্ছে। প্রচণ্ডবেগে ঝড়টি উপকূলীয় অঞ্চল অতিক্রম করছে।

খ. **কালবাচক ক্রিয়া বিশেষণ :** যে সময়টিতে ক্রিয়া সম্পন্ন হয় তাকে কালবাচক ক্রিয়া-বিশেষণ বলে। যেমন–তিনি দুপুরেই বেরিয়ে গেছেন। আমি আগামীকাল ঢাকা যাব।

গ. **স্থানবাচক ক্রিয়া-বিশেষণ :** ক্রিয়া সংঘটনের স্থানকে স্থানবাচক ক্রিয়া-বিশেষণ বলে। যেমন–ডুবুরিদল অনেক আগেই নদীতে নেমেছে। তিনি খুব কষ্ট করে গাছে চড়েছেন। সে এখনো ওখানেই বসে আছে। চুপ করে সামনে দাঁড়িয়ে থাকো।

ঘ. **সংযোজক ক্রিয়া-বিশেষণ :** যে ক্রিয়া-বিশেষণ একাধিক বাক্যাংশকে সংযুক্ত করে তাকে সংযোজক ক্রিয়া-বিশেষণ বলে। যেমন–আমার হাতে এখন কোনো কাজ নেই, অবশ্য থাকার কথাও নয়।

ঙ. **না-বাচক ক্রিয়া-বিশেষণ :** যে ক্রিয়া-বিশেষণ বাক্যকে না–বাচক বৈশিষ্ট্য দেয় তাকে না-বাচক ক্রিয়া-বিশেষণ বলে।

যেমন–আমি এখন কাজ করবো না। আমার সাথে তার আজও কথা হয়নি।

প্রশ্ন–১২। পদ সংগঠনের দিক থেকে ক্রিয়া-বিশেষণ কত প্রকার ও কী কী? উদাহরণসহ লেখো।

উত্তর : পদ সংগঠনের দিক থেকে ক্রিয়া-বিশেষণ দুই প্রকার। যথা–

ক. **একপদী ক্রিয়াবিশেষণ :** একটি মাত্র পদ দিয়ে যে ক্রিয়া-বিশেষণ গঠিত হয় তাকে একপদী ক্রিয়া-বিশেষণ বলে। যেমন–আস্তে, জোরে, ধীরে, সহজে, সাগ্রহে, সানন্দে, নির্বিঘ্নে, তাড়াতাড়ি ইত্যাদি।

খ. **বহুপদী ক্রিয়া-বিশেষণ :** একের অধিক পদ দিয়ে যে ক্রিয়া-বিশেষণ গঠিত হয়, তাকে বহুপদী ক্রিয়া-বিশেষণ বলে। যেমন– আস্তে আস্তে, চুপি চুপি, জোরে জোরে, ধীরে ধীরে, ভয়ে ভয়ে, থেমে থেমে ইত্যাদি।

প্রশ্ন–১৩। ক্রিয়া-বিশেষণ পদাণু বলতে কী বোঝ? চারটি উদাহরণসহ বাক্যে প্রয়োগ দেখাও।

উত্তর : বাক্যে বিশেষ ইঙ্গিত প্রকাশের জন্যে যে পদাণু ব্যবহার করা হয় তাকে ক্রিয়া-বিশেষণ পদাণু বলে। যেমন–তো, না, কি, যে ইত্যাদি। নিচে এগুলোর বাক্যে প্রয়োগ দেখানো হলো :

ক. তো–গাড়ি চলছে তো চলছেই, থামার নাম নেই।

খ. না– তুমি না আমি যাবো, বুঝতে পারছি না।

গ. কি–তুমি বাড়ি যাবে কি?

ঘ. যে–তুমি যে আমার কবিতা।

প্রশ্ন–১৪। বিভিন্ন প্রকার আবেগ শব্দের প্রয়োগ দেখাও।

উত্তর : প্রকাশ অনুসারে আবেগ শব্দকে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা যায়। নিচে এদের বিভিন্ন ধরনের প্রয়োগ দেখানো হলো :

ক. **সিদ্ধান্তসূচক–** উঁহু! আমার পক্ষে এ কাজ করা সম্ভব নয়।

https://teachingbd24.com

খ. প্রশংসাবাচক– শাবাশ! সামনে এগিয়ে যাও।
গ. বিরক্তিসূচক– কী জ্বালা! তোমার যন্ত্রণায় আর বাঁচি না।
ঘ. ভয় ও যন্ত্রণাবাচক– উঃ! কী যন্ত্রণা, আর সইতে পারছি না।
ঙ. বিস্ময়সূচক– আরে! তুমি আবার কখন এলে!
চ. করুণাসূচক– হায়! হায়! এখন আমার কী হবে?
ছ. সম্বোধনসূচক– ওহে! কোথায় যাচ্ছ?
জ. আলংকারিক– দূর পাগল! এমন কথা কি কেউ বলে?

প্রশ্ন–১৫। গঠন অনুসারে অনুসর্গ কত প্রকার ও কী কী? উদাহরণসহ লেখো।

উত্তর : গঠন অনুসারে অনুসর্গ দুই প্রকার। যথা–

ক. **বিভক্তিহীন অনুসর্গ :** অপেক্ষা, অবধি, কর্তৃক, ছাড়া, দ্বারা, নাগাদ, পর্যন্ত, প্রতি, বিনা, ব্যতীত, মতো, দরুন, বনাম, বাবদ, বরাবর ইত্যাদি।
খ. **বিভক্তিযুক্ত অনুসর্গ :** আগে, ওপরে, কাছে, কারণে, জন্যে, দিকে, নিচে, পাশে, পেছনে, বাইরে, ভেতরে, মধ্যে, মাঝে, সঙ্গে, সাথে, সামনে, সম্মুখে, করে, চেয়ে, থেকে, দিয়ে, লেগে, হতে, বদলে, বাদে ইত্যাদি।

প্রশ্ন–১৬। অনুসর্গ বলতে কী বোঝ? গঠন–প্রকৃতি অনুসারে অনুসর্গকে কয় ভাগে ভাগ করা যায়? উদাহরণসহ আলোচনা করো।

উত্তর : যে শব্দগুলো কখনো স্বাধীনরূপে আবার কখনো বা শব্দবিভক্তির মতো বাক্যে ব্যবহৃত হয়ে তার অর্থ প্রকাশে সাহায্য করে তাকে অনুসর্গ বলে। যেমন–
তোমাকে দিয়ে আর এ কাজ হবে না।
তোমার জন্য এটা আমার বিশেষ উপহার।

গঠন-প্রকৃতি অনুসারে অনুসর্গকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যথা–

ক. **বিশেষ্য অনুসর্গ :** ক্রিয়া ছাড়া অন্যান্য শব্দ থেকে যে অনুসর্গগুলো এসেছে তাদের বিশেষ্য বা নামজাত অনুসর্গ বলে। যেমন–এখন ওদের মাথার উপরে কোনো ছাদ নেই।
খ. **ক্রিয়া অনুসর্গ :** ক্রিয়া থেকে যেসব অনুসর্গ উৎপন্ন হয় তাদের ক্রিয়া বা ক্রিয়াজাত অনুসর্গ বলে। যেমন–তোমরা সবাই মন দিয়ে লেখাপড়া করো।

প্রশ্ন–১৭। উদাহরণসহ বিশেষ্য অনুসর্গের প্রকারভেদ আলোচনা করো।

উত্তর : বিশেষ্য অনুসর্গ তিন প্রকার। যথা–

ক. **সংস্কৃত অনুসর্গ :** যে বিশেষ্য অনুসর্গগুলো সংস্কৃত থেকে বাংলা ভাষায় এসেছে তাদের সংস্কৃত অনুসর্গ বলে। যেমন–অপেক্ষা, অভিমুখে, উপরে, কর্তৃক, জন্য, দিকে ইত্যাদি।
খ. **বিবর্তিত অনুসর্গ :** যে বিশেষ্য অনুসর্গগুলো সংস্কৃত থেকে কিছুটা পরিবর্তিত হয়ে বাংলা ভাষায় এসেছে তাদের বিবর্তিত অনুসর্গ বলে। যেমন–আগে, কাছে, ছাড়া, তরে, পানে, পাশে, বই, ভেতর, মাঝে, সাথে, সামনে ইত্যাদি।
গ. **ফারসি অনুসর্গ :** যে বিশেষ্য অনুসর্গগুলো ফারসি থেকে বাংলা ভাষায় এসেছে তাদের ফারসি অনুসর্গ বলে। যেমন–দরুন, বদলে, বনাম, বাদে, বাবদ, বরাবর ইত্যাদি।

প্রশ্ন–১৮। ক্রিয়া অনুসর্গ বলতে কী বোঝ? এর পাঁচটি প্রয়োগ দেখাও।

উত্তর : ক্রিয়া থেকে যেসব অনুসর্গ উৎপন্ন হয় তাদের ক্রিয়া বা ক্রিয়াজাত অনুসর্গ বলে। নিচে এর পাঁচটি প্রয়োগ দেখানো হলো :

ক্রমিক	অনুসর্গ	প্রয়োগ
১	করে	কথাটা ভালো করে শুনে নাও।
২	থেকে	আজ থেকে নিয়মিত কলেজে যাবে।
৩	দিয়ে	শাক দিয়ে মাছ ঢেকে লাভ নেই।
৪	বলে	তুমি এসেছ বলেই বাজারে যাচ্ছি।
৫	হতে	কাল হতে আর তোমার সাথে দেখা হবে না।

https://teachingbd24.com

ব্যাকরণিক শব্দশ্রেণি নির্দেশ করো

১. নিচের অনুচ্ছেদ থেকে পাঁচটি ক্রিয়া বিশেষণ শনাক্ত করো : [কু. ১৬]

বাবা সকালে দ্রুত বেরিয়ে গেছেন। তখন টিপটিপ বৃষ্টি পড়ছিল। ঘরে বসে এক মনে টিভি দেখছিল ছোটবোন। এ সময় কেউ টিভিতে গুনগুনিয়ে গান করছিল। হঠাৎ বাবা এসে বললেন, তাঁর চশমাটা চট করে খুঁজে দিতে।

উত্তর : দ্রুত, এক মনে, গুনগুনিয়ে, টিপটিপ, চট।

২. নিম্নলিখিত অনুচ্ছেদে রেখাঙ্কিত পদগুলোর নাম লেখো : [ব. ১৬]

উত্তর :

i. প্রগাঢ় নিকুঞ্জ—বিশেষণ।

ii. সিক্ত নীলাম্বরী—বিশেষ্য।

iii. পুলকিত সচ্ছলতা—বিশেষণ।

iv. তিনটি ফুল আর অনেক পাতা—বিশেষণ।

v. নীল, হলুদ, বেগুনি, অথবা সাদা—যোজক।

vi. তুমি আমার পূর্ব-বাংলা—সর্বনাম।

vii. নিপুণ দক্ষতায় কাজটি শেষ হলো—বিশেষণ।

৩. নিচের অনুচ্ছেদ থেকে পাঁচটি বিশেষণ পদ চিহ্নিত করো : [য. ১৬]

আজ সাদা মেঘে আকাশ ছেয়ে গেছে। হঠাৎ গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি শুরু হলো। তালহা ভাঙা ছাতা দিয়ে বৃষ্টি ঠেকানোর বৃথা চেষ্টা করছিল। তার বেখেয়ালি মন হালকা বৃষ্টি আর মৃদু হাওয়ায় অস্থির হয়ে উঠল।

উত্তর : সাদা, বৃথা, বেখেয়ালি, হালকা, অস্থির।

৪. নিচের অনুচ্ছেদ হতে পাঁচটি বিশেষণ নির্বাচন করো : [সি. ১৬]

সকালে মা তার ঘুমন্ত শিশুকে জাগিয়ে গরম দুধ খাওয়ালেন। এরপর আড়াই বছরের অবুঝ শিশুটিকে নিয়ে বাগানে লাল লাল ফুল দেখালেন। সদ্যজাত ফুলগুলো ছিল চমৎকার। ঝকঝকে রোদে পরিবেশও ছিল সুখকর।

উত্তর : ঘুমন্ত, গরম, অবুঝ, সদ্যজাত, সুখকর।

৫. নিচের অনুচ্ছেদ থেকে পাঁচটি ক্রিয়াপদ চিহ্নিত করো : [দি. ১৬]

"এতদিন যে প্রতি সন্ধ্যায় আমি বিনুদাদার বাড়িতে গিয়া তাঁহাকে অস্থির করিয়া তুলিয়াছিলাম! বিনুদার বর্ণনার ভাষা অত্যন্ত সংকীর্ণ বলিয়াই তাঁর প্রত্যেক কথাটি স্ফুলিঙ্গের মতো আমার মনের মাঝখানে আগুন জ্বালিয়া দিয়াছিল। বুঝিয়াছিলাম মেয়েটির রূপ বড়ো আশ্চর্য; কিন্তু না দেখিলাম তাহাকে চোখে, না দেখিলাম তাহার ছবি, সমস্তই অস্পষ্ট হইয়া রহিল।"

উত্তর : গিয়া, করিয়া, তুলিয়াছিলাম, বুঝিলাম, দেখিলাম।

৬. নিম্নরেখা যেকোনো পাঁচটি শব্দের ব্যাকরণিক শ্রেণি নির্দেশ করো। [ঢা. ১৬]

i. এগিয়ে চলেছে প্রতিবাদী মিছিল—বিশেষ্য

ii. পড়ন্ত বিকেলে হাঁটতে ভালো লাগে—বিশেষণ

iii. অনেকেই ভাতের বদলে রুটি খায়—যোজক

iv. আজ নয় কাল সে আসবেই—যোজক

v. পয়লা বৈশাখ বাঙালির উৎসবের দিন—বিশেষ্য

vi. শাবাশ! দারুণ খেলছে আমাদের ছেলেরা—আবেগ শব্দ

vii. চলো কোথাও বেড়াতে যাই—সর্বনাম

viii. অধিক ভোজন অনুচিত—বিশেষ্য

https://teachingbd24.com

৭. **নিচের অনুচ্ছেদ থেকে পাঁচটি বিশেষণ পদ চিহ্নিত করো :** [চ. ১৬]

সাদা মেঘে আকাশ ছেয়ে আছে। হঠাৎ টিপটিপ বৃষ্টি শুরু হলো। করিম ভাঙা ছাতা দিয়ে বৃষ্টি ঠেকানোর বৃথা চেষ্টা করছিল। তার বেখেয়ালি মন হালকা বৃষ্টি আর মৃদু হাওয়ায় অস্থির হয়ে উঠল।

উত্তর : সাদা, টিপটিপ, বৃথা, বেখেয়ালি, হালকা।

৮. **নিচের অনুচ্ছেদ থেকে পাঁচটি সর্বনাম নির্বাচন করো :** [রা. ১৬]

কবি কাজী নজরুলের জীবনের পরিণাম অত্যন্ত করুণ। মস্তিষ্কের পক্ষাঘাতে আক্রান্ত হয়ে ১৯৪২ সাল থেকেই তিনি ছিলেন নির্বাক ও ভাবশূন্য। ১৯৭৬ সালে কবির জীবনপ্রদীপ নির্বাপিত হলে তাঁর সমাধি রচিত হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মসজিদ প্রাঙ্গণে। গানে বলেছেন, 'মসজিদেরই পাশে আমায় কবর দিয়ো ভাই।' তাঁর সে ইচ্ছা পূর্ণ হয়েছে।

উত্তর : তিনি, তার, আমায়, সে, এ।

৯. **নিচের অনুচ্ছেদ থেকে পাঁচটি বিশেষ্য পদ চিহ্নিত করো :**

কলেজে যতগুলো পরীক্ষা পাস করিবার সব আমি চুকাইয়াছি। ছেলেবেলায় আমার সুন্দর চেহারা লইয়া পণ্ডিতমশায় আমাকে শিমুল ফুল ও মাকাল ফলের সহিত তুলনা করিয়া, বিদ্রুপ করিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন ইহাতে তখন বড়ো লজ্জা পাইতাম, কিন্তু বয়স হইয়া একথা ভাবিয়াছি, যদি জন্মান্তর থাকে তবে আমার মুখের স্বরূপ এবং পণ্ডিতমশায়দের মুখে বিদ্রুপ আবার যেন অমনি করিয়াই প্রকাশ পায়।

উত্তর : পরীক্ষা, পাস, ছেলেবেলা, চেহারা, লজ্জা।

১০. **নিচের অনুচ্ছেদ থেকে পাঁচটি বিশেষ্য পদ নির্দেশ করো :**

শোভনের স্কুল খুলেছে দিন দুই হলো। সরকার রমজান মাসের অর্ধেক সময় পর্যন্ত স্কুল-কলেজ খোলা রাখার নির্দেশ দিয়েছেন। শোভন এ সময় কিছুতেই স্কুলে যেতে রাজি নয়। তাই সে তার মা মিসেস জাহানারাকে বুঝিয়েছে। এছাড়া সে তার বন্ধু শীতল, নিলয়, রবি ও অয়নের সাথেও তাদের সিদ্ধান্ত নিয়ে আলাপ করছে।

উত্তর : স্কুল, বন্ধু, কলেজ, সরকার, মা।

১১. **নিম্নোক্ত অনুচ্ছেদ থেকে পাঁচটি ক্রিয়াপদ চিহ্নিত করো :**

ভালোভাবে পড়াশুনা না করলে কোনো বিষয়ে সঠিক জ্ঞান লাভ করা সম্ভব নয়। পরীক্ষায় কোনোমতে পাস করার জন্য অবশ্য গভীর জ্ঞানের প্রয়োজন হয় না। বেছে বেছে গুটিকয়েক প্রশ্নের উত্তর মুখস্থ করলেই চলে। কিন্তু এভাবে পাস করে লাভ কী? মনে রাখতে হবে বোর্ড বা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সনদপত্র পাওয়া ও বিশুদ্ধ জ্ঞানার্জন এক জিনিস নয়।

উত্তর : করা, পড়াশুনা, হয়, চলে, পাওয়া।

১২. **নিচের অনুচ্ছেদ থেকে পাঁচটি বিশেষণ নির্বাচন করো :**

আমাদের বাংলাদেশ প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের জন্য বিখ্যাত। সবুজ মাঠ, নদ-নদী, চট্টগ্রাম ও সিলেটের পাহাড়, চা-বাগান, সুন্দরবন, রাঙামাটিসহ পার্বত্য জেলার বন-বনানী এবং কক্সবাজারের দীর্ঘ সমুদ্র সৈকতের দৃশ্য খুবই মুগ্ধকর। কক্সবাজার পৃথিবীর দীর্ঘতম সমুদ্র সৈকত। এটি প্রায় ১৫৫ কি.মি. লম্বা।

উত্তর : প্রাকৃতিক, সবুজ, দীর্ঘ, খুব, লম্বা।

১৩. **নিচের অনুচ্ছেদ থেকে পাঁচটি বিশেষ্য পদ চিহ্নিত করো :**

রবীন্দ্রনাথ বাংলা ভাষার কবি, বিশ্বকবি। 'গীতাঞ্জলি' কাব্যের জন্য তিনি নোবেল পান। সারা বিশ্বের বিদগ্ধজন যেমন আইনস্টাইন, রোঁমা রোঁলা, ইয়েটস প্রমুখের সাথে তাঁর বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছিল। আবার ইতালির মুসোলিনিকে নিয়ে তিনি এঁকেছিলেন ব্যঙ্গচিত্র।

উত্তর : কবি, কাব্য, বাংলা, ভাষা, বন্ধুত্ব।

Teachingbd24.com

১৪. নিচের অনুচ্ছেদ থেকে পাঁচটি সর্বনাম নির্বাচন করো :

সেখানকার ছেলেমেয়েরা বেশ মজা পেল। তারা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করল, ছেলেটা নিশ্চয় পাগল হবে। ঠিক আছে আমরা সবাই তাকে রাজকুমার মনে করে সম্মান দেখাই।

উত্তর : এরা, তারা, আমরা, তাকে, সবাই।

১৫. নিচের অনুচ্ছেদ থেকে পাঁচটি বিশেষ্য চিহ্নিত করো :

মার্জারী কমলাকান্তকে চিনিত; সে যষ্টি দেখিয়া বিশেষ ভীত হওয়ার কোনো লক্ষণ প্রকাশ করিল না। কেবল আমার মুখপানে চাহিয়া হাই তুলিল, একটু সরিয়া বসিল। বলিল, "মেও!" প্রশ্ন বুঝিতে পারিয়া যষ্টি ত্যাগ করিয়া পুনরপি শয্যায় আসিয়া হুঁকা লইলাম। তখন দিব্যকর্ণ প্রাপ্ত হইয়া, মার্জারের বক্তব্য সকল বুঝিতে পারিলাম।

উত্তর : মার্জারী, যষ্টি, শয্যা, দিব্যকর্ণ, বক্তব্য সকল।

১৬. নিচের অনুচ্ছেদ থেকে পাঁচটি বিশেষণ নির্বাচন করো :

পদ্মা নদীতে এখন আর বড় ইলিশ পাওয়া যায় না। রূপালি ইলিশের ঝাঁক কোথায় হারিয়ে গেছে। মানুষের লাভ আর লোভের কবলে আজ সুস্বাদু ইলিশ বিলুপ্ত প্রায়। কবে আমরা পরিণামদর্শী হব আর আমাদের সব নদী ভরে উঠবে জাতীয় মাছ ইলিশে! দরিদ্র জেলেদের আর্থিক সাহায্য ও সঠিক পরামর্শ দিতে পারলে তা সম্ভব হতে পারে।

উত্তর : বড়, রূপালি, সুস্বাদু, বিলুপ্ত, পরিণামদর্শী।

১৭. নিচের অনুচ্ছেদ থেকে পাঁচটি বিশেষণ পদ চিহ্নিত করো : [ঢা. ১৭]

অপরের জন্য তুমি তোমার প্রাণ দাও– আমি বলতে চাই না। অপরের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দুঃখ তুমি দূর কর। অপরকে একটুখানি সুখ দাও। অপরের সঙ্গে একটুখানি মিষ্টি কথা বল। পথের অসহায় মানুষটির দিকে একটা করুণ কটাক্ষ নিক্ষেপ কর– তাহলেই হবে।

উত্তর : ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র, একটুখানি, মিষ্টি, অসহায়, করুণ।

১৮. নিচের অনুচ্ছেদের রেখাঙ্কিত যে কোনো পাঁচটি শব্দের ব্যাকরণিক শ্রেণি নির্দেশ করো : [কু. ১৭]

(i) তুমি যে আমার কবিতা। (ii) আমাদের ছোট গাঁয়ে ছোট ছোট ঘর। (iii) করিম ও রহিম দুই ভাই। (iv) ভালো আমটি খাও। (v) বাঃ! চমৎকার একটা গল্প লিখেছ। (vi) যথা ধর্ম তথা জয়। (vii) শুভ্র সমুজ্জ্বল এ তাজমহল। (viii) দুঃখ বিনা সুখ লাভ হয় কি মহীতে?

উত্তর :

বাক্যে প্রদত্ত শব্দ	ব্যাকরণিক শ্রেণি
তুমি	সর্বনাম
ছোট ছোট	বিশেষণ
ও	যোজক
ভালো	বিশেষণ
বাহ্	আবেগ
যথা, তথা	সাপেক্ষ যোজক
তাজমহল	বিশেষ্য
'বিনা	অনুসর্গ

১৯. নিচের অনুচ্ছেদ থেকে পাঁচটি ক্রিয়া বিশেষণ চিহ্নিত করো : [রা. ১৭]

ইট বসানো রাস্তা দিয়ে করিম বাড়ি ফিরছিল। হঠাৎ দেখতে পেল চলন্ত বাস থেকে যাত্রীরা লাফিয়ে নামছে। হাঁটা-পথের অনেকেই দৃশ্যটি তাকিয়ে দেখল। কয়েক জনের যায়-যায় অবস্থা। কাঁদো-কাঁদো চেহারার মানুষগুলোকে দেখে করিম মনে কষ্ট পেল।

উত্তর : বসানো, হঠাৎ, হাঁটা-পথের, যায়-যায়, কাঁদো-কাঁদো।

https://teachingbd24.com

২০. নিচের অনুচ্ছেদ থেকে পাঁচটি বিশেষণ চিহ্নিত করো : [সি. ১৭]

এখন প্রচণ্ড শীত। কফিল ঠাণ্ডা থেকে রক্ষা পেতে উঠানে বসে সকালের মিষ্টি রোদে গা গরম করছিল। রান্নাঘর থেকে মা তাকে ডাক দেয় ভাঁপা পিঠা খেতে। তার মায়ের হাতের পিঠা যেন অমৃত। লোভাতুর জিহ্বার পরিতৃপ্তি সাধনে সে নগ্ন পায়ে রান্নাঘরে দৌড় দেয়।

উত্তর : প্রচণ্ড, মিষ্টি, ভাঁপা, লোভাতুর, নগ্ন।

২১. নিচের অনুচ্ছেদ থেকে পাঁচটি বিশেষণ পদ চিহ্নিত করো : [ব. ১৭]

"নীল আকাশ। রোদেলা দুপুর। পাখিটি পাখনা মেলে দিগন্তের পথে পাড়ি জমাচ্ছে। দখিনা বাতাসে টকটকে লাল পলাশ ফুল দুলছে। তাই দেখে সাদা মেঘের দলও বলাকার মত উড়ছে; যাব দূরে বহুদূরে।"

উত্তর : নীল, রোদেলা, দখিনা, টকটকে, লাল।

২২. নিচের অনুচ্ছেদের রেখাঙ্কিত যে কোনো পাঁচটি শব্দের ব্যাকরণিক শ্রেণি নির্দেশ করো : [চ. ১৭]

(i) দুঃখ বিনা সুখ লাভ হয় কি মহীতে? (ii) সাদা কাপড় পরলেই মন সাদা হয় না। (iii) মোদের গরব মোদের আশা আমরি বাংলা ভাষা। (iv) রবীন্দ্রনাথ তো আর দু'জন হয় না। (v) বুঝিয়াছিলাম মেয়েটির রূপ বড়ো আশ্চর্য। (vi) শাবাশ! দারুন খেলেছে আমাদের মেয়েরা। (vii) আমাদের সমাজ আর ওদের সমাজ এক রকম নয়। (viii) তিনি হো হো করে হেসে উঠলেন।

উত্তর :

বাক্যে প্রদত্ত শব্দ	ব্যাকরণিক শ্রেণি
বিনা	অনুসর্গ
সাদা	বিশেষণ
মোদের	সর্বনাম
রবীন্দ্রনাথ	বিশেষ্য
বুঝিয়াছিলাম	ক্রিয়া
শাবাশ	আবেগ
আর	যোজক
হো হো	ক্রিয়া-বিশেষণ

২৩. নিচের অনুচ্ছেদ থেকে পাঁচটি বিশেষণ পদ চিহ্নিত করো : [দি. ১৭]

আজ সাদা মেঘে আকাশ ছেয়ে গেছে। হঠাৎ গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি শুরু হলো। সাবিত ভাঙা ছাতা দিয়ে বৃষ্টি ঠেকানোর বৃথা চেষ্টা করছিল। তার বেখেয়ালি মন হালকা বৃষ্টি আর মৃদু হাওয়ায় অস্থির হয়ে উঠল।

উত্তর : সাদা, গুড়ি গুড়ি, ভাঙা, বেখেয়ালি, মৃদু।

২৪. নিচের অনুচ্ছেদ থেকে পাঁচটি ক্রিয়া বিশেষণ চিহ্নিত করো : [য. ১৭]

আদি কবি বাল্মীকি একদিন কাক ডাকা ভোরে সবুজ ঘাসের উপর আনমনে বসে– গাছের ডালে বসা চঞ্চল দুটি সাদা বক ও বকীর দিকে তাকাচ্ছিলেন। এমন সময় একজন শিকারী নিচ থেকে সোনালি রঙের তীর নিক্ষেপ করলেন। একটি বকের দেহে তীর বিদ্ধ হলো। বেখেয়ালি কবি বললেন দুটি শ্লোক। এভাবেই প্রথম কবিতার জন্ম।

উত্তর : আদি, সবুজ, চঞ্চল, সোনালি, বেখেয়ালি, প্রথম।

Teachingbd24.com

২৫. নিচের অনুচ্ছেদ থেকে নিম্নরেখ শব্দগুলোর ব্যাকরণিক শ্রেণি নির্দেশ কর :

সে ছিল চমৎকার এক সুন্দরী তরুণী। নিয়তির ভুলেই যেন এক কেরানির পরিবারে তার জন্ম হয়েছে। তার ছিল না কোনো আনন্দ, কোনো আশা। পরিচিত হবার, প্রশংসা পাওয়ার, প্রেমলাভ করার এবং কোনো ধনী অথবা বিশিষ্ট লোকের সঙ্গে বিবাহিত হওয়ার কোনো উপায় ছিল না। তাই শিক্ষা পরিষদ আপিসের সামান্য এক কেরানির সঙ্গে বিবাহ সে স্বীকার করে নিয়েছিল। [সকল বো. ১৮]

উত্তর :

সুন্দরী	–	বিশেষণ
পরিবারে	–	বিশেষ্য
তার	–	সর্বনাম
অথবা	–	যোজক
সামান্য	–	বিশেষণ

২৬. নিচের অনুচ্ছেদ থেকে পাঁচটি বিশেষ্য পদ চিহ্নিত করো :

কাজী নজরুল ইসলাম বাংলা সাহিত্যে 'বিদ্রোহী কবি' হিসেবে পরিচিত। 'আনন্দময়ীর আগমনে' কবিতা রচনার জন্য তাঁর নামে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি হয়। কবিতা রচনার জন্য কারাভোগ করেন তিনি। বাংলা সাহিত্যে তিনিই এক্ষেত্রে নজিরবিহীন। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কবিস্বীকৃতিস্বরূপ তাঁর 'বসন্ত' নাটিকাটি তাঁকে উৎসর্গ করেন এবং পরবর্তী সময়ে তিনিও তাঁর 'সঞ্চিতা' গ্রন্থটি কবিগুরুকে উৎসর্গ করেন।

উত্তর : বাংলা, কবিতা, সাহিত্য, নাটিকা, গ্রন্থ।

২৭. নিচের অনুচ্ছেদ থেকে দশটি বিশেষ্য নির্বাচন করো :

নজরুল এক অসাধারণ কবি। দারিদ্র্য তাঁকে দমিয়ে রাখতে পারেনি। তিনি 'অগ্নিবীণা' রচনা করেছেন। আমি নজরুলের কবিতা পড়তে ভালোবাসি। তাঁর কবিতা তারুণ্যকে উজ্জীবিত করেছে। তাছাড়া নজরুলের গান শ্রোতাকে মুগ্ধ করেছে। নদী, পাখি ও জনতার মিলন ঘটেছে তাঁর কবিতায়।

উত্তর : কবি, দারিদ্র্য, রচনা, কবিতা, তারুণ্য, গান, শ্রোতা, নদী, পাখি, জনতা।

২৮. নিচের অনুচ্ছেদ থেকে পাঁচটি বিশেষণ পদ বাছাই করে লেখো :

নীল আকাশ। রোদেলা দুপুর। (দখিনা) বাতাসে টকটকে লাল পলাশ ফুল দুলছে। সাদা মেঘের দল বলাকার মতো উঠেছে। গ্রামের মেঠো পথে ছেলেরা খেলছে।

উত্তর : নীল, দখিনা, সাদা, মেঠো, টকটকে।

২৯. নিচের অনুচ্ছেদ থেকে পাঁচটি বিশেষণ নির্বাচন করো :

খুব ভোরে সে ঘর থেকে বের হলো। ব্যস্ত ঢাকা তখনো নিদ্রাদেবীর কোলে সমর্পিত। ক্লান্ত চাঁদ সূর্যের প্রভায় বিলীন হবার অপেক্ষায় প্রহর গুণছে। একটি চায়ের দোকানে দাঁড়িয়ে স্বচ্ছ গ্লাসে চা পান করছে দুজন পরিচ্ছন্নকর্মী।

উত্তর : খুব, সমর্পিত, ক্লান্ত, বিলীন, স্বচ্ছ।

৩০. নিচের অনুচ্ছেদ থেকে পাঁচটি বিশেষণ খুঁজে বের করো :

এক ঝাঁক সাদা বক ওড়ে আকাশে। কালো পানকৌড়ির দৌরাত্ম্যে হলদে মাছরাঙা লুকিয়ে পড়ে ছোট গর্তে। চঞ্চল ডাহুক ডানায় আগলে রাখে কচি কচি ছানাদের।

উত্তর : সাদা, কালো, হলদে, চঞ্চল, কচি।

https://teachingbd24.com

৩১. নিচের বাক্যগুলোর নিম্নলেখ অংশের শব্দশ্রেণি নির্দেশ করো : (যে-কোনো পাঁচটি)

গরিবকে সাহায্য করা উচিত। সব বস্তিতেই এখন টিউবওয়েল বসেছে। তুমি ঢাকা গিয়েছিলে। এত বৃষ্টি হলো তবু গরম গেল না। তিনি অভিজ্ঞ মিস্ত্রি। ডাক্তার অসুস্থ, তিনি রোগী দেখতে আসবেন না। বাহ্! বড় চমৎকার ছবি এঁকেছে তো। মন দিয়ে লেখাপড়া করা উচিত।

উত্তর :

গরিব	–	বিশেষ্য
তবু	–	যোজক
অভিজ্ঞ	–	বিশেষণ
তিনি	–	সর্বনাম
বাহ্	–	যোজক

৩২. নিচের অনুচ্ছেদ থেকে পাঁচটি বিশেষ্য পদ চিহ্নিত করো :

সে ছিল চমৎকার এক সুন্দরী তরুণী। নিয়তির ভুলেই যেন এক কেরানির পরিবারে তার জন্ম হয়েছিল। তার ছিল না কোনো আনন্দ, কোনো আশা। পরিচিত হবার, প্রশংসা পাওয়ার, প্রেমলাভ করার এবং কোনো ধনী অথবা বিশিষ্ট লোকের সঙ্গে বিবাহিত হওয়ার কোনো উপায় তার ছিল না। তাই শিক্ষা পরিষদ অফিসের সামান্য কেরানির সঙ্গে বিবাহ সে স্বীকার করে নিয়েছিল।

উত্তর : নিয়তি, প্রশংসা, অফিস, কেরানি, বিবাহ।

৩৩. নিচের অনুচ্ছেদ থেকে পাঁচটি বিশেষণ শব্দ খুঁজে বের করো এবং পাঁচটি বাক্যে তাদের প্রয়োগ দেখাও।

মানুষ স্বাভাবিকভাবেই সৌন্দর্যপ্রিয়, রূপপিয়াসী ও কল্পনাবিলাসী। মনকে আকর্ষণ করার মতো এমন অনেক কিছু প্রকৃতিজগতে ছড়িয়ে আছে। রূপালি নদী, বিল, আকাশ, সাদা মেঘের ভেলা, সবুজ বৃক্ষলতা, নানা বর্ণের ফুল, নানা রঙের ফল, মায়াবী জ্যোৎস্না যে কারো হৃদয়কে মুগ্ধ করবেই।

উত্তর :

বিশেষণ শব্দ		বাক্যে প্রয়োগ
সাদা	–	আকাশে সাদা মেঘ জমেছে।
সবুজ	–	প্রকৃতির সবুজের মাঝে আমি হারিয়ে যেতে চাই।
রূপালি	–	কতদিন রূপালি নদীতে অবগাহন করা হয়নি।
মায়াবী	–	চাঁদের মায়াবী রূপে আমি মুগ্ধ।
মুগ্ধ	–	মুগ্ধ হতেই আমি বারবার প্রকৃতির সান্নিধ্যে যাই।

৩৪. নিচের অনুচ্ছেদ থেকে পাঁচটি বিশেষণ নির্বাচন করো :

প্রতিযোগিতায় প্রথম পুরস্কার একটি মোবাইল সেট। সুস্থ-সবল দেহ না হলে খেলায় জয়লাভ অসম্ভব। ইট বসানো রাস্তায় হবে সাইকেল চালনা। কাঁদো কাঁদো চেহারায় ফিরে এলো ছেলেটি।

উত্তর : প্রথম, সুস্থ, সবল, অসম্ভব, কাঁদো কাঁদো।

Teachingbd24.com

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

পাঠ্যপুস্তক ভবন
৬৯-৭০ মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০

জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০১২ অনুযায়ী একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণির বাংলা ২য় পত্রের প্রশ্নপত্র প্রণয়নের জন্য নির্দেশনা (উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা ২০১৬ থেকে প্রযোজ্য)।

ব্যাকরণ : ৩০ নম্বর	নম্বর বিভাজন
১। উচ্চারণের যে কোনো ৫টি নিয়ম লিখতে হবে। এর বিকল্পে ৮টি শব্দের মধ্যে ৫টি শব্দের উচ্চারণ লিখতে হবে।	৫ নম্বর
২। বাংলা একাডেমি প্রণীত প্রমিত বাংলা বানানরীতির যে কোনো ৫টি নিয়ম লিখতে হবে। এর বিকল্পে ৮টি ভুল বানানের শব্দকে শুদ্ধ বানানে লিখতে হবে।	৫ নম্বর
৩। বিভিন্ন শব্দশ্রেণি (বিশেষ্য, বিশেষণ, সর্বনাম, ক্রিয়া, ক্রিয়া বিশেষণ, আবেগ শব্দ, যোজক, অনুসর্গ) থেকে একটি বর্ণনামূলক প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। বিকল্পে প্রদত্ত অনুচ্ছেদ থেকে একটি নির্দিষ্ট শব্দশ্রেণি চিহ্নিত করতে হবে।	৫ নম্বর
৪। উপসর্গ, প্রত্যয় ও সমাসের মধ্যে যে কোনো ২টি পাঠ হতে প্রশ্ন থাকবে এবং ১টির উত্তর দিতে হবে। প্রতিটি প্রশ্নেই ৮টির মধ্যে ৫টির উত্তর দিতে হবে।	৫ নম্বর
৫। বাক্যতত্ত্ব অংশ থেকে একটি বর্ণনামূলক প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। এর বিকল্পে ৮টি বাক্যের মধ্যে ৫টির বাক্যান্তর করতে হবে।	৫ নম্বর
৬। ৮টি অশুদ্ধ বাক্যের মধ্যে ৫টিকে শুদ্ধ করতে হবে। এর বিকল্পে একটি অনুচ্ছেদে বিদ্যমান অপপ্রয়োগসমূহ শুদ্ধ করতে হবে।	৫ নম্বর
নির্মিতি : ৭০ নম্বর	
১। ১৫টি বিদেশি শব্দের মধ্যে ১০টির বাংলা পারিভাষিক রূপ লিখতে হবে। এর বিকল্পে ১টি ইংরেজি ভাষার অনুচ্ছেদকে বাংলা ভাষায় অনুবাদ করতে হবে।	১০ নম্বর
২। ঘটনাসমৃদ্ধ পুরো ১টি দিনকে অবলম্বন করে ১টি দিনলিপি রচনা করতে হবে অথবা কোনো ১টি সুনির্দিষ্ট বিষয়ে (দিবস উদযাপন, ঐতিহাসিক স্থান পরিদর্শক ইত্যাদি) অভিজ্ঞতা বর্ণনা করতে হবে। এর বিকল্পে ১টি ভাষণ বা প্রতিবেদন লিখতে হবে।	১০ নম্বর
৩। একটি বিশেষ উৎসব বা উপলক্ষ (ঈদ, নববর্ষ ইত্যাদি) অবলম্বন করে ৫টি ক্ষুদে আকারের বাংলা বাক্যে একটি ক্ষুদে বার্তা বা ই-মেইল/এস এম এস রচনা করতে হবে। এর বিকল্পে যে কোনো এক প্রকার পত্র লিখতে হবে।	১০ নম্বর
৪। সারাংশ বা সারমর্ম থেকে ১টি প্রশ্ন থাকবে। এর বিকল্পে ভাবসম্প্রসারণ থেকে ১টি প্রশ্ন থাকবে। যে কোনো ১টির উত্তর দিতে হবে।	১০ নম্বর
৫। কোনো একটি বিশেষ ঘটনা বা পরিস্থিতির আলোকে নাটকের সংলাপের আকারে সংলাপ বা কথোপকথন রচনা করতে হবে। এর বিকল্পে প্রশ্নে প্রদত্ত একটি গল্পের শিরোনাম বা দৃশ্যপট অবলম্বনে একটি ক্ষুদ্রে গল্প রচনা করতে হবে।	১০ নম্বর
৬। যে কোনো ৫টি বিষয়ের ১টি অবলম্বনে একটি প্রবন্ধ লিখতে হবে। (গতানুগতিক মুখস্থনির্ভর এবং তথ্য ভারাক্রান্ত প্রবন্ধের পরিবর্তে শিক্ষার্থীর সৃজনশীলতার প্রতিফলন ঘটবে এমন ধরনের প্রবন্ধ লিখতে হবে।	২০ নম্বর

Teachingbd24.com

এইচ এস সি বাংলা ব্যকরণ

অধ্যায় ৫: উপসর্গ

প্রশ্ন : উপসর্গ কাকে বলে? উপসর্গ কত প্রকার ও কী কী? উদাহরণসহ বুঝিয়ে দাও। [চ. ০৫, ১০, ১২; সি. ১৪]

উত্তর : বাংলা ভাষায় এমন কতকগুলো অব্যয়সূচক শব্দাংশ রয়েছে, যা স্বাধীন পদ হিসেবে বাক্যে ব্যবহৃত হতে পারে না, এগুলো অন্য শব্দের পূর্বে বসে। এর প্রভাবে নতুন অর্থবোধক শব্দ তৈরি ও শব্দের অর্থের পূর্ণতা সাধিত হয় এবং শব্দের অর্থের সম্প্রসারণ, সংকোচন ও পরিবর্তন ঘটে। ভাষায় ব্যবহৃত এসব অব্যয়সূচক শব্দাংশকে 'উপসর্গ' বলে।

উপসর্গ তিন প্রকার। যথা :

১. খাঁটি বাংলা উপসর্গ। ২. সংস্কৃত বা তৎসম উপসর্গ এবং ৩. বিদেশি উপসর্গ।

১. **খাঁটি বাংলা উপসর্গ :** নৃতাত্ত্বিক বিচারে আর্যবসতিপূর্ব জাতিগোষ্ঠীর ব্যবহৃত ভাষা থেকে এসে বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত হচ্ছে এমন উপসর্গকে খাঁটি বাংলা বা দেশি উপসর্গ বলে।

খাঁটি বাংলা উপসর্গ মোট একুশটি : অ, অঘা, অজ, অনা, আ, আড়, আন, আব, ইতি, উন (ঊন), কদ্, কু, নি, পাতি, বি, ভর, রাম, স, সা, সু, হা।

২. **সংস্কৃত বা তৎসম উপসর্গ :** সংস্কৃত ভাষা থেকে আগত এবং বর্তমানে বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত উপসর্গকে 'সংস্কৃত' বা 'তৎসম উপসর্গ' বলে।

সংস্কৃত বা তৎসম উপসর্গ বিশটি : প্র, পরা, অপ, সম, নি, অনু, অব, নির, দুর, বি, অধি, সু, উৎ, পরি, প্রতি, অতি, অপি, অভি, উপ, আ।

৩. **বিদেশি উপসর্গ :** বিদেশি ভাষা থেকে এসে বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত উপসর্গকে 'বিদেশি উপসর্গ' বলে।

যেমন :

ফারসি ভাষা থেকে আগত ফারসি উপসর্গ – কার, দর, না, নিম, ফি, বদ, বে, বর, ব, কম।

আরবি ভাষা থেকে আগত আরবি উপসর্গ – আম, খাস, লা, গর।

ইংরেজি ভাষা থেকে আগত ইংরেজি উপসর্গ – হেড, সাব, হাফ, ফুল।

উর্দু–হিন্দি ভাষা থেকে আগত উর্দু-হিন্দু উপসর্গ – হয়।

প্রশ্ন : "উপসর্গের অর্থবাচকতা নেই, কিন্তু অর্থদ্যোতকতা আছে।"–আলোচনা করো। [ঢা. ০৩, ০৫, ০৮, ১০, ১২, ১৪, রা. ০১, ০৯, ১১, সি. ০৩, ০৫, ০৯, ১১; চ. ০৩, ০৯, য. ১৭, ০০, ০৩, ০৬, ০৯, ১২, ১৪, ব. ১৭, ০৪, ০৬, ১০, ১২, কু. ১৭, ০৬, ১০, ১৪, দি. ১৭, ১১, ১৪]

অথবা, "উপসর্গের অর্থবাচকতা নেই, কিন্তু অর্থদ্যোতকতা আছে।"–উপসর্গের সংজ্ঞার্থ উল্লেখপূর্বক উক্তিটির যথার্থতা নিরূপণ করো। [কু. ১৫, ০৮, রা. ০৭, সি. ০৭, চ. ০৭]

উত্তর : বাংলা ভাষায় এমন কতকগুলো অব্যয়সূচক শব্দাংশ রয়েছে, যা স্বাধীন পদ হিসেবে বাক্যে ব্যবহৃত হতে পারে না, এগুলো অন্য শব্দের পূর্বে বসে। এর প্রভাবে নতুন অর্থবোধক শব্দ তৈরি ও শব্দের অর্থের পূর্ণতা সাধিত হয় এবং শব্দের অর্থের সম্প্রসারণ, সংকোচন ও পরিবর্তন ঘটে। ভাষায় ব্যবহৃত এসব অব্যয়সূচক শব্দাংশকে 'উপসর্গ' বলে।

যেমন : 'কাজ' একটি শব্দ। এর আগে 'অ' অব্যয়টি যুক্ত হলে হয় 'অকাজ', যার অর্থ নিন্দনীয় কাজ। এখানে অর্থের সংকোচন ঘটেছে। আবার 'পূর্ণ' শব্দের আগে 'পরি' উপসর্গ যোগ করায় পরিপূর্ণ হলো। এটি পূর্ণ শব্দের সম্প্রসারিত রূপ।

Teachingbd24.com

উপসর্গের প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো "উপসর্গের অর্থবাচকতা নেই, কিন্তু অর্থদ্যোতকতা আছে।"
বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত উপসর্গগুলোর নিজস্ব কোনো অর্থ নেই বা আলাদাভাবে ব্যবহৃত হয় না। কেবল ধাতু বা শব্দের পূর্বে যুক্ত হয়ে নতুন শব্দ গঠন করে এবং অর্থের বৈচিত্র্য তৈরি করে।

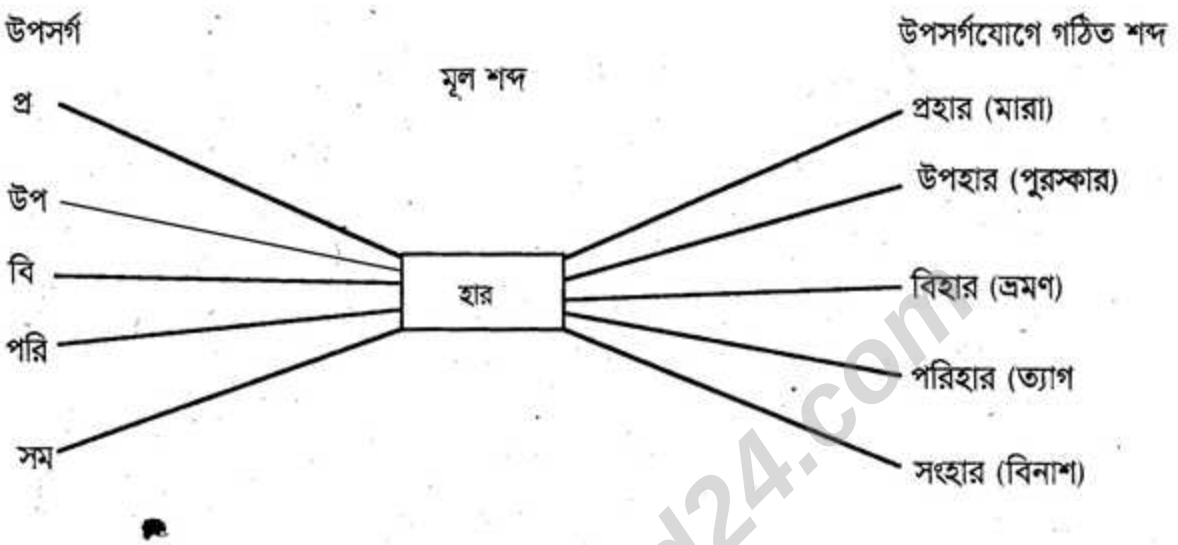

উপর্যুক্ত আলোচনায় প্রতীয়মান যে, অর্থহীন উপসর্গগুলো একটি শব্দের পূর্বে বসে নতুন নতুন অর্থবোধক শব্দ তৈরি করছে। সুতরাং উপসর্গের নিজস্ব কোনো অর্থবাচকতা নেই, কেবল অন্য শব্দের পূর্বে বসে এদের অর্থদ্যোতকতা বা নতুন শব্দ সৃষ্টির ক্ষমতা থাকে।

প্রশ্ন : খাঁটি বাংলা উপসর্গ সাধারণত কোন ধরনের শব্দের আগে যুক্ত হয়?
উত্তর : খাঁটি বাংলা শব্দের আগে।
প্রশ্ন : খাঁটি বাংলা উপসর্গ কয়টি?
উত্তর : একুশটি।
প্রশ্ন : তৎসম বা সংস্কৃত উপসর্গ সাধারণত কোন ধরনের শব্দের পূর্বে যুক্ত হয়?
উত্তর : তৎসম বা সংস্কৃত শব্দের পূর্বে বসে।
প্রশ্ন : তৎসম বা সংস্কৃত উপসর্গ কয়টি?
উত্তর : বিশটি।
প্রশ্ন : কোন চারটি উপসর্গ খাঁটি বাংলা এবং তৎসম উভয় ক্ষেত্রে দেখা যায়?
উত্তর : আ, সু, বি, নি।
প্রশ্ন : উপসর্গ শব্দের কোথায় বসে?
উত্তর : শব্দের পূর্বে বসে।

Teachingbd24.com

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

পাঠ্যপুস্তক ভবন
৬৯-৭০ মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০

জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০১২ অনুযায়ী একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণির বাংলা ২য় পত্রের প্রশ্নপত্র প্রণয়নের জন্য নির্দেশনা (উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা ২০১৬ থেকে প্রযোজ্য)।

ব্যাকরণ : ৩০ নম্বর	নম্বর বিভাজন
১। উচ্চারণের যে কোনো ৫টি নিয়ম লিখতে হবে। এর বিকল্পে ৮টি শব্দের মধ্যে ৫টি শব্দের উচ্চারণ লিখতে হবে।	৫ নম্বর
২। বাংলা একাডেমি প্রণীত প্রমিত বাংলা বানানরীতির যে কোনো ৫টি নিয়ম লিখতে হবে। এর বিকল্পে ৮টি ভুল বানানের শব্দকে শুদ্ধ বানানে লিখতে হবে।	৫ নম্বর
৩। বিভিন্ন শব্দশ্রেণি (বিশেষ্য, বিশেষণ, সর্বনাম, ক্রিয়া, ক্রিয়া বিশেষণ, আবেগ শব্দ, যোজক, অনুসর্গ) থেকে একটি বর্ণনামূলক প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। বিকল্পে প্রদত্ত অনুচ্ছেদ থেকে একটি নির্দিষ্ট শব্দশ্রেণি চিহ্নিত করতে হবে।	৫ নম্বর
৪। উপসর্গ, প্রত্যয় ও সমাসের মধ্যে যে কোনো ২টি পাঠ হতে প্রশ্ন থাকবে এবং ১টির উত্তর দিতে হবে। প্রতিটি প্রশ্নেই ৮টির মধ্যে ৫টির উত্তর দিতে হবে।	৫ নম্বর
৫। বাক্যতত্ত্ব অংশ থেকে একটি বর্ণনামূলক প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। এর বিকল্পে ৮টি বাক্যের মধ্যে ৫টির বাক্যান্তর করতে হবে।	৫ নম্বর
৬। ৮টি অশুদ্ধ বাক্যের মধ্যে ৫টিকে শুদ্ধ করতে হবে। এর বিকল্পে একটি অনুচ্ছেদে বিদ্যমান অপপ্রয়োগসমূহ শুদ্ধ করতে হবে।	৫ নম্বর
নির্মিতি : ৭০ নম্বর	
১। ১৫টি বিদেশি শব্দের মধ্যে ১০টির বাংলা পারিভাষিক রূপ লিখতে হবে। এর বিকল্পে ১টি ইংরেজি ভাষার অনুচ্ছেদকে বাংলা ভাষায় অনুবাদ করতে হবে।	১০ নম্বর
২। ঘটনাসমৃদ্ধ পুরো ১টি দিনকে অবলম্বন করে ১টি দিনলিপি রচনা করতে হবে অথবা কোনো ১টি সুনির্দিষ্ট বিষয়ে (দিবস উদযাপন, ঐতিহাসিক স্থান পরিদর্শক ইত্যাদি) অভিজ্ঞতা বর্ণনা করতে হবে। এর বিকল্পে ১টি ভাষণ বা প্রতিবেদন লিখতে হবে।	১০ নম্বর
৩। একটি বিশেষ উৎসব বা উপলক্ষ (ঈদ, নববর্ষ ইত্যাদি) অবলম্বন করে ৫টি ক্ষুদে আকারের বাংলা বাক্যে একটি ক্ষুদে বার্তা বা ই-মেইল/এস এম এস রচনা করতে হবে। এর বিকল্পে যে কোনো এক প্রকার পত্র লিখতে হবে।	১০ নম্বর
৪। সারাংশ বা সারমর্ম থেকে ১টি প্রশ্ন থাকবে। এর বিকল্পে ভাবসম্প্রসারণ থেকে ১টি প্রশ্ন থাকবে। যে কোনো ১টির উত্তর দিতে হবে।	১০ নম্বর
৫। কোনো একটি বিশেষ ঘটনা বা পরিস্থিতির আলোকে নাটকের সংলাপের আকারে সংলাপ বা কথোপকথন রচনা করতে হবে। এর বিকল্পে প্রশ্নে প্রদত্ত একটি গল্পের শিরোনাম বা দৃশ্যপট অবলম্বনে একটি ক্ষুদ্রে গল্প রচনা করতে হবে।	১০ নম্বর
৬। যে কোনো ৫টি বিষয়ের ১টি অবলম্বনে একটি প্রবন্ধ লিখতে হবে। (গতানুগতিক মুখস্থনির্ভর এবং তথ্য ভারাক্রান্ত প্রবন্ধের পরিবর্তে শিক্ষার্থীর সৃজনশীলতার প্রতিফলন ঘটবে এমন ধরনের প্রবন্ধ লিখতে হবে।	২০ নম্বর

Teachingbd24.com

এইচ এস সি বাংলা ব্যকরণ

অধ্যায় ৬: প্রকৃতি-প্রত্যয়

প্রশ্ন : প্রকৃতি কাকে বলে? প্রকৃতি কত প্রকার ও কী কী?

উত্তর : কোনো মৌলিক শব্দের যে অংশকে আর বিশ্লেষণ করা যায় না তাকে 'প্রকৃতি' বলে। যেমন : গোলাপ।

প্রকৃতি দুই প্রকার। যথা : ১. নাম প্রকৃতি এবং ২. ধাতু প্রকৃতি।

প্রশ্ন : প্রত্যয় কাকে বলে? প্রত্যয় কত প্রকার ও কী কী?

উত্তর : ধাতুর সাথে যা যুক্ত করে শব্দ কিংবা কালরূপ এবং শব্দে যা যুক্ত করে অন্য শব্দ বা ধাতু হয় তাকে 'প্রত্যয় বলে।

প্রত্যয় দুই প্রকার। যথা : ১. ধাতু প্রত্যয় বা কৃৎ প্রত্যয় এবং ২. শব্দ প্রত্যয় বা তদ্ধিত প্রত্যয়।

ধাতু বা কৃৎ প্রত্যয় আবার দুই প্রকার। যথা– ১. বাংলা কৃৎ প্রত্যয় এবং ২. সংস্কৃত কৃৎ প্রত্যয়।

শব্দ বা তদ্ধিত প্রত্যয় তিন প্রকার। যথা– ১. বাংলা তদ্ধিত প্রত্যয় ২. বিদেশি তদ্ধিত প্রত্যয় এবং ৩. তৎস তদ্ধিত প্রত্যয়।

প্রশ্ন : কৃৎ প্রত্যয় বোঝাতে কোন চিহ্ন ব্যবহার করা হয়?

উত্তর : ধাতু (√) চিহ্ন।

❑ বোর্ডভিত্তিক প্রশ্ন ও সমাধান

প্রকৃতি–প্রত্যয় নির্ণয়–২০০০ থেকে ২০১৮ পর্যন্ত

প্রদত্ত শব্দ	প্রকৃতি + প্রত্যয়	প্রত্যয়ের নাম
বাঙালি– *রা. ০০, ঢা. ০৫, য. ১৭, ০০, ০৮, ০৩, ব. ১০, ০৮, সি. ১৩*	= বাঙাল + ই	তদ্ধিত প্রত্যয়
মহিমা – *ঢা. ০৩, ০৯ কু. ০৪, ১০, য. ০০, ০৪, ব. ০৭; দি. ১১; সি. ১৪*	= মহৎ + ইমন্	তদ্ধিত প্রত্যয়
ভাবুক –*য. ০০, ০৩, সি. ১৬,০৪, রা. ০৬, ১১*	= √ভূ + উক্	কৃৎ প্রত্যয়
চলন্ত – *য. ০০, ০৩, সি. ০৪, কু. ০৬, ঢা. ০৩, চ. ১৬, রা. ১৭*	= √চল্ + অন্ত	কৃৎ প্রত্যয়
দুলনা > দোলনা– *সি.১৬,১৫, ০৪, ঢা. ১৩, ০৫, চ. ০৭, ০৯,কু. ১৫,১১, রা. ১৪, দি. ১৫, য. ১৪, ১৭*	= √দুল্ + অনা	কৃৎ প্রত্যয়
বক্তব্য– য. ০০, ০৩, চ. ০৪, সি. ১৫, ০৪, ১৪ ঢা. ০০, কু. ০৭	= √বচ্ +তব্য	কৃৎ প্রত্যয়
বসত – *য. ০০, সি. ০৪,*	= √বস্ + অত	কৃৎ প্রত্যয়
কারক– রা. ১৫, ০০, ০৭ , ব. ১৬,০৫, কু. ০৬, ০৮, ঢা. ০৮, ১১, য. ১১	= √কৃ + অক/ণক	কৃৎ প্রত্যয়
পরিশ্রমী – *রা. ১১,*	= পরি + শ্রম্ + ইন	কৃৎ প্রত্যয়
নয়ন–রা. *০০, ০৭, য. ০৩, ঢা. ০৪, কু. ০৭, সি. ০৭,০৯,১০, চ. ১৭*	= √নী + অন	কৃৎ প্রত্যয়
আধুলি – *রা.০০,*	= আধ + উলি	তদ্ধিত প্রত্যয়
জেলে–রা.০০, দি. ১৫, ১১, কু.১৬, ০৪,০৭, ১৪, য. ১৫, ০৪, ঢা. ১৭, ০৫, চ. ০৭' সি. ০৯	= জাল + ইয়া = জালিয়া > জেলে	তদ্ধিত প্রত্যয়
বার্ষিক–*রা.১৭, ১৬,০০,০৬, য. ১৫, দি. ১৬*	= বর্ষ + ইক	তদ্ধিত প্রত্যয়
কাঁদুনে –ঢা. ০৩'	= √কাঁদন + ইয়া = কাঁদনিয়া > কাঁদুনে	কৃৎ প্রত্যয়
ঢাকাই–ঢা. ০৩', ০৫, রা. ০৪,০৭,য. ০৫,১১, ০৮. ব.১৬, ০৬, ০৭, চ. ০৮,, কু. ০৯, ১১, সি. ১২, ১৫	= ঢাকা + আই	তদ্ধিত প্রত্যয়

https://teachingbd24.com

প্রদত্ত শব্দ	প্রকৃতি + প্রত্যয়	প্রত্যয়ের নাম
দাঁতাল– ঢা. ০৩, ব. ০৬, য. ০৮,	= দাঁত + আল	তদ্ধিত প্রত্যয়
কলমদানি– ঢা. ০৩,	= কলম + দানি	তদ্ধিত প্রত্যয়
মিতালি– ঢা. ০৩, রা. ০৬, ব. ১৬,০৬, সি. ০৯,	= মিতা + আলি	তদ্ধিত প্রত্যয়
হাতল–ঢা. ০৩,. কু. ০৯; সি. ১৫;	= হাত + ল	তদ্ধিত প্রত্যয়
মেধাবী–ঢা. ১৫, ০৩', ০৮, ব. ০৪, ১১' রা. ০৪, ব. ০৭, ১২, ১৪ কু. ০৯. সি. ১৭, ১৫, ০৯, ১৪, চ. ১১	= মেধা + বিন্	তদ্ধিত প্রত্যয়
সওদাগর–ঢা. ০৩, ব. ০৬,	= সওদা + গর	তদ্ধিত প্রত্যয়
পূজারী –কু. ০৩, ব. ১১,	= পূজা + আরী	তদ্ধিত প্রত্যয়
রাঁধুনি– কু. ০৩, চ.০৫, সি. ০৯, ১৪, কু, ১১,	= √রাধ্ + অনি	কৃৎ প্রত্যয়
দাপট– কু. ০৩, ০৫, সি. ০৭,	= দাপ + ট	তদ্ধিত প্রত্যয়
অন্যান্য– চ. ১৪, দি. ১৬	= অন্য + অন্য	তদ্ধিত প্রত্যয়
রাঘব– চ. ১৬	= রঘু + অ (অন)	তদ্ধিত প্রত্যয়
আত্যজা– চ. ১৬	= আত্য + জা	তদ্ধিত প্রত্যয়
ডাকাত -কু. ০৬, ০৩, ঢা. ০৬, [illegible]৮, ১৩; চ. ১১, ০৮, ১৪, সি. ০৯, ১৪; ব. ১৫;	= √ডাক্+ আত	কৃৎ প্রত্যয়
সাঁতারু–কু. ০৫, ০৩, ১৪; চ. ০৬, সি. ০৯. ১০, দি. ১৫;	= সাঁতার + উ	তদ্ধিত প্রত্যয়
মিঠাই– কু. ০৩, য. ০৩, ১৪, ব. ০৬, ১৪, দি ১২ রা ০৯, সি. ১৩,	= মিঠা + আই	তদ্ধিত প্রত্যয়
সাহিত্যিক– রা. ০৩, সি.০৪, কু. ০৭,০৫, ঢা ০৬,০৮, চ. ০৯. য. ১১.	সাহিত্য + ইক	কৃৎ প্রত্যয়
নুনতা > নোনতা– রা. ০৩, সি ০৬, চ. ১১. ঢা. ১৪	= নুন + তা	তদ্ধিত প্রত্যয়
সম্রাট– রা. ১৫, ০ ০৩', কু. ০৫, ১২, সি. চ. ১০, ঢা. ১১, চ. ০৮, ব. ১০, ১৭; সকল বো. ১৮|	= সম্+√রাজ+ক্বিপ	কৃৎ প্রত্যয়
দ্রাঘিমা– রা. ০৩', কু. ০৫, সি.১৬,০৭, ঢা. ০৮, ১৪, রা. ০৯, সি. ০৯, দি. ১০., ১৬, চ. ১৭	= দীর্ঘ + ইমন	তদ্ধিত প্রত্যয়
পড়ন্ত– রা. ০৩, সি. ,১০.	= √পড়্ + অন্ত	কৃৎ প্রত্যয়
লেঠেল–রা. ০৩, ঢা. ০৫, ০৬. য. ০৭.	= লাঠি + আল = লাঠিয়াল > লেঠেল	তদ্ধিত প্রত্যয়
দ্বারোয়ান– রা. ০৩, দি. ০, কু. ০৫, ব. ১২. ঢা. ১৫.	= দ্বার + ওয়ান	তদ্ধিত প্রত্যয়
মন্ত্রী– রা.০৩, কু. ০৫, য. ১৫, ০৪. ০৬. সি. ১৪	= √মন্ত্র + ঈন	কৃৎ প্রত্যয়
কর্তব্য– য. ০৩' চ. ০৯, ০৬, ব. ১০, ১২, ০৬, কু. ০৪, দি. ১০, ০৬, সি. ০৭.	= √কৃ + তব্য	কৃৎ প্রত্যয়
বুনো –য. ০৩, দি. ১০, চ. ১৫..	= বন + উয়া = বনুয়া > বুনো	তদ্ধিত প্রত্যয়
নবীন– য. ০৩,	= নব + ঈন	তদ্ধিত প্রত্যয়
জয়ী– য. ০৩,	= √জি + ইন	কৃৎ প্রত্যয়
আর্থিক– য. ১৫, ০৩, সি. ০৪,	= অর্থ + ইক	তদ্ধিত প্রত্যয়
বৈঠক–য. ০৩, য. ০৪, ব. ১৫.	= √বৈঠ্ + অক	কৃৎ প্রত্যয়
খ্যাতি–সি. ০৩, ০৯, ১৪, দি. ০৬,	= √খ্যা + তি	কৃৎ প্রত্যয়
বোনাই–সি. ০৩,	= বোন + আই	তদ্ধিত প্রত্যয়
ঠকা–সি. ০৩,	= √ঠক্ + আ	কৃৎ প্রত্যয়

বা. ভা. শি. (সাজেশন)—৩(ক)

Teachingbd24.com

https://teachingbd24.com

প্রদত্ত শব্দ	প্রকৃতি + প্রত্যয়	প্রত্যয়ের নাম
টেকো–সি. ০৩, দি. ০৯, চ. ১৫. ১০, রা. ১৪	= টাক + উয়া = টাকুয়া > টেকো	তদ্ধিত প্রত্যয়
ঘাতক –সি. ০৩, ০৭, চ. ১৭, ০৫. দি. ১৩. ঢা. ১৬, রা. ১৬	= √হন্ + অক	কৃৎ প্রত্যয়
বাগিচা–সি. ০৩,	= বাগ্ + ইচা	তদ্ধিত প্রত্যয়
হলদে– সি. ০৩, ০৮, ব. ০৫, ঢা. ০৬.	= হলুদ + ইয়া = হলুদিয়া > হলদে	তদ্ধিত প্রত্যয়
উজান– ঢা. ০৪,	= √উজ্ + আন	কৃৎ প্রত্যয়
ধুনারি, ধুনুরি– ঢা. ০৪, য. ০৮,	= √ধুন্ + আরি	কৃৎ প্রত্যয়
দৈত্য– ঢা.১৬, ০৪, সিং ০৮, কু. ১০. চ. ০৯. ১৫.	= দিতি + য	তদ্ধিত প্রত্যয়
রোগাটে–ঢা. ০৪, চ. ০৭, য. ০৮.	= রোগা + টিয়া = রোগাটিয়া<রোগাটে	তদ্ধিত প্রত্যয়
কৌশল– ঢা. ০৪,	= কুশল + অ	তদ্ধিত প্রত্যয়
ত্যাগ–ঢা. ০৪, চ. ০৯, সি. ১৩. কু. ১৫, রা.১৬	= √ত্যাজ্ + অ	কৃৎ প্রত্যয়
শয়ন– ঢা. ০৪, ০৯.	= √শী + অন	কৃৎ প্রত্যয়
শোচনীয়– ঢা. ০৪,	= √শুচ্ + অনীয়	কৃৎ প্রত্যয়
বন্দিনী– কু. ০৪, য. ১০.	= বন্দি + ইনী	তদ্ধিত প্রত্যয়
শারীরিক– কু. ০৪, চ. ০৭, ০৪, ব. ০৫, ঢা. ০৫, য. ০৮, ১০,	= শরীর + ইক	তদ্ধিত প্রত্যয়
লালিমা– কু. ০৪, ঢা. ০৫, চ. ০৭, ব. ০৮, য. ১০. দি. ১২, রা. ১৪	= লাল + ইমন	তদ্ধিত প্রত্যয়
ইচ্ছুক– কু. ০৪, য. ১০, ব. ১৭	= ইচ্ছা + উক	তদ্ধিত প্রত্যয়
বড়াই– কু. ০৪,	= বড় + আই	তদ্ধিত প্রত্যয়
প্রচলিত– কু. ০৪,	= প্র – √চল্ + ইত	কৃৎ প্রত্যয়
ছেলেমি–চ. ০৪, ০৭, রা. ১৬,০৫,	= ছেলে + আমি	তদ্ধিত প্রত্যয়
শৈব–চ. ০৪,	= শিব + অ	তদ্ধিত প্রত্যয়
বাজনা–চ. ০৪,	= √ বাজ্ + অনা	কৃৎ প্রত্যয়
গণনা–চ. ০৪,	= √গণ্ + অন + আ	কৃৎ প্রত্যয়
পৃথিবী– সি. ০৪,	= √প্রথ্ + ইব + ঈ	কৃৎ প্রত্যয়
শ্রবণ–য. ০৪, ব. ০৮, সি. ০৭, ১৪, ঢা. ১০, দি. ১১, চ. ১১.	= √শ্রু + অন	কৃৎ প্রত্যয়
বহতা–য. ০৪, সি. ১৪, ব. ১৫, ১৭	= √বহ্ + তা	কৃৎ প্রত্যয়
বাদলা–য. ০৪, ১০, ঢা. ১৬	= বাদল + আ	তদ্ধিত প্রত্যয়
লালচে–রা. ০৪, দি. ১৪	= লাল + চে	তদ্ধিত প্রত্যয়
উক্ত– রা. ০৪, কু. ০৭, সি.১৬, ০৭, চ. ১৫, ০৯, দি. ০৯, য. ১১,	= √বচ্ + ত	কৃৎ প্রত্যয়
পান্তা–রা. ০৪, ব. ০৭, চ.১৬, ১৫, ০৮, দি. ০৯, ঢা. ১১,	= পানি + তা	তদ্ধিত প্রত্যয়
নশ্বর–রা. ১৫, ০৪, ব. ১২, ০৭, ১০, সি. ০৯, চ. ১১.	= √নশ্ + বর	কৃৎ প্রত্যয়
পাঠক–রা. ০৪, ১৭, য. ১৭	= √পঠ্ +অক	কৃৎ প্রত্যয়
কাঁদনা > কান্না– ব. ০৫, ০৮, রা. ১০, দি. ১০.	= √কাঁদ্ + না	কৃৎ প্রত্যয়
পণ্ডিত–ব. ০৫, চ. ১৬	= পণ্ড + ইত	তদ্ধিত প্রত্যয়
মৃন্ময়–ব. ০৫, রা. ১৫, ০৬, সি. ১৫, ১৩ কু. ০৯, দি. ১৩, ১৬	= মৃৎ + ময়	তদ্ধিত প্রত্যয়

Teachingbd24.com

প্রদত্ত শব্দ	প্রকৃতি + প্রত্যয়	প্রত্যয়ের নাম
জবানবন্দি –ব. ০৫,	= জবান + বন্দি	তদ্ধিত প্রত্যয়
দিব্য–ব. ০৫,	= দিব + য	তদ্ধিত প্রত্যয়
হাতান–কু. ০৫, সি. ১৭	= হাত + অন	তদ্ধিত প্রত্যয়
গাড়োয়ান–কু. ০৫, রা. ০৬, র. ০৭.	= গাড়ি + ওয়ান	তদ্ধিত প্রত্যয়
মেঠো–চ. ০৫, কু. ০৭, য. ১১, ঢা. ১৬, ব. ১৭	= মাঠ + উয়া = মাঠুয়া > মেঠো	তদ্ধিত প্রত্যয়
কলমদানি– চ. ০৫, ০৬,	= কলম + দানি	কৃৎ প্রত্যয়
বক্তব্য– চ. ০৫, কু. ১৬, ০৯. সি. ১৪	= √বচ্ + তব্য	তদ্ধিত প্রত্যয়
সৃষ্টি–০৫, রা. ১৬, ঢা. ১৭, ব. ১৭	= √সৃজ্ + তি	কৃৎ প্রত্যয়
ঐহিক–০৫, ঢা. ১৪, চ. ১৭	= ইহ + ইক	কৃৎ প্রত্যয়
ঐতিহাসিক –য. ০৫, ঢা. ০৫, সি. ০৮, দি. ১৫.	= ইতিহাস + ইক	তদ্ধিত প্রত্যয়
দেশীয় –য. ০৫,	= দেশ + ঈয়া	তদ্ধিত প্রত্যয়
বাড়তি–য. ০৫,	= √বাড়্ + তি	কৃৎ প্রত্যয়
সৌন্দর্য – য. ০৫, ঢা. ১৭	= সুন্দর + য	তদ্ধিত প্রত্যয়
নকলনবিশ–য. ০৫, ১৫,	= নকল + নবিশ	তদ্ধিত প্রত্যয়
গাছটি–য. ০৫,	= গাছ + টি	তদ্ধিত প্রত্যয়
গন্তব্য–য. ০৫, রা, ১৪	= √গম্ + তব্য	কৃৎ প্রত্যয়
কুঠিয়াল– য. ০৫,	= কুঠি + আল	তদ্ধিত প্রত্যয়
চাকা– য. ০৫,	= চাক + আ	তদ্ধিত প্রত্যয়
দর্পণ – ঢা. ০৫, য. ০৮	= √দৃপ্ + অন	কৃৎ প্রত্যয়
মোড়ক– ০৫, চ. ০৯. ব. ১৫, কু. ১৬	= √মুড়্ + অক	কৃৎ প্রত্যয়
দর্শক–ঢা. ০৫, য. ০৮, চ. ০৯.	= √দৃশ্ + অক	কৃৎ প্রত্যয়
পানিসা, পান্‌সা, পান্‌সে.সি. ০৬; কু. ১৫.	= পানি + সা	তদ্ধিত প্রত্যয়
গাছুয়া > গেছো–সি. ০৬,	= গাছ্ + উয়া	তদ্ধিত প্রত্যয়
রোগা–সি. ০৬,	= রোগ + আ	তদ্ধিত প্রত্যয়
শোনা–সি. ০৬,	= √শুন্ + আ	কৃৎ প্রত্যয়
মানত– সি. ০৬,	= √মান্ + অত	কৃৎ প্রত্যয়
জমান/জমানো– সি. ০৬,	= জমা + আন	তদ্ধিত প্রত্যয়
নজরানা –সি. ০৬,	= নজর + আনা	তদ্ধিত প্রত্যয়
খেচর–কু. ০৬,	= খে + √চর্ + অ	কৃৎ প্রত্যয়
ধার্মিক– কু. ০৬, সি. ১৫. সকল বো. ১৮]	= ধর্ম + ইক	তদ্ধিত প্রত্যয়
স্বপ্নিল– কু. ০৬,	= স্বপ্ন + ইল	তদ্ধিত প্রত্যয়
ঝরনা–কু. ০৬,	= √ঝর্ + না	কৃৎ প্রত্যয়
উঠতি– কু. ০৬,	= √উঠ্ + তি	কৃৎ প্রত্যয়
লিখন/লেখক –রা. ০৬,	= √লিখ্ + অক	কৃৎ প্রত্যয়
শহুরে–রা. ০৬, কু. ০৭.	= শহর + ইয়া = শহরিয়া>শহুরে	তদ্ধিত প্রত্যয়
ভয় – দি. ০৬,	= √ভি + অ	কৃৎ প্রত্যয়

Teachingbd24.com

প্রদত্ত শব্দ	প্রকৃতি + প্রত্যয়	প্রত্যয়ের নাম
আগ্নেয় –*দি. ০৬,*	= অগ্নি + এয়	তদ্ধিত প্রত্যয়
কৌশিক –*দি. ০৬,*	= কুশিক + ইক	তদ্ধিত প্রত্যয়
দুগ্ধ –*রা. ০৬,*	= √দুহ্ + ত	কৃৎ প্রত্যয়
ক্রেতা – *রা. ০৬, ঢা. ১৭*	= √ক্রী + তৃ	কৃৎ প্রত্যয়
পাকামো–*চ. ০৬,*	= পাকা + আমো	তদ্ধিত প্রত্যয়
সৈন্য– ব. ১৬	= সেনা + য	তদ্ধিত প্রত্যয়
ফলন্ত –*চ. ০৬,*	= √ফল্ + অন্ত	কৃৎ প্রত্যয়
বহতা –*চ. ০৬, ব. ১৫.*	= √বহ্ + তা	কৃৎ প্রত্যয়
দুঃখিত –*চ. ০৬,*	= দুঃখ + ইত	তদ্ধিত প্রত্যয়
শীতল –*চ. ০৬,*	= শীত + ল	তদ্ধিত প্রত্যয়
খ্যাতি –*চ. ০৬,*	= √খ্যা + তি	কৃৎ প্রত্যয়
হাতল–*ব. ০৬; কি. ১৫.*	= হাত + ল	তদ্ধিত প্রত্যয়
অন্তিম– *ঢা. ০৬,*	= অন্ত + ইম্	তদ্ধিত প্রত্যয়
খুকু–*ঢা. ০৬,*	=খুকি+উ/খোকা+ উ	তদ্ধিত প্রত্যয়
লজ্জিত– *ঢা. ০৬, রা. ১৪*	= লজ্জা + ইত	তদ্ধিত প্রত্যয়
স্মর্তব্য – *ঢা. ০৬,*	= √স্মৃ + তব্য	কৃৎ প্রত্যয়
বেঈমান– *ঢা. ০৬,*	= বে-ঈমান + অ	তদ্ধিত প্রত্যয়
মেয়ে– *কু. ০৭,*	= মা + ইয়া	তদ্ধিত প্রত্যয়
পানতা –*কু. ০৭. রা. ১৫. চ. ১৭*	= পানি + তা	তদ্ধিত প্রত্যয়
নায়ক–*চ. ০৭, দি. ১৫.*	= √নী + অক	কৃৎ প্রত্যয়
ঐচ্ছিক–*সি. ০৭, ঢা. ১০, য. ১৩,*	= ইচ্ছা + ইক	তদ্ধিত প্রত্যয়
আঁজলা– *রা. ০৭,*	= আজল + আ	তদ্ধিত প্রত্যয়
খেলনা– *রা. ০৭, ব. ১৬*	= √খেল্ + অনা	কৃৎ প্রত্যয়
মালাই–*রা. ০৭, ঢা. ১৪*	= মাল্ (সর) + আই	তদ্ধিত প্রত্যয়
পাতলা –*য. ০৭,*	= পাতল + আ	তদ্ধিত প্রত্যয়
সঞ্চয়–*য. ০৭,*	= সম্ – √চি + অ	কৃৎ প্রত্যয়
বিচার–*য. ০৭, কু. ১০,*	= বি – √চর্ + অ	কৃৎ প্রত্যয়
পরীক্ষা– *য. ০৭,*	= পরি– √ইক্ষ + অ	কৃৎ প্রত্যয়
স্মরণীয়–*য. ০৭,*	= √স্মৃ + অনীয়	কৃৎ প্রত্যয়
লাঙল– *য. ০৭,*	= √লঙ্গ্ + অল	কৃৎ প্রত্যয়
পরিষৎ, পরিষদ–*য. ০৭*	= পরি – √সদ্ + অ	কৃৎ প্রত্যয়

Teachingbd24.com

প্রদত্ত শব্দ	প্রকৃতি + প্রত্যয়	প্রত্যয়ের নাম
স্বপ্নিল –ব. ০৭,	= স্বপ্ন + ইল	তদ্ধিত প্রত্যয়
গ্রাম্যতা–ঢা. ০৮. য. ১৫.	= গ্রাম্য + তা	তদ্ধিত প্রত্যয়
প্রাচুর্য–ঢা. ০৮; সকল বো. ১৮	= প্রচুর + য	তদ্ধিত প্রত্যয়
বেয়াই– ঢা. ০৮, চ. ১৬	= বিয়া + আই	তদ্ধিত প্রত্যয়
কাঠুরে–ঢা. ০৮, দি. ১৫, সি. ১৬	= কাঠ + উরিয়া = কাঠুরিয়া > কাঠুরে	তদ্ধিত প্রত্যয়
যাচাই–ঢা. ০৮,	= √যাচ্ + আই	কৃৎ প্রত্যয়
সৈনিক– ঢা. ০৮, কু. ১৪	= সেনা + ইক	তদ্ধিত প্রত্যয়
সহিষ্ণু– রা. ০৮, কু. ১৩,	= √সহ্ + ইষ্ণু	কৃৎ প্রত্যয়
বৈষ্ণব– রা. ০৮,	= বিষ্ণু + অ	তদ্ধিত প্রত্যয়
আদ্য–রা. ০৮,	= আদি + য	তদ্ধিত প্রত্যয়
জয়, রা. ০৮, ১৪; কু. ১৩, ঢা. ০৯, য. ১১, চ. ১০, দি. ১৬, সকল বো. ১৮	= √জি + অ	কৃৎ প্রত্যয়
হিংসুক–রা. ০৮,	= হিংসা + উক	তদ্ধিত প্রত্যয়
পিতৃব্য–রা. ০৮,	= পিতৃ + তব্য	তদ্ধিত প্রত্যয়
পিপাসা–সি. ০৮,	= √পা + সন্ + আ + আ	কৃৎ প্রত্যয়
খাউকা > খেকো– সি. ০৮,	= √খা + উকা	কৃৎ প্রত্যয়
করণীয়– সি. ০৮, য. ১৫.	= √কৃ + অনীয়	কৃৎ প্রত্যয়
পাক–সি. ০৮,	= √পচ্ + অক	কৃৎ প্রত্যয়
গোয়ালা –ব. ০৮,	= গোয়াল + আ	তদ্ধিত প্রত্যয়
সৃষ্টি–ব. ০৮, চ. ১৫.	= √সৃজ্ + তি	কৃৎ প্রত্যয়
খোদাই – চ. ০৮, সকল বো. ১৮	= √ক্ষুদ্ + আই	কৃৎ প্রত্যয়
বৈদিক–চ. ০৮,	= বেদ + ইক	তদ্ধিত প্রত্যয়
মুক্তি–চ. ০৮, য. ১৫, ১১, ব. ১৪. ঢা. ১৫. দি. ১২. সি. ১৭	= √মুচ্ + তি	কৃৎ প্রত্যয়
শৈশব–চ. ০৮, রা. ১২, ১৫. সি. ১৬	= শিশু + অ	তদ্ধিত প্রত্যয়
সোনালি–কু. ০৮, দি. ১৪, ব. ১৭	= সোনা + আলি	তদ্ধিত প্রত্যয়
পাচক – কু. ০৮,	= √পচ্ + অক	কৃৎ প্রত্যয়
উড়ো– কু. ০৮,	= √উড়ু + উয়া > ও	কৃৎ প্রত্যয়
লোনা– কু. ০৮, ১৫,	= লুন + আ	তদ্ধিত প্রত্যয়
সামাজিক– কু. ০৮,	= সমাজ + ইক	তদ্ধিত প্রত্যয়
ঘোলাটে– কু. ০৮, সি, ০৯, ঢা. ১৪	= ঘোলা + টিয়া = ঘোলাটিয়া>ঘোলাটে	তদ্ধিত প্রত্যয়
স্মরণীয় –ঢা. ০৯,	= √স্মৃ + অনীয়	কৃৎ প্রত্যয়

Teachingbd24.com

প্রদত্ত শব্দ	প্রকৃতি + প্রত্যয়	প্রত্যয়ের নাম
বাঙময়– *ঢা. ০৯,*	= বাক্ +ময়	তদ্ধিত প্রত্যয়
ধর্ম– *ঢা.১৬, ০৯, কু. ১৪*	= √ধৃ + ম	কৃৎ প্রত্যয়
মহত্ত্ব– *ঢা. ০৯,*	= মহৎ + ত্ব	তদ্ধিত প্রত্যয়
পার্থিব –*ঢা. ১৪,১১,০৯, কু. ১১, ব. ১৭, ১১, ১৪, সি. ১২, ০৯*	= পৃথিবী + অ	তদ্ধিত প্রত্যয়
কমতি–*কু. ০৯, কি. ১৫.*	= কম্ + তি	তদ্ধিত প্রত্যয়
লাজুক– *কু. ০৯, সি. ১৫.*	= লাজ + উক	তদ্ধিত প্রত্যয়
পানীয়– *কু. ০৯, দি. ১০, য. ১৫, ঢা. ১৬*	= √পা + অনীয়	কৃৎ প্রত্যয়
ডুবন্ত– *চ. ০৯, রা. ১৩.*	= √ডুব্ + অন্ত	কৃৎ প্রত্যয়
কাণ্ডারি – *রা. ০৯,*	= কাণ্ডার + ই	তদ্ধিত প্রত্যয়
বর্তমান–*রা. ০৯, য. ১১*	= √বৃৎ+মান/√বৃৎ+শানচ	কৃৎ প্রত্যয়
মৌখিক– *রা. ০৯, কু. ১২.*	= মুখ + ইক	তদ্ধিত প্রত্যয়
মেটে–*রা. ০৯, ১৪, দি. ১০, য. ১১*	= মাটি + ইয়া = মাটিয়া > মেটে	তদ্ধিত প্রত্যয়
জিয়ন্ত > জ্যান্ত– *য. ০৯, ঢা. ১৪*	= √জী + অন্ত	কৃৎ প্রত্যয়
লঘিষ্ঠ–*য. ০৯,*	= লঘু + ইষ্ঠ	তদ্ধিত প্রত্যয়
গৌরব–*য. ০৯,*	= গুরু + অ	তদ্ধিত প্রত্যয়
আজ্ঞিক– *য. ০৯,*	= অজ্ঞা + ইক	তদ্ধিত প্রত্যয়
উচিত– *য. ০৯,*	= √বচ্ + ইত	কৃৎ প্রত্যয়
তেতো–*য. ০৯,*	= তিতা + উয়াও	তদ্ধিত প্রত্যয়
জালিয়া > জেলে–*য. ০৯,*	= জাল + ইয়া	তদ্ধিত প্রত্যয়
হাঁপানি– *য. ০৯,*	= হাঁপ + আনি	তদ্ধিত প্রত্যয়
উক্তি–*য. ০৯, ১৩, কু ১৩, ঢা. ১৭, ১১, রা, ১৪, ১৫, দি. ১৬, সকল বো. ১৮*	= √বচ্ + তি	কৃৎ প্রত্যয়
দর্শনীয়– *সি. ০৯,*	= √দৃশ্ + অনীয়	কৃৎ প্রত্যয়
পড়ুয়া – *ঢা. ১৩*	= √পড় + উয়া	কৃৎ প্রত্যয়
নিড়ানি –*ঢা. ১৩, দি. ১৬*	= √নিড়ু + আনি	কৃৎ প্রত্যয়
মিশুক –*চ. ১৩, য. ১৪, ঢা. ১৬*	= √মিশ্ + উক.	কৃৎ প্রত্যয়
সাংবাদিক –*সি. ০৯, দি. ১৪, চ. ১৫.*	= সংবাদ + ইক	তদ্ধিত প্রত্যয়
মুগ্ধ–*সি. ০৯, য়া. ১৪, ব. ১৫, কু. ১৬*	= √মুহ্ + ত	কৃৎ প্রত্যয়
মাধুর্য–*সি. ০৯,*	= মধুর + য	তদ্ধিত প্রত্যয়
স্বপ্নিল– *সি. ০৯, ঢা. ১০*	= স্বপ্ন + ইল	তদ্ধিত প্রত্যয়
হাতুড়িয়া > হাতুড়ে– *দি. ০৯, ঢা. ১৪*	= হাত + উড়িয়া = হাতুড়িয়া > হাতুড়ে	তদ্ধিত প্রত্যয়
প্রাচুর্য–*দি. ০৯,*	= প্রচুর + য	তদ্ধিত প্রত্যয়

Teachingbd24.com

প্রদত্ত শব্দ	প্রকৃতি + প্রত্যয়	প্রত্যয়ের নাম
সন্ন্যাসী– চ. ১৬	= সম+নি√অস+ইন	কৃৎ প্রত্যয়
নশ্বর	= নিশ + বর	কৃৎ প্রত্যয়
মানত –দি. ০৯,	= √মান্ + অত	কৃৎ প্রত্যয়
পিতৃব্য–ঢা. ১০,	= পিতৃ + তব্য	তদ্ধিত প্রত্যয়
বান্ধব–ঢা. ১০,	= বন্ধু + অ	তদ্ধিত প্রত্যয়
ভুক্ত– ঢা. ১০, কু. ১৪	= √ভজ্ + ত	কৃৎ প্রত্যয়
জ্যান্ত– ঢা. ১০, দি. ১৪	= √জী + অন্ত	কৃৎ প্রত্যয়
ঘোষাল– ঢা. ১০,	= ঘোষ + আল	তদ্ধিত প্রত্যয়
দর্শন– ঢা. ১০, দি. ১২,	= √দৃশ্ + অন	কৃৎ প্রত্যয়
জেলে – য. ১৩.	= জাল + ইয়া = জালিয়া› জেলে	তদ্ধিত প্রত্যয়
লেঠেল– য. ১৩,	= লাঠি + য়াল = লাঠিয়াল›লেঠেল	তদ্ধিত প্রত্যয়
প্রসূতি, ঢা. ১০,	= প্র – √সূ + তি	কৃৎ প্রত্যয়
খেলনা– চ. ১০, দি. ১৩	= √খেল্ + অনা	কৃৎ প্রত্যয়
ছেলেমি– চ. ১০,	= ছেলে + আমি	তদ্ধিত প্রত্যয়
বিদ্যুৎ, কু. ১০, রা. ১৫.	= বি – √দ্যুৎ + অ	কৃৎ প্রত্যয়
বখাটে – কু. ১০	= বখা + টিয়া = বখাটিয়া › বখাটে	তদ্ধিত প্রত্যয়
গাইয়ে কু. ১০, ১৫.	= √গাহ্ + ইয়ে	কৃৎ প্রত্যয়
লিখিত –রা. ১০	= √লিখ্ + ত	কৃৎ প্রত্যয়
ঢাকনা–রা. ১০	= √ঢাক্ + অনা	কৃৎ প্রত্যয়
পাওনা–রা. ১০	= √পা + অনা	কৃৎ প্রত্যয়
ঘাটতি– রা. ১০	= √ঘাট্ + তি	কৃৎ প্রত্যয়
সিলাই › সেলাই–রা. ১০	= √সিল্ + আই	কৃৎ প্রত্যয়
খাওয়ানো–রা. ১০	= √খা + আনো	কৃৎ প্রত্যয়
তবলচি–রা. ১০	= তবল + চি	তদ্ধিত প্রত্যয়
গেঁয়ো –রা. ১০	= গাঁ + উয়া = গাঁউয়া › গেঁয়ো	তদ্ধিত প্রত্যয়
বক্তি– ব. ১০,	= √বচ্ + তি	কৃৎ প্রত্যয়
মৌখিক– ব. ১০,	= মুখ + ইক	তদ্ধিত প্রত্যয়
হাসি– সি. ১০,	= √হাস্ + ই	কৃৎ প্রত্যয়
সোনালি–সি. ১০,	= সোনা + আলি	তদ্ধিত প্রত্যয়

Teachingbd24.com

প্রদত্ত শব্দ	প্রকৃতি + প্রত্যয়	প্রত্যয়ের নাম
ধার্মিক– *সি. ১০,*	= ধর্ম + ইক	তদ্ধিত প্রত্যয়
আর্থিক–*দি. ১০,*	= অর্থ + ইক	তদ্ধিত প্রত্যয়
মহত্ত্ব –*দি. ১০,*	= মহৎ + ত্ব	তদ্ধিত প্রত্যয়
কান্ডারি–*ঢা. ১১,*	= কান্ডার + ই	তদ্ধিত প্রত্যয়
ভৌতিক–*ঢা. ১১,*	= ভূত + ইক	তদ্ধিত প্রত্যয়
কাব্য– *চ. ১১,*	= কবি + য	তদ্ধিত প্রত্যয়
নায়ক –*চ. ১১,*	= √নী + অক	কৃৎ প্রত্যয়
ঘোষাল– *য. ১১;*	= ঘোষ + আল	তদ্ধিত প্রত্যয়
নয়ন–*য. ১১, কু. ১১,*	= √নী + অন	কৃৎ প্রত্যয়
পাচক –*য. ১১,*	= √পচ্ + অক	কৃৎ প্রত্যয়
বৈদিক–*য. ১১,*	= বেদ্ + ইক	তদ্ধিত প্রত্যয়
খেকো– *সি. ১১,*	= √খা + উকা = খাউকা › খেকো	কৃৎ প্রত্যয়
করণীয়– *সি. ১১,*	= √কৃ + অনীয়	কৃৎ প্রত্যয়
ত্যাজ্য– *সি. ১১,*	= √ত্যাজ্ + য	কৃৎ প্রত্যয়
টেকো– *সি. ১১,*	= টাক + উয়া = টাকুয়া › টেকো	তদ্ধিত প্রত্যয়
প্রেম–*সি. ১১, ব. ১৭, সকল বো. ১৮*	= প্রিয় + ইমন্	তদ্ধিত প্রত্যয়
পঙ্কিল– *সি. ১১, রা. ১৭*	= পঙ্ক + ইল্	তদ্ধিত প্রত্যয়
বিধাতা– *সি. ১১, য. ১৫.*	= বি – √ধা + তৃ	কৃৎ প্রত্যয়
হিংসুক–*কু. ১১*	= √হিংসা + উক	কৃৎ প্রত্যয়
দর্শনীয়– *কু. ১১*	= √দৃশ্+অনীয়	কৃৎ প্রত্যয়
চেনা– *ব. ১১, য. ১৪*	= √চিন্ + আ	কৃৎ প্রত্যয়
বিদিত–*ব. ১১,*	= √বিদ্ + ত	কৃৎ প্রত্যয়
যোদ্ধা –*ব. ১১,*	= √যুধ্ + তৃ	কৃৎ প্রত্যয়
ডিঙা–*ব. ১১,*	= ডিঙি + আ	তদ্ধিত প্রত্যয়
ফেরত–*দি. ১২, ব. ১৪*	= √ফির্ + অত	কৃৎ প্রত্যয়
ঐহিক– *দি. ১২*	= ইহ + ইক	তদ্ধিত প্রত্যয়
কান্না–*দি. ১২, চ. ১২, য. ১৩, সি. ১৩.*	= √কাঁদ্ + না	কৃৎ প্রত্যয়
নাটুকে– *দি. ১২, ব. ১৪*	= নাটক + ইয়া = নাটকিয়া › নাটুকে	তদ্ধিত প্রত্যয়
লঘিষ্ঠ–*কু. ১২,*	= লঘু + ইষ্ঠ	তদ্ধিত প্রত্যয়
আদ্য–*রা. ১২,*	= আদি + য	তদ্ধিত প্রত্যয়
পাণ্ডা–*রা. ১৬,১২,*	= √পণ্ড + আ	কৃৎ প্রত্যয়
ঘাটতি– *রা. ১২,*	= √ঘাট্ + তি	কৃৎ প্রত্যয়
সহিষ্ণু–*রা. ১২,*	= √সহ্ + ইষ্ণু	কৃৎ প্রত্যয়

Teachingbd24.com

প্রদত্ত শব্দ	প্রকৃতি + প্রত্যয়	প্রত্যয়ের নাম
মেঠো– ব. ১২, চ, ১২, ১৩, সি, ১৩.	= মাঠ + উয়া = মাঠুয়া > মেঠো	তদ্ধিত প্রত্যয়
পার্বত্য–চ. ১২,	= পর্বত + ইত	তদ্ধিত প্রত্যয়
মধুর– চ. ১২,	= মধু + র	তদ্ধিত প্রত্যয়
নেতা–চ. ১২, ব. ১৬,১৫.	= √নী + তৃ	কৃৎ প্রত্যয়
রাখাল– চ. ১২, কু. ১৫.	= রাখ + আল	তদ্ধিত প্রত্যয়
জনক –চ. ১৩	= √জন্ + নক	কৃৎ প্রত্যয়
চতুরালী –চ. ১৩	= চতু + আলী	তদ্ধিত প্রত্যয়
মোগলাই –চ. ১৩	= মোগল + আই	তদ্ধিত প্রত্যয়
দ্রষ্টব্য –কু. ১৩	= √দৃশ্ + তব্য	কৃৎ প্রত্যয়
স্মরণ – কু. ১৩	= √স্মৃ + অনট	কৃৎ প্রত্যয়
লৌকিক – কু. ১৩	= লোক + ষ্ণিক	তদ্ধিত প্রত্যয়
শ্রবণ – দি. ১৩	= √শ্রু + অনট	কৃৎ প্রত্যয়
সাহিত্যে – সি. ১৩, চ. ১৭	= সহিত + য	তদ্ধিত প্রত্যয়
কার্য – ঢা. ১৩, ব. ১৬	= √কৃ + য	কৃৎ প্রত্যয়
সেলাই – ঢা. ১৩	= √সিল + আই	কৃৎ প্রত্যয়
সুলভ –ঢা. ১৩	= সু – √লভ্ + অ	কৃৎ প্রত্যয়
লাজুক – ঢা. ১৩, কু. ১৪	= লাজ + উক	তদ্ধিত প্রত্যয়
সৌন্দর্য – ঢা. ১৭, ১৩, য. ১১	= সুন্দর + য	তদ্ধিত প্রত্যয়
কর্তা – রা. ১৩	= √কৃ + তৃচ	কৃৎ প্রত্যয়
ঘরামি– রা. ১৩	= ঘর + আমি	তদ্ধিত প্রত্যয়
তামাটে– রা. ১৩	= তামা +টে	তদ্ধিত প্রত্যয়
নতুনত্ব– সি. ১৬	= নতুন + ত্ব	তদ্ধিত প্রত্যয়
রোদন– সি. ১৬	= √রুদ + অন	কৃৎ প্রত্যয়
শৈশব– চ. ১৭, রা. ১২, সি ১৬	শিশু + অ	তদ্ধিত প্রত্যয়
চিরনী– চ. ১৭	√চির্ + অনি	কৃৎ প্রত্যয়
নন্দাই– রা. ১৭	ননদ + আই	তদ্ধিত প্রত্যয়
যৌগিক– রা. ১৭	যোগ + ইক	তদ্ধিত প্রত্যয়
কৃষক– রা. ১৭	√কৃষ্ + অক	কৃৎ প্রত্যয়
শিক্ষা– রা. ১৭	√শিক্ষ + অ + আ	কৃৎ প্রত্যয়
বিনয়– ঢা. ১৭, য. ১৭	বি + √নী + অ	কৃৎ প্রত্যয়
দৈনিক– ঢা. ১৭, য. ১৭	দিন + ইক	তদ্ধিত প্রত্যয়
মানব– ঢা. ০৯, কু. ১৪, ১৬, য. ১৭, ব. ১৪, ১৬	মনু + আ	তদ্ধিত প্রত্যয়
নেয়ে– য. ১৭	না + ইয়া	তদ্ধিত প্রত্যয়
সূর্য– য. ১৭	√সৃ + য	কৃৎ প্রত্যয়
কীর্তি– ব. ১৭	√কৃত্ + তি	কৃৎ প্রত্যয়
নীলিমা – সকল বো. ১৯	নীল + ইম/ইমন	তদ্ধিত প্রত্যয়

Teachingbd24.com

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

পাঠ্যপুস্তক ভবন
৬৯-৭০ মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০

জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০১২ অনুযায়ী একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণির বাংলা ২য় পত্রের প্রশ্নপত্র প্রণয়নের জন্য নির্দেশনা (উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা ২০১৬ থেকে প্রযোজ্য)।

ব্যাকরণ : ৩০ নম্বর	নম্বর বিভাজন
১। উচ্চারণের যে কোনো ৫টি নিয়ম লিখতে হবে। এর বিকল্পে ৮টি শব্দের মধ্যে ৫টি শব্দের উচ্চারণ লিখতে হবে।	৫ নম্বর
২। বাংলা একাডেমি প্রণীত প্রমিত বাংলা বানানরীতির যে কোনো ৫টি নিয়ম লিখতে হবে। এর বিকল্পে ৮টি ভুল বানানের শব্দকে শুদ্ধ বানানে লিখতে হবে।	৫ নম্বর
৩। বিভিন্ন শব্দশ্রেণি (বিশেষ্য, বিশেষণ, সর্বনাম, ক্রিয়া, ক্রিয়া বিশেষণ, আবেগ শব্দ, যোজক, অনুসর্গ) থেকে একটি বর্ণনামূলক প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। বিকল্পে প্রদত্ত অনুচ্ছেদ থেকে একটি নির্দিষ্ট শব্দশ্রেণি চিহ্নিত করতে হবে।	৫ নম্বর
৪। উপসর্গ, প্রত্যয় ও সমাসের মধ্যে যে কোনো ২টি পাঠ হতে প্রশ্ন থাকবে এবং ১টির উত্তর দিতে হবে। প্রতিটি প্রশ্নেই ৮টির মধ্যে ৫টির উত্তর দিতে হবে।	৫ নম্বর
৫। বাক্যতত্ত্ব অংশ থেকে একটি বর্ণনামূলক প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। এর বিকল্পে ৮টি বাক্যের মধ্যে ৫টির বাক্যান্তর করতে হবে।	৫ নম্বর
৬। ৮টি অশুদ্ধ বাক্যের মধ্যে ৫টিকে শুদ্ধ করতে হবে। এর বিকল্পে একটি অনুচ্ছেদে বিদ্যমান অপপ্রয়োগসমূহ শুদ্ধ করতে হবে।	৫ নম্বর
নির্মিতি : ৭০ নম্বর	
১। ১৫টি বিদেশি শব্দের মধ্যে ১০টির বাংলা পারিভাষিক রূপ লিখতে হবে। এর বিকল্পে ১টি ইংরেজি ভাষার অনুচ্ছেদকে বাংলা ভাষায় অনুবাদ করতে হবে।	১০ নম্বর
২। ঘটনাসমৃদ্ধ পুরো ১টি দিনকে অবলম্বন করে ১টি দিনলিপি রচনা করতে হবে অথবা কোনো ১টি সুনির্দিষ্ট বিষয়ে (দিবস উদযাপন, ঐতিহাসিক স্থান পরিদর্শক ইত্যাদি) অভিজ্ঞতা বর্ণনা করতে হবে। এর বিকল্পে ১টি ভাষণ বা প্রতিবেদন লিখতে হবে।	১০ নম্বর
৩। একটি বিশেষ উৎসব বা উপলক্ষ (ঈদ, নববর্ষ ইত্যাদি) অবলম্বন করে ৫টি ক্ষুদে আকারের বাংলা বাক্যে একটি ক্ষুদে বার্তা বা ই-মেইল/এস এম এস রচনা করতে হবে। এর বিকল্পে যে কোনো এক প্রকার পত্র লিখতে হবে।	১০ নম্বর
৪। সারাংশ বা সারমর্ম থেকে ১টি প্রশ্ন থাকবে। এর বিকল্পে ভাবসম্প্রসারণ থেকে ১টি প্রশ্ন থাকবে। যে কোনো ১টির উত্তর দিতে হবে।	১০ নম্বর
৫। কোনো একটি বিশেষ ঘটনা বা পরিস্থিতির আলোকে নাটকের সংলাপের আকারে সংলাপ বা কথোপকথন রচনা করতে হবে। এর বিকল্পে প্রশ্নে প্রদত্ত একটি গল্পের শিরোনাম বা দৃশ্যপট অবলম্বনে একটি ক্ষুদ্রে গল্প রচনা করতে হবে।	১০ নম্বর
৬। যে কোনো ৫টি বিষয়ের ১টি অবলম্বনে একটি প্রবন্ধ লিখতে হবে। (গতানুগতিক মুখস্থনির্ভর এবং তথ্য ভারাক্রান্ত প্রবন্ধের পরিবর্তে শিক্ষার্থীর সৃজনশীলতার প্রতিফলন ঘটবে এমন ধরনের প্রবন্ধ লিখতে হবে।	২০ নম্বর

Teachingbd24.com

এইচ এস সি বাংলা ব্যকরণ

অধ্যায় ৭: সমাস

পরস্পর সম্পর্কযুক্ত দুই বা ততোধিক পদ এক পদে মিলে পরিণত হওয়াকে 'সমাস' বলে। সমাসের রীতি মূলত সংস্কৃত ভাষা থেকে বাংলা ভাষায় এসেছে। যেমন :

বই ও পুস্তক = বই-পুস্তক আজ ও কাল = আজকাল

খবর ও অখবর = খবরাখবর হাট ও বাজার = হাট-বাজার

সমাসের প্রক্রিয়ায় সমাসবদ্ধ বা সমাস নিষ্পন্ন পদটিকে 'সমস্তপদ' বলে।

সমস্তপদ বা সমাসবদ্ধ পদটির অন্তর্গত পদগুলোকে 'সমস্যমান' পদ বলে।

সমাসযুক্ত পদের প্রথম অংশ (শব্দ)-কে পূর্বপদ বলে এবং পরবর্তী অংশ (শব্দ)-কে পরপদ বা উত্তরপদ বলে।

সমস্তপদকে ভেঙে যে বাক্যাংশ করা হয় তাকে 'সমাসবাক্য' 'ব্যাসবাক্য' বা 'বিগ্রহবাক্য' বলে।

প্রশ্ন : সন্ধি ও সমাসের পার্থক্য কী? উদাহরণসহ লেখো। *[রা. ব. ০৭, চ. ১৩, ০৯, সি. ১১', ১৩, দি.১৩; য. ১৫, ১৩]*

উত্তর :

সন্ধি ও সমাসের পার্থক্য

সন্ধি	সমাস
১। পরস্পর সন্নিহিত দুটি ধ্বনি এক ধ্বনিতে রূপান্তরকে 'সন্ধি' বলে। যেমন : হিম+আলয় = হিমালয়।	১। অর্থ সম্বন্ধ আছে এমন একাধিক পদ এক পদে পরিণত হওয়াকে 'সমাস' বলে। যেমন : হাট ও বাজার = হাট-বাজার।
২। সন্ধিতে ধ্বনিগত মিল ঘটে।	২। সমাসে পদের মিলন ঘটে।
৩। সন্ধিতে উচ্চারণ প্রাধান্য পায়।	৩। সমাসে অর্থ প্রাধান্য পায়।
৪। সন্ধিতে ধ্বনির সংকোচন ঘটে।	৪। সমাসে পদের সংকোচন ঘটে।
৫। সন্ধিতে বিভক্তি চিহ্ন লোপ হয় না।	৫। সমাসে ব্যাসবাক্যে ব্যবহৃত পদগুলোর বিভক্তি কখনো কখনো লোপ পেয়ে সমস্তপদে নতুন বিভক্তি যুক্ত হয়।
৬। সন্ধিতে প্রতিটি শব্দাংশের পৃথক পৃথক অর্থ নাও থাকতে পারে।	৬। সমাসে প্রত্যেকটি শব্দ বা পদের সুনির্দিষ্ট অর্থ থাকা বাঞ্ছনীয়।

প্রশ্ন : সমাস কাকে বলে? বাংলা ভাষায় সমাস কয় প্রকার ও কী কী? প্রত্যেক প্রকার সমাসের সংজ্ঞাসহ উদাহরণ দাও।

উত্তর : পরস্পর অর্থসঙ্গতিপূর্ণ অন্বয়যুক্ত দুই বা বহুপদের একপদে পরিণত হওয়াকে সমাস বলে। যেমন– মা ও বাপ = বা-বাপ, বিলাত থেকে ফেরত = বিলাতফেরত ইত্যাদি।

সমাসের শ্রেণিবিভাগ : বাংলা ভাষায় সমাস প্রধানত ছয় প্রকার। যথা :

১। দ্বন্দ্ব সমাস, ২। কর্মধারয় সমাস, ৩। তৎপুরুষ সমাস, ৪। বহুব্রীহি সমাস, ৫। অব্যয়ীভাব সমাস, ৬। দ্বিগু সমাস।

প্রত্যেক প্রকার সমাসের সংজ্ঞাসহ উদাহরণ

১. **দ্বন্দ্ব সমাস** : যে সমাসে প্রত্যেকটি সমস্যমান পদের অর্থের প্রাধান্য থাকে, তাকে দ্বন্দ্ব সমাস বলে। দ্বন্দ্ব সমাসে পূর্বপদ ও পরপদের সম্বন্ধ বোঝাতে ব্যাসবাক্যে এবং, ও, 'আর'–এই তিনটি অব্যয়পদ ব্যবহৃত হয়।

উদাহরণ : পিতা ও মাতা = পিতামাতা; ভাই ও বোন = ভাইবোন।

Teachingbd24.com

২. **দ্বিগু সমাস :** যে সমাসে পূর্বপদটি সংখ্যাবাচক বিশেষণ, পরপদটি বিশেষ্য এবং সমাসে পরপদেরই অর্থ প্রাধান্য থাকে তাকে দ্বিগু সমাস বলে।

উদাহরণ : শত অব্দের সমাহার = শতাব্দী; তিন ফলের সমাহার = ত্রিফলা।

৩. **তৎপুরুষ সমাস :** যে সমাসে পূর্বপদে বিভিক্তি লোপ হয় এবং পরপদ অর্থপ্রাধান্য লাভ করে তাকে তৎপুরুষ সমাস বলে।

উদাহরণ : ছেলেকে ভুলানো = ছেলেভুলানো; নবীনকে বরণ = নবীন-বরণ।

৪. **কর্মধারয় সমাস :** পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত বিশেষ্য ও বিশেষণ পদে, কিংবা বিমেষ্য ও বিশেষ্য পদে, কিংবা বিশেষণ ও বিশেষণ পদের যে সমাস হয় এবঙ উত্তরপদ অর্থ প্রাধান্য লাভ করে তাকে কর্মধারয় সমাস বলে।

উদাহরণ : নীল যে উৎপল = নীলোৎপল; কাঁচা অথঞ্চ মিঠা = কাঁচামিঠা।

৫. **বহুব্রীহি সমাস :** যে সমাসে পূর্ব বা পরপদ কোনোটির অর্থ প্রাধান্য পায় না, ভিন্ন একটি অর্থ প্রধান হয় তাকে বহুব্রীহি সমাস বরে।

উদাহরণ : বীণা পাণিতে যার = বীণাপাণি, হত ভাগ্য যার = হতভাগ্য।

৬. **অব্যয়ীভাব সমাস :** যে সমাসের পূর্বপদ অব্যয় এবং যে সমাসে পূর্বপদ বা অব্যয়ের অর্থই প্রাধান্য লাভ করে তাকে অব্যয়ীভাব সমাস বলে।

উদাহরণ : ভিক্ষার অভাব = দুর্ভিক্ষ; কূলের সমীপে = উপকূল ইত্যাদি।

প্রশ্ন : বাংলা ভাষায় সমাসের প্রয়োজনীয়তা আলোচনা করো। [ঢা. ১৭]

অথবা, সমাস কাকে বলে, বাংলা ভাষায় সমাসের প্রয়োজনীয়তা আলোচনা করো।

উত্তর : বাংলা ভাষায় সমাসের প্রয়োজনীয়তা : বাংলা ভাষায় সমাসের প্রয়োজনীয়তা নিচে আলোচনা করা হলো :

১. বাংলা ভাষায় সমাসের প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য ও অপরিসীম। সমাসের প্রথম ও প্রধান কাজ হচ্ছে ভাষাকে সহজ-সরল, সংক্ষিপ্ত, প্রাঞ্জল ও শ্রুতিমধুর করা। ভাষার আবেদন শ্রুতিমধুর না হলে সেই ভাষা শুনতে যেমন বিরক্তিবোধ হয় তেমনই তা সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য হয় না। যেমন– 'বউ' পরিবেশিত যে ভাত' না বলে যদি বলা হয় 'বৌ-ভাত' তাহলে ভাষা সুন্দর ও শ্রুতিমধুর হয়।

২. অল্প কথায় ভাবকে ব্যাপকভাবে প্রকাশ করতে হলে সমাসের একান্ত প্রয়োজন।

৩. পারিভাষিক শব্দ তৈরির ক্ষেত্রেও সমাস বিশেষ ভূমিকা পালন করে। যেমন– 'তিন ফলের সমাহার' না বলে বলা হয় 'ত্রি-ফলা'। ত্রি-ফলা একটি পারিভাষিক শব্দ।

৪. যথার্থভাবে গুরুগম্ভীর ভাবকে অন্যের কাছে উপস্থাপন করতে সমাসবন্ধ পদ ব্যবহৃত হয়।

৫. ভাষাকে প্রাঞ্জলতা দান ও সহজভাবে উচ্চারণের ক্ষেত্রে সমাসের জুড়ি মেলা ভার।

৬. সমাসের মাধ্যমে বক্তব্য অর্থবহ, তাৎপর্যপুর্ণ ও ব্যঞ্জনাময় হয়ে ওঠে।

প্রশ্ন : দ্বন্দ্ব সমাস কাকে বলে? প্রত্যেক প্রকার দ্বন্দ্ব সমাসের সংজ্ঞাসহ উদাহরণ দাও।

উত্তর : সংজ্ঞা : যে সমাসে প্রত্যেকটি সমস্যমান পদের অর্থ প্রাধান্য থাকে এবং সংযোজক অব্যয়লোপে সমস্তপদ হয়, তাকে দ্বন্দ্ব সমাস বলে।

যেমন– নদী ও নালা = নদী-নালা। এখানে নদী পূর্বপদ ও নালা পরপদ। দুটি পদেরই অর্থের প্রাধান্য সমস্তপদে রক্ষিত হয়েছে।

https://teachingbd24.com

দ্বন্দ্ব সমাসের শ্রেণিবিভাগ :

১. **মিলনার্থক দ্বন্দ্ব :** যে দ্বন্দ্ব সমাসে দুটি পদের মধ্যে বা সমস্যমান পদগুলোরর মধ্যে অভিন্ন সম্পর্ক বোঝায়, তাকে মিলনার্থক দ্বন্দ্ব বলে। যেমন– মা ও বাবা = মা-বাবা; ভাই ও বোন = ভাই-বোন; ছেলে ও মেয়ে = ছেলে-মেয়ে; পিতা ও পুত্র = পিতা-পুত্র; মাছ ও ভাত = মাছ-ভাত; জিন ও পরি = জিন-পরি ইত্যাদি।

২. **সমার্থক দ্বন্দ্ব :** যে দ্বন্দ্ব সমাসে পূর্বপদ ও পরপদ একই অর্থবিশিষ্ট পৃথক পৃথক শব্দ হয় তাকে সমার্থক দ্বন্দ্ব বলে। যেমন– জন ও মানব = মনমানব; মামলা ও মোকদ্দমা = মামলা–মোকদ্দমা; কথা ও বার্তা = কথাবার্তা; ঘর ও বাড়ি = ঘরবাড়ি; বই ও পুস্তক = বইপুস্তক; পথ ও ঘাট = পথঘাট ইত্যাদি।

৩. **বিরোধার্থক দ্বন্দ্ব :** যে দ্বন্দ্ব সমাসে পরপদ পূবৃপদের বৈরী ভাব প্রকাশ করে, তাকে বিরোধার্থক দ্বন্দ্ব সমাস বলে। যেমন–দা ও কুমড়া = দাকমুড়া; অহি ও নকুল = অহিনকুল; স্বর্গ ও নরক = স্বর্গনরক; দেব ও দানব = দেবদানব ইত্যাদি।

৪. **বিপরীতার্থক শব্দ :** যে দ্বন্দ্ব সমাসের পরপদটি পূবৃপদের বিরোধী ভাব বা অর্থ প্রকাশ করে, তাকে বিপরীতার্থক দ্বন্দ্ব সমাস বলে। যেমন– ভালো ও মন্দ = ভালোমন্দ; দিন ও রাত = দিনরাত; জোয়ার ও ভাটা = জোয়ারভাটা; ধনী ও দরিদ্র = ধনীদরিদ্র; জমা ও খরচ = জমাখরচ ইত্যাদি।

৫. **সহচর দ্বন্দ্ব :** যে দ্বন্দ্ব সমাসে পরপদটি পূর্বপদের সহচর হিসেবে যুক্ত হয়, তাকে সহচর দ্বন্দ্ব সমাস বলে। যেমন– দয়া ও মায়া = দয়ামায়া; ধর ও পাকড় = ধরপাকড়; ছল ও চাতুরী = ছলচাতুরী; খানা ও পিনা = খানাপিনা ইত্যাদি।

৬. **অনুচর দ্বন্দ্ব :** যে দ্বন্দ্ব সমাসে পূর্বপদটিপ পরপদের অনুচর হিসেবে যুক্ত হয় তাকে অনুচর দ্বন্দ্ব বলে। যেমন– দোন ও পাট = দোকানপাট; কাল ও পরশু = কাল-পরশু; গোলা ও বারুদ = গোলাবারুদ; কাপড় ও চোপড় = কাপড়-চোপড় ইত্যাদি।

৭. **বহুপদনিষ্পন্ন দ্বন্দ্ব :** দুইয়ের বেশি পদের মিলনে যে দ্বন্দ্ব সমাস হয়, তাকে বহুপদনিষ্পন্ন দ্বন্দ্ব সমাস বলে। যেমন– রূপ, রস, গন্ধ ও স্পর্শ = রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ; ইট, কাঠ, চুন ও সুরকি = ইট-কাঠ-চুন-সুরকি; স্বর্গ, মর্ত এবং পাতাল = স্বর্গ-মর্ত-পাতাল ইত্যাদি।

৮. **অলুক দ্বন্দ্ব :** যে দ্বন্দ্ব সমাসে কোনো সমস্যমান পদের বিভক্তি লোপ পায় না, তাকে অলুক দ্বন্দ্ব সমাস বলে। যেমন– দুধে ও ভাতে = দুধেভাতে; হাতে ও কলমে = হাতে–কলমে; দেশে ও বিদেশে স= দেশে–বিদেশে; মায়ে ও ঝিয়ে = মায়ে–ঝিয়ে ইত্যাদি।

৯. **সংখ্যাবাচক দ্বন্দ্ব :** যে দ্বন্দ্ব সমাসে পূর্বপদ পরপদ উভয়ের দ্বারা সংখ্যা বোঝায়, তাকে সংখ্যাবাচক দ্বন্দ্ব সমাস বলে। যেমন– বিশ ও পঁচিশ = বিশ–পঁচিশ; ষ্কষ অথবা কোটি = লক্ষ–কোটি; সাত ও পাঁচ = সাত–পাঁচ; সাত ও সতেরো = সাত–সতেরো ইত্যাদি।

১০. **ক্রিয়াবিশেষণ পদের দ্বন্দ্ব :** যে দ্বন্দ্ব সমাসে উভয় পদেই ক্রিয়াবিশেষেণ থাকে, তাকে ক্রিয়াবিশেষণ পদের দ্বন্দ্ব সমাস বলে। এ সমাস অলুক দ্বন্দ্ব সমাসের অন্তর্ভুক্ত। যেমন–
আগে ও পাছে = আগে–পাছে; পাকে ও প্রকারে = পাকে–প্রকারে; ধীরে ও সুস্থে = ধীরেসুস্থে ইত্যাদিগ।

১১. **ক্রিয়াপদের দ্বন্দ্ব :** যে দ্বন্দ্ব সমাসের পূর্ব-পর উভয় পদই ক্রিয়াপদ, তাকে ক্রিয়াপদের দ্বন্দ্ব সমাস বলে। যেমন– লেখা ও পড়া = লেখাপড়া; চলা ও ফেরা = চলাপেরা; বাঁচা ও মরা = বাঁচা–মরা; যাওয়া ও আসা = যাওয়া–আসা ইত্যাদি।

১২. **বিশেষ্য পদের দ্বন্দ্ব :** যে দ্বন্দ্ব সমাসে উভয় পদই বিশেষ্য বা বিশেষ্যের ভাব প্রকাশ করে, তাকে বিশেষ্য পদের দ্বন্দ্ব সমাস বলে। যেমন– জন্ম ও মৃত্যু = জন্ম–মৃত্যু; ধান ও পাট = ধান–পাট; জীবন ও মরণ = জীবন–মরণ; নদ ও নদী = নদ–নদী ইত্যাদি।

Teachingbd24.com

১৩. **সর্বনাম পদের দ্বন্দ্ব :** যে দ্বন্দ্ব সমাসে উভয় পদই সর্বনাম পদ নয়, তাকে সর্বনাম পদের দ্বন্দ্ব সমাস বলে। যেমন– যথা ও তথা = যথা-তথা; এটা আর ওটা = এটা-ওটা; এখানে এবং সেখানে = এখানে-সেখানে; যা ও তা = যা-তা ইত্যাদি।

১৪. **বিশেষণ পদের দ্বন্দ্ব :** যে দ্বন্দ্ব সমাসে উভয় পদই বিশেষণ হয়, তাকে বিশেষণ পদের দ্বন্দ্ব বলে। যেমন– ছোটপ ও বড় = ছোট-বড়; কম ও বেশি = কম-বেশি; সহজ ও সরল = সহজ-সরল; বাকি ও বকেয়া = বাকি-বকেয়া ইত্যাদি।

১৫. **একশেষ দ্বন্দ্ব :** যে দ্বন্দ্ব সমাসে সমস্যমান পদগুলোর মধ্যে একটি মাত্র পদ থাকে, অন্য পদগুলো নিবৃত্ত হয়, তাকে একশেষ দ্বন্দ্ব বলে। যেমন– সে ও তুমি = তোমরা; সে, তুমি ও আমি = আমরা ইত্যাদি।

প্রশ্ন : বহুব্রীহি সমাস কাকে বলে? কয় প্রকার ও কী কী? সংজ্ঞাসহ উদাহরণ দাও।

উত্তর : বহুব্রীহি সমাস : যে সমাসে সমস্যমান পদগুলোর কোনোটির অর্থ প্রধানভাবে না বুঝিয়ে সমাসবন্ধ পদটি অন্য কোনো অর্থ বোঝায়, তাকে বহুব্রীহি সমাস বরে।

যেমন–বহুব্রীহি শব্দটি সমাসবন্ধ। এর ব্যাসবাক্য বহু ব্রীহি আছে যার বহুব্রীহি। এখানে বহু ধান না বুঝিয়ে ধনী ব্যক্তিকে বোঝানো হচ্ছে। এ কারণে এ জাতীয় সমাসকে বহুব্রীহি সমাস বলা হয়।

বহুব্রীহি সমাসের প্রকারভেদ : বহুব্রীহি সমাস আট প্রকার। যথা–

১. সমানাধিকরণ বহুব্রীহি
২. ব্যধিকরণ বহুব্রীহি
৩. ব্যতিহার বহুব্রীহি
৪. নঞ বহুব্রীহি,
৫. মধ্যপদলোপী বহুব্রীহি
৬. অলুক বহুব্রীহি
৭. প্রত্যয়ান্ত বহুব্রীহি ও
৮. সংখ্যাবাচক বহুব্রীহি।

১. **সমানাধিকরণ বহুব্রীহি :** পরস্পর সম্বন্ধ বিশিষ্ট বিশেষণ ও বিশেষ্য পদে যে বহুব্রীহি সমাস হয়, তাকে সমানাধিকরণ বহুব্রীহি সমাস বলে। যেমন– দৃঢ় প্রতিজ্ঞা যার = দৃঢ়প্রতিজ্ঞ; সমান জাতি যার = স্বজাতি; যুবতি জায়া যার = যুবজানি; নীল অম্বর যার = নীলাম্বর ইত্যাদি।

২. **ব্যধিকরণ বহুব্রীহি :** যে বহুব্রীহি সমাসে সমস্যমান পদ দুটি পৃথক বিভক্তি যুক্ত বিশেষ্য পদ হয়, তাকে ব্যধিকরণ বহুব্রীহি সমাস বরেএযমন– অন্তে অপ যার = অন্তরীপ; পদ্ম পদে যার = পাদপদ্ম; পাপে মতি যার = পাপমতি; নদী মাতা যার = নদীমাতৃক ইত্যাদি।

৩. **ব্যতিহার বহুব্রীহি :** পরস্পর সাপেক্ষ ক্রিয়া বোঝালে একই পদের পুনরুক্তি দ্বারা যে বহুব্রীহি হয়, তাকে ব্যতিহার বহুব্রীহি সমাস বলে। এ সমাসে দ্বিরুক্ত পদের প্রথমটির শেষে 'আ' বা 'ও' এবঙ দ্বিতীয়টির শেষে 'ই' যোগ হয়। যেমন–

রক্তে রক্তে যে লড়াই = রক্তারক্তি; কেশে কেশে আকর্ষণ করে যে যুদ্ধ = কেশাকেশি; কানে কানে যে কথা = কানাকানি; লাঠিতে লাঠিতে যে মারামারি = লাঠালাঠি ইত্যাদি।

৪. **নঞ বহুব্রীহি :** বিশেষ্য পূর্বপদের আগে নঞ (না অর্থবোধক) অব্যয় যোগ করে যে বহুব্রীহি সমাস হয় তাকে নঞ বহুব্রীহি সমাস বলে। যেমন– নেই শ্রী যার = বিশ্রী; বিগত হয়েছে শ্রদ্ধা যার = বীতশ্রদ্ধ; নেই ভয় যাতে = নির্ভয়; নাই বোধ যার = নির্বোধ ইত্যাদি।

৫. **মধ্যপদলোপী বহুব্রীহি :** যে বহুব্রীহি সমাসে ব্যাসবাক্যের মধ্যপদ লোপ পায়, তাকে মধ্যপদলোপী বহুব্রীহি সমাস বলে। যেমন– পটল চিরলে যেমন গড়ন হয় তেমন = পটলচেরা; কপোতের অক্ষির মতো অক্ষি যার = কপোতাক্ষ; বিশ গজ পরিমাণ যার = বিশগজি; বিড়ালের চোখের ন্যায় চোখ যে নারীর = বিড়ালচোখী ইত্যাদি।

৬. **অলুক বহুব্রীহি :** যে বহুব্রীহি সমাসে পূর্বপদের বিভক্তির লোপ হয না, তাকে অলুক বহুব্রীডিহ সমাস বলে। যেমন– গায়ে হলুদ দেওয়া হয যে অনুষ্ঠানে = গায়ে-হলুদ; হাতে খড়ি দেওয়া হয় যে অনুষ্ঠানে = হাতেখড়ি; মাথায় পাগড়ি যার = মাথায়-পাগড়ি; হাতে বেড়ি যার = হাতে-বেড়ি ইত্যাদি।

https://teachingbd24.com

৭. **প্রত্যয়ান্ত বহুব্রীহি :** যে বহুব্রীহি সমাসের সমস্তপদে আ, এ, ও ইত্যাদি প্রত্যয় যুক্ত হয়, তাকে প্রত্যয়ান্ত বহুব্রীহি সমাস বলে। যেমন– ঘরের দিকে মুখ যার = ঘরমুখো; দুই দিকে টান যার = দোটানা; দুই তলা যার = দোতলা; এক দিকে চোখ যার = একচোখা ইত্যাদি।

৮. **সংখ্যাবাচক বহুব্রীহি :** যে বহুব্রীহি সমাসে পূর্বপদ সংখ্যাবাচক ও পরপদ বিশেষ্য হয় এবং সমস্তপদটিতে বিশেষণ পদ বোঝায়, তাকে সংখ্যাবাচক বহুব্রীহি সমাস বলে। এ সমাসে সমস্তপদে 'ঈ', 'যা', 'আ', 'ই' যুক্ত হয়। যেমন– সে (তিন) তার যার = সেতার; এক দিকে রোখ যার = একরোখা; চৌ (চার) চালা যার = চৌচালা; দশ গজ পরিমাণ যার = দশগজি ইত্যাদি।

প্রশ্ন : তৎপুরুষ সমাসের সংজ্ঞাসহ শ্রেণিবিভাগ আলোচনা করো।

উত্তর : সংজ্ঞা : পূর্বপদের বিভক্তি লোপে যে সমাস হয় এবং যে সমাসে প্রয়োজীয় অর্থ প্রধানরূপে বোঝায়, তাকে তৎপুরুষ সমাস বলে। যেমন– গৃহ থেকে আগত স= গৃহাগত, গাছে পাপকা = গাছপাকা, দেশকে উদ্ধার = দেশোদ্ধার ইত্যাদি।

১. **দ্বিতীয়া তৎপুরুষ সমাস :** পূর্বপদের দ্বিতীয়া বিভক্তির (কে, রে ইত্যাদি) লোপ হয়ে যে সমাস হয়, তাকে দ্বিতীয়া তৎপুরুষ সমাস বলে। যেমন–পদকে আশ্রিত = পদাশ্রিত; চরণাকে আশ্রিত = চরণাশ্রিত; বিপদকে আপন্ন = বিপদাপন্ন; ধর্মকে সংক্রান্ত = ধর্মসংক্রান্ত।

২. **তৃতীয়া তৎপুরুষ সমাস :** পূর্বপদে তৃতীয়া বিভক্তি (দ্বারা, দিয়া, তে, কর্তৃক ইত্যাদি) থাকে এবং সমস্তপদে তৃতীয়া বিভক্তির লোপে যে সমাস হয়, তাকে তৃতীয়া তৎপুরুষ সমাস বলে। যেমন–ঢেঁকি দ্বারা ছাঁটা = ঢেঁকিছাঁটা; ঘি দিয়ে ভাজা = ঘিয়েভাজা; মধুতে মাখা = মধুমাখা; শ্রম দ্বারা লব্ধ = শ্রমলব্ধ; বিপদ দ্বারা সংকুল = বিপদসংকুল; স্বনাম দ্বারা ধন্য = স্বনামধন্য।

৩. **চতুর্থী তৎপুরুষ সমাস :** পূর্বপদে চতুর্থী বিভক্তি (কে, জন্য, নিমিত্ত ইত্যাদি) লোপে যে তৎপুরুষ সমাস হয়, তাকে চতুর্থী তৎপুরুষ সমাস বলে। যেমন– বিয়ের জন্য পাগলা = বিয়েপাগলা; শয়নের নিমিত্ত কক্ষ = শয়নকক্ষ; হজের জন্য যাত্রা = হজযাত্রা; পুত্রের জন্য শোক =পুত্রশোক।

৪. **পঞ্চমী তৎপুরুষ সমাস :** পূবৃপদে পঞ্চমী বিভক্তি (হতে, থেকে ইত্যাদি) লোপে যে তৎপুরুষ সমাস হয়, তাকে পঞ্চমী তৎপুরুষ সমাস বলে। যেমন–আগা থেকে গোড়া = আগাগোড়া; জেল থেকে খালাস = জেলখালাস; বিলাত হতে ফেরত = বিলাতফেরত; প্রাণের চেয়ে প্রিয় = প্রাণপ্রিয়।

৫. **ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাস :** পূর্বপদে ষষ্ঠী বিভক্তির (র, এর) লোপ হয়ে যে তৎপুরুষ সমাস হয়, তাকে ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাস বলে। যেমন– কবিদের গুরু = কবিগুরু; মনের রথ = মনোরথ; খেয়ার ঘাট = খেয়াঘাট; সূর্যের আলোক = সূর্যালোক; বাঁদরের নাচ = বাঁদরনাচ; নাটকের অভিনয় = নাট্যাভিনয়।

৬. **সপ্তমী তৎপুরুষ সমাস :** পূর্বপদে সপ্তমী বিভক্তি (এ, য়, তে) লোপ হয়ে যে তৎপুরুষ সমাস হয়, তাকে সপ্তমী তৎপুরুষ সমাস বলে। যেমন– গোলায় ভরা = গোলাভরা; গাছে পাকা = গাছপাকা; নামাজে রত = নামাজরত; তালে কানা = তালকানা; দিবায় নিদ্রা = দিবানিদ্রা; ভোজনে পটু = ভোজনপটু।

৭. **নঞ তৎপুরুষ সমাস :** না–বাচক নঞ অব্যয় (না, নেই, নাই, নয়) পূর্বে বসে যে তৎপুরুষ সমাস হয়, তাকে নঞ তৎপুরুষ সমাস বলে। যেমন– নয় উচিত = অনুচিত; নয় সত্য = অসত্য; নয় সুখ = ন আচার = অনাচার; নয় অতি দীর্ঘ = নাতিদীর্ঘ; নাই বৃষ্টি = অনাবৃষ্টি।

৮. **উপপদ তৎপুরুষ সমাস :** যে পদের পরবর্তী ক্রিয়ামূলের সঙ্গে কৃৎপ্রত্যয় যুক্ত হয়, সে পদকে উপপদ বলে। তকৃদন্ত পদের সাথে উপপদের যে সমাস হয়, তাকে উপপদ তৎপুরুষ সমাস বলে। যেমন– জলে চরে যা = জলচর; স্থলে চলে যে = স্থলচর; মধু পান করে যে = মধুপ; জাদু করে যে = জাদুকর; পকেট মারে যে = পকেটমার; পঙ্কে জন্মে যা = পঙ্কজ।

Teachingbd24.com

৯. **অলুক তৎপুরুষ সমাস :** যে তৎপুরুষ সমাসে পূর্বপদে দ্বিতীয়াদি বিভক্তি লোপ পায় না, তাকে অলুক তৎপুরুষ সমাস বলে। যেমন– হাতে কাটা = হাতেকাটা; তেলে ভাজা = তেলেভাজা; গায়ে হলুদ = গায়েহলুদ; ঘানির তেল = ঘানিরতেল; গোড়ায় গলদ = গোড়ায়গলদ; সোনার বাংলা = সোনার বাংলা ইত্যাদি।

প্রশ্ন : উদাহরণসহ সংজ্ঞা দাও : সুপসুপা সমাস, নিত্য সমাস, প্রাদি সমাস, গতি সমাস, একদেশী সমাস।

উত্তর :

১. **সুপসুপা সমাস :** 'সুপ' অর্থ বিভক্তিযুক্ত নামপদ। কোনো বিভক্তিযুক্ত নামপদের সাথে অপর কোনো বিভক্তিযক্তি নামপদের সমাস হলে, তাকে সুপসুপা সমাস বলে। যেমন– রাত্রির মধ্য = মধ্যরাত্রি; রাত্রির পূর্ব = পূর্বরাত্রি; পূর্বে ভূত = ভূতপূর্ব; অহ্নের মধ্যে = মধ্যাহ্ন ইত্যাদি।

২. **নিত্য সমাস :** যে সমাসে সদস্যমান পদগুলো পাশাপাশি অবস্থান করে এবং ব্যাসবাক্যের প্রয়োজন হয় না, তাকে নিতসেমাস বলে। যেমন– কেবল দর্শন = দর্শনমাত্র; সমস্ত গ্রাম স= গ্রামসুদ্ধ; কেবল তা = তন্মাত্র; অন্য বিষয় = বিষয়ান্তর।

৩. **প্রাদি সমাস :** যে সমাসের পূর্বে উপসর্গ (প্র, প্রতি, উৎ) ও উত্তরে কৃদন্ত পদ যুক্ত হয় এবং অব্যয়ের সাথে যুক্ত হয়, তাকে প্রাদি সমাস বলে। এ সমাসকে তৎপুরুষ এবং নিত্য সমাসের অন্তর্গত বলে অনেকে দাবি করেছেন। যথা–

প্র (প্রকৃষ্ট রূপে) ভাত = প্রভাত, প্র (প্রকৃষ্ট) গতি = প্রগতি, প্র (প্রকৃষ্ট) যে বচন = প্রবচন ইত্যাদি।

৪. **গতি সমাস :** আবিঃ, পুরঃ, তিরঃ, প্রাদুৎ, আলয়ঃ, সাক্ষাৎ–এ কয়টি অব্যয়কে গতি বলে। এসব গতির সাথে কৃদন্ত পদের যে সমাস হয় তাকে গতি সমাস বলে। যেমন– আবিৎ (দৃষ্টিগোচর হওয়ার) + ভাব = আবির্ভাব; তিরৎ + কার = তিরস্কার ইত্যাদি।

৫. **একদেশী সমাস :** 'একদেশ' মানে 'অবয়ব বা অংশ' নয় 'অবধি বা সমগ্র'। তাই এ সমাসে সমগ্রবোধকে পদের সাথে অংশবোধক কালবাচক পদের যে সমাস হয় তাকে একদেশী সমাস বলে। যেমন–অহ্নের অপর ভাগ – অপরাহ্ন।

প্রশ্ন : নঞ তৎপুরুষ ও নঞর্থক বহুব্রীহি সমাসের পার্থক্য লেখো।

উত্তর : নঞ তৎপুরুষ ও নঞর্থক বহুব্রীহি সমাসের মধ্যে পার্থক্য নিম্নরূপ :

নঞ তৎপুরুষ	নঞর্থক বহুব্রীহি
১. তৎপুরুষ সমাসের পূর্বপদে নঞর্থক বা না–বোধক অব্যয় থাকলে তাকে নঞ তৎপুরুষ সমাস বলে।	১. বহুব্রীহি সমাসের পূর্বপদে নঞর্থক বা না–বোধক অব্যয় থাকলে তাকে নঞর্থক বহুব্রীহি সমাস বলে।
২. তৎপুরুষ সমাসে উত্তরপদ বিশেষ্য হলে সমস্তপদটি বিশেষণ হয় না।	২. উত্তরপদে বিশেষ্য থেকে সাধিত পদটি বিশেষণ পদ হয়।
৩. নঞ তৎপুরুষ সমাসে অব্যয়ের প্রাধান্য থাকে।	৩. নঞর্থক বহুব্রীহি সমাসে অন্য পদের প্রাধান্য থাকে।
৪. নঞ তৎপুরুষ সমাসে ব্যাকবাক্যের পরে কোনো শব্দের সংযোজন ঘটে না।	৪. নঞর্থক বহুব্রীহি সমাসে যার, যাতে প্রভৃতি ব্যাসবাক্যের শেষে ব্যবহৃত হয়।
৫. পরপদের অর্থ প্রধানরূপে প্রতীয়মান হয়।	৫. সমস্তপদটিতে পূর্বপদ ও উত্তরপদের অর্থ প্রাধান্য লাভ না করে ভিন্ন অর্থ প্রকাশ করে।

https://teachingbd24.com

বোর্ড প্রশ্নের সমাধান : ২০০০ থেকে ২০১৮ পর্যন্ত

প্রদত্ত শব্দ	ব্যাসবাক্য	সমাসের নাম	
জনমানব	জন ও মানব	দ্বন্দ্ব সমাস	[ঢা. ০৬; রা. সি. চ. দা. ব. ০৩; কু. সি. দা. ০৪; সি. কু. ০৫; ব. ১২]
দম্পতি	জায়া ও পতি	দ্বন্দ্ব সমাস	[রা. ১৬, ০৩, ০৮; ব. ১৫, ০৪; চ. ০৬; দা. ০৭; ব. ০৯; সি. ১৭, ১১সি. ০৭, ১৪; কু, ১৪]
দেওয়া-নেওয়া	দেওয়া ও নেওয়া	দ্বন্দ্ব সমাস	[চ. ০০]
দেখা-শোনা	দেখা ও শোনা	দ্বন্দ্ব সমাস	[য. ০৪]
ভালোমন্দ	ভালো ও মন্দ	দ্বন্দ্ব সমাস	[রা. ০৭]
রক্ত-মাংস	রক্ত ও মাংস	দ্বন্দ্ব সমাস	[রা. ০৯. কু. ১২]
লেনদেন	লেন ও দেন	দ্বন্দ্ব সমাস	[রা. ০৬; দি. ০৯]
মরাবাঁচা	মরা ও বাঁচা	দ্বন্দ্ব	[ঢা. ১৩]
সাত-সতেরো	সাত ও সতেরো	দ্বন্দ্ব সমাস	[রা. ১৭, সি. ০৯; চ. ১০; দা. ১১. ১২]
অহিনকুল	অহি ও নকুল	দ্বন্দ্ব সমাস	[সকল বো. ১৮]
প্রদত্ত শব্দ	**ব্যাসবাক্য**	**সমাসের নাম**	
দা-কুমড়া	দা ও কুমড়া	দ্বন্দ্ব সমাস	[রা. ১২]
হিতাহিত	হিত ও অহিত	দ্বন্দ্ব সমাস	[চ. ১৭, রা. ১৬, য. ০৯, ১৪]
ভরণপোষণ	ভরণ ও পোষণ	দ্বন্দ্ব সমাস	[চ. ১২]

<u>অলুক দ্বন্দ্ব সমাস</u> :

যে দ্বন্দ্ব সমাসে কোনো সমস্যমান পদে বিভক্তি লোপ পায় না তাকে 'অলুক দ্বন্দ্ব সমাস' বলে। যেমন :

হাতে-পায়ে	হাতে ও পায়ে	অলুক দ্বন্দ্ব	[সি. ১৫, দি. ১৩]
দুধেভাতে	দুধে ও ভাতে	অলুক দ্বন্দ্ব	[য. ০৭; চ. ১১]
পথে-প্রান্তরে	পথে ও প্রান্তরে	অলুক দ্বন্দ্ব	[চ. ০০]
বনেবাদাড়ে	বনে ও বাদাড়ে	অলুক দ্বন্দ্ব	[চ. ০৪, সি. ১২]

<u>বহুপদী দ্বন্দ্ব সমাস</u> :

তিন বা বহুপদে দ্বন্দ্ব সমাস হলে তাকে 'বহুপদী দ্বন্দ্ব' বা 'একশেষ দ্বন্দ্ব সমাস' বলে।

আমরা	সে, তুমি ও আমি	একশেষ দ্বন্দ্ব	[দি. ১৫; রা. ০৫, ১৪; দা. ১৫, ০৬, ১০; সি. ১৬, ০৮; কু. ১৫, ০৭, ১০]

তৎপুরুষ সমাস :

পূর্বপদের বিভক্তির লোপ পেয়ে যে সমাস হয় এবং পরপদের অর্থ প্রধানভাবে বোঝালে তাকে তৎপুরুষ সমাস বলে। যেমন :

<u>দ্বিতীয়া তৎপুরুষ সমাস</u> :

পানাপুকুর	পানার পুকুর	৬ষ্ঠী তৎপুরুষ	[চ. ১৩]
মাছ ধরা	মাছকে ধরা	২য়া তৎপুরুষ	[চ. ১৩]
মধুমাখা	মধু দ্বারা মাখা	৩য়া তৎপুরুষ	[চ. ১৩]
পদচ্যুতি	পদ হতে চ্যুতি	৫মী তৎপুরুষ	[কু. ১৩]

পূর্বপদের দ্বিতীয় বিভক্তি (কে, রে) ইত্যাদি লোপ পেয়ে যে সমাস হয় তাকে 'দ্বিতীয়া তৎপুরুষ সমাস' বলে।

আমকুড়ানো	আমকে কুড়ানো	দ্বিতীয়া তৎপুরুষ	[রা. ০০; কু. ০৩, ০৫; বরি. ১০; দা. ১১; য ১১]
চিরসুখী	চিরকালব্যাপিয়া সুখী	দ্বিতীয়া তৎপুরুষ	[য. ১৬, ০৬; চ. ১১]
দেশবিভাগ	দেশকে ভাগ	দ্বিতীয়া তৎপুরুষ	[ব. কু. ০৩, ০৫]
দেশভঙ্গা	দেশকে ভঙ্গা	দ্বিতীয়া তৎপুরুষ	[ব. ০৮]

https://teachingbd24.com

প্রদত্ত শব্দ	ব্যাসবাক্য	সমাসের নাম	
পৃষ্ঠপ্রদর্শন	পৃষ্ঠকে প্রদর্শন	দ্বিতীয়া তৎপুরুষ	[কু. ০৬; য. ০৯]
বিস্ময়াপন্ন	বিস্ময়কে আপন্ন	দ্বিতীয়া তৎপুরুষ	[ব. ০৭]
রথচালন	রথকে চালন	দ্বিতীয়া তৎপুরুষ	[ঢা. ০৩]
শরনিক্ষেপ	শরকে নিক্ষেপ	দ্বিতীয়া তৎপুরুষ	[কু. ০১]
দেশত্যাগ	দেশকে ত্যাগ	দ্বিতীয়া তৎপুরুষ	[রা. ১০]

তৃতীয়া তৎপুরুষ সমাস :

পূর্ব পদের তৃতীয়া বিভক্তি (দ্বারা, দিয়া, কর্তৃক) ইত্যাদি লোপ পেয়ে যে সমাস হয় তাকে 'তৃতীয়া তৎপুরুষ সমাস' বলে। যেমন :

ঘিভাজা	ঘি দ্বারা ভাজা	তৃতীয়া তৎপুরুষ	[সি. ০৪; য. ০৫]
ছায়াশীতল	ছায়া দ্বারা শীতল	তৃতীয়া তৎপুরুষ	[চ. ১৩' ব. ০৪]
জনাকীর্ণ	জন দ্বারা আকীর্ণ	তৃতীয়া তৎপুরুষ	[চ. ১৫; ঢা. ০৪; য. ১০, কু. ১২]
জলসেচন	জল দ্বারা সেচন	তৃতীয়া তৎপুরুষ	[রা. ০১]
আমরণ	মরণ পর্যন্ত	অধ্যয়ীভাব সমাস	
বইপড়া	বইকে পড়া	অধ্যয়ীভাব সমাস	[সকল বো. ১৮]
বাদ্‌দত্তা	বাক্ দ্বারা দত্তা	তৃতীয়া তৎপুরুষ	[চ. ১৭]
ঢেঁকিছাঁটা	ঢেঁকি দ্বারা ছাঁটা	তৃতীয়া তৎপুরুষ	[দি. ১৭, চ. ১১]
ন্যায়সঙ্গত	ন্যায় দ্বারা সঙ্গত	তৃতীয়া তৎপুরুষ	[কু. ০৮]
পদদলিত	পদ দ্বারা দলিত	তৃতীয়া তৎপুরুষ	[চ. ০৯]
পুষ্পাঞ্জলি	পুষ্প দিয়ে অঞ্জলি	তৃতীয়া তৎপুরুষ	[ঢা. ০৫]
বাক্‌বিতণ্ডা	বাক্ দ্বারা বিতণ্ডা	তৃতীয়া তৎপুরুষ	[রা. ০৭, ১৪; কু. ১৩]
মনগড়া	মন দ্বারা গড়া	তৃতীয়া তৎপুরুষ	[রা. ০৪; চ. ০৭; য. ১০; কু. ১২]
মেঘলুপ্ত	মেঘ দ্বারা লুপ্ত	তৃতীয়া তৎপুরুষ	[চ. ০৫; সি. ১৫, ১০; দি. ১১; কু. ১২]
যুক্তিসঙ্গত	যুক্তি দ্বারা সঙ্গত	তৃতীয়া তৎপুরুষ	[রা. ০৮]
শোকার্ত	শোক দ্বারা আর্ত	তৃতীয়া তৎপুরুষ	[সি. ০৬]
শ্রমলব্ধ	শ্রম দ্বারা লব্ধ	তৃতীয়া তৎপুরুষ	[চ. ১০]
জ্ঞানশূন্য	জ্ঞান দ্বারা শূন্য	তৃতীয়া তৎপুরুষ	[ব. ১১]
মধুকর	মধু করে যে	উপপদ তৎপুরুষ	[ঢা. ১৩]

চতুর্থী তৎপুরুষ সমাস :

পূর্বপদের চতুর্থী বিভক্তি (কে, জন্যে, নিমিত্তে) ইত্যাদি লোপ পেয়ে যে সমাস হয় তাকে চতুর্থী তৎপুরুষ সমাস বলে।

তপোবন	তপের নিমিত্ত বন	চতুর্থী তৎপুরুষ	[ঢা. ০৩, ০৪; সি. ০৪; সি. ০৪, ১৪; রা. ১৫, ০৭, ১২, য. ০৬, ১০; দ. ১]
দেবদত্ত	দেবকে দত্ত	চতুর্থী তৎপুরুষ	[ব. ০৩]
বিয়েপাগল	বিয়ের জন্যে পাগল	চতুর্থী তৎপুরুষ	[চ. ১৩; রা. ১০]
রান্নাঘর	রান্নার জন্যে ঘর	চতুর্থী তৎপুরুষ	[সি. ০৫]
সেচন-কলস	সেচনের নিমিত্ত কলস	চতুর্থী তৎপুরুষ	[ব. ০৩]
হজযাত্রা	হজের জন্যে যাত্রা	চতুর্থী তৎপুরুষ	[ঢা. ১৬, চ. ০৮]
গুরুভক্তি	গুরুকে ভক্তি	চতুর্থী তৎপুরুষ	[সি. ১৭]

Teachingbd24.com

পঞ্চমী তৎপুরুষ সমাস :

পূর্বপদের পঞ্চমী বিভক্তি (হতে, থেকে) প্রভৃতি লোপ পেয়ে যে সমাস হয় তাকে 'পঞ্চমী তৎপুরুষ সমাস' বলে।

দেশপলাতক	দেশ থেকে পলাতক	পঞ্চমী তৎপুরুষ	[কু. ০৩; য. ০৫; চ. ০৬; কু. ০৮; য. ০৯]
মুখভ্রষ্ট	মুখ থেকে ভ্রষ্ট	পঞ্চমী তৎপুরুষ	[রা. ০৬]
যুদ্ধবিরতি	যুদ্ধ থেকে বিরতি	পঞ্চমী তৎপুরুষ	[রা. ০৯]
প্রাণপ্রিয়	প্রাণের চেয়ে প্রিয়	পঞ্চমী তৎপুরুষ	[রা. ১০]

ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাস :

পূর্বপদের্ ষষ্ঠী বিভক্তি (র, এর) ইত্যাদি লোপ পেয়ে যে সমাস হয় তাকে 'ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাস' বলে।

উপলখণ্ড	উপলের খণ্ড	ষষ্ঠী তৎপুরুষ	[রা. ০১]
কর্মকর্তা	কর্মের কর্তা	ষষ্ঠী তৎপুরুষ	[রা. ১০]
কবিগুরু	কবিদের গুরু	ষষ্ঠী তৎপুরুষ	[ব. ০৪]
খেয়াঘাট	খেয়ার ঘাট	ষষ্ঠী তৎপুরুষ	[ব. ০৩; কু. ০৫]
গল্পপ্রেমিক	গল্পের প্রেমিক	ষষ্ঠী তৎপুরুষ	[চ. ০০; কু. ০৩, ০৫; ঢা. ০৪; য. ১১]
গৃহকর্ত্রী	গৃহের কর্ত্রী	ষষ্ঠী তৎপুরুষ	[দি. ১৫, চ. ০২; য. ১১]
চা-বাগান	চায়ের বাগান	ষষ্ঠী তৎপুরুষ	[কু. ০৭; চ. ১৪]
অশ্বপদ	অশ্বের পদ	ষষ্ঠী তৎপুরুষ	[চ. ১২]
কলঙ্করেখা	কলঙ্কের রেখা	ষষ্ঠী তৎপুরুষ	[চ. ১২, ১৪]
জীবনসঞ্চার	জীবনের সঞ্চার	ষষ্ঠী তৎপুরুষ	[কু. ০৪]
ঝরনাধারা	ঝরনার ধারা	ষষ্ঠী তৎপুরুষ	[চ. ০৩, য. ১২]
নবীনবরণ	নবীনদের বরণ	ষষ্ঠী তৎপুরুষ	[ঢা. ০৭]
পাষাণস্তূপ	পাষাণের স্তূপ	ষষ্ঠী তৎপুরুষ	[রা. ০০; কু. ০৪; চ. ১০]
পুষ্পসৌরভ	পুষ্পের সৌরভ	ষষ্ঠী তৎপুরুষ	[দি. ০৯; য. ০১; চ. ০২; রা. ০৩, ০৭; ব. ০৩, ০৭; কু. ০৩, ০৪; সি. ০৪; চ. ০৭]
প্রাণবধ	প্রাণের বধ	ষষ্ঠী তৎপুরুষ	[ঢা. ০৩; বরি. ১০]
বজ্রসম	বজ্রের সম	ষষ্ঠী তৎপুরুষ	[ঢা. ০৩; রা. ০৯]
বনমধ্যে	বনের মধ্যে	ষষ্ঠী তৎপুরুষ	[ঢা. ০৩; য. ০০, ০৫, ০৭]
বিধিলিপি	বিধির লিপি	ষষ্ঠী তৎপুরুষ	[য. ০৯; বরি. ১০]
ভারার্পণ	ভারের অর্পণ	ষষ্ঠী তৎপুরুষ	[কু. ০৪]
ভুজবল	ভুজের বল	ষষ্ঠী তৎপুরুষ	[কু. ০১; ঢা. ০৩]
মনমধ্যে	মনের মধ্যে	ষষ্ঠী তৎপুরুষ	[সি. ০৪]
মামাবাড়ি	মামার বাড়ি	ষষ্ঠী তৎপুরুষ	[য. ০৫]
মার্তণ্ডপ্রায়	মার্তণ্ডের প্রায়	ষষ্ঠী তৎপুরুষ	[চ. ০০; ঢা. ০৪]
মৃগশিশু	মৃগীর শিশু	ষষ্ঠী তৎপুরুষ	[কু. ০৮]
রাজদণ্ড	রাজার দণ্ড	ষষ্ঠী তৎপুরুষ	[য. ০৬]
রাজনীতি	রাজার নীতি	ষষ্ঠী তৎপুরুষ	[দি. ১৬, চ. ১৫, কু. ১৫, সি.১৬, ০৭]
রাজপথ	পথের রাজা	ষষ্ঠী তৎপুরুষ	[চ. ১৩; ঢা. ০৮; দি. ০৯; চ. ১১, সি. ১২; রা. ১৬, ১৪; সকল বো. ১৮]
রাজহংস	হংসের রাজা	ষষ্ঠী তৎপুরুষ	[রা. ০৫; ব. ০৯; ঢা. ১১]
সুখসময়	সুখের সময়	ষষ্ঠী তৎপুরুষ	[রা. ০০; ব. ০৮]
ষড়যন্ত্র	ষড়ের যন্ত্র	ষষ্ঠী তৎপুরুষ	[য. ০৯, ১০]

Teachingbd24.com

সপ্তমী তৎপুরুষ সমাস :

পূর্বপদের সপ্তমী বিভক্তি (এ, য়, তে) ইত্যাদি লোপ পেয়ে যে সমাস হয় তাকে 'সপ্তমী তৎপুরুষ সমাস' বলে।

অকালপক্ব	অকালে পক্ব	সপ্তমী তৎপুরুষ	[য. ০৬]
অকালমৃত্যু	অকালে মৃত্যু	সপ্তমী তৎপুরুষ	[ব. ০৪]
গাছপাকা	গাছে পাকা	সপ্তমী তৎপুরুষ	[য. ০৫; চ. ১১; সি. ১৪]
বনভোজন	বনে ভোজন	সপ্তমী তৎপুরুষ	[রা. ১০]
তমাসাচ্ছন্ন	তমসায় আচ্ছন্ন	সপ্তমী তৎপুরুষ	[রা. ০৮]
রথারোহণ	রথে আরোহণ	সপ্তমী তৎপুরুষ	[সি. ০৩; কু . ০৯]
সলিলসমাধি	সলিলে সমাধি	সপ্তমী তৎপুরুষ	[চ. ০৩, ০৫; ব. ১১; সি. ১১, য. ১২]

উপপদ তৎপুরুষ সমাস :

উপপদের সাথে কৃদন্ত পদের যে সমাস হয় তাকে উপপদ তৎপুরুষ সমাস বলে।

ইন্দ্রজিৎ	ইন্দ্রকে জয় করেছে যে	উপপদ তৎপুরুষ সমাস	[চ. ১৬, রা. ১৭, ০৮]
প্রদত্ত শব্দ	**ব্যাসবাক্য**	**সমাসের নাম**	
ক্ষণজীবী	ক্ষীণভাবে বাঁচে যে	উপপদ তৎপুরুষ সমাস	[ঢা. ০৫; ব. ০৬; য. ০৭]
গায়েপড়া	গায়ে পড়ে যে	উপপদ তৎপুরুষ সমাস	[দি. ১১]
গৃহস্থ	গৃহে থাকে যে	উপপদ তৎপুরুষ সমাস	[য. ১৬, রা. ০৫; ঢা. ১১; কু. ১৩]
জাদুকর	জাদু করে যে	উপপদ তৎপুরুষ সমাস	[সি. ১৩' ০৪; কু. ০৬; ব. ১১; দি. ১৪]
তিমিরবিদারি	তিমির বিদীর্ণ করে যা	উপপদ তৎপুরুষ সমাস	[চ. ০৩; য. ০৭, ১১, ১২ রা. ০৯; দি. ১০; সি. ১১]
পকেটমার	পকেট মারে যে	উপপদ তৎপুরুষ সমাস	[সি. ১৭, রা. ১৬,১৫, ব. ০৪; ১২ ঢা. ০৬; চ. ০৭; সি. ০৮; কু. ১১, দি. ১২]
বাস্তুহারা	বাস্তু হারিয়েছে যে	উপপদ তৎপুরুষ সমাস	[কু. ০৭]
মৃত্যুঞ্জয়	মৃত্যুকে জয় করেছে যে	উপপদ তৎপুরুষ সমাস	[কু. ০৮]
সত্যবাদী	সত্য বলে যে	উপপদ তৎপুরুষ সমাস	[সি. ০৬]
প্রভাকর	প্রভা করে যে	উপপদ তৎপুরুষ	[সকল বো. ১৮)

অলুক তৎপুরুষ সমাস :

পূর্বপদের বিভক্তি লোপ না পেয়ে যে সমাস হয় তাকে 'অলুক তৎপুরুষ সমাস' বলে।

গানের আসর	গানের আসর	অলুক তৎপুরুষ সমাস	[চ. ০০]
সোনার প্রতিমা	সোনার প্রতিমা	অলুক তৎপুরুষ সমাস	[চ. ০০]
দুধেভাতে	দুধে ও ভাতে	অলুক দ্বন্দ্ব	[য. ১৩]

নঞ্ তৎপুরুষ সমাস :

নঞ্ অব্যয় (না, নেই, নাই, নয়) পূর্বে বসে যে তৎপুরুষ সমাস হয় তাকে 'নঞ্ তৎপুরুষ সমাস' বলে।

অক্ষত	নয় ক্ষত	নঞ্ তৎপুরুষ	[সি. ০৩; কু. ০৬, ০৯; ঢা. ১০; য. ১১]
অকাতর	নয় কাতর	নঞ্ তৎপুরুষ	[চ. ১০]
অনতিবৃহৎ	নয় অতিবৃহৎ	নঞ্ তৎপুরুষ	[রা. ১৫, সি. ঢা. ০৪, ০৬; চ. ০৯; ব. ০১, ১০]
অনশন	ন অশন	নঞ্ তৎপুরুষ	[সি. ০৭]
অনর্থ	ন অর্থ	নঞ্ তৎপুরুষ	[ঢা. ০২]
অনাচার	নেই আচার	নঞ্ তৎপুরুষ	সি. ০৪, ১০, কু. ১২; দি. ১৩]
অনাসক্ত	নয় আসক্ত এমন	নঞ্ তৎপুরুষ	[য. ০৯]
অনাহার	ন আহার	নঞ্ তৎপুরুষ	[চ. ০০]

Teachingbd24.com

প্রদত্ত শব্দ	ব্যাসবাক্য	সমাসের নাম	
অনেক	ন এক	নঞ্ তৎপুরুষ	[ঢা. ০৭; দি. ০৯]
অনৈক্য	নেই ঐক্য	নঞ্ তৎপুরুষ	[রা. ০৯]
অপর্যাপ্ত	নয় পর্যাপ্ত	নঞ্ তৎপুরুষ	[য. ১৫, ব. ০৮; কু. ১১]
অসত্য	নয় সত্য	নঞ্ তৎপুরুষ	[য. ০৫]
অস্থির	নয় স্থির	নঞ্ তৎপুরুষ	[রা. ০৩; কু. ০৫]
নিরর্থক	নয় অর্থক	নঞ্ তৎপুরুষ	[দি. ১০; রা. ১১]
নামঞ্জুর	নয় মঞ্জুর	নঞ্ তৎপুরুষ	[সি. ০৬]
বেহিসাবি	নয় হিসাবি	নঞ্ তৎপুরুষ	[রা. ১০; কু. ১১]

প্রাদি সমাস :

প্র. প্রতি, অনু ইত্যাদি অব্যয়পদ পূর্বপদে বসে যে সমাস হয় তাকে 'প্রাদি সমাস' বলে।

প্রগতি	প্র (প্রকৃষ্ট) যে গতি	প্রাদি সমাস	[ব. ০৪; কু. ০৬, ১৪; চ. ১৭, ০৮, ১২; সি. ১০; ঢা. ০৯, ১১; রা. ১৪]
প্রভাত	প্র (প্রকৃষ্ট) যে ভাত	প্রাদি সমাস	[সি. ০৭, ১১; চ. ০৯; ব. ১০; কু. ১১]
প্রভাব	প্র (প্রকৃষ্ট) যে ভাব	প্রাদি সমাস	[রা. ০৩; কু. ০৫]
প্রবচন	প্র (প্রকৃষ্ট) যে বচন	প্রাদি সমাস	[য. ১৬, ব. ১১; দি. ১৪]
অতিমাত্র	অতি (অতিক্রান্ত) মাত্রা	প্রাদি সমাস	[সি. ০৩]

বহুব্রীহি সমাস :

যে সমাসে পূর্বপদ বা পরপদের কোনোটির অর্থ না বুঝিয়ে অন্য কোনো তৃতীয় অর্থ প্রকাশ করে, তাকে 'বহুব্রীহি' সমাস বলে। যেমন :

জয়ন্তী	জন্মতিথি উপলক্ষে অনুষ্ঠান	বহুব্রীহি সমাস	[দি. ১৭]
অল্পপ্রাণ	অল্প (হালকা) প্রাণ যার	বহুব্রীহি সমাস	[রা. ১৫, ঢা. ০৩; চ. ০৬; ব. ০৭; সি. ১০]
আশীবিষ	আশীতে বিষ যার	বহুব্রীহি সমাস	[রা. ০৪]
একরোখা	এক দিকে রোখ যার	বহুব্রীহি সমাস	[কু. ১৩; রা. ০৭]
উর্ণনাভ	উর্ণা নাভিতে যার	বহুব্রীহি সমাস	[চ. ১৭,১৬, ঢা. ১০]
কমবখ্‌ত	কম বখ্‌ত যে	বহুব্রীহি সমাস	[ব. ১১]
ক্ষুরধার	ক্ষুরের ন্যায় ধার যার	বহুব্রীহি সমাস	[চ. ০০]
গল্পপ্রেমিক	গল্পে প্রেমিক যে	বহুব্রীহি সমাস	[চ. ০০; কু. ০৩, ০৫; ঢা. ০৪; য. ১১]
	গল্পে প্রেম আছে যার	বহুব্রীহি সমাস	[ঢা. ০৩]
চন্দ্রচূড়	চন্দ্র চূড়ায় যার	বহুব্রীহি সমাস	[রা. ০৬]
চৌরাস্তা	চৌ রাস্তার মিলন যেখানে	বহুব্রীহি সমাস	[য. ০৫; রা. ০৩; চ. ০৯; সি. ১০]
তিমিরকুন্তলা	তিমিরের ন্যায় কুন্তল যার (স্ত্রী)	বহুব্রীহি সমাস	[চ. ০৩; সি. ০৫; য. ০৬; ০৯]
তেপায়া	তে পায়া আছে যাতে	বহুব্রীহি সমাস	[ব. ০৩; কু. ১৪; ঢা.১৫, ০৬, ০৯]
দশানন	দশ আনন যার	বহুব্রীহি সমাস	[রা. ০৫; সি . ০৯; দি. ১১]
দোভাষী	দো ভাষা আয়ত্তে আছে যার	বহুব্রীহি সমাস	[রা. ০৮]
নদীমাতৃক	নদী মাতা যার	বহুব্রীহি সমাস	[দি. ১৭, রা. ১৭, য. ১৬, সি. ০৭]
নীলকণ্ঠ	নীল কণ্ঠ যার	বহুব্রীহি সমাস	[সি. ১১; য. ১৪]
পর্দাপ্রিয়	পর্দা প্রিয় যার	বহুব্রীহি সমাস	[ঢা. ০২]
পাঁচগাজি	পাঁচ গজ পরিমাণ যার	মধ্যপদলোপী বহুব্রীহি	[ঢা. ১৩]

Teachingbd24.com

প্রদত্ত শব্দ	ব্যাসবাক্য	সমাসের নাম	
হাতেছড়ি	হাতে ছড়ি যার	অলুক বহুব্রীহি	
পদ্মআঁখি	পদ্মের ন্যায় আঁখি যার	বহুব্রীহি সমাস	[ঢা. ১১; য. ১৩]
বিপত্নীক	বি (গত) হয়েছে পত্নী যার	বহুব্রীহি সমাস	[রা. ১৫, চ. ০৭; দি. ০৯]
বিমনা	বিচলিত মন যার	বহুব্রীহি সমাস	[চ. ০৭; দি. ০৯]
বীণাপাণি	বীণা পাণিতে যার	বহুব্রীহি সমাস	[ঢা.১৫, ০৭; দি. ০৯; রা. ১৪]
মন্দভাগ্য	মন্দ ভাগ্য যার	বহুব্রীহি সমাস	[চ. ০০, ০২; কু. ব. ০৩; সি. ০৪; কু. ০৯; দি. ১০; রা. ১৫, ১৩]
ষড়ভুজ	ষট্ ভুজ যার	বহুব্রীহি সমাস	[রা. ০৫]
সতীর্থ	সমান তীর্থ যাদের	বহুব্রীহি সমাস	[সি. ০৬, চ. ১২]
সহোদর	সমান (একই) উদর যার	বহুব্রীহি সমাস	[সি. ০৯; কু. ১৩; দি.১৬, ১৩]
সুহৃদ, সুহৃদয়	সুন্দর হৃদয় যার	বহুব্রীহি সমাস	[সি. ০৬; চ.,০৯]
শৌখিন	শখ আছে যার	বহুব্রীহি সমাস	[য. ০০]
আশীবিষ	আশিতে বিষ যার	বহুব্রীহি সমাস	[সকল বো. ১৮]
হাভাতে	ভাতের অভাব যার	বহুব্রীহি সমাস	[য. ১৩]
স্বল্পপ্রাণ	স্বল্প প্রাণ যার	বহুব্রীহি সমাস	[ঢা. ০২]
সেতার	সে (তিন) তার আছে যার	বহুব্রীহি সমাস	[ব. ০৯; সি. ১৩]
বিশালাক্ষী	বিশাল অক্ষি যার	বহুব্রীহি সমাস	[সি. ১৭]
মকরমুখো	মকরের দিকে মুখ যার	বহুব্রীহি সমাস	[সি. ১৭]
বীরকেশরী	বীরের ন্যায় কেশর যার	বহুব্রীহি সমাস	[সকল বো. ১৮]

ব্যতিহার বহুব্রীহি সমাস :

ক্রিয়ার পারস্পরিক অর্থে ব্যতিহার বহুব্রীহি সমাস হয়। এ সমাসে পূর্বপদে 'আ' এবং উত্তরপদে 'ই' যুক্ত হতে দেখা যায়। যেমন :

অতীন্দ্রিয়	ইন্দ্রিয়কে অতিক্রম করে	অব্যয়ভাব সমাস	[সি. ১৭]
কানাকানি	কানে কানে যে কথা	ব্যতিহার বহুব্রীহি সমাস	[সি. ০৪, ০৮, ১২ চ. ১১]
কোলাকুলি	কোলে কোলে যে মিলন	ব্যতিহার বহুব্রীহি সমাস	[ঢা. ১৬, য. ০৯; ব. ০৪, ০৯,১১, ১৪]
গলাগলি	গলায় গলায় যে মিলন	ব্যতিহার বহুব্রীহি সমাস	[সি. ১৫, রা. দি. ১০]
রক্তারক্তি	রক্তপাত করে যে যুদ্ধ	ব্যতিহার বহুব্রীহি সমাস	[য. ০৪; ঢা. ০৯, দি. ১২]
লাঠালাঠি	লাঠিতে লাঠিতে যে লড়াই	ব্যতিহার বহুব্রীহি সমাস	[সি. ০৫; রা. ০৮; য. ১৪]
হাতাহাতি	হাতে হাতে যে দ্বন্দ্ব	ব্যতিহার বহুব্রীহি সমাস	[সি. ০৫]
হাসাহাসি	হাসতে হাসতে যে ক্রিয়া	ব্যতিহার বহুব্রীহি সমাস	[ব, ১৫, য. ০৬; চ. ০৯; কু. ১০; রা. ১৩; দি. ১৪]

নঞ্ বহুব্রীহি সমাস :

নঞর্থক পদের সাথে বিশেষ্যের যে সমাস হয় তাকে 'নঞ্ বহুব্রীহি সমাস' বলে। নঞ্ বহুব্রীহি সমাসে সাধিত পদটি সাধারণত বিশেষণ হয়।

অনাশ্রিত	নেই আশ্রয় যার	নঞ্ বহুব্রীহি সমাস	[দি, ১৬, চ. কু. ০৩; কু. ব. ০৪; সি.১৬, ০৫; য. ব. ০৭; রা. ০৭; ঢা. ০৯, ১৪]
অনৈক্য	নেই ঐক্য যার	নঞ্ বহুব্রীহি সমাস	[রা. ০৯]
অবিশ্বাস	নয় বিশ্বাসযোগ্য যা	নঞ্ বহুব্রীহি সমাস	[কু. ০৪; চ. ০২, ০৭; য. ১০]
নিরর্থক	নেই অর্থ যার	নঞ্ বহুব্রীহি সমাস	[দি. ১০]
বেতার	নেই তার যার	নঞ্ বহুব্রীহি সমাস	[দি. ১০]
বেওয়ারিশ	নেই ওয়ারিশ যার	নঞ্ বহুব্রীহি সমাস	[কু. ০৯; য. ০৪, ১০; চ. ০০, ০৩; সি. ০৩, ০৫; রা. ০৮, ১৩; ঢা. ০৪, ০৮]
বেহায়া	নেই হায়া (লজ্জা) যার	নঞ্ বহুব্রীহি সমাস	[চ. ০৪, সি. ১২]

Teachingbd24.com

মধ্যপদলোপী বহুব্রীহি সমাস :

ব্যাসবাক্যের পদ লোপ পেয়ে যে, বহুব্রীহি' হয় তাকে মধ্যপদলোপী বহুব্রীহি সমাস বলে।

গায়ে-হলুদ	গায়ে হলুদ দেওয়া হয় যে অনুষ্ঠানে	মধ্যপদলোপী বহুব্রীহি সমাস	[দি.১৫, সি. ০৫; রা. ০৮, ১০]
প্রিয়ংবদা	প্রিয় (প্রিয় বাক্য) বলে যে	মধ্যপদলোপী বহুব্রীহি সমাস	[কু. ব. ০৬; ব. রা. ০৯; ঢা. ১০]

উপমাবাচক বহুব্রীহি সমাস :

তিমিরকুন্তলা	তিমিরের ন্যায় কুন্তল যার (স্ত্রী)	উপমাবাচক বহুব্রীহি সমাস	[চ. ০৩; সি. ০৫; য. ০৬]

সহার্থক বহুব্রীহি সমাস :

সহৃদয়	হৃদয়ের সঙ্গে বর্তমান	সহার্থক বহুব্রীহি সমাস	[কু. ১৫, ঢা. ১০; রা. ১১]
সদর্প	দর্পের সঙ্গে বর্তমান	সহার্থক বহুব্রীহি সমাস	[চ. ১০]
শ্বাস্পদ	শ্বা (কুকুর) এর পদের (পায়ের) ন্যায় দশা (পা) যার বহুব্রীহি		[য. ১৩]

কর্মধারয় সমাস :

যে সমাসে বিশেষণ বা বিশেষণ ভাবাপন্ন পদের সঙ্গে বিশেষ্য বা বিশেষণ ভাবাপন্ন পদের মিলন ঘটে ও পরপদের অর্থের প্রাধান্য থাকে, তাকে 'কর্মধারয় সমাস' বলে।

ক্রীতদাস	ক্রীত যে দাস	কর্মধারয় সমাস	[য. ০৯]
কদাকার	কু যে আকার	কর্মধারয় সমাস	[চ. ১০]
গণ্যমান্য	যিনি গণ্য তিনি মান্য	কর্মধারয় সমাস	[কু. ০৪]
ক্ষুধানল	ক্ষুধা রূপ অনল	কর্মধারয় সমাস	দি. ১৭]
গিন্নিমা	যিনি গিন্নি তিনি মা	কর্মধারয় সমাস	[ঢা. ০৭, ১২, কু. দি . ০৯]
নবপৃথিবী	নব যে পৃথিবী	কর্মধারয় সমাস	[য. ০৭, ১২, কু. দি. ১৬,১৫, ০৯; রা. ১৫, ১৪] [রা. ১৩'০২, ০৩, ১১; সি. ০৩, ০৫; ০৩; কু. ০৪; ঢা. ০১, ০৫; চ. ০৫, ০৬]
শ্বাপদ	শ্ব যে পদ	কর্মধারয় সমাস	[সি. ১৩]
মিঠেকড়া	যা মিঠা তা কড়া	কর্মধারয় সমাস	[ঢা. ১৩; চ. ১৪]
নবযৌবন	নব (নতুন) যে যৌবন	কর্মধারয় সমাস	[সি. ১৫, ১০]
নীলপদ্ম	নীল যে পদ্ম	কর্মধারয় সমাস	[য. ১৬, রা. ০৪]
প্রাণচঞ্চল	চঞ্চল যে প্রাণ	কর্মধারয় সমাস	[চ. ০৩]
পানাপুকুর	পানায় পূর্ণ পুকুর	মধ্যপদলোপী কর্মধারয়	[চ. ১৩]
বেগুনভাজা	ভাজা যে বেগুন	কর্মধারয় সমাস	[রা. ০৩]
মহাজন	মহান যে জন	কর্মধারয় সমাস	[রা. ০৫]
মহাপৃথিবী	মহা যে পৃথিবী	কর্মধারয় সমাস	[কু. ০৪]
মিঠাকড়া/মিঠেকড়া	যা মিঠা তাই কড়া	কর্মধারয় সমাস	[সি. ০৪]
	মিঠা অথচ কড়া	কর্মধারয় সমাস	
মৃদুমন্দ	যা মৃদু তাই মন্দ	কর্মধারয় সমাস	[সি. ০৯]
লালফুল/লালগোলাপ	লাল যে ফুল	কর্মধারয় সমাস	[ঢা. ১৬, রা. ০৬]
সজ্জন	সৎ যে জন	কর্মধারয় সমাস	[রা. ০৯]

মধ্যপদলোপী কর্মধারয় সমাস :

যে কর্মধারয় সমাসে ব্যাসবাক্যের মধ্যপদ লোপ হয়, তাকে 'মধ্যপদলোপী কর্মধারয় সমাস' বলে।

আয়কর	আয়ের ওপর কর	মধ্যপদলোপী কর্মধারয় সমাস	[ব. ১৫, ঢা. ১৪; চ. ০৪; সি.১৬, ১১, ০৯, ০৬; রা. ০৭; য.০৯, ১১, ১৪; দি. ১৬, ১৫, ১৩]
শিক্ষামন্ত্রী	শিক্ষা বিষয়ক মন্ত্রী	মধ্যপদলোপী কর্মধারয় সমাস	[কু. ব. ১০, রা. ১২]

Teachingbd24.com

প্রদত্ত শব্দ	ব্যাসবাক্য	সমাসের নাম	
উর্ণাজাল	উর্ণা নির্মিত জাল	মধ্যপদলোপী কর্মধারয় সমাস	[চ. ০০]
হাঁটুজল	হাঁটু পরিমাণ জল	মধ্যপদলোপী	[ঢা. ১৩]
খেয়াঘাট	খেয়া পারের ঘাট	মধ্যপদলোপী কর্মধারয় সমাস	[য. ০৪]
গণতন্ত্র	গণ নিয়ন্ত্রিত তন্ত্র	মধ্যপদলোপী কর্মধারয় সমাস	[সি. ০৯]
জয়পতাকা	জয় সূচক পতাকা	মধ্যপদলোপী কর্মধারয় সমাস	[ব. ১০]
জয়মুকুট	জয় সূচক মুকুট	মধ্যপদলোপী কর্মধারয় সমাস	[রা. ০০; য. ০৭, ১২, চ. ১২, ১৪]
জীবনবীমা	জীবনহানির আশঙ্কায় যে বীমা	মধ্যপদলোপী কর্মধারয় সমাস	[সি. ০৬]
	জীবন-আশঙ্কায় বীমা	মধ্যপদলোপী কর্মধারয় সমাস	
জ্যোৎস্নারাত	জ্যোৎস্না বিধৌত রাত	মধ্যপদলোপী কর্মধারয় সমাস	
			[য. ০১, ১১; কু. ০৩; সি. কু. ০৫; চ. ০৬; ব. ০৭; ঢা. ০৯; দি. ১০]
ডাকবার্তা	ডাকের মাধ্যমে প্রেরিত বার্তা	মধ্যপদলোপী কর্মধারয় সমাস	[য. ০৯]
	ডাক প্রেরিত বার্তা	মধ্যপদলোপী কর্মধারয় সমাস	[কু. ১১]
দুধ-ভাত	দুধ মিশ্রিত ভাত	মধ্যপদলোপী কর্মধারয় সমাস	[য. ০৪]
ধর্মকর্ম	ধর্ম বিহিত কর্ম	মধ্যপদলোপী কর্মধারয় সমাস	[রা. য. ০৭]
ধর্মঘট	ধর্ম রক্ষার্থে (অন্যায় রোধে) ঘট	মধ্যপদলোপী কর্মধারয় সমাস	[চ. ১৭, সি. ০৫; কু. ০৭; ঢা. কু. ১০]
পলান্ন	পল (মাংস) মিশ্রিত অন্ন	মধ্যপদলোপী কর্মধারয় সমাস	[কু. ০৯; রা. ১১]
প্রাণভয়	প্রাণ হারানোর ভয়	মধ্যপদলোপী কর্মধারয় সমাস	[সি. ০৪, ১৪; ব. ০১, ০৬; রা. ০৪; চ. য. ০৭]
বরযাত্রী	বরানুগত যাত্রী	মধ্যপদলোপী কর্মধারয় সমাস	[রা. ০৮]
বিরানব্বই	বি (দ্বি) অধিক নব্বই	মধ্যপদলোপী কর্মধারয় সমাস	[চ. ১০, কু. ১২]
মমতারস	মমতা মাখানো রস	মধ্যপদলোপী কর্মধারয় সমাস	[রা. চ. ০৩, ০৫; ব. ১১]
মৌমাছি	মৌ (মধু) আশ্রিত মাছি	মধ্যপদলোপী কর্মধারয় সমাস	[চ. ০৮]
রক্তকমল	রক্ত বর্ণের কমল	মধ্যপদলোপী কর্মধারয় সমাস	[য. ০৬]
ষড়যন্ত্র	ষড় বিদ যন্ত্র	মধ্যপদলোপী কর্মধারয় সমাস	[য. ০৯, ১০]
সন্ধ্যাপ্রদীপ	সন্ধ্যাবেলায় জ্বালানো প্রদীপ	মধ্যপদলোপী কর্মধারয় সমাস	[কু. ০৪; চ. ০৭; য. ১০]
সিংহাসন	সিংহ চিহ্নিত আসন	মধ্যপদলোপী কর্মধারয় সমাস	[রা. ১৩, ০৪; চ. ০৭; সি. ০৮, ১২ য. ১০]

উপমান কর্মধারয় সমাস :

সাধারণ ধর্মবাচক পদের সঙ্গে উপমাবাচক পদের যে সমাস হয় তাকে 'উপমান কর্মধারয় সমাস' বলে।

কচুকাটা	কচু কাটার মতো কাটা	উপমান কর্মধারয় সমাস	[ঢা. ০৮; রা. ০০, ১১; কু. ০৬, ১৪; য. ০৭]
কাজলকালো	কাজলের ন্যায় কালো	উপমান কর্মধারয় সমাস	[ঢা. ০৯; রা. ০৫; সি. ০৭; কু. ১৭, ১৪]
কুসুমকোমল	কুসুমের ন্যায় কোমল	উপমান কর্মধারয় সমাস	[ঢা. ১৫, চ ১৩; কু. ১৩ব. ০৪; ০৯; রা. ১০]
তুষারশীতল	তুষারের ন্যায় শীতল	উপমান কর্মধারয় সমাস	[য. ০৫]
ভিখারিদশা	ভিখারির ন্যায় দশা	উপমান কর্মধারয় সমাস	[চ. ০০]
বজ্রকণ্ঠ	বজ্রের ন্যায় কণ্ঠ	উপমান কর্মধারয় সমাস	[য. ১৫, সি. ০৫; ১৩]
বজ্রকঠোর	বজ্রের ন্যায় কঠোর	উপমান কর্মধারয় সমাস	[চ. ১১]

উপমিত কর্মধারয় সমাস :

সাধারণ গুণের উল্লেখ না করে উপমেয় পদের সাথে উপমানের যে সমাস হয় তাকে 'উপমিত কর্মধারয় সমাস' বলে।

করপল্লব	কর পল্লবের ন্যায়	উপমিত কর্মধারয় সমাস	[সি. ০৬]
চাঁদমুখ	চাঁদের ন্যায় মুখ	উপমিত কর্মধারয় সমাস	[রা. ১৭, চ. ০৮]
বাহুলতা	বাহু লতার ন্যায়	উপমিত কর্মধারয় সমাস	[কু. ১১; ঢা. ১৪]
মুখচন্দ্র	মুখ চন্দ্রের ন্যায়	উপমিত কর্মধারয় সমাস	[কু. ১০; ব. ১১]
ফুলকুমারী	কুমারী ফুলের ন্যায়	উপমিত কর্মধারয় সমাস	[ঢা. ১০; চ. ১৬,১৩]
রক্তকমল	কমল রক্তের ন্যায়	উপমিত কর্মধারয় সমাস	[য. ০৬]

Teachingbd24.com

রূপক কর্মধারয় সমাস :

উপমান ও উপমেয়ের মধ্যে অভিন্নতা কল্পনা করা হলে তাকে 'রূপক কর্মধারয় সমাস' বলে।

কালসিন্ধু	কাল রূপ সিন্ধু	রূপক কর্মধারয় সমাস	[রা. ০৯]
জীবনবারি	জীবন রূপ বারি	রূপক কর্মধারয় সমাস	[চ. ০৮]
মনবিহঙ্গ	মন রূপ বিহঙ্গ	রূপক কর্মধারয় সমাস	[দি. ১২]
জীবননদী	জীবন রূপ নদী	রূপক কর্মধারয় সমাস	[সি. ১১, ১২]
দিলদরিয়া	দিল্ রূপ দরিয়া	রূপক কর্মধারয় সমাস	[রা. ০৭, ১১]
প্রদত্ত শব্দ	**ব্যাসবাক্য**	**সমাসের নাম**	
পরানপাখি	পরান রূপ পাখি	রূপক কর্মধারয় সমাস	[চ. ০৪; কু. ১৪]
প্রাণপ্রিয়	প্রাণ রূপ প্রিয়	রূপক কর্মধারয় সমাস	[রা. ১০]
বিষাদসিন্ধু	বিষাদ রূপ সিন্ধু	রূপক কর্মধারয় সমাস	[রা. ১৩, ০৪; সি. ০৯]
ভবনদী	ভব রূপ নদী	রূপক কর্মধারয় সমাস	[রা. ০৪; সি. ১৪]
মনমাঝি	মন রূপ মাঝি	রূপক কর্মধারয় সমাস	[ঢা. ০৭]
মোহনিদ্রা	মোহ রূপ নিদ্রা	রূপক কর্মধারয় সমাস	[সি. ১৫, র. ১৫, ঢা. ১৫, ০৭; কু. ১৩]
			[চ. ০৫, ১০; য. ০৫, ১১, ১২, রা. ০৬; সি. দি. ১০]
যৌবনসূর্য	যৌবন রূপ সূর্য	রূপক কর্মধারয় সমাস	
			[রা. ০০, ০৩; ক. ০৫, ০৭, ১২ সি. ০৭; ঢা. রা.১৫, চ. ০৯; ব. ১০; ঢা. ০, ১১; দি. ১১]

দ্বিগু সমাস :

সমাহার বা মিলন অর্থে সংখ্যাবাচক শব্দের সঙ্গে বিশেষ্য পদের যে সমাস হয়, তাকে 'দ্বিগু সমাস' বলে। ব্যাসবাক্যের শেষে সাধারণত সমাহার থাকে।

অহোরাত্র	অহন ও রাত্র	দ্বিগু সমাস	[সি. ১৭]
চতুর্দশপদী	চতুর্দশ পদের সমাহার	দ্বিগু সমাস	[রা. ১৭]
তেপান্তর	তে (তিন) প্রান্তরের সমাহার	দ্বিগু সমাস	[ঢা. ১৬, ০৭, ১১; রা. ১৩, ০৮, ১১; য. ০৪, ১১; দি. ১৪; সি. ১৪,ব.১৫]
তেপায়া	তে (তিন) পায়ের সমাহার	দ্বিগু সমাস	[ঢা. ০৬]
তেমাথা	তে (তিন) মাথার সমাহার	দ্বিগু সমাস	[সি. ০৮]
ত্রিফলা	ত্রি (তিন) ফলের সমাহার	দ্বিগু সমাস	[চ. ১৭, রা. ০৪; য. ০৭; কু. ১০; সি. ১৪]
ত্রিলোক	ত্রি (তিন) লোকের সমাহার	দ্বিগু সমাস	[চ. ০৪; য. ০৯; কু. ১১, সি. ১২]
শতাব্দী	শত অব্দের সমাহার	দ্বিগু সমাস	[রা. ১৩, ০৬; কু. ০৭; সি. ১১]
সপ্তাহ	সপ্ত অহের সমাহার	দ্বিগু সমাস	[সি. ০৭, দি. ১২]
সপ্তর্ষী	সপ্ত ঋষির সমাহার	দ্বিগু সমাস	[দি. ১৭, ১৬, সি.১৫,ব. ০৯; কু. ১৪; রা. ১৪]

নিত্য সমাস :

যে সমাসে সমস্যমান পদগুলো নিত্য সমাসবদ্ধ থাকে, ব্যাসবাক্যের দরকার হয় না, তাকে 'নিত্য সমাস' বলে।

কালান্তর	অন্য কাল	নিত্য সমাস	[চ. ০৮; দি. ১০, ১১]
গৃহান্তর	অন্য গৃহ	নিত্য সমাস	[সি. ১৩, ০৪, ১০; য. ০৬]
গ্রামান্তর	অন্য গ্রাম	নিত্য সমাস	[দি.১৫,সি. ০৮, ১১]
তন্মাত্র	কেবল তা	নিত্য সমাস	[ঢা. ০৪; য. ০৭; ব. ০৯]
দেশান্তর	অন্য দেশ	নিত্য সমাস	[রা. ১৫,০৬; কু. ০৮, ১০, ১৪; দি. ০৯; ঢা. ১৩, ১১; চ. ১১]
দ্বীপান্তর	অন্য দ্বীপ	নিত্য সমাস	[চ. ০৯]
বাক্যান্তর	অন্য বাক্য	নিত্য সমাস	[সি. ১৭, ঢা. ০৬, দি. ১২; কু. ১৩]

Teachingbd24.com

অব্যয়ীভাব সমাস :

পূর্বপদে অব্যয়যোগে নিষ্পন্ন সমাসে যদি অব্যয়েরই অর্থ থাকে, তবে তাকে 'অব্যয়ীভাব সমাস' বলে। সামীপ্য (উপ), বিপ্সা (অনু, প্রতি), অভাব (নিঃ=নির), পর্যন্ত (আ), সাদৃশ্য (উপ), অনতিক্রম্যতা (যথা), অতিক্রান্ত (উৎ), বিরোধ (প্রতি), পশ্চাৎ (অনু, ঈষৎ (আ), ক্ষুদ্র অর্থে (উপ, পূর্ণ বা সমগ্র অর্থে (পরি বা সম), দূরবর্তী অর্থে (প্র, পরা), প্রতিনিধি অর্থে (প্রতি), প্রতিদ্বন্দ্বী (প্রতি) প্রভৃতি অর্থে অব্যয়ীভাব সমাস হয়।

অতিমাত্র	মাত্রাকে অতিক্রান্ত	অব্যয়ীভাব সমাস	*[সি. ০৩; ব. ০৭; কু. ০৯]*
প্রদত্ত শব্দ	**ব্যাসবাক্য**	**সমাসের নাম**	
উদ্বেল	বেলাকে অতিক্রান্ত	অব্যয়ীভাব সমাস	*[সকল বো. ১৮]*
অনুগমন	পশ্চাৎ গমন	অব্যয়ীভাব সমাস	*[চ. ০৮]*
ঘোলাটে	ঈষৎ ঘোলা	অব্যয়ী ভাব সমাস	*[চ. ০৮; রা. ১১]*
অমিল	মিলের অভাব	অব্যয়ীভাব সমাস	*[য. ০৪]*
অনুরূপ	পশ্চাদ রূপ	অব্যয়ীভাব	*[ঢা. ১৩]*
আকর্ণ	কর্ণ পর্যন্ত	অব্যয়ীভাব সমাস	*[রা.০৮]*
আজীবন	জীবন পর্যন্ত	অব্যয়ীভাব সমাস	*[ব. ০৪]*
আমূল	মূল পর্যন্ত	অব্যয়ীভাব সমাস	*[সি.,১৫,ঢা. ১০]*
আপাদমস্তক	পা থেকে মাথা পর্যন্ত	অব্যয়ীভাব সমাস	*[ঢা. ১০]*
আলুনি	নুনের অভাব	অব্যয়ীভাব সমাস	*[দি, ১৬, ঢা. ১৪; ব. ১১; সি. ১১]*
উদ্বেল	বেলাকে অতিক্রান্ত	অব্যয়ীভাব সমাস	*[দি, ১৭, সি. ০৮; কু . ১০; চ. ১৫,১৪]*
উপকণ্ঠ	কণ্ঠের সমীপে	অব্যয়ীভাব সমাস	*[ব. ০৪; সি. ০৭]*
উপজেলা	জেলার সদৃশ	অব্যয়ীভাব সমাস	*[রা. ০৩, ১১; চ. ০৬, ১১; য. ০৭; কু. ১৫,১১, ১৪; সি. ১২]*
দুর্ভিক্ষ	ভিক্ষার অভাব	অব্যয়ীভাব সমাস	*[দি. ১০]*
নির্বিঘ্ন	বিঘ্নের অভাব	অব্যয়ীভাব সমাস	*[য. ০৯]*
প্রতিক্ষণ	ক্ষণে ক্ষণে	অব্যয়ীভাব সমাস	*[সি. ০৬, ০৮]*
প্রতিচ্ছবি	ছবির সদৃশ	অব্যয়ীভাব সমাস	*[চ. ০৪, য. ০৬]*
প্রতিদান	দানের বিপরীত	অব্যয়ীভাব সমাস	*[ঢা. ০৭]*
প্রপিতামহ	পিতামহের পূর্ববর্তী	অব্যয়ীভাব সমাস	*[ঢা. ০৭]*
বিশ্রী	শ্রীর অভাব	অব্যয়ীভাব সমাস	*[রা. ০৭; য. ১১]*
মাথাপিছু	প্রতি মাথা	অব্যয়ীভাব সমাস	*[রা. ০৬]*
যথারীতি	রীতিকে অতিক্রম না করে	অব্যয়ীভাব সমাস	*[রা. ০৫; সি. ১৩, ০৯, ১৪; দি. ১১, ১৩]*
যথাসাধ্য	সাধ্যকে অতিক্রম না করে	অব্যয়ীভাব সমাস	*[ঢা. ০৪. য. সি.১৫, ১০. কু. ১২]*
যথাবিধি	বিধিকে অতিক্রম না করে	অব্যয়ীভাব সমাস	*[ব. ০৩; য. ০৬]*
হরতাল	তালের অভাব	অব্যয়ীভাব সমাস	*[সি. ০৯]*
হররোজ	রোজ রোজ	অব্যয়ীভাব সমাস	*[কু. ০৭]*
হাভাত	ভাতের অভাব	অব্যয়ীভাব সমাস	*[ঢা. ১৩, কু. ০১]*
উপনদী	নদীর সদৃশ	অব্যয়ীভাব সমাস	*][সকল বো. ১৮]*

মোহনিদ্রা, সৈন্যসামন্ত, জবাকুসুমসঙ্কাশ, প্রাণচঞ্চল, মেঘলুপ্ত, মার্তণ্ডপ্রায়, সলিলসমাধি।

মোহনিদ্রা	= মোহ রূপ নিদ্রা	রূপক কর্মধারয়	*[কু. ০১, ০৪; রা. ০১; ঢা. ০২; চ ০৩ চ. য. ০৫; ঢা. কু. ০৮; ব. ০৯; সি. ১৩]*
সৈন্যসামন্ত	= সৈন্য ও সামন্ত	দ্বন্দ্ব	*[চ. ০৩, ০৫, ০৬; ব. ০৯; সি. ১০; দি. ১৩]*

Teachingbd24.com

প্রদত্ত শব্দ	ব্যাসবাক্য	সমাসের নাম	
জবাকুসুমসঙ্কাশ	= জবা কুসুমের সঙ্কাশ	ষষ্ঠী তৎপুরুষ	
প্রাণচঞ্চল	= চঞ্চল যে প্রাণ	কর্মধারয়	[ব. ০৯; সি. ১০]
মেঘলুপ্ত	= মেঘ দ্বারা লুপ্ত	৩য়া তৎপুরুষ	[কু. ০১; চ. ০৩, ০৫; ব. ০৯]
মার্তণ্ডপ্রায়	= মার্তণ্ডের প্রায়	ষষ্ঠী তৎপুরুষ	
সলিলসমাধি	= সলিলে সমাধি	৭মী তৎপুরুষ	[চ. ০৩, ০১৫; ঢা. ০৮; ব. য. ০৯]

পুষ্পসৌরভ, জ্যোৎস্নারাত, জনমানব, অনাশ্রিত, মন্দভাগ্য, জীবনসঞ্চার, রান্নাঘর, সন্ধ্যাপ্রদীপ, জীবনপ্রদীপ, গৃহকর্ত্রী, বাক্‌বিতণ্ডা, অবিশ্বাস, বেআইনি।

পুষ্পসৌরভ	= পুষ্পের সৌরভ	ষষ্ঠী তৎপুরুষ	[য. ০১; চ. ০২, ০৭; চ. রা. ব. ০৩; কু. সি. ০৩; ০৪; ঢা. ০৫; ব. ০৭]
জ্যোৎস্নারাত	= জ্যোৎস্না শোভিত রাত	মধ্যপদলোপী কর্মধারয়	[দি,১৫,কু. ব. ০৩. সি. ১৩, ০৫; ব. ০৭; চ. ০২, ০৯]
জনমানব	= জন ও মানব	দ্বন্দ্ব	[কু. ০৯; রা. ০১; চ. ০০, ০২, ০৬;; ব. সি. রা. ঢা. চ. ০৩; কু. সি. ঢা. ০৪; কু. ০৫, ০৭; ঢা. ০৬; ব. ০৭; সি.০৫, ০৭, ০৮]
অনাশ্রিত	= নেই আশ্রয় যার	নঞ্ বহুব্রীহি	[চ. কু. ১৭, ০৩; সি. ১৩, ০৪, ০৫, য. ০৭; রা. ০৮]
মন্দভাগ্য	= মন্দ ভাগ্য যার	বহুব্রীহি	[য. ০১, ০৭; কু. ০৩; সি. ০৪, ০৫; রা. ০৮]
জীবনসঞ্চার	= জীবনের সঞ্চার	ষষ্ঠী তৎপুরুষ	[কু. ০৪]
রান্নাঘর	= রান্নার ঘর	ষষ্ঠী তৎপুরুষ	[চ. ০২; রা. ০০, ০৮; সি. ১০]
সন্ধ্যাপ্রদীপ	= সন্ধ্যাবেলায় জ্বালানো প্রদীপ	মধ্যপদলোপী কর্মধারয়	[কু. ০৪; সি. ১০]
	= সন্ধ্যার প্রদীপ	ষষ্ঠী তৎপুরুষ	[ঢা. ০৮]
	= সন্ধ্যার নিমিত্ত প্রদীপ	৪র্থী তৎপুরুষ	
জীবনপ্রদীপ	= জীবন রূপ প্রদীপ	রূপক কর্মধারয়	[দি.১৫,চ.০০, ০৩, ০৬; ঢা. ০১, য. ০১, ০৪, ০৭; রা. ০২; ব. ০৩; সি. ০৪]
গৃহকর্ত্রী	= গৃহের কর্ত্রী	ষষ্ঠী তৎপুরুষ	[চ. ০২; কু. ০৬]
বাক্‌বিতণ্ডা	= বাক্ দ্বারা বিতণ্ডা	তৃতীয়া তৎপুরুষ	[রা. ০০, য. ০১; ব. ০৮; ঢা. চ. ০৯]
অবিশ্বাস্য	= নয় বিশ্বাস্য	নঞ্ তৎপুরুষ	[চ. ০২; কু. ০৪]
বেআইনি	= নয় আইনি	নঞ্ তৎপুরুষ	[ঢা. ০১; দ চ. রা. ০২; ব. ০৩; কু. ০৪; সি. ১০]

শ্রম-কিণাঙ্ক কঠিন, বন্য-শ্বাপদ-সঙ্কুল, জরা-মৃত্যু ভীষণা, ধরণী-মেরী, খেয়াল-খুশি, জীবন-আবেগ, উদ্ধত-শির, সিন্ধু-নীর, যৌবন-বেগ, মরু কবি, বিপ্লব-অভিযান, গরল-পিয়ালা।

শ্রম-কিণাঙ্ক কঠিন	শ্রম দ্বারা কিণাঙ্ক কঠিন	তৃতীয়া তৎপুরুষ	[রা. ০৪]
	শ্রমে কিনাঙ্ক কঠিন	৭মী তৎপুরুষ	
বন্য-শ্বাপদ-সঙ্কুল	বন্য শ্বাপদে সঙ্কুল	সপ্তমী তৎপুরুষ	
	বন্য শ্বাপদ দ্বার সংকুল	৩য়া তৎপুরুষ	
জরা-মৃত্যু ভীষণা	জরা মৃত্যুতে ভীষণা	উপমান কর্মধারয়	[চ.০০]
ধরণী-মেরী	ধরণী রূপ মেরী	রূপক কর্মধারয়	[রা. ০৪]
খেয়াল-খুশি	খেয়াল ও খুশি	দ্বন্দ্ব	[চ. ০০; রা. ০৪]
জীবন-আবেগ	জীবনের আবেগ	ষষ্ঠী তৎপুরুষ	[চ.০০]
উদ্ধত-শির	উদ্ধত যে শির	কর্মধারয়	
সিন্ধু-নীর	সিন্ধুর নীর	ষষ্ঠী তৎপুরুষ	ঢা. রা. ০৪]
যৌবন-বেগ	যৌবনের বেগ	ষষ্ঠী তৎপুরুষ	[ঢা. রা. ০৪]

Teachingbd24.com

প্রদত্ত শব্দ	ব্যাসবাক্য	সমাসের নাম	
মরুকবি	মরু রূপ কবি	রূপক কর্মধারয়	
বিপ্লব-অভিযান	বিপ্লবের নিমিত্তে অভিযান	চতুর্থী তৎপুরুষ	*[য. ০৬]*
গরল-পিয়ালা	গরলের পিয়ালা	ষষ্ঠী তৎপুরুষ	*[রা. ০৪]*
গিরি-নিঃস্রাব	গিরি থেকে নিঃস্রাব	পঞ্চমী তৎপুরুষ	
কূপমণ্ডুক	কূপের মণ্ডূক (ব্যাঙ)	ষষ্ঠী তৎপুরুষ	
দোয়াত-কলম	দেয়াত ও কলম	দ্বন্দ্ব সমাজ	[য. '১৬]
সত্যাসত্য	সত্য ও অসত্য	দ্বন্দ্ব সমাজ	[ঢা. '১৬]
চিরস্থায়ী	চিরকাল ব্যাপী স্থায়ী	দ্বিতীয়া তৎপুরুষ	[রা. '১৬]
বিলাত-ফেরত	বিলাত থেকে ফেরত	৫মী তৎপুরুষ	[দি. '১৭,'১৬]
রাজপুত্র	রাজার পুত্র	৬ষ্ঠী তৎপুরুষ	[রা. ১৭, য. '১৬]
স্বাক্ষর	স্ব (নিজ) এর অক্ষর	অক্ষর সহ বর্তমান/৬ষ্ঠী তৎপুরুষ/বহুব্রীহি	[চ. '১৬]
গুণমুগ্ধ	গুণে মুগ্ধ	৭মী তৎপুরুষ	[সি. '১৬]
কুম্ভকার	কুম্ভ করে যে	উপপদ তৎপুরুষ	[সি. '১৬]
পঙ্কজ	পঙ্কে জন্মে যা	উপপদ তৎপুরুষ	[রা. '১৬]
অমানুষ	ন মানুষ	ন-ঞ তৎপুরুষ	[ব '১৬]
চোখাচোখি	চোখে চোখে যে কথা	ব্যতিহার বহুব্রীহি সমাস	[ব. '১৬]
দ্বীপ	দু দিকে অপ যার	নিপাতনে সিদ্ধ বহুব্রীহি	[রা. '১৬]
লালগোলাপ	লাল যে গোলাপ	কর্মধারয়	[ঢা. '১৬]
ফৌজদারী আদালত	ফৌজদারী বিষয়ের যে আদালত	মধ্যপদলোপী কর্মধারায়	[চ. '১৬]
তুষার ধবল	তুষারের ন্যায় ধবল	উপমান কর্মধারায়	[ব. '১৬]
বজ্রকঠোর	বজ্রের ন্যায় কঠোর	উপমান কর্মধারায়	[কু. '১৭, রা. '১৬]
মিশকালো	মিশির মতো কালো	উপমান কর্মধারায়	[রা. '১৬]
বাহুলতা	বাহুলতার ন্যায়	উপমিত কর্মধারয়	[ব. '১৬]
ব-দ্বীপ	ব-এর মতো যে দ্বীপ	উপমিত কর্মধারয়	[রা. '১৬]
প্রাণভোমরা	প্রাণ রূপ ভোমরা	রূপক কর্মধারায়	[ঢা. '১৬]
ভবনদী	ভব রূপ নদী	রূপক কর্মধারায়	[রা. '১৬]
পসুরি	পাঁচ সেরের সমাহার	দ্বিগু সমাস	[চ. '১৬]
আদিগন্ত	দিগন্ত পর্যন্ত	অব্যয়ীভাব সমাস	[ঢা. '১৬]
যথেষ্ট	ইস্টকে ব্যক্তিত অতিক্রম না করে	যথা যে ইস্ট / অব্যয়ীভাব সমাস	[চ. '১৭, সি. '১৬]
কালান্তর	অন্য কাল	নিত্য সমাস	[চ. '১৭, রা. '১৬]
মতান্তর	অন্য মত	নিত্য সমাস	[ঢা. '১৬]
যুগান্তর	অন্য যুগ	নিত্য সমাস	[য. '১৬]

Teachingbd24.com

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

পাঠ্যপুস্তক ভবন
৬৯-৭০ মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০

জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০১২ অনুযায়ী একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণির বাংলা ২য় পত্রের প্রশ্নপত্র প্রণয়নের জন্য নির্দেশনা (উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা ২০১৬ থেকে প্রযোজ্য)।

ব্যাকরণ : ৩০ নম্বর	নম্বর বিভাজন
১। উচ্চারণের যে কোনো ৫টি নিয়ম লিখতে হবে। এর বিকল্পে ৮টি শব্দের মধ্যে ৫টি শব্দের উচ্চারণ লিখতে হবে।	৫ নম্বর
২। বাংলা একাডেমি প্রণীত প্রমিত বাংলা বানানরীতির যে কোনো ৫টি নিয়ম লিখতে হবে। এর বিকল্পে ৮টি ভুল বানানের শব্দকে শুদ্ধ বানানে লিখতে হবে।	৫ নম্বর
৩। বিভিন্ন শব্দশ্রেণি (বিশেষ্য, বিশেষণ, সর্বনাম, ক্রিয়া, ক্রিয়া বিশেষণ, আবেগ শব্দ, যোজক, অনুসর্গ) থেকে একটি বর্ণনামূলক প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। বিকল্পে প্রদত্ত অনুচ্ছেদ থেকে একটি নির্দিষ্ট শব্দশ্রেণি চিহ্নিত করতে হবে।	৫ নম্বর
৪। উপসর্গ, প্রত্যয় ও সমাসের মধ্যে যে কোনো ২টি পাঠ হতে প্রশ্ন থাকবে এবং ১টির উত্তর দিতে হবে। প্রতিটি প্রশ্নেই ৮টির মধ্যে ৫টির উত্তর দিতে হবে।	৫ নম্বর
৫। বাক্যতত্ত্ব অংশ থেকে একটি বর্ণনামূলক প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। এর বিকল্পে ৮টি বাক্যের মধ্যে ৫টির বাক্যান্তর করতে হবে।	৫ নম্বর
৬। ৮টি অশুদ্ধ বাক্যের মধ্যে ৫টিকে শুদ্ধ করতে হবে। এর বিকল্পে একটি অনুচ্ছেদে বিদ্যমান অপপ্রয়োগসমূহ শুদ্ধ করতে হবে।	৫ নম্বর
নির্মিতি : ৭০ নম্বর	
১। ১৫টি বিদেশি শব্দের মধ্যে ১০টির বাংলা পারিভাষিক রূপ লিখতে হবে। এর বিকল্পে ১টি ইংরেজি ভাষার অনুচ্ছেদকে বাংলা ভাষায় অনুবাদ করতে হবে।	১০ নম্বর
২। ঘটনাসমৃদ্ধ পুরো ১টি দিনকে অবলম্বন করে ১টি দিনলিপি রচনা করতে হবে অথবা কোনো ১টি সুনির্দিষ্ট বিষয়ে (দিবস উদযাপন, ঐতিহাসিক স্থান পরিদর্শক ইত্যাদি) অভিজ্ঞতা বর্ণনা করতে হবে। এর বিকল্পে ১টি ভাষণ বা প্রতিবেদন লিখতে হবে।	১০ নম্বর
৩। একটি বিশেষ উৎসব বা উপলক্ষ (ঈদ, নববর্ষ ইত্যাদি) অবলম্বন করে ৫টি ক্ষুদে আকারের বাংলা বাক্যে একটি ক্ষুদে বার্তা বা ই-মেইল/এস এম এস রচনা করতে হবে। এর বিকল্পে যে কোনো এক প্রকার পত্র লিখতে হবে।	১০ নম্বর
৪। সারাংশ বা সারমর্ম থেকে ১টি প্রশ্ন থাকবে। এর বিকল্পে ভাবসম্প্রসারণ থেকে ১টি প্রশ্ন থাকবে। যে কোনো ১টির উত্তর দিতে হবে।	১০ নম্বর
৫। কোনো একটি বিশেষ ঘটনা বা পরিস্থিতির আলোকে নাটকের সংলাপের আকারে সংলাপ বা কথোপকথন রচনা করতে হবে। এর বিকল্পে প্রশ্নে প্রদত্ত একটি গল্পের শিরোনাম বা দৃশ্যপট অবলম্বনে একটি ক্ষুদ্রে গল্প রচনা করতে হবে।	১০ নম্বর
৬। যে কোনো ৫টি বিষয়ের ১টি অবলম্বনে একটি প্রবন্ধ লিখতে হবে। (গতানুগতিক মুখস্থনির্ভর এবং তথ্য ভারাক্রান্ত প্রবন্ধের পরিবর্তে শিক্ষার্থীর সৃজনশীলতার প্রতিফলন ঘটবে এমন ধরনের প্রবন্ধ লিখতে হবে।	২০ নম্বর

Teachingbd24.com

এইচ এস সি বাংলা ব্যকরণ

অধ্যায় ৮: বাক্য, বাক্য গঠন, বাক্যের শ্রেণিবিভাগ

[২০০০ থেকে ২০১৮ পর্যন্ত]

প্রশ্ন : বাক্য কাকে বলে? গঠন অনুসারে বাক্য কত প্রকার ও কী কী? উদাহরণসহ আলোচনা করো।

[দি. ১৭, ঢা. ০৩, ০৫, ১৪; রা. ০০, ০২, ১২, ১৪; চ. ০৫, ০৯, ১২; য. ০১, ০৫, ০৯, ১১, ১৪]

অথবা, বাক্য কাকে বলে? গঠনরীতি অনুসারে বাক্য কয় প্রকার ও কী কী? উদাহরণসহ আলোচনা করো।

[য. ১৭, কু. ১৭, ০১, ০৮, ১২; ব. ০১, ০৫, ১০, ১২, ১৪; সি. ০৭, ০৯]

অথবা, গঠন অনুসারে বাক্যের প্রকারভেদ উদাহরণসহ লেখো। **[ব. ১৭]**

উত্তর: "কোনো ভাষায় যে উক্তির সার্থকতা আছে এবং গঠনের দিক থেকে যা স্বয়ংসম্পূর্ণ, সেরূপ একক উক্তিকে ব্যাকরণে বাক্য বলে।"

"যে সুবিন্যস্ত পদসমষ্টি দ্বারা কোনো বিষয়ে বক্তার মনোভাব সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হয়, তাকে বাক্য বলে।"

গঠন অনুসারে বাক্য তিন প্রকার। যথা :

ক. সরল বাক্য, খ. জটিল বা মিশ্র বাক্য এবং গ. যৌগিক বাক্য।

(ক) সরল বাক্য : যে বাক্যে একটিমাত্র কর্তা (উদ্দেশ্য) এবং একটিমাত্র সমাপিকা ক্রিয়া (বিধেয়) থাকে, তাকে সরল বাক্য বলে। যেমন :

পুকুরে পদ্মফুল জন্মে। (এখানে 'পদ্মফুল' উদ্দেশ্য এবং 'জন্মে' বিধেয়)

রিয়া স্কুলে যায় (এখানে 'রিয়া' উদ্দেশ্য এবং 'যায়' বিধেয়)

(খ) জটিল বা মিশ্র বাক্য : যে বাক্যে একটি প্রধান খণ্ড বাক্যের এক বা একাধিক আশ্রিত বাক্য পরস্পর সাপেক্ষভাবে ব্যবহৃত হয় তাকে 'জটিল' বা 'মিশ্র বাক্য' বলে। যেমন :

আশ্রিত বাক্য	প্রধান খণ্ড বাক্য।
যে পরিশ্রম করে–	সেই সুখ লাভ করে।
সে যে অপরাধ করেছে–	তা তার মুখ দেখেই বুঝেছি।
যিনি পরের উপকার করেন–	তাঁকে সবাই শ্রদ্ধা করেন।

যৌগিক বাক্য : পরস্পর নিরপেক্ষ দুই বা ততোধিক সরলবাক্য বা মিশ্রবাক্য মিলিত হয়ে একটি সম্পূর্ণ বাক্য গঠন করলে তাকে যৌগিক বাক্য বলে। যৌগিক বাক্যের অন্তর্গত নিরপেক্ষ বাক্যগুলো এবং, ও, কিন্তু, অথবা, অথচ, কিংবা, বরং, তথাপি প্রভৃতি অব্যয়পদ দ্বারা যুক্ত থাকে। যেমন :

তার টাকা আছে কিন্তু দান করেন না।

সে কাল আসবে এবং আমি যাবো।

তার বয়স হয়েছে কিন্তু বুদ্ধি হয় নি।

প্রশ্ন : বাক্য কাকে বলে? অর্থ অনুসারে বাক্যের শ্রেণিবিভাগ আলোচনা করো। *[সি: : ২০০২]*

অথবা, বাক্যের অর্থগত শ্রেণিবিভাগ আলোচনা কর।

উত্তর : "কোনো ভাষায় সে উক্তির সার্থকতা আছে এবং গঠনের দিক থেকে যা স্বয়ংসম্পূর্ণ, সেরূপ একক উক্তিকে ব্যাকরণে বাক্য বলে।"

যে সুবিন্যস্ত পদ সমষ্টি দ্বারা কোনো বিষয়ে বক্তার মনোভাব সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হয়, তাকে বাক্য বলে।

অর্থানুসারে বাক্যকে পাঁচ ভাগে ভাগ করা যায়; যথা :

১. বর্ণনাত্মক বা নির্দেশাত্মক বাক্য;

২. প্রশ্নবোধক বা প্রশ্নাত্মক বাক্য;

৩. অনুজ্ঞাসূচক বাক্য;

৪. ইচ্ছা বা প্রার্থনাসূচক বাক্য;

৫. আবেগসূচক বাক্য।

Teachingbd24.com

এছাড়া আরও দুই প্রকার বাক্য রয়েছে।

(ক) কার্যকারণাত্মক বাক্য;

(খ) সংশয়সূচক বা সন্দেহদ্যোতক বাক্য।

১। **বর্ণনাত্মক বা নির্দেশাত্মক বাক্য :** যে বাক্যে কোনো কিছু বর্ণনা করা বোঝায় তাকে 'বর্ণনাত্মক বা নির্দেশাত্মক বাক্য' বলে। যেমন :

জাতীয় স্মৃতিসৌধ সাভারে অবস্থিত।

হৈমন্তীর বাবার নাম গৌরীশংকর বাবু।

বর্ণনাত্মক বাক্য বা নির্দেশাত্মক বাক্য দুই প্রকার :

(ক) অস্তিবাচক বা হ্যাঁ-বোধক বাক্য এবং (খ) নেতিবাচক বা না-বোধক বাক্য।

২। **প্রশ্নবোধক বা প্রশ্নাত্মক বাক্য :** যে বাক্যে কোনো কিছু জিজ্ঞাসা করা বোঝায় তাকে 'অনুজ্ঞা বা আদেশসূচক বাক্য' বলে।

যেমন : কী পড়ছে? যাবে নাকি?

৩। **অনুজ্ঞা বা আদেশসূচক বাক্য :** যে বাক্যে আদেশ, নিষেধ, উপদেশ, প্রভৃতি বোঝায় তাকে 'অনুজ্ঞা বা আদেশসূচক বাক্য' বলে। যেমন :

যা বলবে, সত্য বলবে।

দয়া করে কথা বন্ধ রাখো।

৪। **ইচ্ছা বা প্রার্থনাসূচক বাক্য :** যে বাক্যে ইচ্ছা, প্রার্থনা, আশীর্বাদ প্রভৃতি প্রকাশ পায় তাকে 'ইচ্ছা বা প্রার্থনাসূচক বাক্য' বলে।

যেমন :

তোমার মঙ্গল হোক।

তোমাদের পরীক্ষা ভালো হোক।

৫। **কার্যকারণত্মক বাক্য :** যে বাক্য কোনো কারণ বা শর্ত বোঝায় তাকে 'কার্যকারণাত্মক বাক্য' বলে।

যেমন :

পরীক্ষায় ভালো করতে হলে অবশ্যই পড়তে হবে।

দুঃখ বিনা জগতে সুখ লাভ করা যায় না।

৬। **সংশয়সূচক বা সন্দেহদ্যোতক বাক্য :** যে বাক্যে কোনো সন্দেহ, সংশয় কিংবা কোনো সম্ভাবনা প্রকাশ পায় তাকে 'সংশয়সূচক বা সন্দেহদ্যোতক বাক্য' বলে।

যেমন : হয়তো সুদিন আসবে।

হয়তো একদিন মানুষ বদলে যাবে।

৭। **বিস্ময় বা আবেগসূচক বাক্য :** যে বাক্যে হর্ষ, বিষাদ, আনন্দ, বিস্ময়, বিহ্বল প্রভৃতি প্রকাশ পায় তাকে বিস্ময় বা আবেগসূচক বাক্য বলে।

যেমন : সে আজ যাবে!

অমন কথা মুখে আনলে কী করে!

Teachingbd24.com

প্রশ্ন : বাক্য কাকে বলে? একটি সার্থক বাক্যের কী কী গুণ থাকা আবশ্যক? উদাহরণসহ আলোচনা করো।

অথবা, একটি সার্থক বাক্য গঠনের জন্য কী কী গুণ বা বৈশিষ্ট্য থাকা আবশ্যক–উদাহরণসহ আলোচনা করো। *[সকল বো. ১৮; ঢা. ০৪, ০৯, ১১; রা. ১৩, ০৮, ১০; ব. ০৬, ০৯, ১১; কু. ০৫, ০৭, ০৯, ১১, ১৪; য. ০৩, ০৫, ০৮; চ. ১৭, ০২, ০৭, ১১; সি. ০৬, ০৮, ১০, ১২, ১৪; দি. ১০, ১২, ১৪]*

একটি সার্থক বাক্যের তিনটি গুণ বা বৈশিষ্ট্য থাকা আবশ্যক। যথা :

১. আকাঙ্ক্ষা, ২. আসত্তি এবং ৩. যোগ্যতা।

১। **আকাঙ্ক্ষা :** বাক্যের অর্থ সম্পূর্ণ পরিষ্কারভাবে বোঝার জন্য এক পদের পর অন্য পদ শোনার যে ইচ্ছে তা-ই আকাঙ্ক্ষা।

যেমন : 'চন্দ্র পৃথিবীর চারদিকে–" এটুকু বললে বাক্যটিতে বক্তার সম্পূর্ণ মনোভাব প্রকাশ পায় না। আরো কিছু শোনার ইচ্ছে হয়। কিন্তু যদি বলা হয় যে, "চন্দ্র পৃথিবীর চারদিকে ঘোরে–" তাহলে বক্তার আকাঙ্ক্ষা সম্পূর্ণ নিবৃত্ত হয় এবং এটি একটি পূর্ণাঙ্গ বাক্য।

২। **আসত্তি :** বাক্যের অর্থসঙ্গতি রক্ষার জন্য সুশৃঙ্খল পদবিন্যাসকে 'আসত্তি' বলে। মনের ভাব প্রকাশের জন্য বাক্যে শব্দগুলো এমনভাবে পর পর সাজাতে হবে যাতে মনোভাব প্রকাশ বাধাগ্রস্ত না হয়।

যেমন : কাজী নজরুল ইসলাম বিখ্যাত কবি ছিলেন। বাক্যটি আসত্তিসম্পন্ন।

কিন্তু যদি বলা হয়, নজরুল বিখ্যাত ছিলেন কবি কাজী ইসলাম, তাহলে বাক্যটির 'আসত্তি' সম্পূর্ণ হবে না। সুতরাং সুশৃঙ্খল পদবিন্যাস বাক্যের জন্য অপরিহার্য।

৩। **যোগ্যতা :** বাক্যস্থিত পদসমূহের অন্তর্গত এবং ভাবগত মিলবন্ধনের নামই 'যোগ্যতা'। অর্থাৎ অর্থগত ও ভাবগত সমন্বয় থাকতে হবে। যদি বলা হয় 'মাছেরা আকাশে উড়ে' তাহলে বাক্যটি যোগ্যতা হারাবে। কেননা বাক্যটিতে অর্থগত ও ভাবগত সমন্বয় রক্ষিত হয় না। কিন্তু 'পাখিরা আকাশে ওড়ে' এটি একটি যোগ্যতাসম্পন্ন বাক্য।

বাক্যান্তর কর

বাক্য পরিবর্তন

(২০০০ থেকে ২০১৮ পর্যন্ত)

বাক্যের অর্থের পরিবর্তন না করে এক শ্রেণির বাক্যকে অন্য শ্রেণির বাক্যে পরিবর্তিত করাকে 'বাক্যান্তর' বা 'বাক্য পরিবর্তন' বলে।

নির্দেশ অনুসারে বাক্যে রূপান্তর করো।

প্রশ্ন : নিম্নলিখিত যৌগিক বাক্যগুলোকে সরল বাক্যে পরিণত কর। *[চ. ০৪, রা. ০৮, ০২, সি. ০৮]*

উত্তর : নিচে যৌগিক বাক্যগুলোকে সরল বাক্যে পরিণত করে দেখানো হলো :

যৌগিক : কন্যার বাপ সবুর করিতে পারিতেন, কিন্তু বরের বাপ সবুর করিতে চাহিলেন না।

সরল : কন্যার বাপ সবুর করিতে পারিলেও বরের বাপ সবুর করিতে চাহিলেন না।

যৌগিক : আমি ছিলাম বর, সুতরাং বিবাহ সম্বন্ধে আমার মত যাচাই করা অনাবশ্যক ছিল।

সরল : আমি বর বলে বিবাহ সম্বন্ধে আমার মত যাচাই করা অনাবশ্যক ছিল।

যৌগিক : শিশিরের বয়স যথাসময়ে ষোলো হইল; কিন্তু সেটা স্বভাবের ষোলো।

সরল : শিশিরের বয়স যথাসময়ে ষোলো হইলেও তাহা ছিল স্বভাবের ষোলো।

যৌগিক : তোমাকে এই কটি দিন মাত্র জানিলাম, তবু তোমার হাতেই ও রহিল।

সরল : তোমাকে এই কটি দিন মাত্র জানা সত্ত্বেও, তোমার হাতেই ও রহিল।

Teachingbd24.com

প্রশ্ন : নিচের অংশটুকু অস্তিবাচক বাক্যে রূপান্তর করো। [বিলাসী : ব. ০১]

তিনি স্বেচ্ছায় যখন সহমরণে যাইতে চাহিতেছেন, তখন সরকারের কী? তাঁর যে আর তিলার্ধ বাঁচিতে সাধ নাই এ কি তাহারা বুঝিবে না? তাহাদের ঘরে কি স্ত্রী নাই? তাহারা কি পাষাণ?

উত্তর : তিনি স্বেচ্ছায় যখন সহমরণে যাইতে চাহিতেছেন, তখন সরকারের কী তাহা জানিতে চাই। তাঁর যে আর তিলার্ধ বাঁচিবার সাধ নাই এ কথা তাহাদের বোঝা উচিত। তাহাদের ঘরে স্ত্রী আছে কিনা, তাহারা পাষাণ কিনা জানিতে চাই।

প্রশ্ন : নিচের বাক্যগুলোকে নির্দেশ অনুসারে রূপান্তর করো। [ঢা. ০০]

	উত্তর :
১. ধনীরা প্রায়ই কৃপণ হয়। (জটিল)	১. যারা ধনী, তারা প্রায়ই কৃপণ হয়।
২. অনেকের জীবনে প্রথমে দুঃখ আসে, পরে সুখ আসে।	২. অনেকের জীবনে দুঃখের পরে সুখ আসে।
৩. বিদ্বান হলেও তার অহঙ্কার নেই। (যৌগিক)	৩. তিনি বিদ্বান বটে, কিন্তু নিরহঙ্কারী।
৪. মিথ্যাবাদীকে সবাই অপছন্দ করে। (নেতিবাচক)	৪. মিথ্যাবাদীকে কেউ পছন্দ করে না।
৫. এ জন্যই তোমাকে সবাই প্রিয়ংবদা না বলে পারে না।(অস্তিবাচক)	৫. এ জন্যই তোমাকে সবাই প্রিয়ংবদা বলে।
৬। বাংলাদেশের রাজধানীর নাম কী তা জানতে চাই। (প্রশ্নবোধক)	৬. বাংলাদেশের রাজধানীর নাম কী?
৭. সত্য কথা না বলে বিপদে পড়েছি। (জটিল)	৭. সত্য কথা বলি নি, তাই বিপদে পড়েছি।
৮. যখন বিপদ আসে, তখন দুঃখও আসে। (যৌগিক)	৮. বিপদ এবং দুঃখ এক সঙ্গেই আসে।

প্রশ্ন : নিচের বাক্যগুলোকে নির্দেশ অনুসারে রূপান্তর করো। [কু. ০০]

	উত্তর :
১. আমারও ইঁহাদের উপর সহোদর স্নেহ আছে। (নেতিবাচক)	১. আমারও ইহাদের উপর সহোদর স্নেহ যে নেই তা নয়।
২. এসব কথা সে মুখে আনিতে পারিত না। (অস্তিবাচক)	২. এসব কথা সে মুখে আনিতে অপারগ।
৩. পুত্রদের বিদ্যালয়ের সংখ্যা করা যায় না। (প্রশ্নসূচক)	৩. পুত্রদের বিদ্যালয়ের সংখ্যা কি করা যায়?
৪. তোমাকে এই কটা দিন মাত্র জানিলাম, তবু তোমার হাতেই ও রহিল। (সরল)	৪. তোমাকে এই কটা দিন মাত্র জানা সত্ত্বেও, তোমার হাতেই ও রহিল।
৫. পৃথিবীতে অসম্ভব বলে কিছু নেই। (জটিল)	৫. যদি ইচ্ছা থাকে, তাহলে পৃথিবীতে সব কিছুই করা সম্ভব।
৬. সে অনেক চেষ্টা করে সাফল্য লাভ করেছে। (যৌগিক)	৬. সে অনেক চেষ্টা করেছে, তাই সাফল্য লাভ করেছে।
৭. এ অবস্থায় কেউ কাউকে চিনতে পারে না। (অস্তিবাচক)	৭. এ অবস্থায় কেউ কাউকে চিনতে পারা অসম্ভব।

প্রশ্ন : নিচের বাক্যগুলোকে নির্দেশ অনুসারে রূপান্তর করো। [রা. ০০]

	উত্তর :
১. যদিও তিনি বিদ্বান, তবুও তার বিন্দুমাত্র অহঙ্কার নেই। (সরল)	১. তিনি বিদ্বান হলেও নিরহঙ্কারী।
২. যে মিথ্যা কথা বলে তাকে কেউ ভালোবাসে না। (সরল)	২. মিথ্যাবাদীকে কেউ ভালোবাসে না।
৩. কোথাও ধার পেলাম না বলে তোমার কাছে এসেছি। (সরল)	৩. কোথাও ধার না পেয়ে তোমার কাছে এসেছি।
৪. যদি পাস করতে চাও, তাহলে পড়। (সরল)	৪. পাস করতে চাইলে পড়ো।
৫. আমার এমন কিছু নেই, যা তোমাকে দিতে পারি। (সরল)	৫. তোমাকে দেয়ার মতো আমার কিছু নেই।

প্রশ্ন : নিচের বাক্যগুলোকে নির্দেশ অনুসারে রূপান্তর করো। [চ. ০০]

	উত্তর :
১. সরস্বতী বর দেবেন না। (প্রশ্নবোধক)	১. সরস্বতী কি বর দেবেন না?
২. তিনি ধনী হয়েও সুখী ছিলেন না। (যৌগিক)	২. তিনি ধনী ছিলেন, কিন্তু সুখী ছিলেন না।
৩. সে দরিদ্র বটে, কিন্তু সত্যবাদী। (জটিল)	৩. যদিও তিনি দরিদ্র তথাপি তিনি সত্যবাদী।
৪. যারা জ্ঞানী, তারা সত্যিকার ধনী। (সরল)	৪. জ্ঞানীরাই সত্যিকার ধনী।
৫. শীতে দরিদ্র মানুষের খুব কষ্ট হয়। (বিস্ময়বোধক)	৫. শীতে দরিদ্র মানুষের কী কষ্ট!
৬. সে একটু বিস্মিত না হয়ে পারে না। (অস্তিবাচক)	৬. সে একটু বিস্মিত হলো।
৭. এটা নিঃসন্দেহ যে তুলসী গাছটির যত্ন নিচ্ছে কেউ। নেতিবাচক)	৭. সন্দেহ থাকে না যে, তুলসী গাছটির কেউ যত্ন নিচ্ছে।
৮. শত্রুতা অনেকের সঙ্গেই থাকে, বন্ধুত্ব থাকে কম মানুষের সঙ্গে। (সরল)	৮. অনেকের সঙ্গে শত্রুতা থাকলেও বন্ধুত্ব থাকে কম মানুষের সঙ্গে।
৯. গাছটি উপড়ানোর জন্য কারো হাত কি এগিয়ে আসে? (না-বোধক নির্দেশাত্মক)	৯. গাছটি উপড়ানোর জন্য কারো হাত এগিয়ে আসে না।
১০. আমরা বাধা দিতে পারলাম না। (অস্তিবাচক)	১০. আমরা বাধা দিতে অক্ষম ছিলাম।

https://teachingbd24.com

প্রশ্ন : নিচের বাক্যগুলোকে নির্দেশ অনুসারে রূপান্তর করো। [চ. ০১]

উত্তর :

১. ভুল সকলেই করে। (প্রশ্নবোধক) — ১. সকলেই কি ভুল করে?
২. আমি এ সাক্ষী চাই না। (জটিল) — ২. আমি সেই ব্যক্তি যে এ সাক্ষী চাই না।
৩. যে ভিক্ষা চায় তাকে দান কর। (সরল) — ৩. ভিক্ষুককে দান কর।
৪. যখন বিপদ আসে তখন দুঃখও আসে। (যৌগিক) — ৪. বিপদ এবং দুঃখ একসাথে আসে।
৫. তোমার নাম কী? (অনুজ্ঞাসূচক) — ৫. তোমার নাম বলো।
৬. আমারও এদের উপর সহোদর স্নেহ আছে। (নেতিবাচক) — ৬. আমারও এদের উপর সহোদর স্নেহ যে নেই তা নয়।
৭. যে রক্ষক সেই ভক্ষক (সরল) — ৭. রক্ষকই ভক্ষক।
৮. তারা যাবে না কোথাও। (অস্তিবাচক) — ৮. তারা এখানেই থাকবে।

প্রশ্ন : নিচের বাক্যগুলোকে নির্দেশ অনুসারে রূপান্তর করো। [চ. ০১]

উত্তর :

১. ঈদের ছুটিতে আমরা বাড়ি যাব। (জটিল) — ১. যখন ঈদের ছুটি হবে, তখন আমরা বাড়ি যাব।
২. অন্ধকে আলো দাও। (জটিল) — ২. যে অন্ধ, তাকে আলো দাও।
৩. যারা দেশপ্রেমিক, তারা দেশকে ভালোবাসে। (সরল) — ৩. দেশপ্রেমিকরা দেশকে ভালোবাসে।
৪. তুমি আসবে এবং আমি যাব। (সরল) — ৪. তুমি এলে আমি যাব।
৫. ফুল সকলেই ভালোবাসে। (প্রশ্নবোধক) — ৫. ফুল কে না ভালোবাসে?
৬. দৃশ্যটি বড়ই সুন্দর। (বিস্ময়সূচক) — ৬. দৃশ্যটি কী সুন্দর!
৭. বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ। (প্রশ্নবোধক) — ৭. বাংলাদেশ কি একটি উন্নয়নশীল দেশ নয়?

প্রশ্ন : নিচের বাক্যগুলোকে নির্দেশ অনুসারে রূপান্তর করো। [চ. ০১]

উত্তর :

১. ইন্দ্রের যেমন ঐরাবত আমার তেমনি পদ্মা। (সরল) — ১. ইন্দ্রের ঐরাবতের মতোই আমার পদ্মা।
২. সত্য কথা না বলে বিপদে পড়েছি। (যৌগিক) — ২. সত্য কথা বলি নি, তাই বিপদে পড়েছি।
৩. দোষ স্বীকার কর, তোমাকে শাস্তি দিব না। মিশ্র) — ৩. তুমি যদি দোষ স্বীকার করো, তাহলে তোমাকে শাস্তি দিব না।
৪. ধনীরা প্রায়ই কৃপণ হয়। (জটিল) — ৪. যারা ধনী, তারা প্রায়ই কৃপণ হয়।
৫. লক্ষ্মী বর দেবেন না। (প্রশ্নসূচক) — ৫. লক্ষ্মী কি বর দেবেন?
৬. মন দিয়ে লেখাপড়া করা উচিত। (অনুজ্ঞাসূচক) — ৬. মন দিয়ে লেখাপড়া করো।
৭. ত্যাগের এ মহিমা অপূর্ব। (বিস্ময়বোধক) — ৭. কী অপূর্ব ত্যাগের মহিমা।
৮. উপায়ন্তর না থাকলে দেশান্তরে যেতে হবে। (না-বোধক) — ৮. উপায়ন্তর না থাকলে দেশে থাকা হবে না।

প্রশ্ন : নিচের বাক্যগুলোকে নির্দেশ অনুসারে রূপান্তর করো। [কু. ০১]

উত্তর :

১. সারথি ভূপতির আদেশ পাইয়া, পুনর্বার রথ চালনা করিল।(চলিত) — ১. সারথি ভূপতির আদেশ পেয়ে পুনরায় রথ চালনা করল।
২. কেহ কহিয়া দিতেছে না। (অস্তিবাচক) — ২. সকলেই কহিয়া দিতে অসম্মতি প্রকাশ করিতেছে।
৩. তিনি দরিদ্র হলেও ভদ্র। (যৌগিক) — ৩. তিনি দরিদ্র, কিন্তু ভদ্র।
৪. এ জন্যই তোমাকে সকলে প্রিয়ংবদা বলে (নেতিবাচক) — ৪. এ জন্যই তোমাকে সকলে প্রিয়ংবদা না বলে পারে না।
৫. আমার নিবাস নেই। (জটিল) — ৫. আমি এমন ব্যক্তি যার কোনো নিবাস নেই।
৬. তোমার যিনি বাপ তার নাম কী? (সরল) — ৬. তোমার বাপের নাম কী?
৭. পুলিশের লোক জানিবে কি করিয়া? (নেতিবাচক) — ৭. পুলিশের লোকেরা জানিবার কোনো উপায় নাই।

প্রশ্ন : নিচের বাক্যগুলোকে নির্দেশ অনুসারে রূপান্তর করো। [ঢা. ০১]

উত্তর :

১. লোভ পরিত্যাগ কর, তুমি সুখে থাকবে। (সরল) — ১. লোভ পরিত্যাগ করলে তুমি সুখে থাকবে।
২. পড়াশোনা করলে জীবনে উন্নতি করতে পারবে। (যৌগিক) — ২. পড়াশোনা কর, জীবনে উন্নতি করতে পারবে।

Teachingbd24.com

৩. দোষ করেছো অতএব শাস্তি পাবে। (মিশ্র)
৪. মানুষ মরণশীল। (নেতিবাচক)
৫. এমন লোক নেই যিনি দেশকে ভালোবাসেন না। (অস্তিবাচক)
৬. পিতা যখন আছেন তখন পুত্রকে খোঁজ কেন? (যৌগিক)
৭. শৈশবে তাঁর বাবা মারা যান। (প্রশ্নবোধক)
৮. টাকায় কি সবই হয়? (নেতিবাচক)

৩. যেহেতু দোষ করেছো, সেহেতু শাস্তি পাবে।
৪. কোনো মানুষ অমর নয়।
৫. সকলেই দেশকে ভালোবাসেন।
৬. পিতা আছেন, সুতরাং পুত্রকে খোঁজ কেন?
৭. তাঁর বাবা কি শৈশবে মারা যাননি?
৮. টাকায় হয় না এমন কিছু আছে কি?

প্রশ্ন : নিচের বাক্যগুলোকে নির্দেশ অনুসারে রূপান্তর করো। [ঢা. ০২]

১. তিনি ধনী হয়েও অসুখী ছিলেন। (নেতিবাচক)
২. রহিমের স্বাস্থ্য ভালো নয়। (অস্তিবাচক)
৩. তুমি ধনী কিন্তু উদার নও। (জটিল)
৪. অল্পলোকেই বেদের অর্থ বুঝতো। (নেতিবাচক)
৫. দয়া করে সব খুলে বলুন। (যৌগিক)
৬. সে মরবে, তবুও একথা বলবে না। (জটিল)
৭. তাদের যে দৃষ্টি তাতে সামান্য বিস্ময়ের ভাব। (সরল)
৮. এ কথা কোনো বাপ ভদ্র সমাজে কবুল করিতে চাহিত না। (প্রশ্নবাচক)

উত্তর :

১. তিনি ধনী হয়েও সুখী ছিলেন না।
২. রহিম অসুস্থ।
৩. যদিও তুমি ধনী, তথাপি তুমি উদার নও।
৪. অনেকেই বেদের অর্থ বুঝতো না।
৫. দয়া করুন এবং সব খুলে বলুন।
৬. যদি তার মৃত্যুও হয় তবুও একথা বলবে না।
৭. তাদের দৃষ্টিতে সামান্য বিস্ময়ের ভাব।
৮. এ কথা কোনো বাপ কি ভদ্র সমাজে কবুল করিতে চাহিত?

প্রশ্ন : নিচের বাক্যগুলোকে নির্দেশ অনুসারে রূপান্তর করো। [কু. ০২]

১. দেশপ্রেমিকরা দেশকে ভালোবাসে। (জটিল)
২. পৃথিবীতে অবাস্তব বলে কিছুই নেই। (অস্তিবাচক)
৩. শীতে দরিদ্র মানুষের খুব কষ্ট হয়। (বিস্ময়সূচক)
৪. তোমার এ রূপ ব্যবহার উচিত হয় নি। (অস্তিবাচক)
৫. আজকাল সব জিনিসই দুর্লভ। (নেতিবাচক)
৬. আমার কথা বিশ্বাস কর, তোমার মঙ্গল হবে। (সরল)
৭. পরিশ্রম কর তবে ফল পাবে। (মিশ্র)

উত্তর :

১. যারা দেশপ্রেমিক, তারা দেশকে ভালোবাসে।
২. পৃথিবীর সব কিছুই বাস্তব।
৩. আহা! শীতে দরিদ্র মানুষের কী কষ্ট।
৪. তোমার এ রূপ ব্যবহার অনুচিত।
৫. আজকাল কোনো জিনিসই সহজে লাভ করা যায় না।
৬. আমার কথা বিশ্বাস করলে তোমার মঙ্গল হবে।
৭. যদি পরিশ্রম কর, তবে ফল পাবে।

প্রশ্ন : নিচের বাক্যগুলোকে নির্দেশ অনুসারে রূপান্তর করো। [ব. ০২]

১. ভালো ছেলেরা শিক্ষকের আদেশ পালন করে। (মিশ্র)
২. যাদের বুদ্ধি নেই, তারাই এ কথা বিশ্বাস করবে। (সরল)
৩. মেঘ গর্জন করে, তবে ময়ূর নৃত্য করে। (সরল)
৪. আমি বহু কষ্টে শিক্ষা লাভ করেছি। (যৌগিক)
৫. যখন বিপদ আসে, তখন দুঃখও আসে। (যৌগিক)
৬. তাঁর টাকা আছে, কিন্তু তিনি দান করেন না। (মিশ্র)
৭. যে সকল পশু মাংস ভোজন করে, তারা অত্যন্ত বলবান হয়। (সরল)
৮. ভিক্ষুককে দান করো। (মিশ্র)

উত্তর :

১. যারা ভালো ছেলে, তারা শিক্ষকের আদেশ পালন করে।
২. বুদ্ধিহীনেরাই এ কথা বিশ্বাস করবে।
৩. মেঘ গর্জন করলে ময়ূর নৃত্য করে।
৪. আমি বহু কষ্ট করেছি এবং শিক্ষা লাভ করেছি।
৫. বিপদ এবং দুঃখ একসাথে আসে।
৬. যদিও তার টাকা আছে, তবুও তিনি দান করেন না।
৭. মাংসভোজী পশুরা অত্যন্ত বলবান হয়।
৮. যে ভিক্ষা চায়, তাকে দান কর।

প্রশ্ন : নিচের বাক্যগুলোকে নির্দেশ অনুসারে রূপান্তর করো। [ব. ০২]

১. যা বার্ধক্য তা সবসময় বয়সের ফ্রেমে বাঁধা যায় না। (সরল)
২. পরিশ্রমী ব্যক্তি সুখী হয়। (জটিল)
৩. তিনি ধনী হয়েও সুখী ছিলেন না। (যৌগিক)
৪. কেহ কহিয়া দিতেছে না। (অস্তিবাচক)

উত্তর :

১. বার্ধক্যকে সবসময় বয়সের ফ্রেমে বাঁধা যায় না।
২. যে ব্যক্তি পরিশ্রম করে, সে ব্যক্তি সুখী হয়।
৩. তিনি ধনী ছিলেন কিন্তু সুখী ছিলেন না।
৪. সবাই কহিয়া দেওয়া হইতে বিরত থাকিতেছে।

Teachingbd24.com

৫. জন্মভূমিকে সবাই ভালোবাসে। (নেতিবাচক)
৬. এতে দোষ নেই। (প্রশ্নবাচক)
৭. দেশের সেবা করা সকলের কর্তব্য। (অনুজ্ঞাসূচক)
৮. সে কাল আসলে আমি যাব। (জটিল)

৫. জন্মভূমিকে কে না ভালোবাসে?
৬. এতে দোষের কী আছে?
৭. সকলে দেশ সেবা করো।
৮. যদি সে কাল আসে, তাহলে/তবে আমি যাব।

প্রশ্ন : নিচের বাক্যগুলোকে নির্দেশ অনুসারে রূপান্তর করো। [রা. ০২]

উত্তর :

১. লোকটি অশিক্ষিত হলেও অভদ্র নয়। (যৌগিক)
২. সে নিরপরাধ, অতএব সে মুক্তি পাবে। (জটিল)
৩. এত সাধনা করলাম কিন্তু তোমার মন পেলাম না। (সরল)
৪. সৎলোক্ কখনো মিথ্যার সাথে আপস করে না। (জটিল)
৫. ছেলেটি গরিব, কিন্তু মেধাবী। (সরল)
৬. শহীদের মৃত্যু নেই। (অস্তিবাচক)
৭. দুর্জনকে দূরে রেখো। (অনুজ্ঞাসূচক)

১. লোকটি অশিক্ষিত কিন্তু অভদ্র নয়।
২. যেহেতু সে নিরপরাধ, সেহেতু সে মুক্তি পাবে।
৩. এত সাধনা করেও তোমার মন পেলাম না।
৪. যে সৎলোক, সে কখনো মিথ্যার সাথে আপস করে না।
৫. ছেলেটি গরিব হলেও মেধাবী।
৬. শহীদেরা অমর।
৭. দুর্জনের কাছ থেকে দূরে থাকা উচিত।

প্রশ্ন : নিচের বাক্যগুলোকে নির্দেশ অনুসারে রূপান্তর করো। [চ. ০২]

উত্তর :

১. আমি তোমাকে কিছুই দেব না। (অস্তিবাচক)
২. বাঙালির আত্মজাগরণ অভিনন্দনের দাবি রাখে। (জটিল)
৩. যদি সাফল্য চাও তাহলে পরিশ্রম কর। (যৌগিক)
৪. তুমি আবার এসো। (নেতিবাচক)
৫. শুধু তোমার কথায় এমন কাজ করা যায় না। (প্রশ্নবোধক)
৬. সে আর আসবে না। (অস্তিবাচক)
৭. সন্ধ্যার পর অন্ধকার ঘনিয়ে এলো। (বিস্ময়সূচক)
৮. ধার্মিকেরা সুখী। (জটিল)

১. তোমাকে কিছু দেওয়া থেকে আমি বিরত থাকব।
২. যা অভিনন্দনের দাবি রাখে, তা বাঙালির আত্মজাগরণ।
৩. পরিশ্রম কর এবং সাফল্য অর্জন কর।
৪. তুমি আবার না আসলে হবে না।
৫. শুধু তোমার কথায় এমন কাজ করা যায় কি?
৬. সে আবার আসা থেকে বিরত থাকবে।
৭. কী অন্ধকার ঘনিয়ে এলো সন্ধ্যার পর!
৮. যারা ধার্মিক, তারা সুখী।

প্রশ্ন : অস্তিবাচক বাক্যে রূপান্তর করো। [সি. ২০০২, ঢা. ০৬]

উত্তর :

১. হৈম তাহার অর্থ বুঝিল না।
২. দেবার্চনার কথা কোনো দিন তিনি চিন্তাও করেন নাই।
৩. না মহারাজ, তিনি আশ্রমে নাই।
৪. এরূপ রূপবতী রমণী আমার অন্তঃপুরে নাই।
৫. মানুষটা সমস্ত রাত খেতে পাবে না।

১. হৈম তাহার অর্থ বুঝিতে অপারগ ছিল।
২. দেবার্চনার কথা সর্বদা তার চিন্তাবহির্ভূত ছিল।
৩. হ্যাঁ মহারাজ, তিনি আশ্রমের বাইরে আছেন।
৪. আমার অন্তঃপুর এরূপ রূপবতী রমণী বিবর্জিত।
৫. মানুষটা সমস্ত রাত অনাহারে থাকবে।

প্রশ্ন : নিচের নেতিবাচক বাক্যগুলোর প্রশ্নবাচক বাক্যে রূপান্তর করো। [চ. ০৩]

উত্তর :

১. সরস্বতী বর দেবেন না।
২. তাদের সে জ্বালা নাই।
৩. তাহার ফোর্থ ক্লাসে পড়ার ইতিহাস কখনো শুনি নাই।
৪. এ কথা কোনো বাপ ভদ্র সমাজে কবুল করিতে চাহিত না।
৫. অনেক দিন মৃত্যুঞ্জয়ের দেখা নাই।

১. সরস্বতী বর দেবেন কি?
২. তাদের সে জ্বালা আছে কি?
৩. তাহার ফোর্থ ক্লাসে পড়ার ইতিহাস কখনো শুনিয়াছ কি?
৪. এ কথা কোনো বাপ ভদ্র সমাজে কবুল করিতে চাহিত কি?
৫. অনেক দিন মৃত্যুঞ্জয়ের দেখা পাওয়া গেছে কি?

প্রশ্ন : নিচের বাক্যগুলোকে নির্দেশ অনুসারে রূপান্তর করো। [রা. ০৩]

উত্তর :

১. শৈশবে তাঁর বাবা মারা যান। (প্রশ্নবোধক)
২. মানুষ মরণশীল। (নেতিবাচক)

১. শৈশবে কি তাঁর বাবা মারা যান?
২. মানুষ অমর নয়।

Teachingbd24.com

৩. সৎ ব্যক্তি বলে সকলে তাকে শ্রদ্ধা করে। (যৌগিক)	৩. তিনি সৎ ব্যক্তি, এজন্য সকলে তাকে শ্রদ্ধা করে।
৪. তুমি অধম তাই বলে আমি উত্তম হব না কেন? (সরল)	৪. তুমি অধম বলে আমি উত্তম হব না কেন?
৫. ধনের ধর্মই অসাম্য। (যৌগিক)	৫. ধনের ধর্ম যা, তা অসাম্য।
৬. মানুষটা সমস্ত রাত খেতে পাবে না। (প্রশ্নবোধক)	৬. মানুষটা সমস্ত রাত খেতে পাবে কি?
৭. এতে দোষ কি? (নেতিবাচক)	৭. এতে দোষ নেই।
৮. হৈম তার অর্থ বুঝল না। (অস্তিবাচক)	৮. হৈমর কাছে তার অর্থ অবোধ্য রইল।

প্রশ্ন : অস্তিবাচক বাক্যকে নেতিবাচকে এবং নেতিবাচক বাক্যকে অস্তিবাচকে রূপান্তর করো। [রা. ০৩]

উত্তর :

১. আপনি আমায় অবিশ্বাস করছেন।	১. আপনি আমায় বিশ্বাস করছেন না।
২. ওরা তোমাকে পাঠিয়েছে।	২. ওরা কি তোমাকে পাঠায় নি?
৩. সে কিছুতেই সন্তুষ্ট নয়।	৩. সে সব কিছুতেই অসন্তুষ্ট।
৪. আমি অন্য ঘরে যাব না।	৪. আমি এই ঘরে থাকব।
৫. খুব সময়মতো এসে পড়েছি।	৫. একেবারেই অসময়ে এসে পড়ি নি।
৬. একে আমি মরতে দিব না।	৬. একে আমি বাঁচিয়ে রাখব।
৭. আদরের দেমাক করিস না।	৭. আদরের দেমাক করা থেকে বিরত হও।
৮. আরও দুবার ফোন করেছি।	৮. দুবারের কম ফোন করি নি।

প্রশ্ন : নিচের জটিল বাক্যগুলোকে সরল বাক্যে রূপান্তর করো। [কু. ০৩]

উত্তর :

১. কেহ কহিয়া দিতেছে না তথাপি তপোবন বলিয়া বোধ হইতেছে।	১. কেহ কহিয়া না দিলেও তপোবন বলিয়া বোধ হইতেছে।
২. যদি কার্যক্ষতি না হয়, তথায় গিয়া অতিথি সৎকার করুন।	২. কার্যক্ষতি না হইলে তথায় গিয়া অতিথি সৎকার করুন।
৩. ইহারা যে রূপ, এরূপ রূপবতী রমণী আমার অন্তঃপুরে নাই।	৩. ইহাদের মত রূপবতী রমণী আমার অন্তঃপুরে নাই।
৪. শরাসনে যে শর সংহতি করিয়াছে, আশু তাহার প্রতিসংহার করুন।	৪. শরাসনে সংহত শরের আশু প্রতিসংহার করুন।
৫. তুমি নবমালিকা, কুসুমকোমল, তথাপি তোমার আলবাল জলসেচনে নিযুক্ত করিয়াছেন।	৫. তুমি নবমালিকা, কুসুমকোমলা, হওয়া সত্ত্বেও তোমায় আলবাল জলসেচনে নিযুক্ত করিয়াছেন।

প্রশ্ন : নিচের বাক্যগুলোকে নির্দেশ অনুসারে রূপান্তর করো। [ব. ০৪]

উত্তর :

১. সৌরভের স্বাস্থ্য ভালো নয়। (অস্তিবাচক)	১. সৌরভের স্বাস্থ্য খারাপ।
২. আজকাল সব জিনিসই দুর্লভ। (নেতিবাচক)	২. আজকাল কোনো জিনিসই সহজলভ্য নয়।
৩. এতে দোষ নেই। (প্রশ্নবাচক)	৩. এতে কি দোষ নেই?
৪. দেশের সেবা করা সকলের কর্তব্য। (অনুজ্ঞাসূচক)	৪. দেশের সেবা করো।
৫. শীতে দরিদ্র মানুষের খুব কষ্ট হয়। (বিস্ময়সূচক)	৫. শীতে দরিদ্র মানুষের কী কষ্ট!
৬. যা বার্ধক্য তা বয়সের ফ্রেমে বাঁধা যায় না। (সরল)	৬. বার্ধক্যকে বয়সের ফ্রেমে বাঁধা যায় না।
৭. সে মরবে, তবু একথা বলবে না। (জটিল)	৭. যদি তার মৃত্যুও হয়, তবুও একথা বলবে না।
৮. দয়া করে সব কথা খুলে বলুন। (যৌগিক)	৮. দয়া করুন এবং সব কথা খুলে বলুন।
৯. ভালো ছেলেরা শিক্ষকের আদেশ পালন করে। (মিশ্র)	৯. যারা ভালো ছেলে, তারা শিক্ষকের আদেশ পালন করে।

প্রশ্ন : নিচের বাক্যগুলোকে নির্দেশ অনুসারে রূপান্তর করো। [চ. ০৪]

উত্তর :

১. ধনীরা প্রায়ই কৃপণ হয়। (জটিল)	১. যারা ধনী, তারা প্রায়ই কৃপণ হয়।
২. এতে দোষ কি! (নেতিবাচক)	২. এতে দোষ নেই। [চ. ০৭]
৩. মন দিয়ে লেখাপড়া করা উচিত। (অনুজ্ঞাসূচক)	৩. মন দিয়ে লেখাপড়া কর।
৪. সত্য কথা না বলে বিপদে পড়েছি। (যৌগিক)	৪. সত্য কথা বলি নি, তাই বিপদে পড়েছি।
৫. ছাত্রদের অধ্যয়নই তপস্যা। (জটিল)	৫. যারা ছাত্র তাদের অধ্যয়নই তপস্যা।
৬. সেই বাঁশির সুর ভারি মিষ্টি। (বিস্ময়সূচক)	৬. আহ্! ভারি মিষ্টি সেই বাঁশির সুর।
৭. হৈম তার অর্থ বুঝল না। (অস্তিবাচক)	৭. হৈমর কাছে তার অর্থ অবোধ্য রইল।

Teachingbd24.com

প্রশ্ন : নিচের বাক্যগুলোকে নির্দেশ অনুসারে রূপান্তর করো। [রা. ০৪]

উত্তর :

১. না মহারাজ, তিনি আশ্রমে নাই। (অস্তিবাচক) — ১. হাঁ মহারাজ, তিনি আশ্রমের বাইরে আছেন।
২. প্রিয়ংবদা যথার্থ কহিয়াছ। (নেতিবাচক) — ২. প্রিয়ংবদা অযথার্থ কহে নাই।
৩. সরস্বতী বর দেবেন না। (প্রশ্নবোধক) — ৩. সরস্বতী বর দেবেন কি?
৪. তাহারা কি পাষাণ? (নেতিবাচক) — ৪. তাহারা পাষাণ নয়।
৫. জননী ও জন্মভূমি কি স্বর্গের চেয়েও প্রিয় নয়? (নির্দেশক) — ৫. জননী ও জন্মভূমি স্বর্গের চেয়েও প্রিয়।
৬. আমি তোমাকে নিতে এসেছি। (জটিল) — ৬. আমি তোমাকে নেব বলে এসেছি।
৭. যারা ভালো ছেলে, তারা গুরুজনের কথা মেনে চলে। (সরল) — ৭. ভালো ছেলেরা গুরুজনের কথা মেনে চলে।
৮. যদিও সে দরিদ্র, তথাপি সে চরিত্রবান। (যৌগিক) — ৮. সে দরিদ্র কিন্তু চরিত্রবান।

প্রশ্ন : নিচের বাক্যগুলোকে নির্দেশ অনুসারে রূপান্তর করো। [ঢা. ০৬]

উত্তর :

১. লোভ পরিত্যাগ করলে সুখে থাকবে। (জটিল) — ১. যদি লোভ পরিত্যাগ কর, তাহলে সুখে থাকবে।
২. বিদ্বান হলেও তার অহংকার নেই। (যৌগিক) — ২. তিনি বিদ্বান, কিন্তু অহংকার নেই।
৩. আমার কথা বিশ্বাস কর, তোমার মঙ্গল হবে। (সরল) — ৩. আমার কথা বিশ্বাস করলে তোমার মঙ্গল হবে।
৪. শাহানার স্বাস্থ্য ভালো। (নেতিবাচক) — ৪. শাহানার স্বাস্থ্য খারাপ নয়।
৫. মিথ্যাবাদীকে কেউ পছন্দ করে না। (অস্তিবাচক) — ৫. মিথ্যাবাদীকে সকলেই অপছন্দ করে।
৬. মন দিয়ে লেখাপড়া করা উচিত। (অনুজ্ঞা) — ৬. মন দিয়ে লেখাপড়া করিও।
৭. হৈম তাহার অর্থ বুঝিল না। (অস্তিবাচক) — ৭. হৈম তাহার অর্থ বুঝিতে ব্যর্থ হলো।
৮. ভুল সকলেই করে। (প্রশ্নবাচক) — ৮. সকলেই কি ভুল করে?

প্রশ্ন : নিচের বাক্যগুলোকে নির্দেশ অনুসারে রূপান্তর করো। [রা. ০৬]

উত্তর :

১. হৈম তাহার অর্থ বুঝিল না। (অস্তিবাচক) — ১. হৈম তাহার অর্থ বুঝিতে ব্যর্থ হইল।
২. বিদ্বান হলেও তার অহঙ্কার নেই। (যৌগিক) — ২. তিনি বিদ্বান, কিন্তু অহঙ্কার নেই।
৩. সরস্বতী বর দেবেন না। (প্রশ্নবাচক) — ৩. সরস্বতী বর দেবেন কি?
৪. পরিশ্রমী লোকই সাফল্য লাভ করে। (জটিল) — ৪. যারা পরিশ্রমী লোক, তারাই সাফল্য লাভ করে।
৫. পঞ্জিকার পাতা উল্টাইতে থাকিল। (নেতিবাচক) — ৫. পঞ্জিকার পাতা উল্টানো বন্ধ রইল না।
৬. যাদের বুদ্ধি নেই, তারাই এ কথা বিশ্বাস করবে। (সরল) — ৬. বুদ্ধিহীনরাই এ কথা বিশ্বাস করবে।
৭. একলা যেতে ভয় করবে না তো? (অস্তিবাচক) — ৭. একলা যেতে ভয় করবে কিনা জানতে চাই।
৮. দেশের সেবা করা সকলের কর্তব্য। (অনুজ্ঞাসূচক) — ৮. সকলেই দেশের সেবা করবে।

প্রশ্ন : নিচের বাক্যগুলোকে নির্দেশ অনুসারে রূপান্তর করো। [চ. ০৭]

উত্তর :

১. সে মরবে, তবুও একথা বলবে না। (মিশ্র) — ১. যদিও সে মরবে তবুও একথা বলবে না।
২. রহিমের স্বাস্থ্য ভালো নয়। (অস্তিবাচক) — ২. রহিমের স্বাস্থ্য খারাপ।
৩. লোকটি অশিক্ষিত হলেও অভদ্র নয়। (যৌগিক) — ৩. লোকটি অশিক্ষিত কিন্তু অভদ্র নয়।
৪. এত সাধনা করলাম, কিন্তু তোমার মন পেলাম না। (সরল) — ৪. এত সাধনা করেও তোমার মন পেলাম না।
৫. দেশের সেবা করা সকলের কর্তব্য। (অনুজ্ঞাবাচক) — ৫. সকলে দেশ সেবা করো।
৬. এতে দোষ কী? (নেতিবাচক) — ৬. এতে দোষ নেই।
৭. শৈশবে তাঁর বাবা মারা যান। (প্রশ্নবাচক) — ৭. তাঁর বাবা কি শৈশবে মারা যান?
৮. সুসংবাদটা পেয়ে সে আনন্দিত হলো। (জটিল) — ৮. যখন সে সুসংবাদটা পেল তখন সে আনন্দিত হলো।
৯. যদি পড়াশোনা না কর তাহলে ভবিষ্যৎ অন্ধকার। (যৌগিক) — ৯. পড়াশোনা কর নইলে ভবিষ্যৎ অন্ধকার।

Teachingbd24.com

প্রশ্ন : নিচের বাক্যগুলোকে নির্দেশানুসারে রূপান্তর করো। [চ. ০৭]

উত্তর :

১. কেহ কহিয়া না দিলেও তপোবন বলিয়া বোধ হইতেছে। (জটিল)
১. কেহ কহিয়া দিতেছে না, তথাপি তপোবন বলিয়া বোধ হইতেছে।

২. প্রিয়ংবদা যথার্থ কহিয়াছে। (নেতিবাচক)
২. প্রিয়ংবদা অযথার্থ কহে নাই।

৩. তাদের সে জ্বালা নাই। (প্রশ্নবাচক)
৩. তাহাদের সে জ্বালা আছে কি?

৪. ওকে চেনাই যায় না। (অস্তিবাচক)
৪. ওকে চেনাই দায়।

৫. হৈমন্তী চুপ করিয়া রহিল। (নেতিবাচক)
৫. হৈমন্তী কোনো কথা কহিল না।

প্রশ্ন : নিচের বাক্যগুলোকে নির্দেশ অনুসারে রূপান্তর করো। [চ. ০৭]

উত্তর :

১. সন্দেহ থাকে না যে তুলসী গাছটির যত্ন নিচ্ছে কেউ।
১. এটা নিঃসন্দেহ যে তুলসী গাছটির যত্ন নিচ্ছে কেউ।

২. সে একটু বিস্মিত না হয়ে পারে না।
২. সে একটু বিস্মিতই হয়।

৩. গাছটি উপড়ানোর জন্য কারো হাত এগিয়ে আসে না।
৩. গাছটি উপড়ানোর ব্যাপারে সবাই নীরব রইল।

৪. হয়তো তার যাত্রা শেষ হয় নাই।
৪. তার যাত্রা হয়তো এখনো বাকি আছে।

৫. হিন্দু রীতিনীতি এদের তেমন ভালো জানা নেই।
৫. হিন্দু রীতিনীতি এদের অনেকটাই অজানা।

প্রশ্ন : নিচের বাক্যগুলোকে নির্দেশ অনুসারে বাক্যান্তর করো। [ঢা. ০৮]

উত্তর :

১. কেহ কহিয়া দিতেছে না। (অস্তিবাচক)
১. সকলেই নীরব থাকিতেছে।

২. প্রিয়ংবদা যথার্থ কহিয়াছে। নেতিবাচক)
২. প্রিয়ংবদা অযথার্থ কহে নাই।

৩. বরফ গলিল না। (অস্তিবাচক)
৩. বরফ অগলিত রইল।

৪. হৈমন্তী চুপ করিয়া রহিল। (নেতিবাচক)
৪. হৈমন্তী কোনো কথা বলিল না।

৫. পুলিশের লোক জানিবে না। (প্রশ্নবোধক)
৫. পুলিশের লোক জানিবে কি?

প্রশ্ন : নেতিবাচক বাক্যকে অস্তিবাচক বাক্যে রূপান্তর করো। [কু. ০৮]

উত্তর :

১. হৈম তাহার অর্থ বুঝিল না।
১. হৈম তাহার অর্থ বুঝিতে ব্যর্থ হইল।

২. এসব কথা সে মুখে আনিতে পারিত না।
২. এসব কথা মুখে আনা তার পক্ষে অসম্ভব ছিল।

৩. সে একটু বিস্মিত না হয়ে পারে না।
৩. সে একটু বিস্মিত হলো।

৪. হয়তো তার যাত্রা শেষ হয় নাই।
৪. হয়তো তার যাত্রা এখনো চলছে।

৫. তাতে সমাজজীবন চলে না।
৫. তাতে সমাজজীবন অচল হয়ে পড়ে।

প্রশ্ন : নিচের বাক্যগুলোকে নির্দেশ অনুসারে রূপান্তর করো। [রা. ০৮]

উত্তর :

১. এ কথা কোনো বাপ ভদ্র সমাজে কবুল করিতে চাহিত না। (প্রশ্নবাচক)
১. এ কথা কোনো বাপ ভদ্র সমাজে কবুল করিতে চাহিত কি?

২. ছাত্রদের অধ্যয়নই তপস্যা। (জটিল)
২. যারা ছাত্র তাদের অধ্যয়নই তপস্যা।

৩. এতে দোষ কি? (নেতিবাচক)
৩. এতে দোষ নেই।

৪. এটা নিঃসন্দেহ যে তুলসী গাছটির যত্ন নিচ্ছে কেউ। (নেতিবাচক)
৪. এটা সন্দেহ থাকে না যে তুলসী গাছটির যত্ন নিচ্ছে কেউ।

৫. এ অবস্থায় কেউ কাউকে চিনতে পারে না। (অস্তিবাচক)
৫. এ অবস্থায় কেউ কাউকে চিনতে পারা অসম্ভব।

৬. তোমার এই কটা দিন মাত্র জানিলাম, তবু তোমার হাতেই ও রহিল। (সরল)
৬. তোমাকে এই কটা দিন মাত্র জানা সত্ত্বেও তোমার হাতেই ও রহিল।

৭. তোর নাম কী? (অনুজ্ঞাসূচক)
৭. তোর নাম বল।

৮. দৃশ্যটি বড়ই সুন্দর। (বিস্ময়সূচক)
৮. দৃশ্যটি কী সুন্দর!

৯. যে রক্ষক সেই ভক্ষক। (সরল)
৯. রক্ষকই ভক্ষক হয়।

Teachingbd24.com

প্রশ্ন : নিচের বাক্যগুলোকে নির্দেশ অনুসারে রূপান্তর করো। [সি. ০৮]

উত্তর :

১. এ আশ্রম মৃগ, বধ করিবেন না। (অস্তিবাচক) — ১. এ আশ্রম মৃগ, বধ করা হইতে বিরত হউন।

২. আমারও ইহাদের উপর সহোদর স্নেহ আছে। (নেতিবাচক) — ২. আমারও যে ইহাদের উপর সহোদর স্নেহ নাই তাহা নহে।

৩. আমি ছিলাম বর, সুতরাং বিবাহ সম্বন্ধে আমার মত যাচাই করা অনাবশ্যক ছিল। (সরল) — ৩. আমি বর ছিলাম বলে বিবাহ সম্বন্ধে আমার মত যাচাই করা অনাবশ্যক ছিল।

৪. আমাদের মানসিক দাসত্ব মোচন হয় নাই। (প্রশ্নবোধক) — ৪. আমাদের মানসিক দাসত্ব মোচন হয়েছে কি?

৫. কারো মুখে কোনো কথা সরে না। (অস্তিবাচক) — ৫. সকলেই চুপ করে রইলো।

প্রশ্ন : নিচের অস্তিবাচক বাক্যকে নেতিবাচক বাক্যে রূপান্তর করো। [দি. ০৯]

উত্তর :

১. হৈম ইহার অর্থ বুঝিতে ব্যর্থ হইল। — ১. হৈম ইহার অর্থ বুঝিল না।

২. সে বাপকে যত চিঠি লিখিত আমাকে দেখাইত। — ২. সে বাপকে যত চিঠি লিখিত আমাকে না দেখাইয়া পারিত না।

৩. দেশের প্রচলিত ধর্মকর্মে তাহার অনাস্থা ছিল। — ৩. দেশের প্রচলিত ধর্মকর্মে তাহার আস্থা ছিল না।

৪. এটি নিঃসন্দেহ যে কেউ তুলসী গাছটির যত্ন নিচ্ছে। — ৪. এটি সন্দেহ থাকে না যে, তুলসী গাছটির যত্ন নিচ্ছে কেউ।

৫. তাতে সমাজজীবন অচল হয়ে পড়ে। — ৫. তাতে সমাজজীবন চলে না।

প্রশ্ন : নিচের অস্তিবাচক বাক্যকে নেতিবাচক বাক্যে রূপান্তর করো। (য. ১১, ০৯)

উত্তর :

১. যখনকার সরকার তখনকার হুকুম পালন করি। — ১. যখনকার সরকার তখনকার হুকুম পালন না করে পারি না।

২. আজ ঐ গ্রামটাকে শায়েস্তা করতে হবে। — ২. আজ ঐ গ্রামটাকে শায়েস্তা না করলেই নয়।

৩. আত্মরক্ষা করতেই যাব। — ৩. আত্মরক্ষা করতে না গিয়ে পারব না।

৪. সপ্তাহে একদিন তাকে থানায় হাজিরা দিতে হয়। — ৪. সপ্তাহে একদিন তাকে থানায় হাজিরা না দিলে চলে না।

৫. একটি বাঁশ উধাও হয়ে গেছে। — ৫. একটি বাঁশ খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

প্রশ্ন : নিচের বাক্যগুলোকে নির্দেশ অনুসারে রূপান্তর করো। [কু. ১১]

উত্তর :

১. আমার এমন কিছু নেই, যা তোমাকে দিতে পারি। (সরল) — ১. তোমাকে দেওয়ার মতো আমার কিছু নেই।

২. দৃশ্যটি বড়ই সুন্দর। (বিস্ময়সূচক) — ২. দৃশ্যটি কী সুন্দর!

৩. দয়া করে সব খুলে বলুন। (যৌগিক) — ৩. দয়া করুন এবং সব খুলে বলুন।

৪. সে মরবে, তবু একথা বলবে না। (জটিল) — ৪. যদি তার মৃত্যুও হয়, তবুও একথা বলবে না।

৫. শহীদের মৃত্যু নেই। (অস্তিবাচক) — ৫. শহীদেরা অমর।

৬. মানুষ মরণশীল। (নেতিবাচক) — ৬. মানুষ অমর নয়।

৭. দেশের সেবা করবে। (নির্দেশাত্মক) — ৭. দেশের সেবা করা কর্তব্য।

৮. তোমার দীর্ঘ জীবন কামনা করছি। (প্রার্থনাসূচক) — ৮. তুমি দীর্ঘজীবী হও।

প্রশ্ন : নির্দেশ অনুসারে বাক্যান্তর করো : (যে কোনো পাঁচটি)

প্রদত্ত বাক্য	বাক্যান্তর
তাদের ঘুম এখনও ভাঙেনি। (অস্তিবাচক)	তারা এখনও ঘুমিয়ে আছে। [ঢা. '১৬]
ওরা আগামীকাল আসবে। (প্রশ্নবাচক)	ওরা কি আগামীকাল আসবে না? [ঢা. '১৭, '১৬]
মাতৃভূমিকে সকলেই ভালোবাসে। (জটিল)	এ পৃথিবীতে এমন কেউ নেই যে তার মাতৃভূমিকে ভাল বাসে না। [ঢা. '১৬]
এখানে আসতেই হলো। (নেতিবাচক)	এখানে না এসে পারলাম না। [ঢা. '১৬]
জীবনের জন্য বৃক্ষের দিকে তাকানো প্রয়োজন। (অনুজ্ঞাবাচক)	জীবনের জন্য বৃক্ষের দিকে তাকাও। [ঢা. '১৬]
যাদের বুদ্ধি নেই, তারাই এ কথা বিশ্বাস করবে। (সরল)	নির্বোধরাই এ কথা বিশ্বাস করবে। [ঢা. ১৬]
বৃষ্টির অভাবে ফসল নষ্ট হবে। (জটিল)	যখন বৃষ্টির অভাব, তখন ফসল নষ্ট হবে। [ঢা. '১৬]
মুক্তিযুদ্ধের শহিদদের স্মরণ করা উচিত। (যৌগিক)	তাঁরা মুক্তিযুদ্ধে শহিদ, সুতরাং তাঁদের স্মরণ করা উচিত। [ঢা. '১৬]

https://teachingbd24.com

প্রশ্ন : নির্দেশ অনুসারে বাক্যান্তর করো : (যে কোনো পাঁচটি)

প্রদত্ত বাক্য	বাক্যান্তর	
ফরিয়াদি প্রসন্ন গোয়ালিনী। (জটিল)	যে ফরিয়াদি, সে প্রসন্ন গোয়ালিনী।	[কু. '১৬]
অনুগ্রহ করে সব খুলে বলুন। (যৌগিক)	অনুগ্রহ করুন এবং সব খুলে বলুন।	[কু. '১৬]
মানুষটা আজ রাতে খেতে পাবে না। (প্রশ্নবাচক)	মানুষটা আজ রাত খেতে পাবে কি?	[কু. '১৬]
ধর্ম আমাদের ইসলাম, কিন্তু প্রাণের ধর্ম আমাদের তারুণ্য। (সরল)	ধর্ম আমাদের ইসলাম হলেও/হইলেও প্রাণের ধর্ম আমাদের তারুণ্য।	[কু. '১৬]
বাড়িটা তারা দখল করেছে। (নেতিবাচক)	বাড়িটা তারা দখল না করে ছাড়েনি।	[কু. '১৬]
এখনই ডাক্তার ডাকা উচিত। (অনুজ্ঞাবাচক)	এখনই ডাক্তার ডাকো।	[কু. '১৬]
দেখি, সে বিছানায় নাই। (অস্তিবাচক)	দেখি সে বিছানায় অনুপস্থিত।	[ব, ১৭, কু. '১৬]
মুক্তবাতাসে খুব ভালো লাগছে। (বিস্ময়বাচক)	আহ্, মুক্তবাতাসে কী ভালো লাগছে!	[কু. '১৬]

প্রশ্ন : নির্দেশ অনুসারে বাক্যান্তর করো : (যে কোনো পাঁচটি)

প্রদত্ত বাক্য	বাক্যান্তর	
শিশুরা দূষণমুক্ত পরিবেশ চায়। (নেতিবাচক)	শিশুরা দূষিত পরিবেশ চায় না।	[রা. '১৬]
এখন খাঁটি জিনিস সহজলভ্য নয়। (অস্তিবাচক)	এখন খাঁটি জিনিস দুর্লভ।	[রা. '১৬]
নারী ও শিশু নির্যাতনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে আহ্বান জানাই। (অনুজ্ঞাসূচক)	নারী ও শিশু নির্যাতনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানান।	[রা. '১৬]
পঞ্চাশের মন্বন্তরের ঘটনা ছিল অত্যন্ত ভয়াবহ। (বিস্ময়বাচক)	ওহ্, কী ভয়াবহ ছিল পঞ্চাশের মন্বন্তরের ঘটনা!	[রা. '১৬]
রচনায় সহজবোধ্য শব্দ ব্যবহার করা উচিত। (জটিল)	যেটি রচনা তাতে সহজবোধ্য শব্দ ব্যবহার করা উচিত।	[রা. '১৬]
তিনি আর নেই। (যৌগিক)	তিনি ছিলেন, কিন্তু এখন আর নেই।	[ব, ১৭, রা. '১৬]
যেসব পশু মাংস খায়, তারা অত্যন্ত বলবান। (সরল)	মাংসাশী পশু বলবান।	[রা. '১৬]
বাংলাদেশের চিরস্থায়িত্ব কামনা করি। (ইচ্ছাসূচক)	বাংলাদেশের চিরস্থায়ী হোক।	[রা. '১৬]

প্রশ্ন : নির্দেশ অনুসারে বাক্যান্তর করো : (যে কোনো পাঁচটি)

প্রদত্ত বাক্য	বাক্যান্তর	
হৈম তাহার অর্থ বুঝিল না। (অস্তিবাচক)	হৈম তাহার অর্থ বুঝিতে ব্যর্থ হইল।	[য. '১৬]
সরস্বতি বর দেবেন না। (প্রশ্নবাচক)	সরস্বতী বর দেবেন কি?	[দি. ১৭, য. ১৭, '১৬]
ছাত্রদের অধ্যয়নই তপস্যা। (জটিল)	যারা ছাত্র, তাদের অধ্যয়নই তপস্যা।	[য. '১৬]
দৃশ্যটি বড়ই সুন্দর। (বিস্ময়সূচক)	বাহ্, দৃশ্যটি কী সুন্দর!"	[দি. ১৭, ব. ১৭, য. ১৭, '১৬]
বিদ্বান হলেও তার অহংকার নেই। (যৌগিক)	তিনি বিদ্বান, কিন্তু তাঁর অহংকার নেই।	[দি. ১৭, রা. ১৭, য. '১৬]
শাহানার স্বাস্থ্য ভালো। (নেতিবাচক)	শাহানার স্বাস্থ্য খারাপ/মন্দ নয়।	[য. '১৬]
কী ভয়ংকর ঘটনা। (নির্দেশাত্মক)	ঘটনাটি ভয়ংকর।	[য. '১৬]
যদি সাফল্য চাও তাহলে পরিশ্রম কর। (যৌগিক)	পরিশম কর এবং সাফল্য লাভ কর।	[য. ১৭]
বিপদে অধির হতে নেই। (অনুজ্ঞাসূচক)	বিপদে অধীর হবেন না।	[য. ১৭]

Teachingbd24.com

প্রশ্ন : নির্দেশ অনুসারে বাক্যান্তর করো : (যে কোনো পাঁচটি)

প্রদত্ত বাক্য	বাক্যান্তর
দেশের সেবা করা উচিত। (অনুজ্ঞাসূচক)	দেশের সেবা করো। [ব. ১৭, কু. ১৭, ঢা. ১৭, চ. '১৬]
শীতে দরিদ্র মানুষের খুব কষ্ট হয়। (বিস্ময়বোধক)	আহ্, শীতে দরিদ্র মানুষের কী কষ্ট! [চ. '১৭, ১৬]
আমি এ সাক্ষী চাই না। (জটিল)	যে সাক্ষী এমন, তাকে আমি চাই না। [চ. '১৬]
সত্য কথা না বলে বিপদে পড়েছ। (যৌগিক)	যেহেতু সত্য কথা বলোনি, তাই বিপদে পড়েছ। [চ. '১৬]
যা বার্ধক্য, তাকে সবসময় বয়সের ফ্রেমে বাঁধা যায় না। (সরল)	বার্ধক্যকে সবসময় বয়সের ফ্রেমে বাঁধা যায় না। [দি. ১৭, চ. '১৬]
আমার বুকের ভেতরটা হু হু করিয়া উঠিল। (নেতিবাচক)	আমার বুকের ভেতরটা হু হু করিয়া উঠিল না এমন নয়। [চ. '১৬]
আমরা বাধা দিতে পারলাম না। (অস্তিবাচক)	আমরা বাধা দিতে অপারগ ছিলাম। [চ. '১৬]
তার নাম রেশমা। (জিজ্ঞাসাসূচক)	তার নাম কি রেশমা? [চ. '১৬]

প্রশ্ন : নির্দেশ অনুসারে বাক্যান্তর করো : (যে কোনো পাঁচটি)

প্রদত্ত বাক্য	বাক্যান্তর
কীর্তিমানের মৃত্যু নেই। (জটিল)	যারা কীর্তিমান, তাদের মৃত্যু নেই। [সি. '১৬]
ছেলেটি অসুস্থতার জন্য অনুপস্থিত। (যৌগিক)	ছেলেটি অসুস্থ তাই অনুপস্থিত। [সি. '১৬]
যারা পরিশ্রমী তারা সফল হয়। (সরল)	পরিশ্রমীরাই সফল হয়। [ব. ১৭, সি. '১৬]
বিড়ালকে বুঝান দায় হইল। (নেতিবাচক)	বিড়ালকে বুঝানো সহজ হইল না। [সি. '১৬]
তারা নিয়মিত শিক্ষার্থী নয়। (অস্তিবাচক)	তারা অনিয়মিত শিক্ষার্থী। [দি. ১৭, সি. '১৬]
মানুষটা সমস্ত রাত খেতে পাবে না। (প্রশ্নবাচক)	মানুষটা সমস্ত রাত খেতে পাবে কি? [সি. '১৬]
এটি ভারি লজ্জার কথা (বিস্ময়সূচক)	ছিঃ ছিঃ, এটি কী লজ্জার কথা! [সি. '১৬]
দেশের সেবা করা কর্তব্য। (অনুজ্ঞাবাচক)	দেশের সেবা করো। [সি. '১৬]

প্রশ্ন : নির্দেশ অনুসারে বাক্যান্তর করো : (যে কোনো পাঁচটি)

প্রদত্ত বাক্য	বাক্যান্তর
মরতে তো একদিন হবেই। (প্রশ্নবাচক)	একদিন কি মরতে হবে না? [ব. '১৬]
দয়া করে কিছু বলবেন না। (নির্দেশাত্মক)	দয়া করে কিছু বলা ঠিক হবে না। [ব. '১৬]
বিপদে অধির হতে নেই। (অনুজ্ঞাসূচক)	বিপদে অধীর হবেন না। [ব. '১৬]
লোকটি গরীব কিন্তু সৎ। (জটিল)	যদিও লোকটি গরীব, তথাপি লোকটি সৎ। [ব. '১৬]
যে পরিশ্রম করে, সে সুখী হয়। (সরল)	পরিশ্রমী ব্যক্তিই সুখী হয়। [ব. '১৬]
মাতৃভূমিকে সবাই ভালোবাসে। (নেতিবাচক)	মাতৃভূমিকে কে না ভালোবাসে। [ঢা. ১৭, ব. '১৬]
যদিও তুমি ধনী, তথাপি তুমি কৃপণ। (যৌগিক)	তুমি ধনী, কিন্তু কৃপণ। [ব. '১৬]
সে কিছুতেই সন্তুষ্ট নয়। (অস্তিবাচক)	সে সব কিছুতেই অসন্তুষ্ট। [ব. '১৬]

Teachingbd24.com

প্রশ্ন : নির্দেশ অনুসারে বাক্যান্তর করো : (যে কোনো পাঁচটি)

প্রদত্ত বাক্য	বাক্যান্তর
শিক্ষিত লোককে সবাই শ্রদ্ধা করেন। (জটিল)	যাঁরা শিক্ষিত লোক, তাঁদের সবাই শ্রদ্ধা করেন। [য. ১৭, দি. '১৬]
যারা দেশপ্রেমিক তারা দেশকে ভালোবাসে। (সরল)	দেশপ্রেমিককে সবাই ভালোবাসে। [দি. '১৬]
ছেলেটি গরিব হলেও মেধাবী। (যৌগিক)	ছেলেটি গরিব কিন্তু মেধাবী। [দি. '১৬]
আজকাল কোনো জিনিসই সুলভ নয়। (অস্তিবাচক)	আজকাল সব জিনিসই দুর্লভ। [দি. '১৬]
এখানে আমি বহুদিন আগে এসেছি। (নেতিবাচক)	এখানে আমি অল্পদিন আগে এসেছি এমন নয়। [দি. '১৬]
ভুল সবার হয়। (প্রশ্নাবোধক)	ভুল কি সবার হয় না? [দি. '১৬]
দোষ করেছে অতএব শাস্তি পাবে। (জটিল)	যেহেতু দোষ করেছে, সুতরাং শাস্তি হবে। [দি. '১৬]
যে অন্ধ তাকে আলো দাও। (সরল)	অন্ধজনে আলো দাও। [দি. '১৬]
মিথ্যাবাদীকে সবাই অপছন্দ করে। (নেতিবাচক)	মিথ্যাবাদীকে কেউ পছন্দ করে না। [দি. '১৭]
কীর্তিমানের মৃত্যু নেই। (জটিল)	যারা কীর্তিমান, তাদের মৃত্যু নেই। [দি. '১৭, ব. ১৭]
সদা সত্য কথা বলা উচিত। (অনুজ্ঞা)	সদা সত্য কথা বলবে। [দি. ১৭]

প্রশ্ন : নির্দেশ অনুসারে বাক্যান্তর করো : (যে কোনো পাঁচটি)

প্রদত্ত বাক্য	বাক্যান্তর
আমার কেনা বইটি খুব দামি। (জটিল)	যে বইটি আমি কিনেছি, সেটি খুব দামি। [ঢা. ১৭]
দশ মিনিট পর ট্রেন এলো। (যৌগিক)	দশ মিনিট অতিক্রান্ত হল, তারপর ট্রেন এলো। [ঢা. ১৭]
পৃথিবী চিরস্থায়ী নয়। (অস্তিবাচক)	পৃথিবী অস্থায়ী। [ঢা. ১৭]
লোকটি অত্যন্ত দরিদ্র। (বিস্ময়সূচক)	আহা! লোকটি কী দরিদ্র। [ঢা. ১৭]
যে সত্য কথা বলে তাকে সকলেই ভালবাসে। (সরল)	সত্যবাদীকে সকলেই ভালবাসে। [ঢা. ১৭]
কেউ অন্ধের দুঃখ বুঝল না। (প্রশ্নবাচক)	অন্ধের দুঃখ কেউ কি বুঝল? [ঢা. ১৭]

প্রশ্ন : নির্দেশ অনুসারে বাক্যান্তর করো : (যে কোনো পাঁচটি)

প্রদত্ত বাক্য	বাক্যান্তর
তোমার দীর্ঘজীবন কামনা করছি। (প্রার্থনাসূচক)	তুমি দীর্ঘজীবী হও। [কু. ১৭]
ধনীরা প্রায়ই কৃপণ হয়। (জটিল)	যাদের ধন আছে, তারা প্রায়ই কৃপণ হয়। [কু. ১৭]
ধনীর কন্যা তার পছন্দ নয়। (অস্তিবাচক)	ধনীর কন্যা তার অপছন্দ। [কু. ১৭]
যদিও সে দরিদ্র, তথাপি সে চরিত্রবান। (যৌগিক)	সে দরিদ্র, কিন্তু চরিত্রবান। [কু. ১৭]
এটি ভারি লজ্জার কথা। (বিস্ময়সূচক)	ছিঃ ছিঃ, এটি কী লজ্জার কথা! [কু. ১৭]
এতে দোষ নেই। (প্রশ্নবাচক)	এতে দোষ কী? [কু. ১৭]

প্রশ্ন : নির্দেশ অনুসারে বাক্যান্তর করো : (যে কোনো পাঁচটি)

প্রদত্ত বাক্য	বাক্যান্তর
যে লোক চরিত্রহীন, সে পশুর চেয়েও অধম। (সরল)	চরিত্রহীন লোক পশুর চেয়েও অধম। [রা. ১৭]
তিনি ধনী ছিলেন, কিন্তু সুখী ছিলেন না। (জটিল)	যদিও তিনি ধনী ছিলেন, কিন্তু তিনি সুখী ছিলেন না। [রা.১৭]
যদি পরিশ্রম কর, তাহলে ফল পাবে। (যৌগিক)	পরিশ্রম কর, তবে ফল পাবে। [রা. ১৭]
ফুলটি খুব সুন্দর। (বিস্ময়বোধক)	বাহ্! ফুলটি কী সুন্দর। [রা. ১৭]
বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ। (প্রশ্নবোধক)	বাংলাদেশ কি একটি উন্নয়নশীল দেশ নয়? [রা. ১৭]
মানুষ মরণশীল। (নেতিবাচক)	মানুষ অমর নয়। [রা. ১৭, ব. ১৭]
আমরা নড়রাম না। (অস্তিবাচক)	আমরা অনড় রইলাম। [রা. ১৭]

https://teachingbd24.com

প্রশ্ন : নির্দেশ অনুসারে বাক্যান্তর করো : (যে কোনো পাঁচটি)

প্রদত্ত বাক্য	বাক্যান্তর	
আমাদের দেশ সুন্দরভাবে এগিয়ে যাচ্ছে। (বিস্ময়বোধক)	কী সুন্দরভাবে এগিয়ে যাচ্ছে আমাদের দেশটা!	[সি. ১৭]
সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষার্থে সকলের কাজ করা উচিত। (অনুজ্ঞাবাচক)	সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষার্থে সকলেই কাজ কর।	সি. ১৭]
সে কথাই এরা ভাবে। (নেতিবাচক)	সে কথাই এরা না ভেবে পারে না।	[সি. ১৭]
লোকটি অশিক্ষিত কিন্তু অশিষ্ট/অভদ্র নয়। (সরল)	লোকটি অশিক্ষিত হরেও অশিষ্ট/অভদ্র নয়।	[সি. ১৭]
লোকটি গরীব কিন্তু সৎ। (জটিল)	যে নির্বোধ তাকে এত বুঝিয়ো না।	[সি. ১৭]
নির্বোধকে এত বুঝিয়ো না। (জটিল)	যে নির্বোধ তাকে এত বুঝিয়ো না।	[সি. ১৭]
দুর্জনকে দূরে রেখো। (নির্দেশক)	দুর্জনকে দূরে রাখা উচিত।	[সি. ১৭]
হৈমন্তী কোন কথা বলিল না। (অস্তিবাচক)	হৈমন্তী চুপ করিয়া রহিল।	[সি. ১৭]

প্রশ্ন : নির্দেশ অনুসারে বাক্যান্তর করো : (যে কোনো পাঁচটি)

প্রদত্ত বাক্য	বাক্যান্তর	
আমার পথ দেখাবে আমার সত্য। (জটিল)	যে আমার পথ দেখাবে, সে আমার সত্য।	[চ. ১৭]
বৃক্ষের দিকে তাকালে জীবনের তাৎপর্য উপলব্ধি সহজ হয়। (নেতিবাচক)	বৃক্ষের দিকে তাকালে জীবনের তাৎপর্য উপলব্ধি কঠিন হয় না।	[চ. ১৭]
তোমাকে এই খাতায় লিখতে হবে। (অনুজ্ঞাবাচক)	তুমি এই খাতায় লেখ।	[চ. ১৭]
ফুল সকলেই ভালোবাসে। (প্রশ্নবাচক)	ফুল কি সকলেই ভালোবাসে না?	[চ. ১৭]
যখন মেঘ দর্জন করে তখন ময়ূর নৃত্য করে। (সরল)	মেঘ গর্জন করলে ময়ূর নৃত্য করে।	[চ. ১৭]
শম্ভুনাথ এ কথায় একেবারে যোগই দিলেন না। (অস্তিবাচক)	শম্ভুনাথ এ কতায় যোগ দেওয়া থেকে বিরত থাকলেন।	[চ. ১৭]

প্রশ্ন : নির্দেশ অনুসারে বাক্যান্তর করো : (যে কোনো পাঁচটি)

প্রদত্ত বাক্য	বাক্যান্তর	[সকল বো. ২০১৮]
সাহিত্য জীবনের স্বাভাবিক প্রকাশ। (প্রশ্নবোধক)	সাহিত্য জীবনের স্বাভাবিক প্রকাশ নয় কি?	
বিপন্নদের সেরা করা কর্তব্য। (অনুজ্ঞাসূচক)	বিপন্নদের সেবা কর।	
রাঙ্গামাটির প্রাকৃতিক দৃশ্য খুবই চমৎকার। (বিস্ময়বোধক)	কী চমৎকার রাঙ্গামাটির প্রাকৃতিক দৃশ্য!	
অনুষ্ঠানটি আমি উপস্থাপন করব। (নেতিবাচক)	আমি ছাড়া কেউ অনুষ্ঠানটি উপস্থাপনা করবে না।	
উদারতা কৃপণদের ধর্ম নয়। (অস্তিবাচক)	উদারতা কৃপণদের অধর্ম।	
সূর্যোদয়ে অমানিশা কেটে যাবে। (জটিল)	যখন সূর্য উদিত হবে, তখন অমানিশা কেটে যাবে।	
যারা সংস্কৃতিবান, তারা শান্তিপ্রিয় হয়। (সরল)	সংস্কৃতিবানরা শান্তিপ্রিয় হয়।	
যদিও সে অশিক্ষিত, তবুও সে দেশপ্রেমিক। (যৌগিক)	সে অশিক্ষিত কিন্তু দেশপ্রেমিক।	

Teachingbd24.com

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

পাঠ্যপুস্তক ভবন
৬৯-৭০ মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০

জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০১২ অনুযায়ী একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণির বাংলা ২য় পত্রের প্রশ্নপত্র প্রণয়নের জন্য নির্দেশনা (উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা ২০১৬ থেকে প্রযোজ্য)।

ব্যাকরণ : ৩০ নম্বর	নম্বর বিভাজন
১। উচ্চারণের যে কোনো ৫টি নিয়ম লিখতে হবে। এর বিকল্পে ৮টি শব্দের মধ্যে ৫টি শব্দের উচ্চারণ লিখতে হবে।	৫ নম্বর
২। বাংলা একাডেমি প্রণীত প্রমিত বাংলা বানানরীতির যে কোনো ৫টি নিয়ম লিখতে হবে। এর বিকল্পে ৮টি ভুল বানানের শব্দকে শুদ্ধ বানানে লিখতে হবে।	৫ নম্বর
৩। বিভিন্ন শব্দশ্রেণি (বিশেষ্য, বিশেষণ, সর্বনাম, ক্রিয়া, ক্রিয়া বিশেষণ, আবেগ শব্দ, যোজক, অনুসর্গ) থেকে একটি বর্ণনামূলক প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। বিকল্পে প্রদত্ত অনুচ্ছেদ থেকে একটি নির্দিষ্ট শব্দশ্রেণি চিহ্নিত করতে হবে।	৫ নম্বর
৪। উপসর্গ, প্রত্যয় ও সমাসের মধ্যে যে কোনো ২টি পাঠ হতে প্রশ্ন থাকবে এবং ১টির উত্তর দিতে হবে। প্রতিটি প্রশ্নেই ৮টির মধ্যে ৫টির উত্তর দিতে হবে।	৫ নম্বর
৫। বাক্যতত্ত্ব অংশ থেকে একটি বর্ণনামূলক প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। এর বিকল্পে ৮টি বাক্যের মধ্যে ৫টির বাক্যান্তর করতে হবে।	৫ নম্বর
৬। ৮টি অশুদ্ধ বাক্যের মধ্যে ৫টিকে শুদ্ধ করতে হবে। এর বিকল্পে একটি অনুচ্ছেদে বিদ্যমান অপপ্রয়োগসমূহ শুদ্ধ করতে হবে।	৫ নম্বর
নির্মিতি : ৭০ নম্বর	
১। ১৫টি বিদেশি শব্দের মধ্যে ১০টির বাংলা পারিভাষিক রূপ লিখতে হবে। এর বিকল্পে ১টি ইংরেজি ভাষার অনুচ্ছেদকে বাংলা ভাষায় অনুবাদ করতে হবে।	১০ নম্বর
২। ঘটনাসমৃদ্ধ পুরো ১টি দিনকে অবলম্বন করে ১টি দিনলিপি রচনা করতে হবে অথবা কোনো ১টি সুনির্দিষ্ট বিষয়ে (দিবস উদযাপন, ঐতিহাসিক স্থান পরিদর্শক ইত্যাদি) অভিজ্ঞতা বর্ণনা করতে হবে। এর বিকল্পে ১টি ভাষণ বা প্রতিবেদন লিখতে হবে।	১০ নম্বর
৩। একটি বিশেষ উৎসব বা উপলক্ষ (ঈদ, নববর্ষ ইত্যাদি) অবলম্বন করে ৫টি ক্ষুদে আকারের বাংলা বাক্যে একটি ক্ষুদে বার্তা বা ই-মেইল/এস এম এস রচনা করতে হবে। এর বিকল্পে যে কোনো এক প্রকার পত্র লিখতে হবে।	১০ নম্বর
৪। সারাংশ বা সারমর্ম থেকে ১টি প্রশ্ন থাকবে। এর বিকল্পে ভাবসম্প্রসারণ থেকে ১টি প্রশ্ন থাকবে। যে কোনো ১টির উত্তর দিতে হবে।	১০ নম্বর
৫। কোনো একটি বিশেষ ঘটনা বা পরিস্থিতির আলোকে নাটকের সংলাপের আকারে সংলাপ বা কথোপকথন রচনা করতে হবে। এর বিকল্পে প্রশ্নে প্রদত্ত একটি গল্পের শিরোনাম বা দৃশ্যপট অবলম্বনে একটি ক্ষুদ্রে গল্প রচনা করতে হবে।	১০ নম্বর
৬। যে কোনো ৫টি বিষয়ের ১টি অবলম্বনে একটি প্রবন্ধ লিখতে হবে। (গতানুগতিক মুখস্থনির্ভর এবং তথ্য ভারাক্রান্ত প্রবন্ধের পরিবর্তে শিক্ষার্থীর সৃজনশীলতার প্রতিফলন ঘটবে এমন ধরনের প্রবন্ধ লিখতে হবে।	২০ নম্বর

Teachingbd24.com

এইচ এস সি বাংলা ব্যকরণ

অধ্যায় ৯: শব্দ, শব্দের শ্রেণিবিভাগ ও শব্দের শুদ্ধরূপ, বাক্য শুদ্ধিকরণ ও অনুচ্ছেদের অপপ্রয়োগ

প্রশ্ন : শব্দ কাকে বলে? উৎস বা উৎপত্তি অনুসারে বাংলা ভাষার শব্দসম্ভারকে কয় ভাগে ভাগ করা যায়? আলোচনা করো।

অথবা, উৎপত্তিগত দিক থেকে বাংলা ভাষার শব্দসমূহকে কয় ভাগে ভাগ করা যায়? উদাহরণসহ আলোচনা করো।

[ঢা. ০৩, ০৯, ১২; ব. ০৬, ০৯; য. ০৫, ০৭; রা, ১৭, ০৭, ০২, ১২, ১৪, সি. ০৯, কু. ৯৩, ১০; দি. ১০]

উত্তর : কিছু ধ্বনি উচ্চারিত হয়ে বা বর্ণ একত্রে বসে যদি কোনো নির্দিষ্ট অর্থ প্রকাশ করে তবে তাকে শব্দ বলে। শব্দই বাক্যের প্রাণ।

যেমন : চাঁদ, সূর্য, ফুল, পাখি, নদী, নক্ষত্র ইত্যাদি।

ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র মতে : "অর্থবোধক ধ্বনি বা ধ্বনিসমষ্টিকে শব্দ বলে।"

অপরদিকে ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বলেন : "অর্থবোধক ধ্বনিকে শব্দ (Word) বলে। কোনো বিশেষ সমাজের নর-নারীর কাছে যে ধ্বনির স্পষ্ট অর্থ আছে, সেই অর্থবোধক ধ্বনিই হচ্ছে সেই সমাজের নর-নারীর ভাষার শব্দ।

উৎস বা উৎপত্তি অনুসারে বাংলা ভাষার শব্দসমূহকে পাঁচ ভাগে ভাগ করা যায়।

১. তৎসম শব্দ ২. অর্ধ-তৎসম শব্দ ৩. তদ্ভব শব্দ ৪. দেশি শব্দ এবং ৫. বিদেশি শব্দ

তৎসম শব্দ : যে শব্দ সংস্কৃত শব্দ থেকে অবিকৃতভাবে বাংলা ভাষায় এসেছে তাকে তৎসম শব্দ বলে। "তৎ" অর্থ তার, "সম" অর্থ সমান অর্থাৎ সংস্কৃতের সমান। যেমন : চন্দ্র, সূর্য, নক্ষত্র, পৃথিবী ইত্যাদি।

অর্ধ-তৎসম শব্দ : যেসব শব্দ সংস্কৃত শব্দ থেকে সামান্য বিকৃত হয়ে বাংলা ভাষায় এসেছে তাকে অর্ধ-তৎসম শব্দ বলে।

যেমন : নিয়ন্ত্রণ > নেমন্তন্ন, জ্যোৎস্না > জোছনা, প্রণাম > পেন্নাম, তৃষ্ণা > তেষ্টা ইত্যাদি।

তদ্ভব শব্দ : বাংলা শব্দভাণ্ডারের আদি সম্পদ তদ্ভব শব্দ। সংস্কৃত ভাষা থেকে প্রাকৃতের মাধ্যমে পরিবর্তিত হয়ে আধুনিক বাংলায় যেসব শব্দ স্থান করে নিয়েছে তাকে 'তদ্ভব শব্দ' বলে।

যেমন :

চন্দ্র > চন্দ > চাঁদ হস্ত > হত্থ > হাত কর্য > কজ্জ > কাজ অদ্য > অজ্জ > আজ

দেশি শব্দ : যেসব শব্দ অতি প্রাচীনকাল থেকেই এদেশে প্রচলিত হয়ে আসছে, সভ্যতার বিকাশে যা বিলুপ্ত বা বিকৃত হয় নি তাকে 'খাঁটি বাংলা শব্দ' বা 'দেশি শব্দ' বলে।

যেমন : ঢেঁকি, কুলো, ঝাঁটা, ডাব, ডাগর, ডিঙা ইত্যাদি।

বিদেশি শব্দ : রাজনৈতিক, ধর্মীয়, সংস্কৃতিক ও বাণিজ্যিক কারণে বাংলাদেশে আগত বিভিন্ন ভাষাভাষী মানুষের বহু শব্দ বাংলায় স্থান করে নিয়েছে। এসব শব্দকে 'বিদেশি শব্দ' বলে।

যেমন : কলম, পেন্সিল, স্কুল, কলেজ, বাদশাহ, বেগম ইত্যাদি।

প্রশ্ন : অর্থগতভাবে বাংলা ভাষার শব্দসমূহকে কয় ভাগে ভাগ করা যায়? উদাহরণসহ আলোচনা করো।

[ঢা. ৯২, ৯৫, ০৫, ১০; রা. ৯৩, ০৫, ০৮, ১১; ব. ০৩, ০৫, ০৭, ১২, ১৪; য. ০৩, ০৬, ১১; সি. ০৫, ০৭, ১০, ১২, দি. ১১]

অথবা, অর্থ অনুযায়ী শব্দের শ্রেণিবিভাগ উদাহরণসহ আলোচনা করো।

অথবা, অর্থের পার্থক্য বিচারে বাংলা শব্দ কয় প্রকার ও কী কী? উদাহরণসহ আলোচনা করো।

[কু. ৯৯, ১২, ১৪, চ. ১১]

অথবা, যৌগিক, রূঢ় ও যোগরূঢ় শব্দ কাকে বলে? উদাহরণসহ আলোচনা করো। *[য. ৯৪]*

উত্তর : অর্থগতভাবে বাংলা ভাষার শব্দসমূহকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যথা :

১. যৌগিক শব্দ, ২. রূঢ় বা রূঢ়ি শব্দ এবং ৩. যোগরূঢ় শব্দ।

https://teachingbd24.com

যৌগিক শব্দ : যেসব শব্দ প্রকৃতি ও প্রত্যয়ের অর্থ অনুযায়ী হয় তাকে 'যৌগিক শব্দ' বলে। মূলত যৌগিক শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ ও ব্যবহারিক অর্থ অভিন্ন।

যেমন : গায়ক=গৈ+ণক (অক) = গান করে যে।

কর্তব্য = কৃ+তব্য = যা করা উচিত।

বাবুয়ানা = বাবু + আনা = বাবুর মতো ভাব।

রূঢ় শব্দ : প্রত্যয় বা উপসর্গযোগে গঠিত শব্দ মূল শব্দের অর্থের অনুগামী না হয়ে অন্য কোনো বিশিষ্ট অর্থ প্রদান করলে তাকে 'রূঢ় বা 'রূঢ়ি শব্দ' বলে।

যেমন– হস্তী = হস্ত + ইন, অর্থ হস্ত আছে যার, কিন্তু 'হস্তী' বলতে একটি পশুকে বোঝায়।

গবেষণা = গো + এষণা, অর্থ গরু খোঁজা কিন্তু গবেষণা বলতে ব্যাপক অধ্যয়ন ও পর্যালোচনাকে বোঝায়।

যোগরূঢ় শব্দ : সমাস নিষ্পন্ন যে সকল শব্দ সম্পূর্ণভাবে সমস্যমান পদসমূহের অনুগামী না হয়ে কোনো বিশিষ্ট অর্থ গ্রহণ করে, তাদের 'যোগরূঢ় শব্দ' বলে। যেমন : 'পঙ্কে' জন্মে যা (উপপদ তৎপুরুষ সমাস)। শৈবাল, শালুক, পদ্মফুল প্রভৃতি নানাবিধ উদ্ভিদ পঙ্কে জন্মে থাকে। কিন্তু 'পঙ্কজ' শব্দটি একমাত্র 'পদ্মফুল' অর্থেই ব্যবহৃত হয়। তাই 'পঙ্কজ' একটি যোগরূঢ় শব্দ।

রাজপুত 'রাজার পুত্র' অর্থ পরিত্যাগ করে যোগরূঢ় শব্দ হিসেবে অর্থ হয়েছে 'জাতি বিশেষ'।

প্রশ্ন : গঠন অনুসারে বাংলা ভাষার শব্দসমূহকে কয় ভাগে ভাগ করা যায়? উদাহরণসহ আলোচনা করো।

[য. ০০; চ. ১০; ব. ১০; কু. ০৪; চ. ১৪]

উত্তর : গঠন অনুসারে বাংলা ভাষার শব্দসমূহকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যথা :

১. মৌলিক শব্দ ও ২. সাধিত শব্দ।

মৌলিক শব্দ : যেসব শব্দ বিশ্লেষণ করা যায় না, ভেঙে আলাদা করা যায় না, সেগুলোকে মৌলিক শব্দ বা স্বয়ংসিদ্ধ শব্দ বলে। মৌলিক শব্দের সাথে কোনো প্রত্যয়, বিভক্তি, উপসর্গ যুক্ত থাকে না। মৌলিক শব্দগুলোই হচ্ছে ভাষার মূল উপকরণ। যেমন–গোলাপ, লাল, নাক, তিন, হাত ইত্যাদি।

সাধিত শব্দ : যেসব শব্দ বিশ্লেষণ করা হলে আলাদা অর্থবোধক শব্দ পাওয়া যায়, সেগুলোকে 'সাধিত শব্দ' বলে। সাধারণত একাধিক শব্দের সমাস হয়ে কিংবা প্রত্যয় বা উপসর্গ যোগ হয়ে সাধিত শব্দ গঠিত হয়ে থাকে। যেমন :

চাঁদমুখ = চাঁদের মতো মুখ (সমাসযোগে); নীলাকাশ = নীল যে আকাশ (সমাসযোগে);

ডুবুরি = ডুব + উরি (প্রত্যয়যোগে); চলন্ত = √চল + অন্ত (প্রত্যয়যোগে);

প্রশাসন = প্র + শাসন (উপসর্গযোগে)।

প্রশ্ন : শব্দগঠন বলতে কী বোঝ? কী কী উপায়ে বাংলা ভাষায় শব্দ গঠিত হয়? উদাহরণসহ লেখো।

[ঢা. ০৪, ০৬, ১১; রা. ০০, ০১, ০৪, ০৬; সি. ০১, ০৪, ০৮, ১১; ব. ০৪, ০৮; চ. ০৮, ১১; কু. ১৩]

অথবা, শব্দ গঠন বলতে কী বোঝ? উদাহরণসহ বাংলা শব্দগঠন প্রক্রিয়াগুলো আলোচনা করো। *[সি. ০৬]*

অথবা, বাংলা শব্দগঠন প্রণালি সংক্ষেপে আলোচনা করো। *[কু. ৯১; ব. ০০]*

অথবা, শব্দগঠন বলতে কী বোঝ? সার্থক শব্দগঠনের উপায়গুলো উদাহরণসহ লেখো।

[কু. ০৬, ০৩; চ. ০৬, ১২; ঢা, ০৯; য. ১০, ১২]

অথবা, কী কী উপায়ে বাংলা ভাষায় নতুন শব্দ গঠিত হয়? উদাহরণসহ আলোচনা করো।

[ঢা. ০১; চ. ০৩, ১২; রা. ০৯; য. ১০, ১২; দি. ১৪]

অথবা, শব্দ গঠন বলতে কী বোঝ? বাংলা শব্দ গঠনের উপায়গুলো উদাহরণসহ আলোচনা করো। *[দি. ১১; ব. ১১]*

উত্তর : শব্দের অর্থ বৈচিত্র্য আনয়নের জন্য নানাভাবে তার রূপান্তর সাধন করে, বিভিন্ন অর্থে ব্যবহার উপযোগী করে তোলার প্রক্রিয়াকে 'শব্দগঠন' বলে। সন্ধি, সমাস, উপসর্গ, প্রকৃতি-প্রত্যয়, পদ পরিবর্তন, শব্দ দ্বৈত প্রভৃতি উপায়ে বাংলা শব্দ গঠিত হয়।

সন্ধির মাধ্যমে : পরস্পর সন্নিহিত দুটো ধ্বনির মিলনে যে ধ্বনিগত পরিবর্তন হয় তা-ই সন্ধি। ফলে সন্ধির মাধ্যমে সন্ধিজাত শব্দ গঠিত হয়।

যেমন : অন্য + অন্য = অন্যান্য অতি + ইত = অতীত।

https://teachingbd24.com

সমাসের মাধ্যমে : পরস্পর অর্থসঙ্গতি বিশিষ্ট দুই বা ততোধিক পদ এক পদে পরিণত হয়ে সমাসের মাধ্যমে নতুন শব্দ গঠিত হয়।

যেমন : সিংহ চিহ্নিত আসন= সিংহাসন; রাজার পুত্র = রাজপুত্র এবং প্রাণ যাওয়ার ভয় = প্রাণভয়।

প্রত্যয়যোগে শব্দ গঠন : ধাতু বা ক্রিয়ামূল কিংবা শব্দে প্রত্যয় যুক্ত হয়ে নতুন শব্দ গঠন করে।

যেমন : ঢাকা + আই = ঢাকাই

√চল + আ = চলা; √চল + অন্ত = চলন্ত।

উপসর্গযোগে শব্দ গঠন : বাংলা ভাষায় এমন কতকগুলো অব্যয়সূচক শব্দ বা শব্দাংশ (উপসর্গ) শব্দের পূর্বে বসে নতুন শব্দ গঠন করে।

যেমন : উপ + হার = উপহার; আ + হার = আহার; বি + হার = বিহার; প্র + হার = প্রহার।

দ্বিরুক্তির সাহায্যে শব্দ গঠন : শব্দ বা পদের পরপর দু'বার প্রয়োগের মাধ্যমেও নতুন শব্দ গঠিত হয়।

যেমন : আমার সন্তান যেন থাকে দুধে-ভাতে। রকম-সকম ভালো দেখি না। রাশি-রাশি ধান।

পদ পরিবর্তনের মাধ্যমে শব্দ গঠন : কিছু কিছু শব্দ বা পদ পরিবর্তন হয়ে নতুন শব্দ গঠন করে।

যেমন :	বিশেষ্য	বিশেষণ
	দিন	দৈনিক
	সুন্দর	সৌন্দর্য
	মানুষ	মানবিক

প্রশ্ন : আবেগ শব্দ কাকে বলে? উদাহরণসহ বুঝিয়ে লেখো। [সি. ১৭, রা. ১৬]

উত্তর : যে শব্দ বাক্যের অন্য শব্দের সাথে সম্পর্ক না রেখে স্বাধীনভাবে ভাব প্রকাশে সহায়তা করে তাকে আবেগ শব্দ বলে। যেমন– আরে, তুমি আবার কখন এলে! উঃ, ছেলেটির কী কষ্ট!

নিচে আবেগ শব্দের প্রকারভেদ উল্লেখ করা হলো–

ক. **সিদ্ধান্তবাচক আবেগ শব্দ :** যেসব শব্দ দ্বারা অনুমোদন, সম্মতি, সমর্থন ইত্যাদি ভাব প্রকাশ করা হয় সেসব শব্দকে সিদ্ধান্তবাচক আবেগশব্দ বলে। যেমন– উহু, ওটা ধরবে না। বেশ, তোমার কথাই মানলাম।

খ. **প্রশংসাবাচক আবেগ শব্দ :** যেসব শব্দ প্রশংসা বা তারিফের মনোভাব প্রকাশ করে সেসব শব্দকে প্রশংসাবাচক আবেগ শব্দ বলে। যেমন–শাবাশ! চমৎকার রেজাল্ট করেছ। বাঃ! তোমার জামাটা ভারি সুন্দর।

গ. **বিরক্তিবাচক আবেগ শব্দ :** অবজ্ঞা, ঘৃণা, বিরক্তি ইত্যাদি মনোভাব যেসব শব্দ দ্বারা প্রকাশ করা হয় সেসব শব্দকে বিরক্তিবাচক আবেগশব্দ বলে। যেমন– ছিঃ! এমন কাজটা তুমি করতে পারলে। কী অসহ্য, আর কতক্ষণ অপেক্ষা করব!

ঘ. **ভয় ও যন্ত্রণাবাচক আবেগ শব্দ :** যেসব শব্দ দ্বারা আতঙ্ক, যন্ত্রণা, কাতরতা ইত্যাদি প্রকাশ পায় সেসব শব্দকে বলা হয় ভয় ও যন্ত্রণাবাচক আবেগ শব্দ। যেমন– উঃ কী যে যন্ত্রণা। ও মা! কী অন্ধকার।

ঙ. **বিস্ময়বাচক আবেগ শব্দ :** এ ধরনের আবেগ শব্দ বিস্মিত বা আশ্চর্য হওয়ার মনোভাব প্রকাশ করে। যেমন– আরে তুমি তাহলে এসেই পড়েছ! তাই! ও ফিরে এসেছে?

চ. **করুণাবাচক আবেগ শব্দ :** যেসব শব্দ দ্বারা করুণা বা সহানুভূতিমূলক মনোভাব প্রকাশ পায় সেসব শব্দকে বলা হয় করুণাবাচক আবেগ শব্দ। যেমন– আহা! ছেলেটার মা–বাবা কেউ নেই। হায়! হায়! এখন সে যাবে কোথায়!

ছ. **সম্বোধনবাচক আবেগ শব্দ :** এ ধরনের আবেগ শব্দ সম্বোধন বা আহ্বান করার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। যেমন– হে মহান, তোমাকে অভিবাদন। ওরে, যাস্‌নে।

জ. **আলংকারিক আবেগশব্দ :** যেসব আবেগ শব্দ বাক্যের অর্থের কোনো রকম পরিবর্তন না ঘটিয়ে কোমলতা, মাধুর্য ইত্যাদি বৈশিষ্ট্য এবং সংশয়, অনুরোধ, মিনতি ইত্যাদি মনোভাব প্রকাশের জন্য অলংকার হিসেবে ব্যবহৃত হয় সেসব শব্দকে বলা হয় আলংকারিক আবেগ শব্দ। যেমন–মা গো মা! এমন রসিকতাও কেউ করে! দূর পাগল! এসব নিয়ে অত ভাবতে নেই।

Teachingbd24.com

প্রশ্ন : যোজক কাকে বলে? যোজক কত প্রকার ও কী কী? উদাহরণসহ লেখো। [কু. ১৬]

উত্তর : যে শব্দ একটি বাক্য বা বাক্যাংশের সঙ্গে অন্য একটি বাক্য বা বাক্যাংশের কিংবা বাক্যস্থিত একটি শব্দের সঙ্গে অন্য শব্দের সংযোজন, বিয়োজন বা সংকোচন ঘটায় তাকে যোজক বলে। যেমন–আমি গান গাইব আর তুমি নাচবে।

অর্থ এবং সংযোজনের ধরন ও বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী যোজক শব্দ পাঁচ প্রকার। এগুলো নিম্নরূপ–

ক. সাধারণ যোজক : যে যোজক দ্বারা একাধিক শব্দ, বাক্য বা বাক্যাংশকে সংযুক্ত করা যায় তাকে সাধারণ যোজক বলে। যেমন– আমি ও আমার বাবা বাজারে এসেছি।

খ. বৈকল্পিক যোজক : যে যোজক দ্বারা একাধিক শব্দ, বাক্য বা বাক্যাংশের মধ্যে বিকল্প বোঝায় তাকে বৈকল্পিক যোজক বলে। যেমন– তুমি বা তোমার বন্ধু যে কেউ এলেই হবে।

গ. বিরোধমূলক যোজক : এ ধরনের যোজক দুটি বাক্যের সংযোগ ঘটিয়ে দ্বিতীয়টি দ্বারা প্রথমটির বিরোধ নির্দেশ করে। যেমন–আমি চিঠি দিয়েছি কিন্তু উত্তর পাইনি।

ঘ. কারণবাচক যোজক : এ ধরনের যোজক এমন দুটি বাক্যের মধ্যে সংযোগ ঘটায় যার একটি অন্যটির কারণ। যেমন– আমি যাইনি, কারণ তুমি দাওয়াত দাওনি।

ঙ. সাপেক্ষ যোজক : পরস্পর নির্ভরশীল যে যোজকগুলো একে অন্যের পরিপূরক হিসেবে বাক্যে ব্যবহৃত হয় তাকে সাপেক্ষ যোজক বলে। যেমন–যদি টাকা দাও তবে কাজ হবে।

প্রশ্ন : বাংলা ক্রিয়াপদের শ্রেণিবিভাগ দেখাও। [ঢা. ১৬]

উত্তর : যে শব্দশ্রেণি দ্বারা কোনো কিছু করা, থাকা, হওয়া, ঘটা ইত্যাদি বোঝায় তাকে ক্রিয়াপদ বলে। যেমন–বাগানে ফুল ফুটেছে। ক্রিয়ার নানা রকম শ্রেণিবিভাগ হয়ে থাকে। এগুলো নিম্নরূপ–

ক. ভাব প্রকাশের সম্পূর্ণতা অনুসারে শ্রেণিবিভাগ :

১. **সমাপিকা ক্রিয়া :** যে ক্রিয়া দ্বারা বাক্যের ভাবের পরিসমাপ্তি ঘটে তাকে সমাপিকা ক্রিয়া বলে। যেমন– ছেলেটা বল খেলছে।

২. **অসমাপিকা ক্রিয়া :** যে ক্রিয়া দ্বারা বাক্যের ভাবের পরিসমাপ্তি ঘটে না তাকে অসমাপিকা ক্রিয়া বলে। যেমন– বাড়ি গিয়ে ভাত খাব।

খ. কর্মপদ সংক্রান্ত ভূমিকা অনুসারে শ্রেণিবিভাগ :

১. **সকর্মক ক্রিয়া :** যে ক্রিয়া কর্মপদযুক্ত তাকে সকর্মক ক্রিয়া বলে। যেমন– লোকটি গান শুনছে।

২. **অকর্মক ক্রিয়া :** বাক্যের অন্তর্গত যে ক্রিয়া কোনো কর্ম গ্রহণ করে না তাকে অকর্মক ক্রিয়া বলে। যেমন–সজীব খেলছে।

৩. **দ্বিকর্মক ক্রিয়া :** বাক্যস্থিত যে ক্রিয়া দুটি কর্ম গ্রহণ করে তাকে দ্বিকর্মক ক্রিয়া বলে। যেমন–আমি মিতাকে একটি ফুল দিয়েছি।

৪. **প্রযোজক ক্রিয়া :** কর্তার যে ক্রিয়া অন্যকে দিয়ে করানো বোঝায় তাকে প্রযোজক ক্রিয়া বলে। যেমন–শিক্ষক ছাত্রকে অংক দেখাচ্ছেন।

গ. গঠন-বৈশিষ্ট্য অনুসারে শ্রেণিবিভাগ :

১. **যৌগিক ক্রিয়া :** এ ধরনের ক্রিয়া একটি সমাপিকা ও একটি অসমাপিকা ক্রিয়া যোগে গঠিত হয় এবং সম্প্রসারিত অর্থ প্রকাশ করে। যেমন–এসে বসা, খেয়ে যাওয়া, দৌড়াতে থাকা ইত্যাদি।

২. **সংযোগমূলক বা মিশ্র ক্রিয়া :** বিশেষ্য, বিশেষণ বা ধ্বনাত্মক শব্দের সাথে সমাপিকা ক্রিয়া যোগ করে যে ক্রিয়া গঠিত হয় তাকে সংযোগমূলক বা মিশ্র ক্রিয়া বলে। যেমন–নাচ করা, মশা মারা ইত্যাদি।

ঘ. অস্তি-নেতি অনুসারে শ্রেণিবিভাগ :

১. **অস্তিবাচক ক্রিয়া :** যে ক্রিয়া দ্বারা অস্তিবাচক বা হ্যাঁ-বোধক অর্থ প্রকাশ পায় তাকে অস্তিবাচক ক্রিয়া বলে। যেমন–আমি খাব।

২. **নেতিবাচক ক্রিয়া :** যে ক্রিয়া দ্বারা নেতিবাচক বা না-বোধক অর্থ প্রকাশ পায় তাকে নেতিবাচক ক্রিয়া বলে। যেমন–আমি খাইনি।

Teachingbd24.com

বাক্য শুদ্ধিকরণ

বোর্ড প্রশ্নোত্তর : (২০০০ থেকে ২০১৮ পর্যন্ত)

অশুদ্ধ	:	পূর্বদিকে সূর্য উদয় হয়।	শুদ্ধ	:	পূর্ব দিকে সূর্য উদিত হয়। [চ. ০১৭, ৩]
অশুদ্ধ	:	গীতাঞ্জলী পড়েছ কি?	শুদ্ধ	:	'গীতাঞ্জলি' পড়েছ কি? [চ. ০৫]
অশুদ্ধ	:	নদীর জল হ্রাস হয়েছে?	শুদ্ধ	:	নদীর জল হ্রাস পেয়েছে? [ব. ০৩]
অশুদ্ধ	:	এ কথা প্রমাণ হয়েছে।	শুদ্ধ	:	এ কথা প্রমাণিত হয়েছে। [রা. ০৬; চ. ১০]
অশুদ্ধ	:	আমার এ পুস্তকের কোনো আবশ্যক নেই।	শুদ্ধ	:	আমার এ পুস্তুকের কোনো আবশ্যকতা নেই।
অশুদ্ধ	:	তোমার তথ্য গ্রাহ্যযোগ্য নয়।	শুদ্ধ	:	তোমার তথ্য গ্রহণযোগ্য নয়। [চ. ০৫]
অশুদ্ধ	:	অল্পদিনের মধ্যে তিনি আরোগ্য হলেন।	শুদ্ধ	:	অল্প দিনের মধ্যে তিনি আরোগ্য লাভ করলেন। [সি. ১৭, ০৩]
অশুদ্ধ	:	তিনি স্বস্ত্রীক বেড়াতে গেছেন।	শুদ্ধ	:	তিনি সস্ত্রীক বেড়াতে গেছেন। [চ. ০৫]
অশুদ্ধ	:	ইহার আবশ্যক নাই।	শুদ্ধ	:	ইহার আবশ্যকতা নাই। [চ. ০৩; ঢা. ০৩]
অশুদ্ধ	:	সে সভায় উপস্থিত ছিলেন।	শুদ্ধ	:	তিনি সভায় উপস্থিত ছিলেন। [চ. ০৫]
অশুদ্ধ	:	সমৃদ্ধশালী বাংলাদেশ আমাদের একান্তভাবেই কাম্য।	শুদ্ধ	:	সমৃদ্ধ বাংলাদেশ আমাদের একান্ত কাম্য। [সি. ০৮]
অশুদ্ধ	:	আমার এ কাজে সহযোগীতা নেই।	শুদ্ধ	:	এ কাজে আমার সহযোগিতা নেই। [সি. ০৮]
অশুদ্ধ	:	দৈন্যতা প্রশংসনীয় নয়।	শুদ্ধ	:	দীনতা/দৈন্য প্রশংসনীয় নয়। [চ.০৫, সি. ১৭]
অশুদ্ধ	:	এ কথা প্রমাণ হইয়াছে।	শুদ্ধ	:	এ কথা প্রমাণিত হইয়াছে। [ব. ০১]
অশুদ্ধ	:	তিনি তোমার বিরুদ্ধে সাক্ষী দিলেন।	শুদ্ধ	:	তিনি তোমার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিলেন। [ব.০২]
অশুদ্ধ	:	উপরোক্ত বাক্যটি শুদ্ধ নয়।	শুদ্ধ	:	উপর্যুক্ত বাক্যটি শুদ্ধ নয়। [ঢা. ০৩]
অশুদ্ধ	:	সে তাহার শিক্ষকের একান্ত বাধ্যগত ছাত্র।	শুদ্ধ	:	তাহার শিক্ষকের একান্ত অনুগত ছাত্র। [ঢা. ০২]
অশুদ্ধ	:	তাহারা বাড়ি যাচ্ছে।	শুদ্ধ	:	তারা বাড়ি যাচ্ছে।
অশুদ্ধ	:	অপব্যয় একটি মারাত্মক ব্যধি।	শুদ্ধ	:	অপব্যয় একটি মারাত্মক ব্যাধি। [কু. '০৩]
অশুদ্ধ	:	অধ্যাপনাই ছাত্রদের তপস্যা।	শুদ্ধ	:	অধ্যয়নই ছাত্রদের তপস্যা। [য. ১৭.সি. ঢা. ০৩]
অশুদ্ধ	:	অন্নাভাবে প্রতি ঘরে ঘরে হাহাকর।	শুদ্ধ	:	অন্নাভাবে ঘরে ঘরে হাহাকার। [ঢা. ০৩]
অশুদ্ধ	:	অতিলোভে তাতী নষ্ট।	শুদ্ধ	:	অতিলোভে তাঁতি নষ্ট। [ঢা. ০৩]
অশুদ্ধ	:	অতিশয় দুঃখিত হলাম।	শুদ্ধ	:	খুব দুঃখ পেলাম/অত্যন্ত দুঃখিত হলাম। [ঢা. ০৩]
অশুদ্ধ	:	আমি সন্তোষ হলাম।	শুদ্ধ	:	আমি সন্তুষ্ট হলাম। [ঢা. ০৩]
অশুদ্ধ	:	গীতাঞ্জলী একখানা কাব্যগ্রন্থ।	শুদ্ধ	:	"গীতাঞ্জলি" একখানা কাব্যগ্রন্থ। [চ. ০৩]
অশুদ্ধ	:	পরোপকার মানুষত্বের পরিচায়ক।	শুদ্ধ	:	পরোপকার মনুষ্যত্বের পরিচায়ক। [সি. ০৩]
অশুদ্ধ	:	বাড়ির মালিক যে পিঠ প্রদর্শন করেছিল, তা নয়।	শুদ্ধ	:	বাড়ির মালিক যে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করেছিল, তা নয়।
অশুদ্ধ	:	বিদ্যাকে সকলে শ্রদ্ধা করে।	শুদ্ধ	:	বিদ্বানকে সকলে শ্রদ্ধা করে। [সি. ০৩]
অশুদ্ধ	:	মেয়েটি বিদ্যান কিন্তু ঝগড়াটে।	শুদ্ধ	:	মেয়েটি বিদুষী কিন্তু ঝগড়াটে। [সি. ০৩]
অশুদ্ধ	:	যাবতীয় প্রাণীকুল এই গ্রহের বাসিন্দা।	শুদ্ধ	:	যাবতীয় প্রাণী এই গ্রহের বাসিন্দা। [সি. ০৩]
অশুদ্ধ	:	রচনাটির উৎকর্ষতা অনস্বীকার্য।	শুদ্ধ	:	রচনাটির উৎকর্ষ অনস্বীকার্য। [সি. ০৩]
অশুদ্ধ	:	মাদকাশক্তি ভালো নয়।	শুদ্ধ	:	মাদকাসক্তি ভালো নয়। [কু. ১৭, ০০]
অশুদ্ধ	:	সকল ছাত্রগণ ক্লাসে উপস্থিত ছিল।	শুদ্ধ	:	সকল ছাত্র ক্লাসে উপস্থিত ছিল। [চ. ০৩]
অশুদ্ধ	:	তুমিই টাকাটি আত্মসাৎ করেছ।	শুদ্ধ	:	তুমিই টাকাগুলো আত্মসাৎ করেছ। [সি. ০৩]

Teachingbd24.com

অশুদ্ধ	:	বাংলাদেশে একটি উন্নতশীল দেশ।	শুদ্ধ	:	বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ। [চ. ১৭, ০৩; রা. ০৪;কু. ১৭,০৩]
অশুদ্ধ	:	অন্যায়ের ফল দুর্নিবার্য।	শুদ্ধ	:	অন্যায়ের প্রতিফল অনিবার্য। [কু. ০০]
অশুদ্ধ	:	সে অপমান হইয়াছে।	শুদ্ধ	:	সে অপমানিত হইয়াছে। [রা. ০৪; কু. ০৩, ০৫]
অশুদ্ধ	:	উৎপন্ন বৃদ্ধির জন্য কঠোর পরিশ্রম প্রয়োজন।	শুদ্ধ	:	উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য কঠোর পরিশ্রম প্রয়োজন। [রা. ০৪; কু. ০৫]
অশুদ্ধ	:	কাপুরুসের মতো কথা বলছো কেন?	শুদ্ধ	:	কাপুরুষের মতো কথা বলছো কেন? [রা. ০৪; কু. ০৫]
অশুদ্ধ	:	আমার আর বাঁচিবার স্বাদ নাই।	শুদ্ধ	:	আমার আর বাঁচিবার সাধ নাই। [রা. ০৪; কু. ০৫]
অশুদ্ধ	:	একের লাঠি দশের বোঝা।	শুদ্ধ	:	দশের লাঠি একের বোঝা। [রা. ০৪; কু. ০৫]
অশুদ্ধ	:	সব মাছগুলোর দাম কত?	শুদ্ধ	:	সব মাছের দাম কত? [রা. ০৪; কু. ০৫]
অশুদ্ধ	:	কালীদাস খ্যাতমান কবি।	শুদ্ধ	:	কালিদাস খ্যাতিমান কবি। [কু. ০৫]
অশুদ্ধ	:	তাহাকে এখান থেকে যাইতে হইবে।	শুদ্ধ	:	তাকে এখান থেকে যেতে হবে। [চ. ১৭, কু. ০৫]
অশুদ্ধ	:	বৃক্ষটি সমূলসহ উৎপাটিত হয়েছে।	শুদ্ধ	:	বৃক্ষটি মূলসহ উৎপাটিত হয়েছে। [চ. ১৭, ০৫; কু. ০৮]
অশুদ্ধ	:	বিদ্যান মুর্খ অপেক্ষা শ্রেয়।	শুদ্ধ	:	বিদ্বান মূর্খ অপেক্ষা শ্রেয়। [ঢা. ১৭, চ. ০৫]
অশুদ্ধ	:	সকল ছাত্রগণই পাঠে অমনোযোগী।	শুদ্ধ	:	সকল ছাত্রই পাঠে অমনোযোগী। [সি. ০৩, চ. ০৫]
অশুদ্ধ	:	আবশ্যক ব্যায়ে কার্পণ্যতা করা উচিত নয়।	শুদ্ধ	:	আবশ্যক ব্যয়ে কার্পণ্য উচিত নয়। [চ. ০৫]
অশুদ্ধ	:	এটি লজ্জাস্কর ব্যাপার।	শুদ্ধ	:	এটা লজ্জাকর ব্যাপার। [ঢা. ১৭, দি, ১৭, চ. ০৫, ০৮]
অশুদ্ধ	:	অশুজলে বুক ভেসে গেল।	শুদ্ধ	:	অশ্রুতে বুক ভেসে গেল। [দি. ১৭, ঢা. ১৭, রা. ০৬]
অশুদ্ধ	:	তাহার সৌজন্যচ্ছায় মুগ্ধ হয়েছি।	শুদ্ধ	:	তার সৌজন্যে মুগ্ধ হয়েছি। [রা. ০৬]
অশুদ্ধ	:	সকল সভ্যগুণ এখানে উপস্থিত ছিলেন।	শুদ্ধ	:	সকল সভ্য এখানে উপস্থিত ছিলেন। [রা. ০৬]
অশুদ্ধ	:	তাহার লেখাপড়ায় মনযোগ নাই।	শুদ্ধ	:	তাহার লেখাপড়ায় মনোযোগ নাই। [রা. ০৬]
অশুদ্ধ	:	এক অগ্রহায়ণে শীত যায় না।	শুদ্ধ	:	এক মাঘে শীত যায় না। [দি. ১৭, রা. ০৬]
অশুদ্ধ	:	মহারাজা সভাগৃহে প্রবেশ করিলেন।	শুদ্ধ	:	মহারাজ সভাগৃহে প্রবেশ করিলেন। [রা. ০৬]
অশুদ্ধ	:	আমি এই ঘটনা চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করিয়াছি।	শুদ্ধ	:	আমি এই ঘটনা দেখিয়াছি। [চ. ১৭, সি. ০৩; রা. ০৬]
অশুদ্ধ	:	দশচক্রে ঈশ্বর ভূত।	শুদ্ধ	:	দশচক্রে ভগবান ভূত। [চ. কু. ০৮]
অশুদ্ধ	:	নতুন নতুন ছেলেগুলো উৎপাত করছে।	শুদ্ধ	:	নতুন ছেলেগুলো উৎপাত করছে। [চ. ০৮]
অশুদ্ধ	:	কথাটি সঠিক নয়।	শুদ্ধ	:	কথাটি ঠিক নয়। [চ. ০৮]
অশুদ্ধ	:	রবীন্দ্রনাথ ভয়ঙ্কর কবি ছিলেন।	শুদ্ধ	:	রবীন্দ্রনাথ বড় কবি ছিলেন। [চ. ০৮]
অশুদ্ধ	:	সূর্য উদয় হয়েছে।	শুদ্ধ	:	সূর্য উদিত হয়েছে/সূর্যের উদয় হয়েছে। [চ.০৮]
অশুদ্ধ	:	আসছে আগামীকাল কলেজ বন্ধ হবে।	শুদ্ধ	:	আগামীকাল কলেজ বন্ধ হবে। [চ.০৮]
অশুদ্ধ	:	গাছে কাঁঠাল মাথায় তেল।	শুদ্ধ	:	গাছে কাঁঠাল গোঁফে তেল। [চ. ০৮]
অশুদ্ধ	:	আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি সঙ্গে আনবেন।	শুদ্ধ	:	আবশ্যক দ্রব্যাদি সঙ্গে আনবেন। [চ. কু. ০
অশুদ্ধ	:	সকল ছাত্রগণ পাঠে মনোযোগী নয়।	শুদ্ধ	:	সকল ছাত্র পাঠে মনোযোগী নয়। [কু. ০৮]
অশুদ্ধ	:	আমি অপমান হয়েছি।	শুদ্ধ	:	আমি অপমানিত হয়েছি। [কু. ০৮]
অশুদ্ধ	:	উপরোক্ত বাক্যটি শুদ্ধ নয়	শুদ্ধ	:	উপর্যুক্ত বাক্যটি শুদ্ধ নয় [কু. ১৭]
অশুদ্ধ	:	তিনি যন্ত্রীক ঢাকায় থাকেন।	শুদ্ধ	:	তিনি সস্ত্রীক ঢাকায় থাকেন। [কু. ০৮]
অশুদ্ধ	:	শুধুমাত্র এই কটা টাকা দিলে?	শুদ্ধ	:	শুধু/মাত্র এই কটা টাকা দিলে? [কু. ০৮]
অশুদ্ধ	:	অপমান হবার ভয় নেই।	শুদ্ধ	:	অপমানিত হবার ভয় নেই। [দি. ১৭, চ ১০]
অশুদ্ধ	:	তারা একত্রে গমন করল।	শুদ্ধ	:	তারা একত্র গমন করল। [চ. ১০]
অশুদ্ধ	:	পরবর্তীতে আপনি এলে ভালো হবে।	শুদ্ধ	:	পরবর্তী কালে আপনি এলো ভালো হবে। [চ. বে১০]
অশুদ্ধ	:	বাংলাদেশ একটি সমৃদ্ধশালী দেশ।	শুদ্ধ	:	বাংলাদেশ একটি সমৃদ্ধ দেশ। [চ. ১০]
অশুদ্ধ	:	আপনি স্বপরিবারে আমন্ত্রিত।	শুদ্ধ	:	আপনি সপরিবারে আমন্ত্রিত। [চ. ১০]

https://teachingbd24.com

অশুদ্ধ : তোমার মত বুদ্ধিমান বালিকা আমি আর দেখিনি। [চ. ০৮]
শুদ্ধ : তোমার মত বুদ্ধিমতী বালিকা আমি আর দেখিনি। চ. ০৩]
অশুদ্ধ : সারথি কশাঘাত করিবা মাত্র ঘোড়াগণ বায়ুবেগে ধাবমান হইল।
শুদ্ধ : সারথি কশাঘাত করিবামাত্র, অশ্বগুলো বায়ুবেগে ধাবমান হইল।
অশুদ্ধ : কন্যার বাপ সবুর করতে পারতেন, কিন্তু বরের বাপ সবুর করিতে চাহিলেন না।
শুদ্ধ : কন্যার বাপ সবুর করিতে পারিতেন, কিন্তু বরের বাপ সবুর করিতে চাহিলেন না।
অশুদ্ধ : দ্বাদশ শ্রেণিতে তেত্রিশ জন ছাত্র আছে, তার মধ্যে রহিম সবচেয়ে ভালো। [চ. ১০]
শুদ্ধ : দ্বাদশ শ্রেণিতে তেত্রিশ জন ছাত্র আছে, তাদের মধ্যে রহিম সবচেয়ে ভালো।
অশুদ্ধ : গতকালের সভায় সকল সদস্যগণ উপস্থিত ছিলেন। [চ. ১০]
শুদ্ধ : গতকালের সভায় সকল সদস্য উপস্থিত ছিলেন। [চ. ১০]

অশুদ্ধ : কারো দৈন্যতা নিয়ে উপহার কোরো না। শুদ্ধ : কারো দৈন্য/দীনতা নিয়ে উপহাস কোরো না। [ঢা. '১৬]
অশুদ্ধ : আমি অহর্নিশি সে কথাই ভেবেছি। শুদ্ধ : আমি অহর্নিশ সে কথাই ভেবেছি। [ঢা. '১৬]
অশুদ্ধ : শুধুমাত্র টাকার জোরে সব কিছু হয় না। শুদ্ধ : শুধু টাকার জোরে সব কিছু হয় না। [ঢা. '১৬]
অশুদ্ধ : তার দু'চোখে অশ্রুজলে ভেসে গেল। শুদ্ধ : তার দু'চোখ জলে ভেসে গেল। [ঢা. '১৬]
অশুদ্ধ : এ মামলায় আমি সাক্ষী দেব না। শুদ্ধ : এ মামলায় আমি সাক্ষ্য দেব না। [ঢা. '১৬]
অশুদ্ধ : নিরোগী লোক প্রকৃত অর্থেই সুখী। শুদ্ধ : নীরোগ লোক প্রকৃত অর্থেই সুখী। [ঢা. '১৬]
অশুদ্ধ : আমৃত্যু পর্যন্ত দেশের সেবা করে যাব। শুদ্ধ : আমৃত্যু দেশের সেবা করে যাব। [রা. '১৬, রা. ১৭, ব. ১৭]
অশুদ্ধ : বেগম রোকেয়ার মতো বিদ্বান নারী একালেও বিরল। শুদ্ধ : বেগম রোকেয়ার মতো বিদুষী নারী একালেও বিরল। ঢা. '১৬]
অশুদ্ধ : তিনি স্বপরিবারে ঢাকায় থাকেন। শুদ্ধ : তিনি সপরিবার/সপরিবারে ঢাকায় থাকেন। [কু. '১৬]
অশুদ্ধ : তিনি মোকদ্দমায় সাক্ষী দেবেন। শুদ্ধ : তিনি মোকদ্দমায় সাক্ষ্য দেবেন। [কু. '১৬]
অশুদ্ধ : আগত শনিবারে তারা যাবে। শুদ্ধ : আগামি শনিবারে তারা যাবে। [কু. '১৬]
অশুদ্ধ : ছেলেটি ভয়ানক মেধাবী। শুদ্ধ : ছেলেটি অত্যন্ত মেধাবী। [কু. '১৬]
অশুদ্ধ : বর্তমানে খাঁটি গরুর দুধ পাওয়া মুশকিল। শুদ্ধ : বর্তমানে গরুর খাঁটি দুধ পাওয়া মুশকিল। [কু. '১৬]
অশুদ্ধ : শুধুমাত্র সেই পারবে এ কাজটি করতে। শুদ্ধ : শুধু সেই পারবে এ কাজটি করতে। [কু. '১৬]
অশুদ্ধ : অন্যান্য বিষয়গুলোর আলোচনা পরে হবে। শুদ্ধ : অন্যান্য বিষয়ের/অন্য বিষয়গুলোর আলোচনা পরে হবে।– [কু. '১৬]
অশুদ্ধ : দৈন্যতা সবসময় ভালো নয়। শুদ্ধ : দৈন্য/দীনতা সবসময় ভালো নয়। [য. '১৬]
অশুদ্ধ : এটা হচ্ছে ষষ্ঠদশ বার্ষিক সাধারণ সভা। শুদ্ধ : যোড়শ বার্ষিক সাধারণ সভা। [য. '১৬]
অশুদ্ধ : চোখে হলুদ ফুল দেখছি। শুদ্ধ : চোখে সরষে ফুল দেখছি। [য. '১৬]
অশুদ্ধ : তার বৈমাত্রেয় সহোদর ডাক্তার শুদ্ধ : তার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা ডাক্তার। [কু. ১২, চ. ১৭, য. ১৭]
অশুদ্ধ : দুর্বলবশত তিনি আসতে পারেননি। শুদ্ধ : দুর্বলতাবশত তিনি আসতে পারেননি। [য. '১৬]
অশুদ্ধ : পৃথিবী সর্বদা সূর্যের চারিদিকে ঘূর্ণীয়মান। শুদ্ধ : পৃথিবী সর্বদা সূর্যের চারিদিকে ঘূর্ণায়মান। [য. '১৬]
অশুদ্ধ : সভায় অনেক ছাত্রগণ এসেছিল। শুদ্ধ : সভায় অনেক ছাত্র এসেছিল। [য. '১৬]
অশুদ্ধ : বাংলাদেশ একটি উন্নতশীল দেশ। শুদ্ধ : বাংলাদেশ একটি উন্নতিশীল/উন্নয়নশীল দেশ। [য. '১৬; দি. '১৬]
অশুদ্ধ : বিড়াট গরু–ছাগলের হাট। শুদ্ধ : গরু–ছাগলের বিরাট হাট। [য. '১৬]

https://teachingbd24.com

অশুদ্ধ : আসছে আগামীকাল কলেজ বন্ধ থাকবে।	শুদ্ধ : আগামিকাল কলেজ বন্ধ থাকবে। [রা. '১৬]
অশুদ্ধ : মেয়েটি বিদ্বান কিন্তু ঝগড়াটে।	শুদ্ধ : মেয়েটি বিদুষী কিন্তু ঝগড়াটে। [রা. '১৬]
অশুদ্ধ : উৎপন্ন বৃদ্ধির জন্য কঠোর পরিশ্রম প্রয়োজন।	শুদ্ধ : উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য কঠোর পরিশ্রম প্রয়োজন। [রা. '১৬]
অশুদ্ধ : দশচক্রে ঈশ্বর ভূত।	শুদ্ধ : দশচক্রে ভগবান ভূত। [চ. কু. '১৬; রা. '১৬]
অশুদ্ধ : বৃক্ষটি সমূলসহ উৎপাটিত হয়েছে।	শুদ্ধ : বৃক্ষটি সমূল/মূলসহ উৎপাটিত হয়েছে। [কু. '০৮; রা. '১৬]
অশুদ্ধ : আমি এ ঘটনা চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করেছি।	শুদ্ধ : আমি এ ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছি।/চাক্ষুষ দেখেছি। [রা. ১৬]
অশুদ্ধ : প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করাই বড় কথা।	শুদ্ধ : প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করাই বড় কথা। [রা.১৭]
অশুদ্ধ : বাংলাদেশ একটি উন্নতশীল দেশ।	শুদ্ধ : বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল/উন্নতিশীল দেশ। [রা. '১৬]
অশুদ্ধ : এখানে খাঁটি গরুর দুধ পাওয়া যায়।	শুদ্ধ : এখানে গরুর খাঁটি দুধ পাওয়া যায়। [সি. '১৬]
অশুদ্ধ : অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ অনুচিত।	শুদ্ধ : অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করা অনুচিত। [সি. '১৬]
অশুদ্ধ : তার সৌজন্যতায় মুগ্ধ হলাম।	শুদ্ধ : তার সৌজন্যে মুগ্ধ হলাম। [ব. ১৭, সি. '১৬]
অশুদ্ধ : সকল ছাত্ররা উপস্থিত আছে।	শুদ্ধ : সকল ছাত্র উপস্থিত আছে। [ঢা. ১৭, সি. '১৬]
অশুদ্ধ : কলেজ চলাকালীন সময়ে হর্ন বাজানো নিষেধ।	শুদ্ধ : কলেজ চলাকালে হর্ন বাজানো নিষেধ। [সি.'১৬]
অশুদ্ধ : ছেলেটি ভয়ংকর মেধাবী।	শুদ্ধ : ছেলেটি অত্যন্ত মেধাবী। [সি. '১৬]
অশুদ্ধ : আকণ্ঠ পর্যন্ত ভোজনে স্বাস্থ্যহানি ঘটে।	শুদ্ধ : আকণ্ঠ ভোজনে স্বাস্থ্যহানি ঘটে। [সি. '১৬]
অশুদ্ধ : এ কথা প্রমাণ হয়েছে।	শুদ্ধ : এ কথা প্রমাণিত হয়েছে। [সি. '১৬]
অশুদ্ধ : বাংলাদেশ একটি উন্নতশীল দেশ।	শুদ্ধ : বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ। [চ. '১৬]
অশুদ্ধ : দশচক্রে ঈশ্বর ভূত।	শুদ্ধ : দশচক্রে ভগবান ভূত। [চ. '১৬]
অশুদ্ধ : অন্যায়ের প্রতিফল দুনিবার্য।	শুদ্ধ : অন্যায়ের প্রতিফল অনিবার্য। [চ. '১৬]
অশুদ্ধ : বাজারে খাঁটি গরুর দুধ দুর্লভ।	শুদ্ধ : বাজারে গরুর খাঁটি দুধ দুর্লভ। [চ. '১৬]
অশুদ্ধ : গাছটি সমূলসহ উৎপাটিত হয়েছে।	শুদ্ধ : গাছটি সমূল/মূলসহ উৎপাটিত হয়েছে। [চ. '১৬]
অশুদ্ধ : নতুন নতুন ছেলেগুলো কলেজে বড় উৎপাত করছে।	শুদ্ধ : নতুন নতুন ছেলে/নতুন ছেলেগুলো কলেজে বড় উৎপাত করছে। [চ. '১৬]
অশুদ্ধ : সে সভায় উপস্থিত ছিলেন।	শুদ্ধ : তিনি সভায় উপস্থিত ছিলেন। [ব. ১৭]
অশুদ্ধ : সাবধান পূর্বক চলবে।	শুদ্ধ : সাবধানে চলবে। [ব. ১৭]
অশুদ্ধ : বিশ্বে বাংলা ভাষাভাষীর সংখ্যা প্রায় পঁচিশ কোটি।	শুদ্ধ : বিশ্বে বাংলাভাষীর সংখ্যা প্রায় পঁচিশ কোটি। [চ. '১৬]
অশুদ্ধ : অল্প দিনের মধ্যে তিনি আরোগ্য হলেন।	শুদ্ধ : অল্প দিনের মধ্যে তিনি আরোগ্য লাভ করলেন। [চ. '১৬]

Teachingbd24.com

অশুদ্ধ : সকল ছাত্রছাত্রীগণ ক্লাসে উপস্থিত ছিল।	শুদ্ধ : সকল ছাত্রছাত্রী ক্লাসে উপস্থিত ছিল। [ব. '১৬]
অশুদ্ধ : ইহার আবশ্যক নাই।	শুদ্ধ : ইহার আবশ্যকতা নাই। [ব. '১৬]
অশুদ্ধ : একের বোঝা, দশের লাঠি।	শুদ্ধ : দশের লাঠি, একের বোঝা। [ব. '১৬]
অশুদ্ধ : আপনি স্বপরিবারে আমন্ত্রিত।	শুদ্ধ : আপনি সপরিবার/সপরিবারে আমন্ত্রিত। [ব. '১৬]
অশুদ্ধ : শকুনের দোয়ায় হাতি মরে না।	শুদ্ধ : শকুনের দোয়ায় গরু মরে না। [ব, '১৬]
অশুদ্ধ : দারিদ্র্যতাকে জয় করতে তোমার ইচ্ছাই যথেষ্ট।	শুদ্ধ : দারিদ্র্যকে/দরিদ্রতাকে জয় করতে তোমার ইচ্ছাই যথেষ্ট। [ব. '১৬]
অশুদ্ধ : সে সভায় উপস্থিত ছিলেন।	শুদ্ধ : তিনি সভায় উপস্থিত ছিলেন। সে সভায় উপস্থিত ছিল। [ব. '১৬]
অশুদ্ধ : বঙ্কিমচন্দ্রের ভয়ংকর প্রতিভা ছিল।	শুদ্ধ : বঙ্কিমচন্দ্রের অসামান্য/অসাধারণ প্রতিভা ছিল। [দি. '১৬, '১৭]
অশুদ্ধ : দৈন্যতা প্রশংসনীয় নয়।	শুদ্ধ : দৈন্য/দীনতা প্রশংসনীয় নয়। [দি. '১৬, '১৭
অশুদ্ধ : সকল লোকেরাই সেখানে উপস্থিত ছিল।	শুদ্ধ : সকল লোকই সেখানে উপস্থিত ছিল। [দি. '১৬]
অশুদ্ধ : অপরাহ্ন লিখতে অনেকেই ভুল করে।	শুদ্ধ : অপরাহ্ণ লিখতে অনেকেই ভুল করে। [দি. '১৬]
অশুদ্ধ : এক অগ্রহায়নে শীত যায় না।	শুদ্ধ : এক মাঘে শীত যায় না। [দি. '১৬]
অশুদ্ধ : নদীর জলে অস্তমান সূর্যের ছায়া পড়েছে।	শুদ্ধ : নদীর জলে অস্তায়মান সূর্যের ছায়া পড়েছে। [দি. '১৬]
অশুদ্ধ : নজরুল সাহেব স্বপরিবার বেড়াতে গেলেন।	শুদ্ধ : নজরুল সাহেব সপরিবারে বেড়াতে গেলেন। [সি. ১৭]
অশুদ্ধ : দুৎসংবাদটি শুনে সে চোখের অশ্রুজল সংবরণ করতে পারলো না।	শুদ্ধ : দুঃসংবাদটি শুনে সে চোখের জল সংবরণ করতে পারলো না। [সি. ১৭]
অশুদ্ধ : এ বিষয়ে অজ্ঞানতাই তার পতনের কারণ।	শুদ্ধ : এ বিষয়ে অজ্ঞতাই তার পতনের কারণ। [সি. ১৭]
অশুদ্ধ : পরীক্ষা চলাকালীন সময়ে হর্ন বাজানো নিষেধ।	শুদ্ধ : পরীক্ষা চলাকালে সময়ে হর্ন বাজানো নিষেধ। [সি. ১৭]
অশুদ্ধ : পাহাড়ের প্রাকৃতিক বৈচিত্রতা আমাদের মুগ্ধ করে।	শুদ্ধ : পাহাড়ের প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য আমাদের মুগ্ধ করে। [সি. ১৭]
অশুদ্ধ : আমরা তার বিদেহী আত্মার চিরশান্তি কামনা করছি।	শুদ্ধ : আমরা তার বিদেহ আত্মার চিরশান্তি কামনা করছি। [সি. ১৭]
অশুদ্ধ : চোরে চোরেন চাচাতো ভাই।	শুদ্ধ : চারে চোরে মাসতুতো ভাই। [চ. ১৭]
অশুদ্ধ : এখানে প্রবেশ নিষেধ।	শুদ্ধ : এখানে প্রবেশ নিষিদ্ধ। [চ. ১৭]
অশুদ্ধ : তাহাকে এখান থেকে যাইতে হবে।	শুদ্ধ : তাকে এখান থেকে যেতে হবে। [চ. ১৭]

Teachingbd24.com

অশুদ্ধ : আমি, তুমি ও তিনি আজ বাগানে যাবেন। শুদ্ধ : সে, তুমি ও আমি বাগানে যাব। [চ. ১৭]

অশুদ্ধ : সারা জীবন ভূতের মজুরি খেটে মরলাম। শুদ্ধ : সারা জীবন ভূতের বেগার খেটে মরলাম। [কু. ১৭]

অশুদ্ধ : নিরোগ লোক আসলে সুখী। শুদ্ধ : নীরোগ লোক আসলে সুখী। [কু. ১৭]

অশুদ্ধ : কীর্তিবাস বাংলা রামায়ন লিখেছেন। শুদ্ধ : কৃত্তিবাস বাংলা রামায়ণ লিখেছেন। [কু. ১৭]

অশুদ্ধ : শুধুমাত্র গায়ের জোরে কাজ হয় না। শুদ্ধ : শুধু গায়ের জোরে কাজ হয় না। [কু. ১৭]

অশুদ্ধ : বিধি লঙ্ঘন হয়েছে। শুদ্ধ : বিধি লঙ্ঘিত হয়েছে। [রা. ১৭]

অশুদ্ধ : হুষিতা বুদ্ধিমান মেয়ে। শুদ্ধ : হুষিতা বুদ্ধিমতী মেয়ে। [রা. ১৭]

অশুদ্ধ : তার পানিতে সমাধি হয়েছে। শুদ্ধ : তার সলিল সমাধি হয়েছে। [রা. ১৭]

অশুদ্ধ : সময় বড় সংক্ষেপ। শুদ্ধ : সময় বড় সংক্ষিপ্ত। [রা. ১৭]

অশুদ্ধ : তাকে বাড়ি যাইতে দাও। শুদ্ধ : তাকে বাড়ি যেতে দাও। [রা. ১৭]

অশুদ্ধ : গীতাঞ্জলী একটি কাব্যগ্রন্থ। শুদ্ধ : গীতাঞ্জলি একটি কাব্যগ্রন্থ। [রা. ১৭]

অশুদ্ধ : আমার টাকার আবশ্যক নাই। শুদ্ধ : আমার টাকার আবশ্যকতা নাই। [ঢা. ১৭]

অশুদ্ধ : ছেলেটি বংশের মাথায় চুনকালি দিল। শুদ্ধ : ছেলেটি বংশের মুখে চুনকালি দিল। [ঢা. ১৭]

অশুদ্ধ : সে এ মোকদ্দমায় সাক্ষি দিয়েছে। শুদ্ধ : সে এ মোকদ্দমায় সাক্ষ্য দিয়েছে। [ঢা. ১৭]

অশুদ্ধ : সব পাখিরা নীড় বাঁধে না। শুদ্ধ : সব পাখি নীড় বাঁধে না। [দি. ১৭]

অশুদ্ধ : ষড়ঋতুর সমাহারের দেশ বাংলাদেশ। শুদ্ধ : ষড়ঋতুর দেশ বাংলাদেশ। [দি. ১৭]

অশুদ্ধ : প্রতিযোগিতায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা থাকবেই। শুদ্ধ : প্রতিযোগিতায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা থাকবেই। [দি. ১৭]

অশুদ্ধ : এবথা প্রমাণ হয়েছে। শুদ্ধ : একথা প্রমাণিত হয়েছে। [য. ১৭, বরি, ১৭]

অশুদ্ধ : আমি সাক্ষী দিব না। শুদ্ধ : আমি সাক্ষ্য দিব না। [য. ১৭]

অশুদ্ধ : তিনি আরোগ্য হয়েছেন। শুদ্ধ : তিনি আরোগ্য লাভ করেছেন। [য. ১৭]

অশুদ্ধ : কালীদাস বিখ্যাত কবি। শুদ্ধ : কালিদাস বিখ্যাত কবি। [য. ১৭]

যে কোনো পাঁচটি বাক্যের অপপ্রয়োগ শুদ্ধ করে লেখ : *[সকল বো. ১৮]*

অশুদ্ধ : তিনি আজ ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে ভাষণ দেবে। শুদ্ধ : তিনি আজ ভিডিও কনফারেন্সে ভাষণ দেবেন।

অশুদ্ধ : প্রয়াত কবিকে আমরা সবাই অশ্রুজলে বিদায় দিলাম। শুদ্ধ : প্রয়াত কবিকে আমরা সবাই চোখের জলে বিদায় দিলাম।

অশুদ্ধ : তাহারা সবাই অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছে। শুদ্ধ : তারা সবাই অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছে।

অশুদ্ধ : সুশিক্ষায় কোনো বিকল্প নেই। শুদ্ধ : শিক্ষার কোনো বিকল্প নেই।

অশুদ্ধ : এতে গৌরব লোপ হয়েছে। শুদ্ধ : এতে গৌরব লুপ্ত হয়েছে।

অশুদ্ধ : শ্রাবণী অত্যন্ত বুদ্ধিমান মেয়ে। শুদ্ধ : শ্রাবণী অত্যন্ত বুদ্ধিমতী মেয়ে।

অশুদ্ধ : সকল সদস্যগণকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। শুদ্ধ : সকল সদস্যকে অভিনন্দন জানাচ্ছি।

অশুদ্ধ : পরবর্তীতে আপনি আবার আসবেন। শুদ্ধ : আপনি আবার আসবেন।

Teachingbd24.com

অনুচ্ছেদগুলোর অপপ্রয়োগ

নিচের অনুচ্ছেদগুলোর অপপ্রয়োগগুলো শুদ্ধ করো :

১. দারিদ্রতা আজ আর বাংলাদেশের প্রধান সমস্যা নয়। আমাদের দেশ এখন সমৃদ্ধশালী। কেবলমাত্র দুর্নীতিই আমাদের পেছনে টানে। এ থেকে মুক্তির পাশাপাশি জাতীয় জীবনের সর্বক্ষেত্রে কৃচ্ছতা সাধন প্রয়োজন। প্রয়োজন দলমত নির্বিশেষ সখ্যতাও। [ঢা. ১৬]

উত্তর : দরিদ্রতা আজ আর বাংলাদেশের প্রধান সমস্যা নয়। আমাদের দেশ এখন সমৃদ্ধিশালী। দুর্নীতিই আমাদের পেছনে টানে। এ থেকে মুক্তির পাশাপাশি জাতীয় জীবনের সর্বক্ষেত্রে কৃচ্ছ্র সাধন প্রয়োজন। প্রয়োজন দলমত নির্বিশেষ সখ্যও।

২. দিনবন্ধুর মেয়ে দময়ন্তী উরোজাহায আবিষ্কারকের নাম পরিস্কারভাবে বলতে না পারায় পুরস্কারটি হারাইল। দ্বাদশ শ্রেণিতে তেত্রিশজন ছাত্র আছে, তার মধ্যে রতীশ সবচেয়ে ভালো। গতকালের সভায় সকল শিক্ষার্থীগণ উপস্থিত ছিল। আপনি স্বপরিবারে আমন্ত্রিত।

উত্তর : দীনবন্ধুর মেয়ে দময়ন্তী উড়োজাহাজ আবিষ্কারকের নাম পরিষ্কারভাবে বলতে না পারায় পুরস্কারটি হারাল। দ্বাদশ শ্রেণিতে তেত্রিশজন ছাত্র আছে, তাদের মধ্যে রতীশ সবচেয়ে ভালো। গতকালের সভায় সব শিক্ষার্থী উপস্থিত ছিল। আপনি সপরিবারে আমন্ত্রিত।

৩. নিজ ব্যক্তিত্বের বৈচিত্র্যতা দেখাতে সে সর্বদা সচেষ্ট। এ লক্ষ্যে বিনা প্রয়োজনে মিটিং চলাকালীন সময়েও সে যখন-তখন দাঁড়িয়ে পড়ে। কেউ তার সমালোচনা করলে অপমানবোধ করে সে। নিজের দৈন্যতা সে বুঝতেই পারে না কখনো। তাই নিজ অহংকারবোধ নিয়েই চলতে থাকে সে। [কু. ১৬]

উত্তর : নিজ ব্যক্তিত্বের বৈচিত্র্য দেখাতে সে সর্বদা সচেষ্ট। এ লক্ষ্যে বিনা প্রয়োজনে মিটিং চলার সময়েও সে যখন-তখন দাঁড়িয়ে পড়ে। কেউ তার সমালোচনা করলে অপমানিতবোধ করে সে। নিজের দীনতা সে বুঝতেই পারে না কখনো। তাই নিজ অহংকারবোধ নিয়েই চলতে থাকে সে।

৪. কর্মমুখী শিক্ষার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য রয়েছে। এই শিক্ষার প্রধান বৈশিষ্ট্য হইতেছে এটা গ্রহণ করিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো অত ব্যাপক সময়ের অপ্রয়োজনীয়তা হয় না। অর্থাৎ সীমিত সময়ের মধ্যে সীমীত অর্থ ব্যায়ে এই শিক্ষা অর্জন সম্ভব। কর্মমুখী শিক্ষা গ্রহণে বয়সের কোনো বাধাধরা নিয়ম নাই। এই শিক্ষা স্কুল কলেজের ছেলে হইতে শুরু করে প্রৌড় ব্যক্তি পর্যন্ত লইতে পারেন এবং এই শিক্ষা নারী পুরুষ যে কেউ লইতে পারেন।

উত্তর : কর্মমুখী শিক্ষার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য রয়েছে। এ শিক্ষার প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, এটা গ্রহণ করতে বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো অত ব্যাপক সময়ের প্রয়োজন হয় না। অর্থাৎ সীমিত সময়ের মধ্যে সীমিত অর্থ ব্যয়ে এ শিক্ষা অর্জন সম্ভব। কর্মমুখী শিক্ষা গ্রহণে বয়সের কোনো বাঁধাধরা নিয়ম নেই। এ শিক্ষা স্কুল-কলেজের শিক্ষার্থী থেকে শুরু করে প্রৌঢ় পর্যন্ত নারী-পুরুষ যে কেউ গ্রহণ করতে পারেন।

৫ এইবার স্যার আমাদের উপর রাগিয়া গিয়াছেন। সেদিন বল্লেন, 'তোমরা ম্যাট্রিক পাস করিয়া আসিলে কি করে? মুহুর্ত, মনীষি, দন্দ, বেবধান, নুপুর, বানিজ্য ইত্যাদি বানান পর্যন্ত ভুল কর। মনে রেখ এই সমস্ত ভুলের জন্য তোমাদের মাফ করা হবে না। [রা. ১৬]

উত্তর : এইবার স্যার আমাদের উপর রাগিয়া গিয়াছেন। সেদিন বলেন, 'তোমরা ম্যাট্রিক পাস করিয়া আসিলে কি করে? মুহূর্ত, মনীষী, দ্বন্দ্ব, ব্যবধান, নূপুর, বাণিজ্য ইত্যাদি বানান পর্যন্ত ভুল কর। মনে রাখিও এই সমস্ত ভুলের জন্য তোমাদের মাফ করা হইবে না।

https://teachingbd24.com

৬. আজকাল বানানের ব্যাপারে সকল ছাত্ররাই অমনোযোগী। বানান শুদ্ধ করে লেখার জন্য তাহারা ত সচেষ্টিত নহেই, বরং অবস্থাদৃষ্টে মনে হয়, তাহারা সবাই ভুল করার প্রতিযোগিতায় নেমেছে। [চ. ১৬]

উত্তর : আজকাল বানানের ব্যাপারে সকল ছাত্রই অমনোযোগী। বানান শুদ্ধ করে লেখার জন্য তারা সচেষ্ট নয়ই, বরং অবস্থাদৃষ্টে মনে হয়, তারা সবাই ভুল করার প্রতিযোগিতায় নেমেছে।

৭. করিম একজন বিদ্যান ব্যক্তি। তার অর্থনৈতিক দূরাবস্থা তার দারিদ্রতার কারণ। এজন্য প্রায়ই সে দূর্নীতি করে। ফলে প্রতিনিয়ত সে মানসিক দ্বিধা দ্বন্দ্বে ভোগে।

উত্তর : করিম একজন বিদ্বান ব্যক্তি। তার আর্থিক দুরবস্থা তার দরিদ্রতার/দারিদ্র্যের কারণ। এজন্য প্রায়ই সে দুর্নীতি করে। ফলে প্রতিনিয়ত সে মানসিক দারিদ্র্যের দ্বন্দ্বে ভোগে।

৮. অজ্ঞানতা আজ আমাদের ঘিরিয়া ধরেছে। আকণ্ঠ পর্যন্ত আজ আমরা ভুলের সাগরে ডুবে আছি। সমৃদ্ধশালী দেশ গড়ে তুলতে হলে বাংলা ভাষাভাষী সকল মানুষকেই একসাথে অগ্রসর হইতে হবে। নচেৎ অশ্রুজল সুনিশ্চিত।

উত্তর : অজ্ঞানতা আজ আমাদের ঘিরে ধরেছে। আজ আমরা ভুলের সাগরে আকণ্ঠ ডুবে আছি। সমৃদ্ধ দেশ গড়ে তুলতে হলে বাংলাভাষী মানুষকে একসাথে অগ্রসর হতে হবে। না হলে চোখের জল সুনিশ্চিত।

৯. নিরব ভাষায় বৃক্ষ আমাদের সার্থকের গান শোনায়। অনুভূতির কান দ্বারা সে গান শুনতে হবে। তাহলে বুঝতে পারা যাবে জীবনের মানে বুদ্ধি, ধর্ম্মের মানেও তাই। [ব. ১৭, য. ১৬]

উত্তর : নীরব ভাষায় বৃক্ষ আমাদের সার্থকতার গান শোনায়। অনুভূতির কান দিয়ে সে গান শুনতে হবে। তাহলে বুঝতে পারা যাবে জীবনের মানে বৃদ্ধি, ধর্মের মানেও তাই।

১০. আসছে আগামীকাল 'ক' কলেজে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হবে। প্রত্যেক শিক্ষকগণ উপস্থিত থাকবেন। খবরটি শুনে রিপা আশ্চর্য হল। সে প্রতিযোগীতায় অংশগ্রহণ করবে। তার আবৃত্তিতে মাধুর্যতা আছে। [সি. ১৬]

উত্তর : আগামীকাল 'ক' কলেজে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হবে। প্রত্যেক শিক্ষক উপস্থিত থাকবেন। খবরটি শুনে রিপা আশ্চর্যান্বিত হল। সে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করবে। তার আবৃত্তিতে মাধুর্য আছে।

১১. বিদ্বান অর্থ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর। এ কতা প্রমাণ হয়েছে। জীবনে সার্থকতা লাভ করিতে হইলে পাঠে মনোযোগি হইতে হয়। দূরবস্থা আকঙ্ক্ষার অন্তরায়। দৈন্যতা ভাল নয়। [ব. ১৬]

উত্তর : বিদ্বান মূর্খ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। এ কথা প্রমাণিত হয়েছে। জীবনে সার্থকতা লাভ করতে হলে পাঠে মনোযোগী হতে হয়। দুরবস্থা আকাঙ্ক্ষার অন্তরায়। দীনতা ভাল নয়।

১২. আজিকাল বানানের ব্যাপারে সকল ছাত্ররাই অমনযোগী। বানান শুদ্ধতম করে লিখার ব্যাপারে তাহারা ত সচেষ্টিত নয়ই বরং অবস্থানদৃষ্টে মনে হয় তাহারা যেন সর্বদাই ভুল করার প্রতিযোগীতায় নেমেছে। তা যথার্থই লজ্জার ব্যাপার। ভাষার শিক্ষা বহুলাংশে বানানের মাধ্যমেই সিদ্ধ হয়। অতএব বানানের শিক্ষা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। [দি. ১৬]

উত্তর : আজকাল বানানের ব্যাপারে সকল ছাত্রই অমনোযোগী। বানান শুদ্ধ করিয়া লেখার ব্যাপারে তাহারা ত সচেষ্ট নয়ই বরং অবস্থানদৃষ্টে মনে হয় তাহারা যেন সবাই ভুল করার প্রতিযোগিতায় নামিয়াছে। তাহা যথার্থই লজ্জার ব্যাপার। ভাষা শিক্ষা বহুলাংশে বানানের মাধ্যমেই সিদ্ধ হয়। অতএব বানানের শিক্ষা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

১৩. ইদানীংকালে ইংরেজি ধাচে বাংলা বলার অপচেষ্টা দেখা যাচ্ছে। বিশ্বে বাংলা ভাষা ভাষীর সংখ্যা প্রায় পঁচিশ কোটি। এমন লজ্জাস্কর ব্যাপার কখনো দেখি নাই। ভাষা-আন্দোলন চলাকালীন সময়ে বাংলার প্রধান প্রতিপক্ষ ছিল উর্দু। হয়তো আসছে আগামীতে বাংলার প্রতিপক্ষ হবে হিন্দি। [চ. ১৭]

উত্তর : ইদানীং ইংরেজি ধাঁচে বাংলা বলার অপচেষ্টা দেখা যাচ্ছে। বিশ্বে বাংলাভাষীর সংখ্যা প্রায় পঁচিশ কোটি। এমন লজ্জাকর ব্যাপার কখনো দেখি নি। ভাষা-আন্দোলন চলাকালে বাংলার প্রধান প্রতিপক্ষ ছিল উর্দু। হয়তো ভবিষ্যতে বাংলার প্রতিপক্ষ হবে হিন্দি।

https://teachingbd24.com

১৪. ইদানীংকালে ইংরেজি ধাচে বাংলা বলার অপচেষ্টা দেখা যাচ্ছে। বিশ্বে বাংলা ভাষা ভাষীর সংখ্যা প্রায় পঁচিশ কোটি। শুধুমাত্র গায়ের জোরে কাজ হয় না। পরীক্ষা চালাকালীন সময়ে শিক্ষার্থীরা অনেক বেশি অমনোযোগী থাকে বরে বানান ভুল করে। সরকারি পর্যায়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে সর্বস্তরে বাংলা ভাষা চালু করতে হবে। [ঢা. ১৭]

উত্তর : ইদানীং ইংরেজি ধাঁচে বাংলা বলার অপচেষ্টা দেখা যাচ্ছে। বিশ্বে বাংলাভাষীর সংখ্যা প্রায় পঁচিশ কোটি। শুধু গায়ের জোরে কাজ হয় না। পরীক্ষা চলাকালে শিক্ষার্থীরা অনেক বেশি অমনোযোগী থাকে বলে নানান ভুল করে। সরকারি পর্যায়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে যে, সর্বস্তরে বাংলা ভাষা চালু করতে হবে।

১৫. কিছুক্ষণ পর মিজান বলল, এটি লজ্জাস্কর ব্যাপার; আমরা থাকতে মেয়েরা গাছে উল্লম্ফন করবে এটি সঠিক নয়। এই বলে মিজান একটি বৃক্ষ বেয়ে ওপরে উঠল। অন্যরা তা দেখে গৌরবান্বিত বোধ করলো। [কু. ১৭]

উত্তর : কিছুক্ষণ পর মিজান বলল, এটি লজ্জাকর ব্যাপার; আমরা থাকতে মেয়েরা গাছে উঠবে এটা ঠিক নয়। এই বলে মিজান একটি গাছ বেয়ে ওপরে উঠল। অন্যরা তা দেখে গৌরব বোধ করলো।

১৬. মাননীয় রাষ্ট্রপতি আসছে আগামীকাল সন্ধ্যা ৮ ঘটিকার সময় সমগ্র জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দিবেন। আমাদের বন্ধুমহলের সকলের মধ্যে কিন্তু সাজ সাজ উত্তেজনা শুরু হলো। [রা. ১৭]

উত্তর : মহামান্য রাষ্ট্রপতি আগামী কাল রাত ৮ ঘটিকার সময় জাতির উদ্দেশে ভাষণ দিবেন। আমাদের বন্ধুমহলে সাজ সাজ রব পড়ে গেল।

১৭. রাত জেগে ফেইসবুক দেখে অনেক ছাত্ররা নিজেদের শরীরের ক্ষতি করছে। এতে তারা যেমন মানসিক দৌর্বল্যতায় ভুগছে তেমনি পড়াশুনায় হচ্ছে অমনোযোগী। তাছাড়া আবশ্যকীয় প্রস্তুতির অভাবে কাঙ্ক্ষিত ফলাফল অর্জন করতে না পেরে অনেকে চোখে সর্ষে পুষ্প দেখে। [সি. ১৭]

উত্তর : রাত জেগে ফেইসবুক দেখে অনেক ছাত্র নিজেদের শরীরের ক্ষতি করছে। এতে তারা যেমন মানসিক দুর্বলতায় ভুগছে তেমনি পড়াশোনায় হচ্ছে অমনোযোগী। তাছাড়া আবশ্যক প্রস্তুতির অভাবে কাঙ্ক্ষিত ফলাফল অর্জন করতে না পেরে অনেকে চোখে সর্ষে ফুল দেখে।

১৮. বিদ্যান মুর্খ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর। জীবনে স্বার্থকথা লাভ করিতে হইলে পাঠে মনোযোগি হতে হইবে। দূরাবস্থা আকাঙ ক্ষার অন্তরায়; দৈন্যতা প্রশংসনীয় নয়। এটি লজ্জাস্কর ব্যাপার। [দি. ১৭]

উত্তর : বিদ্বান মূর্খ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। জীবনে স্বার্থকথা লাভ করতে হলে পাঠে মনোযোগী হতে হইবে। দুরবস্থা আকাঙ্ক্ষার অন্তরায়; দৈন্য/দীনতা প্রশংসনীয় নয়। এটি লজ্জাকর ব্যাপার।

১৯. ছেলেটি ভয়ানক মেধাবী ও বিনয়ী। তার মেধা পরিদর্শন করে সবাই মুগ্ধ। শিক্ষকবৃন্দ মনে করেন, আগামী ভবিষ্যতে সে অসামান্য সাফল্যতা বয়ে আনবে, যা ইতিপূর্বে এ প্রতিষ্ঠানের কোনো শিক্ষার্থীর পক্ষে সম্ভব হয়নি। [য. ১৭]

উত্তর : ছেলেটি অত্যন্ত মেধাবী ও বিনয়ী। তার মেধার পরিচয় পেয়ে সবাই মুগ্ধ। শিক্ষকবৃন্দ মনে করেন, ভবিষ্যতে সে অসামান্য সাফল্য বয়ে আনবে, যা ইতঃপূর্বে এ প্রতিষ্ঠানের কোনো শিক্ষার্থীর পক্ষে সম্ভব হয়নি।

২০. ভুলের মধ্য দিয়ে গিয়েই তবে সত্যকে পাওয়া যায়। কোনো ভুল করিয়াছি বুঝতে পারলেই আমি প্রাণ খুলে তা স্বীকার করে নেব। কিন্তু না বুঝেও নয়, ভয়েও নয়। ভুল করছি বা না করেছি বুঝেও শুধু জেদের খাতিরে বা গো বজায় রাখবার জন্য ভুলটাকে ধরে থাকব না। তাহলে আমার আগুন সেই নিই নিভে যাবে।

উত্তর : ভুলের মধ্যে দিয়ে গিয়েই তবে সত্যকে পাওয়া যায়। কোনো ভুল করছি বুঝতে পারলেই আমি প্রাণ খুলে তা স্বীকার করে নেব। কিন্তু না বুঝেও নয়, ভয়েও নয়। ভুল করেছি বা না করেছি বুঝেও শুধু জেদের খাতিরে বা গোঁ বজায় রাখার জন্য ভুলটাকে ধরে থাকব না। তাহলে আমার আগুন সেই দিনই নিভে যাবে।

২১. জামিল সাহেব স্বপরিবারে ছুটি কাটাতে চলেছেন। এবার তাঁর যাত্রা কক্সবাজারের সমুদ্রসৈকত। কিন্তু ট্রেনে কিছু যাত্রীর সৌজন্যতাহীন আচরণে তিনি বড় বিরক্ত হলেন। শিক্ষাসফরের যাত্রীরা অসুরে গলায় সুরদেবীর আরাধনা করছে। তবে তাঁর বিরক্তবোধ প্রকাশ পাওয়া মাত্রই তারা নিজেদের ভুল বুঝতে পারে। *[সকল বো. ১৮]*

উত্তর : জামিল সাহেব সপরিবারে ছুটি কাটাতে চলেছেন। এবার তাঁর যাত্রা কক্সবাজারের সমুদ্রসৈকতে। কিন্তু ট্রেনে কিছ যাত্রীর অসৌজন্য আচরণে তিনি বড় বিরক্ত হলেন। শিক্ষাসফরের যাত্রীরা বেসুরো গলায় সুরদেবীর আরাধনা করছে। তবে তাঁর বিরক্তি প্রকাশ পাওয়া মাত্রই তারা নিজেদের ভুল বুঝতে পারে।

Teachingbd24.com

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

পাঠ্যপুস্তক ভবন
৬৯-৭০ মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০

জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০১২ অনুযায়ী একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণির বাংলা ২য় পত্রের প্রশ্নপত্র প্রণয়নের জন্য নির্দেশনা (উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা ২০১৬ থেকে প্রযোজ্য)।

ব্যাকরণ : ৩০ নম্বর	নম্বর বিভাজন
১। উচ্চারণের যে কোনো ৫টি নিয়ম লিখতে হবে। এর বিকল্পে ৮টি শব্দের মধ্যে ৫টি শব্দের উচ্চারণ লিখতে হবে।	৫ নম্বর
২। বাংলা একাডেমি প্রণীত প্রমিত বাংলা বানানরীতির যে কোনো ৫টি নিয়ম লিখতে হবে। এর বিকল্পে ৮টি ভুল বানানের শব্দকে শুদ্ধ বানানে লিখতে হবে।	৫ নম্বর
৩। বিভিন্ন শব্দশ্রেণি (বিশেষ্য, বিশেষণ, সর্বনাম, ক্রিয়া, ক্রিয়া বিশেষণ, আবেগ শব্দ, যোজক, অনুসর্গ) থেকে একটি বর্ণনামূলক প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। বিকল্পে প্রদত্ত অনুচ্ছেদ থেকে একটি নির্দিষ্ট শব্দশ্রেণি চিহ্নিত করতে হবে।	৫ নম্বর
৪। উপসর্গ, প্রত্যয় ও সমাসের মধ্যে যে কোনো ২টি পাঠ হতে প্রশ্ন থাকবে এবং ১টির উত্তর দিতে হবে। প্রতিটি প্রশ্নেই ৮টির মধ্যে ৫টির উত্তর দিতে হবে।	৫ নম্বর
৫। বাক্যতত্ত্ব অংশ থেকে একটি বর্ণনামূলক প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। এর বিকল্পে ৮টি বাক্যের মধ্যে ৫টির বাক্যান্তর করতে হবে।	৫ নম্বর
৬। ৮টি অশুদ্ধ বাক্যের মধ্যে ৫টিকে শুদ্ধ করতে হবে। এর বিকল্পে একটি অনুচ্ছেদে বিদ্যমান অপপ্রয়োগসমূহ শুদ্ধ করতে হবে।	৫ নম্বর
নির্মিতি : ৭০ নম্বর	
১। ১৫টি বিদেশি শব্দের মধ্যে ১০টির বাংলা পারিভাষিক রূপ লিখতে হবে। এর বিকল্পে ১টি ইংরেজি ভাষার অনুচ্ছেদকে বাংলা ভাষায় অনুবাদ করতে হবে।	১০ নম্বর
২। ঘটনাসমৃদ্ধ পুরো ১টি দিনকে অবলম্বন করে ১টি দিনলিপি রচনা করতে হবে অথবা কোনো ১টি সুনির্দিষ্ট বিষয়ে (দিবস উদযাপন, ঐতিহাসিক স্থান পরিদর্শক ইত্যাদি) অভিজ্ঞতা বর্ণনা করতে হবে। এর বিকল্পে ১টি ভাষণ বা প্রতিবেদন লিখতে হবে।	১০ নম্বর
৩। একটি বিশেষ উৎসব বা উপলক্ষ (ঈদ, নববর্ষ ইত্যাদি) অবলম্বন করে ৫টি ক্ষুদে আকারের বাংলা বাক্যে একটি ক্ষুদে বার্তা বা ই-মেইল/এস এম এস রচনা করতে হবে। এর বিকল্পে যে কোনো এক প্রকার পত্র লিখতে হবে।	১০ নম্বর
৪। সারাংশ বা সারমর্ম থেকে ১টি প্রশ্ন থাকবে। এর বিকল্পে ভাবসম্প্রসারণ থেকে ১টি প্রশ্ন থাকবে। যে কোনো ১টির উত্তর দিতে হবে।	১০ নম্বর
৫। কোনো একটি বিশেষ ঘটনা বা পরিস্থিতির আলোকে নাটকের সংলাপের আকারে সংলাপ বা কথোপকথন রচনা করতে হবে। এর বিকল্পে প্রশ্নে প্রদত্ত একটি গল্পের শিরোনাম বা দৃশ্যপট অবলম্বনে একটি ক্ষুদ্রে গল্প রচনা করতে হবে।	১০ নম্বর
৬। যে কোনো ৫টি বিষয়ের ১টি অবলম্বনে একটি প্রবন্ধ লিখতে হবে। (গতানুগতিক মুখস্থনির্ভর এবং তথ্য ভারাক্রান্ত প্রবন্ধের পরিবর্তে শিক্ষার্থীর সৃজনশীলতার প্রতিফলন ঘটবে এমন ধরনের প্রবন্ধ লিখতে হবে।	২০ নম্বর

Teachingbd24.com

এইচ এস সি বাংলা ব্যকরণ

অধ্যায় ১০: ণ-ত্ব ও ষ-ত্ব বিধান

প্রশ্ন ১। ণত্ব বিধান বলতে কী বোঝ? ণত্ব বিধানের পাঁচটি নিয়ম লেখো।

[ঢা. '০৬, '০৯ রা. '০৪, '১১, য.. ১৭, ০০, দি. ০৯; কু. '১৪]

উত্তর : বাংলা ভাষায় সাধারণত মূর্ধন্য (ণ) ধ্বনির ব্যবহার নেই। যে কারণে দেশি, তদ্ভব ও বিদেশি শব্দের বানানে মূর্ধন্য (ণ) লেখার প্রয়োজন হয় না। কিন্তু বাংলা ভাষায় বহু তৎসম বা সংস্কৃত শব্দে মূর্ধন্য (ণ)–এর সঠিক ব্যবহারের নিয়মই ণত্ব বিধান।

যেমন : তৃণ, কৃষাণ, খণ্ড, বর্ণ ইত্যাদি।

ণত্ব বিধানের পাঁচটি নিয়ম। যথা :

১। ট–বর্গীয় ধ্বনির (ট, ঠ, ড, ঢ, ণ) সঙ্গে দন্ত্য (ন) বসে যুক্ত ব্যঞ্জন গঠিত হলে সবসময় মূর্ধন্য (ণ) হয়।
যেমন : ঘণ্টা, লুণ্ঠন, খণ্ড, কাণ্ড ইত্যাদি।

২। তৎসম শব্দে ঋ, র, ষ–এর পরে মূর্ধন্য (ণ) হয়। যেমন : কারণ, ঋণ, কৃষাণ, মরণ ইত্যাদি।

৩। পরি, প্র, নির– তিনটি উপসর্গের পর ণত্ব–বিধানের নিয়ম অনুসারে দন্ত্য 'ন' ধ্বনি মূর্ধন্য (ণ) হয়।
যেমন–প্রণয়, প্রণতি, পরিণয়, পরিণতি, নির্ণয় ইত্যাদি।

৪। ঋ (ৃ), র (র, ্র), ষ এর পর য়, ব, হ, ং স্বরধ্বনি এবং 'ক' ও 'প' বর্গীয় বর্ণের পর মূর্ধন্য-ণ হয়। যেমন : প্রমাণ, পূর্বাহ্ণ, প্রাঙ্গণ ইত্যাদি।

৫। কতগুলো শব্দে সাধারণত মূর্ধন্য-ণ হয়। যেমন : চাণক্য, মাণিক্য, গণ, বাণিজ্য, লবণ, মণ ইত্যাদি।

প্রশ্ন : ২। ষত্ব বিধান কী? ষত্ব বিধানের পাঁচটি নিয়ম উদাহরণসহ লেখো। *[ঢা. ১৭, ০৭, রা. ০৩, য. ০১, চ. ১৭]*

উত্তর : যে বিধান বা নিয়মের সাহায্যে মূর্ধন্য 'ষ' ও দন্ত্য 'স' এর ব্যবহার নিয়ন্ত্রিত হয় তাকে ষত্ব বিধান বলে। যে বিধান বা নিয়ম অনুসারে পদমধ্যস্থিত দন্ত-স মূর্ধন্য-ষ হয়, তাই **ষত্ব–বিধান**।

মূর্ধন্য–ণ এর মতো মূর্ধন্য–ষ এরও খাঁটি উচ্চারণ বৈশিষ্ট্য বাংলায় পরিলক্ষিত হয় না। শ, ষ, স—এই তিনটি বর্ণই বাংলায় 'শ' হিসেবেই উচ্চারিত হয় কিন্তু সংস্কৃত ভাষায় শ, ষ, স– এই তিনটিরই আলাদা উচ্চারণ বৈশিষ্ট্য আছে। তার অনুকরণে খাঁটি বাংলা শব্দ অর্থাৎ অ–তৎসম শব্দেও মূর্ধন্য–ষ ব্যবহৃত হয়। যেমন—আউষ, ভাষা ইত্যাদি। কিন্তু ভাষাবিদদের মতে তদ্ভব শব্দে মূর্ধন্য–ষ ব্যবহার না করাই উচিত।

ষত্ব বিধানের পাঁচটি নিয়ম। যথা :

১। ঋ (ৃ) র (ণ) কার ও র–এর পর ষ হয়। যেমন : ঋষি, কৃষি, বৃষ্টি, সৃষ্টি, বর্ষা ইত্যাদি।

২। ট, ঠ এই দুটো বর্ণের পূর্বের স সর্বদা ষ হয়। যেমন : কষ্ট, অষ্টম, অষ্টাদশ, নষ্ট, শ্রেষ্ঠ ইত্যাদি।

৩। অ, আ ভিন্ন স্বরধ্বনি এবং 'ক্' ও 'র্' এর পর মূর্ধন্য - 'ষ' হয়। যেমন : আবিষ্কার, চিকীর্ষা।

৪। ই-কারান্ত ও উ-কারান্ত উপসর্গের পর কতগুলো শব্দ ও ধাতুতে ষ হয়। যেমন : প্রতিষেধক, অনুষদ ইত্যাদি।

৫। কতগুলো শব্দে সাধারণত মূর্ধন্য-'ষ' হয়। যেমন : ভাষা, আষাঢ়, ষণ্ড ইত্যাদি।

Teachingbd24.com

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

পাঠ্যপুস্তক ভবন
৬৯-৭০ মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০

জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০১২ অনুযায়ী একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণির বাংলা ২য় পত্রের প্রশ্নপত্র প্রণয়নের জন্য নির্দেশনা (উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা ২০১৬ থেকে প্রযোজ্য)।

ব্যাকরণ : ৩০ নম্বর	নম্বর বিভাজন
১। উচ্চারণের যে কোনো ৫টি নিয়ম লিখতে হবে। এর বিকল্পে ৮টি শব্দের মধ্যে ৫টি শব্দের উচ্চারণ লিখতে হবে।	৫ নম্বর
২। বাংলা একাডেমি প্রণীত প্রমিত বাংলা বানানরীতির যে কোনো ৫টি নিয়ম লিখতে হবে। এর বিকল্পে ৮টি ভুল বানানের শব্দকে শুদ্ধ বানানে লিখতে হবে।	৫ নম্বর
৩। বিভিন্ন শব্দশ্রেণি (বিশেষ্য, বিশেষণ, সর্বনাম, ক্রিয়া, ক্রিয়া বিশেষণ, আবেগ শব্দ, যোজক, অনুসর্গ) থেকে একটি বর্ণনামূলক প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। বিকল্পে প্রদত্ত অনুচ্ছেদ থেকে একটি নির্দিষ্ট শব্দশ্রেণি চিহ্নিত করতে হবে।	৫ নম্বর
৪। উপসর্গ, প্রত্যয় ও সমাসের মধ্যে যে কোনো ২টি পাঠ হতে প্রশ্ন থাকবে এবং ১টির উত্তর দিতে হবে। প্রতিটি প্রশ্নেই ৮টির মধ্যে ৫টির উত্তর দিতে হবে।	৫ নম্বর
৫। বাক্যতত্ত্ব অংশ থেকে একটি বর্ণনামূলক প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। এর বিকল্পে ৮টি বাক্যের মধ্যে ৫টির বাক্যান্তর করতে হবে।	৫ নম্বর
৬। ৮টি অশুদ্ধ বাক্যের মধ্যে ৫টিকে শুদ্ধ করতে হবে। এর বিকল্পে একটি অনুচ্ছেদে বিদ্যমান অপপ্রয়োগসমূহ শুদ্ধ করতে হবে।	৫ নম্বর
নির্মিতি : ৭০ নম্বর	
১। ১৫টি বিদেশি শব্দের মধ্যে ১০টির বাংলা পারিভাষিক রূপ লিখতে হবে। এর বিকল্পে ১টি ইংরেজি ভাষার অনুচ্ছেদকে বাংলা ভাষায় অনুবাদ করতে হবে।	১০ নম্বর
২। ঘটনাসমৃদ্ধ পুরো ১টি দিনকে অবলম্বন করে ১টি দিনলিপি রচনা করতে হবে অথবা কোনো ১টি সুনির্দিষ্ট বিষয়ে (দিবস উদযাপন, ঐতিহাসিক স্থান পরিদর্শক ইত্যাদি) অভিজ্ঞতা বর্ণনা করতে হবে। এর বিকল্পে ১টি ভাষণ বা প্রতিবেদন লিখতে হবে।	১০ নম্বর
৩। একটি বিশেষ উৎসব বা উপলক্ষ (ঈদ, নববর্ষ ইত্যাদি) অবলম্বন করে ৫টি ক্ষুদে আকারের বাংলা বাক্যে একটি ক্ষুদে বার্তা বা ই-মেইল/এস এম এস রচনা করতে হবে। এর বিকল্পে যে কোনো এক প্রকার পত্র লিখতে হবে।	১০ নম্বর
৪। সারাংশ বা সারমর্ম থেকে ১টি প্রশ্ন থাকবে। এর বিকল্পে ভাবসম্প্রসারণ থেকে ১টি প্রশ্ন থাকবে। যে কোনো ১টির উত্তর দিতে হবে।	১০ নম্বর
৫। কোনো একটি বিশেষ ঘটনা বা পরিস্থিতির আলোকে নাটকের সংলাপের আকারে সংলাপ বা কথোপকথন রচনা করতে হবে। এর বিকল্পে প্রশ্নে প্রদত্ত একটি গল্পের শিরোনাম বা দৃশ্যপট অবলম্বনে একটি ক্ষুদ্রে গল্প রচনা করতে হবে।	১০ নম্বর
৬। যে কোনো ৫টি বিষয়ের ১টি অবলম্বনে একটি প্রবন্ধ লিখতে হবে। (গতানুগতিক মুখস্থনির্ভর এবং তথ্য ভারাক্রান্ত প্রবন্ধের পরিবর্তে শিক্ষার্থীর সৃজনশীলতার প্রতিফলন ঘটবে এমন ধরনের প্রবন্ধ লিখতে হবে।	২০ নম্বর

Teachingbd24.com

এইচ এস সি বাংলা ব্যকরণ

অধ্যায় ১১: বিরাম চিহ্নের ব্যবহার (২০০০ থেকে ২০১৫ পর্যন্ত) ও এক নজরে ব্যাকরণের সংক্ষিপ্ত সাজেশন্স

বাক্যের অর্থ সুস্পষ্টভাবে বোঝাবার জন্য বাক্যের মধ্যে বা বাক্যের সমাপ্তিতে কিংবা বাক্যে আবেগ (হর্ষ, বিষাদ), জিজ্ঞাসা ইত্যাদি প্রকাশ করার উদ্দেশ্যে বাক্য গঠনে যেভাবে বিরতি দিতে হয় এবং লেখার সময় বাক্যের মধ্যে তা দেখাবার জন্য যেসব সাংকেতিক চিহ্ন ব্যবহার করা হয়, তাকে 'যতি চিহ্ন', 'ছেদচিহ্ন' বা 'বিরাম চিহ্ন' বলে।

প্রশ্ন : বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত প্রধান প্রধান বিরাম চিহ্নের পরিচয় দাও। *[চ. ১২]*

উত্তর : বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত বিরাম চিহ্ন :

চিহ্নের নাম	বাংলা ভাষায় যে নামে ব্যবহৃত হয়	ইংরেজি নাম	চিহ্ন	বিরতির সময়
কমা	পাদচ্ছেদ	Comma	,	১ (এক) বলতে যে সময় প্রয়োজন।
সেমিকোলন	অর্ধচ্ছেদ	Semicolon	;	১ (এক) বলতে যে সময় প্রয়োজন
দাঁড়ি	পূর্ণচ্ছেদ	Full stop	।	১ (এক) সেকেন্ড
প্রশ্নচিহ্ন	প্রশ্নবোধক চিহ্ন	Note of Interrogation	?	১ (এক) সেকেন্ড
বিস্ময়চিহ্ন	বিস্ময়সূচক চিহ্ন	Note of Excalmation	!	১ (এক) সেকেন্ড
কোলন	দৃষ্টান্তচ্ছেদ	Colon	:	১ (এক) সেকেন্ড
ড্যাশ	বাক্যসঙ্গতি চিহ্ন	Dash	–	১ (এক) সেকেন্ড
কোলন ড্যাশ	ছেদ সংযোগ চিহ্ন	Colon dash	:–	১ (এক) সেকেন্ড
হাইফেন	শব্দ সংযোগ চিহ্ন	Hyphen	-	থামার প্রয়োজন নেই
জোড় উদ্ধৃতি চিহ্ন	জোড় উদ্ধৃতি চিহ্ন	Inverted commas	" "	১ (এক) বলতে যে সময়
এক উদ্ধৃতি চিহ্ন	এক উদ্ধৃতি চিহ্ন	Quotation Mark	' '	১ (এক) সেকেন্ড
লোপ চিহ্ন	ইলেক বা লোপ চিহ্ন	Apostrophe	'	বিরতির প্রয়োজন নেই
বন্ধনী চিহ্ন	ব্র্যাকেট বা বন্ধনী চিহ্ন	Brackets	(), {}, []	বিরতির প্রয়োজন নেই
বিন্দু চিহ্ন	বিন্দু	dot	.	
বিকল্প চিহ্ন	বিকল্প চিহ্ন	Slash	/	

বিরাম চিহ্নের ব্যবহার

কমা (পাদচ্ছেদ)

সাধারণত ১ (এক) উচ্চারণে যতটুকু সময় প্রয়োজন ততটুকু সময় থামতে হয় কমার জন্যে।

(ক) বাক্যের অর্থবিভাগ দেখানোর জন্য কমা ব্যবহৃত হয়।

যেমন : সুখ চাও, সুখ পাবে পরিশ্রমে।

(খ) একাধিক বিশেষ্য বা বিশেষণ পদ একসাথে বসলে শেষটি বাদে সবকটার পর কমা বসে।

যেমন : জবা, বেলি, হাসনা হেনা আমার প্রিয় ফুল।

Teachingbd24.com

(গ) সম্বোধনের পর কমা বসে।
যেমন : মাভৈঃ, এদিকে এসো।

(ঘ) উদ্ধরণ চিহ্নের পূর্বে কমা বসে।
যেমন : শিক্ষক বললেন, "আগামীকাল হরতাল।"

(ঙ) বার ও মাসের পরে কমা বসে।
যেমন : ১লা বৈশাখ, শনিবার, ১৪১৯ সন।

সেমিকোলন (অর্ধচ্ছেদ)

কমা অপেক্ষা বেশি বিরতির দরকার হলে সেমিকোলন ব্যবহৃত হয়।
যেমন : আগে চেনা পথে যাও, পরে অচেনা পথে যেয়ো।

দাঁড়ি (পূর্ণচ্ছেদ)

বাক্যের পরিসমাপ্তি বোঝানোর জন্য দাঁড়ি ব্যবহৃত হয়।
যেমন : মৃত্যুতে সব অহংকার ধুয়ে মুছে যায়।

প্রশ্ন চিহ্ন (প্রশ্নবোধক চিহ্ন)

কোনো কিছু জিজ্ঞাসা করা হলে বাক্যের শেষে প্রশ্নবোধক চিহ্ন ব্যবহৃত হয়।
যেমন : পৃথিবীর বয়স কত?

বিস্ময় চিহ্ন (বিস্ময়সূচক চিহ্ন)

অবাক, বিস্ময় বা হৃদয়াবেগ প্রকাশ পেলে বাক্যের শেষে এই চিহ্ন ব্যবহৃত হয়।
যেমন : মরি হায়! হায়রে ও মা।

কোলন (দৃষ্টান্তচ্ছেদ)

অপূর্ণ বাক্যের পরে একটি পূর্ণ বাক্য এলে কোলন চিহ্ন ব্যবহৃত হয়।
যেমন : প্রতিজ্ঞা করলাম : আর মিথ্যা বলবো না।

ড্যাশ (বাক্যসঙ্গতি চিহ্ন)

পৃথক ভাবাপন্ন দুই বা ততোধিক বাক্যের সমন্বয় বোঝাতে ড্যাশ চিহ্ন ব্যবহৃত হয়।
যেমন– শিশির– না, এ নামটা আর ব্যবহার করা চলিল না।

কোলন ড্যাশ (ছেদ বাক্যসঙ্গতি চিহ্ন)

উদাহরণ বা দৃষ্টান্ত বোঝাতে কোলন ড্যাশ একসাথে ব্যবহৃত হয়।
যেমন–সমাস ছয় প্রকার : [বর্তমানে কোলনের সাথে ড্যাশ ব্যবহার হয় না।]

হাইফেন (শব্দ সংযোগ চিহ্ন):

যেমন : জন–মানব।

লোপ চিহ্ন

বর্ণ বিশেষের লোপ বোঝাতে এই চিহ্ন ব্যবহৃত হয়।

উদ্ধৃতি চিহ্ন

বক্তার প্রত্যক্ষ উক্তি এই চিহ্নের অন্তর্ভুক্ত হয়।
যেমন : তিনি বললেন, 'তোমরা চলে যাও।'

Teachingbd24.com

ব্র্যাকেট বা বন্ধনী চিহ্ন

প্রধানত গণিতে বন্ধনী চিহ্ন ব্যবহৃত হয়।

প্রশ্ন : ড্যাশ চিহ্ন কী? এর বিভিন্ন ব্যবহার দেখাও। *[ব. ১১, রা. - ২০১০, চ. ০৯]*

উত্তর : একটি বাক্যের বিভিন্ন ভাবকে সুস্পষ্ট ও সার্থকভাবে নির্দেশ করার জন্য যে চিহ্ন ব্যবহার করা হয় তাকে (ড্যাশ) (–) চিহ্ন বলে। মূলত যৌগিক ও মিশ্র বাক্যে পৃথক ভাবাপন্ন দুই বা তার বেশি বাক্যের সমন্বয় বা সংযোগ বোঝাতে ড্যাশ চিহ্ন ব্যবহৃত হয়।

ড্যাশ চিহ্নের বিভিন্ন ব্যবহার

(ক) উদাহরণ বা দৃষ্টান্ত প্রয়োগে ড্যাশ চিহ্ন ব্যবহৃত হয়।
যেমন : পদ পাঁচ প্রকার।
যেমন : সমাস ছয় প্রকার। [বর্তমানে অবশ্য যেমন, যথা প্রভৃতি শব্দের পরে কোলন ব্যবহৃত হয়]

(খ) অসম্পূর্ণ বাক্যের শেষে ড্যাশ চিহ্ন ব্যবহৃত হয়।
যেমন : 'বটে রে–'

(গ) সংলাপের শুরুতে ড্যাশ চিহ্ন ব্যবহৃত হয়।
যেমন : –হ, গীত না তর মাথা।

(ঘ) দুটো বাক্যের সংযোগের মাঝে ড্যাশ চিহ্ন ব্যবহৃত হয়।
যেমন : তোমাদের সম্মান কমবে না–বরং বাড়বে।

যথাস্থানে বিরাম চিহ্ন বসাও : [বিভিন্ন বোর্ডের প্রশ্ন ও সমাধান]

প্রশ্ন : উঠানের শেষে তুলসী গাছটা আবার শুকিয়ে উঠেছে তার পাতায় খয়েরি রং সেদিন পুলিশ আসার পর থেকে কেউ তার গোড়ায় পানি দেয় নি সেদিন থেকে গৃহকর্ত্রীর ছলছল চোখের কথাও আর কারো মনে পড়ে নি *[ঢা. ২০১২]*

উত্তর : উঠানের শেষে তুলসী গাছটা আবার শুকিয়ে উঠেছে। তার পাতায় খয়েরি রং। সেদিন পুলিশ আসার পর থেকে কেউ তার গোড়ায় পানি দেয় নি। সেদিন থেকে গৃহকর্ত্রীর ছলছল চোখের কথাও আর কারো মনে পড়ে নি।

প্রশ্ন : রঙের খেলা খেলিতে খেলিতে তাহার উদয় রং ছড়াইতে ছড়াইতে তাহার অস্ত যৌবন সূর্য যথায় অস্তমিত দুঃখের তিমির কুন্ডলা নিশীথিনীর সেতো লীলাভূমি *[ঢা. ০৩, য. ০৮, কু. ০৯]*

উত্তর : রঙের খেলা খেলিতে খেলিতে তাহার উদয়, রং ছড়াইতে ছড়াইতে তাহার অস্ত। যৌবন-সূর্য যথায় অস্তমিত, দুঃখের তিমির–কুন্তলা নিশীথিনীর সেই তো লীলাভূমি।

প্রশ্ন : আমি তাহার হাতখানি তুলিয়া ধরিয়া বলিলাম হৈম আমার উপর রাগ করিয়ো না আমি তোমার সত্যে কখনো আঘাত করিব না আমি যে তোমার সত্যের বাঁধনে বাঁধা *[চ. ০৩, রা ০৬]*

উত্তর : আমি তাহার হাতখানি তুলিয়া ধরিয়া বলিলাম "হৈম আমার উপর রাগ করিয়ো না। আমি তোমার সত্যে কখনো আঘাত করিব না, আমি যে তোমার সত্যের বাঁধনে বাঁধা।"

প্রশ্ন : মা রাগ করিয়া বাবার কাছে তাঁহার বধূর মূঢ়তা এবং ততোধিক একগুঁয়েমির কথা বলিয়া দিলেন বাবা হৈমকে ডাকিয়া বলিলেন আইবুড় মেয়ের বয়স সতেরো এটা কি খুব একটা গৌরবের কথা তাই ঢাক পিটিয়ে বেড়াইতে হইবে। *[ব. ০৩]*

উত্তর : মা রাগ করিয়া বাবার কাছে তাঁহার বধূর মূঢ়তা এবং ততোধিক একগুঁয়েমির কথা বলিয়া দিলেন। বাবা হৈমকে ডাকিয়া বলিলেন "আইবুড় মেয়ের বয়স সতেরো, এটা কি খুব একটা গৌরবের কথা, তাই ঢাক পিটিয়ে বেড়াইতে হইবে?"

Teachingbd24.com

প্রশ্ন : দিন কাটিয়া যায় জীবন অতিবাহিত হয় ঋতুচক্রে সময় পাক খায় পদ্মার ভাঙন ধরা তীরে মাটি ধসিতে থাকে পদ্মার জল ভেদ করিয়া জাগিয়া ওঠে চর অর্ধশতাব্দীর বিস্তীর্ণ চর পদ্মার জলে আবার বিলীন হইয়া যায়। *[ব. ০৪]*

উত্তর : দিন কাটিয়া যায়। জীবন অতিবাহিত হয়। ঋতুচক্রে সময় পাক খায়, পদ্মার ভাঙ্গন-ধরা তীরে মাটি ধসিতে থাকে, পদ্মার জল ভেদ করিয়া জাগিয়া উঠে চর, অর্ধ-শতাব্দীর বিস্তীর্ণ চর পদ্মার জলে আবার বিলীন হইয়া যায়।

প্রশ্ন : কমলাকান্ত জোড়হাত করিয়া বলিল বাবা কার ক্ষেতে ধান খেয়েছি যে আমাকে এর ভিতর পুরিলে চাপরাশি মহাশয় কথাটা বুঝিলেন না ছাড়ি ঘরাইয়া বলিলেন তামাশার জায়গা এ নয় হলফ পড় কমলাকান্ত বলিল পড়াও না বাপু *[রা. ১০]*

উত্তর : কমলাকান্ত জোড়হাত করিয়া বলিল, "বাবা, কার ক্ষেতে ধান খেয়েছি যে, আমাকে এর ভিতর পুরিলে?" চাপরাশি মহাশয় কথাটা বুঝিলেন না। ছড়ি ঘুরাইয়া বলিলেন, "তামাশার জায়গা এ নয়–হলফ পড়।" কমলাকান্ত বলিল, "পড়াও না বাপু।"

প্রশ্ন : এবার হৈম ইশারার মানে বুঝিল স্বর আরো দৃঢ় করিয়া বলিল বাবা এমন কথা কখনোই বলিতে পারেন না মা গলা চড়াইয়া বলিলেন তুই কি আমাকে মিথ্যাবাদী বলিতে চাস হৈম বলিল আমার বাবা তো কখনোই মিথ্যা বলেন না. *[য. ০৫, চ. ০৮]*

উত্তর : এবার হৈম ইশারার মানে বুঝিল। স্বর আরো দৃঢ় করিয়া বলিল, "বাবা এমন কথা কখনোই বলিতে পারেন না।" মা গলা চড়াইয়া বলিলেন, "তুই কি আমাকে মিথ্যাবাদী বলিতে চাস?" হৈম বলিল, "আমার বাবা তো কখনোই মিথ্যা বলেন না।"

প্রশ্ন : জ্ঞানতৃষ্ণা তার প্রবল কিন্তু বই কেনার বেলা সে অবলা আবার কোনো কোনো বেশরম বলে বাঙালির পয়সার অভাব বটে কোথায় দাঁড়িয়ে বলছে লোকটা এ কথা। *[কু. ১১]*

উত্তর : জ্ঞানতৃষ্ণা তার প্রবল, কিন্তু বই কেনার বেলা সে অবলা, আবার কোনো কোনো বেশরম বলে, "বাঙালির পয়সার অভাব।" বটে? কোথায় দাঁড়িয়ে বলছে লোকটা এ কথা।

প্রশ্ন : দুর্নীতি প্রতিরোধে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন উদ্যোগ নেয়া হয়েছে ১৯৪৭ সালে দুর্নীতি প্রতিরোধ আইন প্রণয়ন করা হয় দুর্নীতি রোধ স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সুশাসন নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে স্বাধীন গণমাধ্যম সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে দুর্নীতি প্রতিরোধের জন্য দলনিরপেক্ষ স্বাধীন ও সক্রিয় দুর্নীতি দমন কমিশন প্রয়োজন। *[য. ২০১২]*

উত্তর : দুর্নীতি প্রতিরোধ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। ১৯৪৭ সালে দুর্নীতি প্রতিরোধ আইন প্রণয়ন করা হয়। দুর্নীতি রোধ, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সুশাসন নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে স্বাধীন গণমাধ্যম সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। দুর্নীতি প্রতিরোধের জন্য দলনিরপেক্ষ স্বাধীন ও সক্রিয় দুর্নীতি দমন কমিশন প্রয়োজন।

Teachingbd24.com

এক নজরে ব্যাকরণের সংক্ষিপ্ত সাজেশন্স

[ব্যাকরণের প্রশ্ন, প্রকৃতি প্রত্যয়, সমাস, উচ্চারণের নিয়ম, বানান শুদ্ধিকরণ, বাক্যশুদ্ধিকরণ, পারিভাষিক শব্দ, বাক্যান্তর ও বিরাম চিহ্নের সঠিক ব্যবহার থেকে মোট আটটি প্রশ্ন থাকবে; যে কোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। ৬×৫ = ৩০

☆☆☆ (১) প্রশ্ন : শব্দ গঠন বলতে কী বোঝ? কী কী উপায়ে বাংলা ভাষায় শব্দ গঠিত হয়? উদাহরণসহ লেখ।

[ঢা. ১৩, ০৪, ০৬, ১১; কু. ১৩; রা. ০০, ০১, ০৪, ০৬; সি. ০১, ০৪, ০৮, ১১; ব. ০৪, ০৮; চ ০৮, ১১]

অথবা, শব্দগঠন বলতে কী বোঝ? উদাহরণসহ বাংলা শব্দগঠন প্রক্রিয়াগুলো আলোচনা করো। [কু. ১৫, সি. ০৬]

অথবা, বাংলা শব্দগঠন প্রণালি সংক্ষেপে আলোচনা করো। *[কু. ৯১, ০০]*

অথবা, শব্দ কাকে বলে? গঠন অনুসারে শব্দের শ্রেণি বিভাগ কর। প্রত্যেক প্রকারের সংজ্ঞাসহ উদাহরণ দাও। *[রা. ১৩; চ. ১৪. ঢা. ১৫]*

অথবা, শব্দগঠন বলতে কী বোঝ? সার্থক শব্দ গঠনের উপায়গুলো উদাহরণসহ লেখ। *[কু. ০৬, ০৩; চ. ০৬; ঢা. দি. ০৯]*

অথবা, কী কী উপায়ে বাংলা ভাষায় নতুন শব্দ গঠিত হয়? উদাহরণসহ আলোচনা করো। *[ঢা. ০১; চ. ০৩, ১২; রা. ০৯; য. ০৯]*

অথবা, কী কী উপায়ে বাংলা ভাষায় নতুন শব্দ গঠিত হয়? উদাহরণসহ আলোচনা করো।

[ঢা. ০১; চ. ০৩, ১২; রা. ০৯; য. ১০, ১২]

☆☆☆ (২) প্রশ্ন–বাংলা উচ্চারণের যে কোনো পাঁচটি নিয়ম উদাহরণসহ লোখা। [ব. ১৬, রা. ১৬]

অথবা উচ্চারণ রীতি কাকে বলে? বাংলা উচ্চারণের চারটি নিয়ম লেখো। [দি. ১৬]

☆☆☆ (৩) প্রশ্ন–'অ' ধ্বনি উচ্চারণের পাঁচটি নিয়ম উদাহরণসহ লেখো। [ঢা. ১৬]

অথবা বাংলা 'অ' ধ্বনি উচ্চারণের যে কোনো পাঁচটি নিয়ম লেখো। [কু. ১৭, দি. ১৭, ব. ১৭, ঢা. ১৭, য. ১৭, ১৬; চ. ১৬]

অথবা ম-ফলা উচ্চারণের যেকোনো পাঁচটি নিয়ম উদাহরণসহ লেখো। [চ. ১৭]

☆☆☆ (৪) প্রশ্ন–উচ্চারণনীতি কাকে বলে? বিশুদ্ধ উচ্চারণ প্রয়োজন কেন আলোচনা করো। [য. ১৬]

☆☆☆ (৫) প্রশ্ন–এ-ধ্বনি উচ্চারণের যে কোনো পাঁচটি নিয়ম উদাহরণসহ লেখো। [সি. ১৭, ১৬]

☆☆☆ (৬) প্রশ্ন–গঠন অনুসারে বাংলা ভাষার শব্দসমূহকে কয় ভাগে ভাগ করা যায়? উদাহরণসহ আলোচনা করো।

[য. ০০; চ.১৫, ১০; ব. ১০; কু; ০৪]

☆☆☆ (৭) প্রশ্ন : ষত্ব-বিধান বলতে কী বোঝ? ষত্ব–বিধানের পাঁচটি নিয়ম লেখো। *[ঢা. ০৭; রা. ০৩; ব. ০১]*

☆☆☆ (৮) প্রশ্ন : ণ-ত্ব বিধান বলতে কী বোঝ? ণ-ত্ব বিধানের পাঁচটি নিয়ম লেখো।

[ঢা. ১৭, ০৬, ০৯; কু. ১৩; রা. ০৪, ১১, য. ১৭, ০০; দি. ০৯; চ. ১৭, ১৪]

☆☆☆(৯) প্রশ্ন : বাক্য কাকে বলে? একটি সার্থক বাক্যের কী কী গুণ থাকা আবশ্যক–উদাহরণসহ আলোচনা করো।

[সি. ১৬, দি. ১৬, চ. ১৭, ১৬]

অথবা একটি সার্থক বাক্য গঠনের জন্য কী কী গুণ বা বৈশিষ্ট্য থাকা আবশ্যক–উদাহরণসহ আলোচনা করো।

[ঢা. ০৪, ০৯, ১১, রা. ১৬, ১৩, ০৮, ১০; ব. ১৫,০৬, ০৯, ১১; কু. ০৫, ০৭, ০৯, ১১; য. ১৬, ০৩, ০৫, ০৮; চ. ০২, ০৭, ১১, ১৩; সি. ১৫,০৬, ০৮, ১০, দি. ১০]

Teachingbd24.com

☆☆☆(১০) প্রশ্ন : যোজক কাকে বলে? যোজক কত প্রকার ও কি কি? উদাহরণ লেখ। *[সকল বো. ২০১৮]*

☆☆ (১১) প্রশ্ন : অর্থগতভাবে বাংলা ভাষার শব্দসমূহকে কয়ভাগে ভাগ করা যায়? উদাহরণসহ আলোচনা করো।

[চা. ১২, ১৫, ০৫, ১০; রা. ১৫,১৩, ০৫, ০৮, ১১; ব. ০৩, ০৫, ০৭, ১২; য. ০৩, ০৬, ১১; সি. ০৫, ০৭, ১০, ১২; দি. ১৫,১১; চ. ১৩]

অথবা, অর্থ অনুযায়ী শব্দের শ্রেণীবিভাগ উদাহরণসহ আলোচনা করো।

অথবা, অর্থের পার্থক্য বিচারে বাংলা শব্দ কয় প্রকার ও কী কী? উদাহরণসহ আলোচনা করো।

কু. ৯৯, ১২, ১৪; চ. ১১; ব. ১৬, ১৪]

অথবা, সন্ধি ও সমাসের মধ্যকার প্রধান ছয়টি পার্থক্য বর্ণনা করো। *[সি. ১৩; য. ১৫,১৩; দি. ১৩]*

অথবা, যৌগিক রূঢ় ও যোগরূঢ় শব্দ কাকে বলে? উদাহরণসহ আলোচনা করো। *[য. ১৪]*

☆☆☆ (১২) প্রশ্ন : বাক্য কাকে বলে? গঠন অনুসারে বাক্য কত প্রকার ও কী কী? উদাহরণসহ আলোচনা করো।

[দি. ১৭, চা. ১৭, ০৩, ০৫, ১৪; রা. ০০, ০২, ১২, ১৪; চ. ০৫, ০৯, ১২; য.১৫, ০১, ০৫, ০৯, ১১, ১৪; ব. ১৪]

অথবা, বাক্য কাকে বলে? গঠনরীতি অনুসারে বাক্য কত প্রকার ও কী কী? উদাহরণসহ আলোচনা করো।

[কু. ১৬, ০১, ০৮, ১২; ব. ০১, ০৫, ১০, ১২; সি. ০৭, ০৯]

অথবা, কোন কোন বিষয়ের উপর বাক্যের সার্থকতা নির্ভর করে তা ব্যাখ্যা করো। [চা. ১৬]

☆☆ (১৩) প্রশ্ন : কোন কোন বিষয়ের উপর বাক্যের সার্থকতা নির্ভর করে তা ব্যাখ্যা করো। *[চা. ১৬]*

☆☆☆ (১৪) প্রশ্ন : বাংলা একাডেমি প্রণীত প্রমিত বাংলা বানানের নিয়ম অনুসারে ই, উ, ক্ষ, শ এবং রেফ (র্) ব্যবহারের নিয়ম উদাহরণসহ লেখো। *[সকল বো. ২০১৮]*

☆☆☆ (১৫) প্রশ্ন : বাংলা একাডেমির প্রমিত বাংলা বানানের পাঁচটি নিয়ম উদাহরণসহ লেখো।

[চা. ১৬, চ. ১৬, কু. ১৭, ১৬, ব. ১৭, ১৬, রা. ১৬, য.১৬, ১৫, ০৮ সি. ১৬, ০৮; দি. ১৩]

অথবা, আধুনিক বাংলা বানানের পাঁচটি নিয়ম উদাহরণসহ লেখো। *[ব. ০৯; কু. ১০; সি. ১০; য. ১৩]*

অথবা, আধুনিক বাংলা বানানের ই-কার ব্যবহারের পাঁচটি নিয়ম উদাহরণসহ লেখো। *[দি. ১৭]*

Teachingbd24.com

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

পাঠ্যপুস্তক ভবন
৬৯-৭০ মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০

জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০১২ অনুযায়ী একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণির বাংলা ২য় পত্রের প্রশ্নপত্র প্রণয়নের জন্য নির্দেশনা (উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা ২০১৬ থেকে প্রযোজ্য)।

ব্যাকরণ : ৩০ নম্বর	নম্বর বিভাজন
১। উচ্চারণের যে কোনো ৫টি নিয়ম লিখতে হবে। এর বিকল্পে ৮টি শব্দের মধ্যে ৫টি শব্দের উচ্চারণ লিখতে হবে।	৫ নম্বর
২। বাংলা একাডেমি প্রণীত প্রমিত বাংলা বানানরীতির যে কোনো ৫টি নিয়ম লিখতে হবে। এর বিকল্পে ৮টি ভুল বানানের শব্দকে শুদ্ধ বানানে লিখতে হবে।	৫ নম্বর
৩। বিভিন্ন শব্দশ্রেণি (বিশেষ্য, বিশেষণ, সর্বনাম, ক্রিয়া, ক্রিয়া বিশেষণ, আবেগ শব্দ, যোজক, অনুসর্গ) থেকে একটি বর্ণনামূলক প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। বিকল্পে প্রদত্ত অনুচ্ছেদ থেকে একটি নির্দিষ্ট শব্দশ্রেণি চিহ্নিত করতে হবে।	৫ নম্বর
৪। উপসর্গ, প্রত্যয় ও সমাসের মধ্যে যে কোনো ২টি পাঠ হতে প্রশ্ন থাকবে এবং ১টির উত্তর দিতে হবে। প্রতিটি প্রশ্নেই ৮টির মধ্যে ৫টির উত্তর দিতে হবে।	৫ নম্বর
৫। বাক্যতত্ত্ব অংশ থেকে একটি বর্ণনামূলক প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। এর বিকল্পে ৮টি বাক্যের মধ্যে ৫টির বাক্যান্তর করতে হবে।	৫ নম্বর
৬। ৮টি অশুদ্ধ বাক্যের মধ্যে ৫টিকে শুদ্ধ করতে হবে। এর বিকল্পে একটি অনুচ্ছেদে বিদ্যমান অপপ্রয়োগসমূহ শুদ্ধ করতে হবে।	৫ নম্বর
নির্মিতি : ৭০ নম্বর	
১। ১৫টি বিদেশি শব্দের মধ্যে ১০টির বাংলা পারিভাষিক রূপ লিখতে হবে। এর বিকল্পে ১টি ইংরেজি ভাষার অনুচ্ছেদকে বাংলা ভাষায় অনুবাদ করতে হবে।	১০ নম্বর
২। ঘটনাসমৃদ্ধ পুরো ১টি দিনকে অবলম্বন করে ১টি দিনলিপি রচনা করতে হবে অথবা কোনো ১টি সুনির্দিষ্ট বিষয়ে (দিবস উদযাপন, ঐতিহাসিক স্থান পরিদর্শক ইত্যাদি) অভিজ্ঞতা বর্ণনা করতে হবে। এর বিকল্পে ১টি ভাষণ বা প্রতিবেদন লিখতে হবে।	১০ নম্বর
৩। একটি বিশেষ উৎসব বা উপলক্ষ (ঈদ, নববর্ষ ইত্যাদি) অবলম্বন করে ৫টি ক্ষুদে আকারের বাংলা বাক্যে একটি ক্ষুদে বার্তা বা ই-মেইল/এস এম এস রচনা করতে হবে। এর বিকল্পে যে কোনো এক প্রকার পত্র লিখতে হবে।	১০ নম্বর
৪। সারাংশ বা সারমর্ম থেকে ১টি প্রশ্ন থাকবে। এর বিকল্পে ভাবসম্প্রসারণ থেকে ১টি প্রশ্ন থাকবে। যে কোনো ১টির উত্তর দিতে হবে।	১০ নম্বর
৫। কোনো একটি বিশেষ ঘটনা বা পরিস্থিতির আলোকে নাটকের সংলাপের আকারে সংলাপ বা কথোপকথন রচনা করতে হবে। এর বিকল্পে প্রশ্নে প্রদত্ত একটি গল্পের শিরোনাম বা দৃশ্যপট অবলম্বনে একটি ক্ষুদ্রে গল্প রচনা করতে হবে।	১০ নম্বর
৬। যে কোনো ৫টি বিষয়ের ১টি অবলম্বনে একটি প্রবন্ধ লিখতে হবে। (গতানুগতিক মুখস্থনির্ভর এবং তথ্য ভারাক্রান্ত প্রবন্ধের পরিবর্তে শিক্ষার্থীর সৃজনশীলতার প্রতিফলন ঘটবে এমন ধরনের প্রবন্ধ লিখতে হবে।	২০ নম্বর

Teachingbd24.com

এইচ এস সি বাংলা নির্মিতি

অধ্যায় ১: পরিভাষা ও পারিভাষিক শব্দ–(২০০০ থেকে ২০১৮ পর্যন্ত)

প্রশ্ন : পরিভাষা বলতে কী বোঝ? পারিভাষিক শব্দের প্রয়োজনীয়তা উদাহরণসহ আলোচনা করো।

[ঢা. ০২, য. ০০, সি. ০৩, ০৫, চ. ০৩, ০৫, ব. ০৬]

উত্তর : জ্ঞান–বিজ্ঞান ও সমাজ বাস্তবতার সুনির্দিষ্ট ক্ষেত্রে যেসব শব্দ সুনির্দিষ্ট বা বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হয় তাকে পরিভাষা বা পারিভাষিক শব্দ বলে।

যেমন : Act – আইন। Acting – ভারপ্রাপ্ত।

"অভিধানে 'পরিভাষা' অর্থ সংক্ষেপার্থ শব্দ। অর্থাৎ যে শব্দের দ্বারা সংক্ষেপে কোনো বিষয় সুনির্দিষ্টভাবে ব্যক্ত করা যায় তাই পরিভাষা।"

'বাঙ্ময় ভাষায় প্রচলিত বিদেশি শব্দের ভাবানুবাদমূলক প্রতিশব্দকে পারিভাষিক শব্দ বলে।'

পারিভাষিক শব্দের প্রয়োজনীয়তা : পৃথিবীর কোনো ভাষাই স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। প্রয়োজনীয় সব শব্দ সব সময় সব ভাষাতে পাওয়া যায় না। বিকল্প ও সহজবোধ্যতার জন্যই পারিভাষিক শব্দ ব্যবহার করা হয়।

(ক) পরিভাষার মাধ্যমে ভাষার শব্দভাণ্ডার সমৃদ্ধ হয়।

(খ) জ্ঞান-বিজ্ঞানের অনেক ক্ষেত্রে শব্দকে বিশিষ্ট অর্থে প্রয়োগের জন্য পারিভাষিক শব্দের প্রয়োজন হয়।

(গ) অনুবাদের ক্ষেত্রে পরিভাষা বা পারিভাষিক শব্দ অপরিহার্য ভূমিকা পালন করে।

(ঘ) পরিভাষা বা পারিভাষিক শব্দ ব্যবহারের ফলে যে কোনো ভাষার শব্দ সংখ্যা বৃদ্ধি পায়।

(ঙ) পরিভাষা বা পারিভাষিক শব্দ ব্যবহারের ফলে অন্যান্য ভাষার শব্দের সাথে একটি যোগাযোগ তৈরি হয়।

(চ) পরিভাষা বা পারিভাষিক শব্দ ব্যবহারের ফলে ভাষা গতিশীল হয়।

Teachingbd24.com

পারিভাষিক শব্দ

Abbreviation–সংক্ষেপণ *[ঢা. ০৭]*

Academic–অধিবিদ্যা / বিদ্যায়তনিক *[ঢা. ০২; য. ১৫, ০৩; ব. ০৬]*

Academic year / session–শিক্ষাবর্ষ *[ঢা. ০২; চ. ০৪; রা. ০৫; কু. ০৮]*

Account–হিসাব *[চ. ১৪; কু. ০৩]*

Acknowledgement–প্রাপ্তিস্বীকার *[সি ১৭, রা. ০৪; কু. ০৫; য. ০৬; ঢা. ০৯]*

Acting –ভারপ্রাপ্ত / অস্থায়ী *[য. ১৬, ঢা. ১৪; রা. ০১, ১১; ব. চ. ০৩; ০৭; সি. ০২, ০৮; কু. ১০]*

Acting editor–ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক *[ব. ০৪]*

Adaptation–অভিযোজন *[ব. ০৪]*

Address of welcome–অভিনন্দনপত্র বা সংবর্ধনা ভাষণ *[ঢা. ০২]*

Adhoc–অনানুষ্ঠানিক/তদর্থক *[চ. ১৭, সি. ০২, ১৪; ব. ০৯]*

Admission–ভর্তি, প্রবেশ [কু. ০৩; ঢা. ০৬, দি. ১২]
Administrator- প্রশাসক [ব. ০৫]
Abstract- সার বিমূর্ত [সকল বো. ১৮]
Administrative- প্রশাসনিক [চ. ১৪]
Admit card –প্রবেশপত্র [ব. ০৫]
Adult education–বয়স্ক শিক্ষা [চ. ০১]
Addrest–সমন্বয় করা [দি. ১৬]
Adviser–উপদেষ্টা [য. ০১]
Affidavit–শপথনামা/হলফনামা [চ. ১৬, য. ০৯; ০১; সি. ১৬, ০২, ১; কু. ১১]
Agenda–আলোচ্য-সূচি [ব. ১৬, রা. ১৬, কু. ০৬, ০৯, ১৪; সি. ১৫, ০৫, ১২. চ. ০৫. ০৬. ১১; য. ০২, ০৬, ০৮; দি. ১৬, ১১]
Agent– প্রতিনিধি / অনুসংগঠক / এজেন্ট [সি. ১৬, রা. ১০]
Agreement–চুক্তি/ সম্মতি/মতৈক্য [রা. ০০]
Aid–সাহায্য [ঢা. ১৩; কু. ০০; য. ১৭, ০৩, ব. ১৬]
Air-conditioned –শীততাপ নিয়ন্ত্রিত [ব. ০২; চ. ০০; রা. ০৬]
Air-mail–বিমান ডাক [চ. ০৩; য. ০৪; কু. ০৫]
Allotment–বরাদ্দ [দি.১৫, ১৩, চ. ১৩; ০৯; রা. ১৫, ০০. ০২. ০৪; কু. ০১; চ. ০৭; ব. ১০; য. ১১]
Analysis–বিশ্লেষণ [দি. ১০]
Anatomy–শরীরস্থান [রা. ১৩]
Anti-corruption–দুর্নীতি দমন [ব. ০৮]
Appendix–পরিশিষ্ট [য. ০২]
Annesation–সংযোজন [কু. ১৭]
Approve–অনুমোদন করা [ব. ০৯]
Article–অনুচ্ছেদ [ব. ১২]
Axis–অনুচ্ছেদ; অক্ষরেখা [ব. ১২]
Assembly–পরিষদ / সভা [কু. ০৪; ব. ০৮]
Attestation–প্রত্যয়ন [ঢা. ১৬, কু. ০৮]
Auditor–হিসাব নিরীক্ষক [সি. ১৩; ব. ০৭]
Audio–শ্রাব্য, শ্রুতি [ব. ১৫, ১৪; রা. ১১]
Author–লেখক, গ্রন্থকার [চ. ০২, সি. ০৮]
Autograph–স্বাক্ষর / স্বলেখন / অটোগ্রাফ [চ. ০৮]
Autonomous–স্বায়ত্তশাসিত [চ. ০৪, ১০; য. ১০]
Architecture–স্থাপত্যবিদ্যা [কু. ১৬, চ. ১২]
Background–পটভূমি [ব. ০৫]
Bacteria–জীবাণু [রা. ০২, ১১]
Bail–জামিন [ঢা. ১৭, কু. ১৪; রা. ১৬, ০১, ০৪, ১০; য. ১৬, ১৩, ০৮, ১০; চ. ১০, ব. ১৬, ১২]
Ballot–ভোট [রা. ০৯]
Ballot paper–ভোটপত্র [রা. ১৪; ব. ০৩; চ. ০৯]
Ballot–ব্যাংক মালিক [কু. ০১]

Teachingbd24.com

https://teachingbd24.com

Banguet–ভোজসভা [সি. ১৭]
Banker–ব্যাংক মালিক [সি. ১৪]
Bankrupt–দেউলিয়া [চ. ১৭, ব. ১১]
Basic–মৌলিক, মৌল [কু. ০৩]
Basic pay–মূল বেতন [ঢা. ০৪; য. ০৯; ব. ১০]
Bearer –বাহক [কু. ০৩]
Bidder–নিলাম ডাকিয়ে [সকল বো. ১৮; ব. ১৫, সি. ০১; চ. ০৩; ঢা. ০৯]
Bio-data–জীবনবৃত্তান্ত [চি. ১৫, রা. ০৩, ০৮; কু. ০০; চ. ০৪, ০৭, ১০; রা. সি. ১৫,০৫, ১০; ঢা. ০৬; ০৮; দি. ১০]
Bibliography–গ্রন্থপঞ্জি/রচনাপঞ্জি [রা. ১৫, ঢা. ১০]
Biography–জীবনচরিত, জীবনী [রা. ১৭, দি. ১৭, চ. ০২; কু. ০৬; য. ০৭, ১৪]
Black-out–নিষ্প্রদীপ [কু. ০৮]
Blueprint–নীলনকশা, প্রতিচিত্র [কু. ১৭, ঢা. ১৩; সি. ০৮]
Bond–মুচলেকা /প্রতিজ্ঞাপত্র [ঢা. ১৬, চ. ১৬, কু. ০৯; দি. ১৩, ১০]
Boycott–বর্জন/বয়কট [কু. ০৮. ১০]
Book-post–খোলা ডাক [য. ১৭, ঢা.১৫, ১৪; দি. ১৫,০৯, ১১; রা. ০০, ০৬; ব. ০২, ০৪, ০৫; চ. ০৫, ১০, ১২, কু. সি. ০৬]
Booklet–পুস্তিকা [রা. ১২, কু. ১৬]
Boy-scout–ব্রতী বালক, বয়- স্কাউট [ঢা. কু. ০১. চ. ০৩. ১১. সি. ১১]
Brand–ছাপ, মার্কা [ব. ১৫, রা. ১৩; চ. ০৬, দি. ১২]
Breke of study –অধ্যয়ন বিরতি, শিক্ষা বিরতি [রা. ০৪; কু. ০৫; সি. ০৭]
Broker–দালাল [য. ১৬, ১৫, চ. ১৫, রা. ১০]
Bureau–সংস্থা [রা. ০৭]
Bulletin–জ্ঞাপন-পত্র [সি. ১৬]
Bureaucracy –আমলাতন্ত্র [কু. ০৯; য. ১১]
By-law–উপ-আইন [চ. ১৫, রা. ১০; কু. ১১. সি. ১২]
By-Election–উপ-নির্বাচন [রা. ১৬, চ. ১৪]
Cabinet–মন্ত্রিপরিষদ [ঢা. ০১, ০৭; কু. ০১. ০৯; রা. ১৬, ০৪, ১৪; সি. ০৯, ০৮; চ. ০২. ১০; য. ১০. ব. . ১২]
Calendar–পঞ্জিকা [ঢা. ০৪]
Campus–অঙ্গান / ক্যাম্পাস [দি. ১৭, রা. ১৪; কু. ০২; ব. ০৪]
Capital–পুঁজি/ মূলধন [ঢা. ম. রা. ০১; কু. ০৩; ব. ০৫; রা. ১০]
Capitalist–পুঁজিবাদি [ব. ১১]
Caption–শিরোনাম / পরিচয় নাম/পরিচিতি [য. ০১]
Carbon di-oxide –অঙ্গারাম্লজান [ব. ০২; চ. ০০]
Care-taker –তত্ত্বাবধায়ক [চ. ০৪; সি. ০৭]
Cargo–মাল [ঢা. ১৬, কু. ০৯]
Cartoon–ব্যঙ্গচিত্র [রা. ১৫, দি. ০৯; কু. ০২, ০৭, ১৪; য. ১৭, ০৩; সি. ০৫; চ. ০৭, ১১, ১৩]
Catalogue –তালিকা, গ্রন্থতালিকা [কু. ১৭, সি. ১৬, রা. ০৪; য. ১৫, ০৮]
Census –আদমশুমারি [ঢা. ১৫, রা. ১৬, কু. ১২, য. ১৩, ০৯; ব. ১০, ১৪; দি. ১১, ১৪, সি.১৫, ১২]
Certificate –সনদ/প্রত্যয়ন পত্র [চ. ১৪]

Teachingbd24.com

Ceilling –সিলিং, ছাদের তলভাগ [ব. ১১]
Cess –উপকর [কু ১০]
Chancellor–আচার্য [ব. ১৬, চ. ০১,০৬]
Cheque –চেক, হুন্ডি [সি. ০৮]
Chief –প্রধান [সি. ০৮]
Chief whip–মুখ্য সচেতক / চিফ হুইপ [চ. ১৬, ১১]
Civil war– গৃহযুদ্ধ [রা. ১৫, ঢা. ১৪; য. ০৬, ১৪; ব. ০৯]
Code –সংকেত / বিধি [কু. ০২; য. ০৭; সি. ০৯]
Cold war –ঠান্ডা যুদ্ধ [সকল বো. ১৮]
Concession –সুবিধা/ছাড় [কু. ১৭]
Cold storage –হিমাগার [কু. ০৫]
Conduct –আচরণ [ব. ১৬, য. ০৪; রা. ১০]
Confarence–সম্মেলন [রা. ০৯]
Constitution–সংবিধান [কু. ০৪. ১২ য. সি. ০৯]
Co-ordinator–সমন্বয়কারী [সি. ১৬, চ. ০৯; রা. ব. ১০]
Copy –প্রতিলিপি/নকল [কু. ০০; রা. ১০]
Copyright–লেখকস্বত্ব [রা. ১৬, ব. ১৭, ১৬, য.১৬, ১৫, ১৩, ০২, ১১. কু. ০৬. ১২. চ.১৫, ০৯. ১২. সি. ১০]
Cordon–বেষ্টনী [রা. ০২]
Correspondent –সংবাদদাতা [রা. ০৮]
Counsel–পরামর্শ/পরামর্শক/অধিবক্তা [কু. ০৮]
Crown–মুকুট [কু. ০২; রা. ০০; দি. ১৩]
Code- বিধি [ঢা. ১৩]
Debit - বিকলন, খরচ, খরচ লেখা [ঢা. ১৩]
Data–উপাত্ত [য. ১৬. ব. ০৩]
Debate–বিতর্ক [চ. ১৭]
Death penalty–মৃত্যুদন্ড [চ. ১৪; ব. ১১]
Deed –দলিল [ঢা. রা. ০৪; কু. ০৫; য. ০৮; ১০; দি. ১৭, ১৪, ব. ১৬]
Deed of gift–দানপত্র [কু. ১৬, য. ০১; দি. ০৪; হ. ০৮]
Defence–প্রতিরক্ষা [কু. ০৩]
Design–নকশা [বি. ১৫]
Demonstrator–প্রদর্শক [ব. ০৫]
Deposit–আমানত [ব. ০৫]
Deputation –প্রতিনিধি, প্রেষণ [কু. ১৭, চ. ১৬, ০৫, ১০; ঢা. ০২, ০৮, ১৪; রা. ০২, ০৮; সি. ১২]
Deputy–উপ-প্রতিনিধি [য. ০৬]
Deputy secretary –উপ-সচিব [রা. ০৬]
Diagnosis –নিদান/রোগনির্ণয় [চ. ০২]
Dialect–উপভাষা [ঢা.০৯, রা. ১৭, ১৬,১৫, ব. য. ১৭, ০৯; কু. ০৭, ০২. ১১, ১৪; ব. ০৯,০৪; সি. ১৭,০৬; চ. ০৭; দি. ১৩]
Diplomat–কূটনীতিক [সকল বো. ১৮; চ. ০১; কু. ০৪; য. ১১]

Teachingbd24.com

Diplomacy–কূটনীতি [য. ০৪]
Discharge –বরখাস্ত/কার্যমুক্তি [রা. ০৯]
Dividend –লভ্যাংশ [ঢা, ১০]
Donation –দান [চ. ০৯, ০১৪; ঢা. ০৬; ব. ১০, য. ১৬]
Donor–দাতা [ঢা. ১৬]
Dowry –যৌতুক [কু. ১৩; সি. ০৫; দি. ০৯, ১২]
Duel –দ্বন্দ্বযুদ্ধ [রা. ১৭, ঢা. ১১; ব. ১৪]
Dynamic –গতিশীল [সি. ১৬, দি. ১৬, য. ১৫,০৭; কু. ১৩, ০৮; ঢা. ১১]
Edition –সংস্করণ [কু. ১৭, রা. ০৬; চ. ১৪]
Editor–সম্পাদক [রা. ০০, ০৮; সি. ০৯, ১১; কু. ০৭, ০৯, ০১; য. ১৭, চ. ১৩, ০৩. ০৬; ব. ০৭]
Editiorial –সম্পাদকীয় [দি. ১৫,রা. ০৩; সি. ০১]
Embargo–নিষেধাজ্ঞা; অবরোধ [চসকল বো. ১৮; . ১৬,রা. ১৫, ১৪; দি. ০১৭, ৯; য. ১৬, ০২, ১১; সি. ০৫; কু. ১৩,০৬. ১০; ঢা. ১১, ১৪; চ. ১১]
Encyclopedia –বিশ্বকোষ [ঢা. চ. ০৮, ১০. ১২, সি. ১৬]
Enquiry -অনুসন্ধান, তদন্ত [ঢা. ০৪]
Epitapn–সমাধিলিপি [ঢা. ১৭]
Equation–সমীকরণ [য. ১৫, কু. ১৩; চ. ০২]
Eyewarh–ধোঁকা [চ. ১৭, সি. ১৭, য. ১৬]
Exchange–বিনিময় [ঢা. ১৬, চ. ০২]
External–বাহা, বহিৎস্থ [সি. ১৬]
Exit–নির্গম [ব.১৫]
Executive–নির্বাহী [কু. ১৬]
Excuse–অজুহাত [য. ০৭]
Expert–বিশেষজ্ঞ/ দক্ষ [কু. ০৩; ঢা. ০৬; রা. ০৯. চ. ১২. দি. ১২]
Ethics–নীতিবিদ্যা [কু. ১৬]
Fact–ঘটনা, তথ্য [কু. ০৯]
Face value– গায়ের মূল্য [সকল বো. ১৮]]
Faculty –অনুষদ [ঢা. ০১; চ. ০৯; ব. ১০. কু. ১২]
Format - বিন্যাস, অধ্যায়, ভাগ [ঢা. ১৩]
Feudal–সামন্ততান্ত্রিক [সি. ১৫, ঢা. ব. ০৯, ০৪; য. ০৬; রা. কু. ০৮. ১১; দি. ১০]
Fiction–কথাসাহিত্য [সি. ১৭, দি. ১০, ১৪, য. ১৭, ব. ১৭, রা. ১৩]
File–নথি [য. ১৬, কু. ১৭, ১৪; ঢা. ১৩; চ. ০২; রা. ১৫,০০. ১০; ব. ০৩. ০৮. ১১. সি. ১২. দি. ১২]
Flat rate–সমাহার (fixed rate-বাঁধা হার) [ব. ১১]
Follow-up–অনুসরণ করা [ঢা. ১৭, ১৬, রা. ০২]
Forecast–পূর্বাভাস [য. ১৩, ০৭]
Free market–খোলা বাজার/মুক্তবাজার [দি. ১৬]
Fundamental –মৌল/মৌলিক/মূল [ব. ০৫; সি. ০৬]
Galaxy–ছায়াপথ [দি. ১৭, য. ০৪, ০৯; সি.১৫, ০১. ০৫. ১১; চ. ০৭; রা. ১৪]

Teachingbd24.com

Gazetted–ঘোষিত [ঢা. ০১; য. ০৩; রা. ০৭]
Get-up–অঙ্গসজ্জা [ব. ১৭]
Geology–ভূতত্ত্ব [ব. ০৫; রা. ০৮]
Global–বৈশ্বিক [দি. ১৫,১৩;, কু. ০২. ০৪. ১০; ঢা. ১৭, ০৭; ব. ০৭. ১০; য. ১৫৬,০৮; সি. ১০; রা. ১৫,০৮, ১১]
Godown–গুদাম [ঢা..০৪]
Goods–পণ্য/মাল [সি. ১৩; ঢা. ১০]
Goodwill–সুনাম [ব. ১৭, য. ০১; সি. ১০]
Governing body –পরিচালনা পর্ষদ [ঢা. ০৮; রা. ০৯; য. ১১]
Graph–চিত্রলেখ [কু. ০৯; ব. ১৪]
Gist–সারমর্ম/সারকথা [সি. ১৬]
Gratuity–আনুতোষিক [সকল বো. ১৮; ঢা. ১১]
Green house–সবুজ বলয় / গ্রিন হাউস [চ. ০৫, ০৯; ব. ১০]
Green room–সাজঘর [চ. ১৭, ০৫; য. ১৭, ০৮; সি. ১৭, ১৪]
Grade–পর্যায়/মাত্রা শ্রেণি [সি. ১৬]
Gunny–চট [রা. ০৬]
Guard–রক্ষী/পাহারাদার [চ. ১৪]
Hand-bill - প্রচারপত্র [চ. ০৪. ১১; য. ০৮]
Headline–শিরোনাম [ব. ০৭]
Hearing–শ্রবণ/শুনানি [সি. ১৬]
Hygiene–স্বাস্থ্যবিদ্যা [সকল বো. ১৮; রা. ১৭, চ. ১৫, দি. ১১]
Home ministy–স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় [ঢা. ০২; সি. ১৭, ১০]
Honorarirem–সম্মানী [সি. ১৭]
Hood–বোরখা, বোরকা [ব. ০৫; ঢা. ০৯; রা. ১১]
Hostage–জিম্মি [ঢা.১৫, ১৪; রা. ০৫; দি. ০৯; য. ১৬, ১৩, চ. ১৬]
Hostile–বৈরী, প্রতিকূল [দি. ১৬, ঢা. ০২]
Humanity–মানবতা [ঢা. ১৬, রা. ১১]
Hypocrisy–কপটতা, ভণ্ডামি [য. ০৭]
Highway - মহাসড়ক, জনপথ [ঢা. ১৩ ; চ. ১৪]
Interim - অন্তবর্তীকালীন, অস্থায়ী [ঢা. ১৩, কু. ১৬]
Idiom–বাগধারা [য. ১৭, কু. ১৩; রা. ০৫]
Immigrant–অভিবাসী [ঢা. ১৬, সি. ০২; য. ০৩]
Impeachment–অভিশংসন [রা. ১৭]
Index–নির্দেশক/নির্ঘণ্ট / সূচক [ঢা. ১৫, সি. ০৯. ১২. য. ১৭, ০৪; চ. ০৫. ০৭; দি. ১০, ১৪]
Internal–অভ্যন্তরীণ [কু. ০২]
Internal–অন্তর্বতীকালীন [কু. ০৭]
Interview–সাক্ষাৎকার [চ. ০১, ০৩; ব. ০৭; রা. ১১]
Interpreter–দোভাষী [য. ০৭; চ. ১০]
Invoice –চালান [ব. ১৭, সি. ১৭, কু. ১০]

Teachingbd24.com

Initial– প্রাথমিক [সকল বো. ১৮]
Investigation–অনুসন্ধান [য. ১১]
Irrigation–সেচ [সি. ১৬, চ. ০১; কু. ০৪; ঢা. ০৬; য. ১০]
Judge –বিচারক [চ. ০৪; য. ০৯]
Justice –বিচারপতি [সকল বো. ১৮; য. ১৭, ০৪; কু.১৬, ০১]
Key- word –মূল শব্দ [ব. ১৭, সি. ০৬]
Leap-year–অধিবর্ষ [দি. ০৯, ১৪; য. ০৪; কু. ০৪, ০১; চ. ০৫. ০৭. ১০, ১৪; ঢা. ০৬. সি. ১৫,১২]
Lease–ইজারা [ঢা. ১৭, ব. ১৪; চ. দি. ১১]
Legal–বৈধ / আইনসম্মত [সি. ০৯]
Legend –কিংবদন্তি [ব. ১৬, রা. ১৭, বি. ১৭, ১৬, ১৩; চ. ০২; কু. ০৪; য. ০৮; ঢা.১৫, ১১]
Lender–মহাজন/ ঋণদাতা [রা. ০৮]
Lien–পূর্বস্বত্ব [ঢা. ১৫. রা. ১৬, ১৫,১৩, ০৬; কু. ১৬, ০৭. ১০. চ. ১৬]
Light year–আলোকবর্ষ [কু. ০৮]
Limited–সীমাবদ্ধ / সীমিত [ঢা. ০৪]
Literature–সাহিত্য [ব. ০৩]
Manifesto–ইশতেহার [কু. ১৪; চ. ১৭, ০৫; সি.১৫, ০৭; য. ঢা. ১১, ০৮; দি. ১০. ১১]
Manuscript–পাণ্ডুলিপি [য. ১৭, ১৪; সি. ১৩; দি. ১৭, ১৩; চ. ১৫,০১; ০৮; ব. ১৬, ০৯; ঢা. ১০; কু. ১১]
Marketing –বিপণন [ঢা. ১৭, ব. ০৮]
Mayor–মহানাগরিক / মেয়র / পুরকর্তা [সি. ০২. ০৬]
Medical college–চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় [ব. ০৭]
Memorandum–স্মারকলিপি দি. ১৭, চ. ১৬, য. ০৪. ১০; ঢা. ০৯]
Mass - গণ, জন [কু. ১৩]
Myth - অতিকথা [সকল বো. ১৮; ব. ১৫]
Mercury–পারদ [ব. ০৫]
Method–প্রণালি / পদ্ধতি [কু. ০২; চ. ০৬]
Miscondrect–অসদাচরণ [কু. ১৬]
Millennium–সহস্রাব্দ, সহস্রবার্ষিক [য. ০৭]
Mineral–খনিজ/ খনিজ- দ্রব্য [ব. ১৪; রা. ১১]
Museum–জাদুঘর [রা. ১৭, ঢা. ১৬]
Myth–মিথ [কু. ১৭]
Migration–অভিবাসী [কু. ১৬]
Nationality –জাতীয়তা [চ. ০১]
National assembly –জাতীয় পরিষদ [রা. ০৫]
Nationalization –জাতীয়করণ/রাষ্ট্রীয়করণ [ব. ০২; চ. ০০]
Note –মন্তব্য [ঢা. ০১; য. ০৬, দি. ১৬]
Netural–নিরপেক্ষ [ব. ১৭]
Notice board –বিজ্ঞপ্তিফলক [রা. ০৩; কু. ০৫; চ. ১১]
Nodification–প্রজ্ঞাপন [কু. ১৬]

Teachingbd24.com

Nursery –শিশুশালা; তরুশালা; গুটিশালা [সি. ১৩; য. ১৭, ০৪. ১০; ঢা. ১৬, ১০]
Nutrition –পুষ্টি [রা. ১৭, চ. ১৫, দি. ১০]
Oath–শপথ [ঢা;. ১৭, য. ১৭, রা. ১৭, ০৯; দি. ১৪]
Obedient–অনুগত / বাধ্য [কু. ০১]
Obligation–দায়িত্বমূলক, বাধ্যতামূলক [ব. ১১]
Occupation–বৃত্তি/দখল/ উপজীবিকা [ঢা. ০২; ব. ০৯]
Office bearer –কর্মকর্তা [য. ০৭]
Option–ইচ্ছা [কু. ১৬, য. ০৪. ১০; দি. ১০; সি. ১৪]
Optional–ঐচ্ছিক [দি. ১৩; রা. ০৭]
Organ–অঙ্গ, যন্ত্র [সি. ০৯]
Para–অনুচ্ছেদ [রা. ০৩]
Parliament–সংসদ [চ. ০১, ০৯]
Passport–ছাড়পত্র / পাসপোর্ট [সি. ০৯; ঢা. ০১; চ. ০৯]
Pass-word–সঙ্কেত/গুপ্তশব্দ [কু. ১৭, ঢা. ১৬]
Pay-bill–বেতনপত্র / বেতন [দি. ১৭, য. ১৫. চ. ০৪]
Pay-order –পরিশোধ আদেশ/ পে-অর্ডার [চ. ১১; ব. ১৪]
Payee –প্রাপক [ব. ১৭, কু. ০৫]
Plosive –স্পৃষ্ট ধ্বনি [রা. ১৬]
Phonetics –ধ্বনিবিজ্ঞান [ঢা. ০৮. ১১; রা. ১৬, ১৪]
Prime –প্রধান/মুখ্য [চ. ১৭]
Prepaid –আগাম প্রদত্ত [রা. ১৭, চ. ১৫, য. ১১]
Power house– বিদ্যুৎ কেন্দ্র [সকল বো. ১৮]
Prescription–ব্যবস্থাপত্র [চ. ১৪]
President–রাষ্ট্রপতি, সভাপতি [সি.০৮]
Principal–অধ্যক্ষ/প্রধান [দি. ১৫, য. ০৬; সি. ০৭]
Principle–তত্ত্ব/সূত্র/ নীতি [ব. ১৭, ঢা. ১০, ১৪; রা. ১৭, ১১]
Public–সরকারি জন/লোক; জনসাধারণ [য. ০৮]
Pan-friend–পত্র-মিতা [ঢা. ১৭]
Publication–প্রকাশনা [ব. ০৭; চ. ০৮, ১২]
Public Fund–সরকারি তহবিল [য. ১৪]
Public opinion–জনমত [ব. ০৮]
Public works –গণপূর্ত [কু. ০০; য. ০১; চ. ১৭, ০৩; ব. ০৬; সি. ১০]
Publicity–প্রচার [কু. ১৭]
Pay–প্রদেয় [চ. ১২]
Penalty - দণ্ড, শাস্তি [ঢা. ১৩]
Penal Code - দণ্ডবিধি [ঢা. ১৩]
Quota - নির্ধারিত অংশ, যথাংশ [কু. ১৩, ১৪]
Quack–হাতুড়ে [দি. ১৭, য. ১৭, ১৬, রা. ০৯]

Teachingbd24.com

Query–জিজ্ঞাসা, প্রশ্ন [ব. ১১. কু. ১২]
Quarantine–সঙ্গারোধ [রা. ০৭]
Queue–সারি; সার [সকল বো. ১৮; কু. ১০]
Rank–পদমর্যাদা [দি. ১৫,১৩; চ. ১৩; ঢা. ০১, ০৮; রা. ; য. ০৩; ব. ০৪. ০৬; সি. ১৭, ১৩, ০৭; কু. ০৭, ১৪]
Ratio–অনুপাত [ঢা. ১৬, ০৭]
Recommend–সুপারিশ করা [ঢা. ০৭]
Record room–মহাফেজখানা [ব. ০৮]
Reform–সংস্কার করা, সংস্কার [ব. ০৮]
Regiment–সৈন্যদল [রা. ০৬]
Refugee–বাস্তুহারা [কু. ১৬]
Referendrem–গণভোজ [চ. ১৭]
Revenue–রাজস্ব [য. ১৭, চ. ১৬]
Registration-নিবন্ধন [কু. ০৪. ০৭; দি. ১৬, চ. ০৫; ব. ০৮; সি. ১০]
Republic –প্রজাতন্ত্র [চ. ০১; চ. ০০]
Racisim –জাতি-বিদ্বেষ [সি. ১৭]
Routine–নিত্যক্রম [ঢা. ০৭]
Sabotage–অন্তর্ঘাত [সকল বো. ১৮; চ. ১৬, ১৩; ঢা. ১৭, ১৫, ০৯, ব. ০৯; কু. ০৬, ০৭; য. ০৬; রা. ০৫, ০৭; দি. ০৯, ১১, ১৪]
Salary–বেতন [চ. ০১. ০৮. ১০; কু. ১০; সি. ১৪]
Sanction–অনুমোদন/মঞ্জুরি [দি. ১৭, রা. ১৩; চ. ০০; কু. ০১. ০৬; য. ১১]
Saving certificate–সঞ্চয়পত্র [ব. ০৮]
Scale–মাপনী/স্কেল [ব. ০৬]
Secondary–মাধ্যমিক [চ. ০০; য. ০৩; ব. ০৬; রা. ০৮]
Settlement–নিষ্পত্তি [ব. ১১]
Sir–মহোদয়/জনাব/স্যার [ব. ০৩]
Specialist–বিশেষজ্ঞ [কু. ০১; ঢা. সি. ০৭]
Sponsor– শোষণ করা/শোষক [সি. ১৬]
Stock market–শেয়ারবাজার [ঢা. ১৬]
Surety–নিশ্চয় [কু. ১৭]
Subsidy–ভর্তুকি [চ. ১৭, রা. ১৬, সি. ১৫, ঢা. ১৫, য. ১৩, ০৯; ব. ১৬, ১০. কু. ১৭, ১২]
Surplus–উদ্বৃত্ত [ব. ১৪; দি. ১৬, ১১; য. ১৩, সি. ১৬]
Telecommunication–টেলিযোগাযোগ [ব. ০৭]
Termination–অবসান [ঢা. ০২; চ. ০৬, ০৮]
Terminology–পরিভাষা [কু. ১৩; চ. ০৯; দি. ১০; য. ১৫, ১৩]
Theory–তত্ত্ব / সিদ্ধান্ত/সূত্র [দি. ১৬, রা. ০০; চ. ০৬; সি. ০৭]
Tradition–ঐতিহ্য [ঢা. ১৬]

Teachingbd24.com

Trial–বিচার [ঢা. ১৭]
Token–প্রতীক [ঢা. ১৭, ০৮]
Tradition–ঐতিহ্য [ঢা. ১৬]
Tribunal–ন্যায়পীঠ [চ. ১৭]
Treaty–সন্ধি [সি. ১৬]
Uniform–উর্দি [ঢা. ১৭]
Union–সংঘ/ইউনিয়ন/সংযোগ [কু. ০১, য. ০৬]
Unclaimed–বেওয়ারিশ/দাবিদারহীন [চ. ১৬]
Undertaking–অঙ্গীকার/কর্মভার [দি. ১৬]
Unskilled–অদক্ষ [সি. ১৭]
Up-to-date–হালনাগাদ [রা. ১৭, ০৭]
Urban–পৌর [সি. ১৪; ঢা. ১৩; কু. ১১]
Urbanization–নগরায়ণ [য. ০২; ব. ০৪; সি. ০৬; ঢা. ১০]
Vacation–অবকাশ/ছুটি [রা. ১৩; চ. ০৪. সি. ১২]
Valid–বৈধ/সিদ্ধ/চালু [কু. ০১; ঢা. ০৬; চ. ০৬]
Validity–বৈধতা [সি. ১৪]
Valuatio–মূল্য নির্ধারণ [রা. ০৯]
Vehicle–গাড়ি/যান [ব. ১৬, সি. ০২; য. ১০]
Venue–স্থান [সি. ১৩, চ. ০৯, ০২, ০৪; রা. ০৭; য. ০৩. ০৮. ১০; ব. ১০; দি. ১৪]
Vice-Versa–তদ্বিপরীত [সি. ১৭]
Vice - Chairman –উপ-সভাপতি [চ. ০০]
Viva-voce–মৌখিক পরীক্ষা [ঢা. ০৯; ব. ০২. ০৩. ০৬; চ. ০৩; সি. ১০. কু. ১৩, ১২]
Vocabulary–শব্দকোষ [কু. ১৩; ঢা. ০২, ১১, চ. ০৫, ১০]
Violation–অমান্য করা [সকল বো. ১৮; চ. ১২]
Virus–ছত্রাক/ভাইরাস [সি. ১৪]
Walk-out–সভাবর্জন/ওয়াক আউট [চ. ১৬, ব. ০৩; ঢা. ০৭; রা. ০৭, ১৪]
Warcrime–যুদ্ধাপরাধ [সি. ১৭, ঢা. ১৬]
Warcriminal–যুদ্ধাপরাধী [রা. ১৭, কু. ১৬]
White paper–শ্বেতপত্র [দি. ১৫, ব. ০২; ব. ০৪; সি. ০৭; চ. ০৮; ঢা. ১১; কু. ১৭, ১১, ১৪]
Worship (ওয়ারশীপ)–পূজা [দি. ১৭, চ. ১৬, কু. ০১; য. ১৭, ০৬]
X- ray –রঞ্জনরশ্মি [দি. ১৬, চ. ১৬, ব. ১৬, য. ১৬, রা. ০১, ০৬; ঢা. ০৭; সি. ০৮]
Year-book –বর্ষপঞ্জি [রা. ১৬, ০৩; য. ০২, ১৪; ব. ০৪; কু. ০৫. ০৬; সি. ১১]
Zone - অঞ্চল; বলয়/ মণ্ডল [ব. ১৬, চ. ০৯; সি. ০৮, ১৩, ০২. ০৫. ১১; য. ১৭, ০৯, ০২; কু. ০৬, ১৪; দি. ১৪; রা. ১৪]
Zoo–চিড়িয়াখানা [রা. ০১]

Teachingbd24.com

অনুচ্ছেদ বাংলায় অনুবাদ

☆☆☆1. Can you say why Bangladesh ....., we had a very great leader. [ব. ১৬]

☆☆☆2. Home is the first school..... and healthy men are made. [দি. ১৬]

☆☆☆3. Books are man's best ..... nothing but gives us much. [ঢা. ১৬]

☆☆☆4. The great advantage of ..... over any part of it. [কু. ১৬]

☆☆☆5. The aim of education is to make a..... it has no value. [রা. ১৬]

☆☆☆6. Man is the architect of his ..... existence from day to day. [চট্ট. ১৬]

☆☆☆7. Health is wealth, The sound .....is a liability to all. [য. ১৬]

☆☆☆8. Books are men's best ..... give you much pleasure. [সি. ১৬]

☆☆ 9. A garden is not a source ..... any garden look sbare and poor.

☆☆ 10. A patriot is a man who loves his ..... best friends of the people. [য. ১৬]

☆☆ 11. A newspaper is a store-house of knowledge ..... about his goods.

☆☆☆12. A good teacher is one of the most ..... hidden inside each student. [চ. ১৭]

☆☆☆13. Bangladesh is now a free country. ....with milk and honey. [ঢা. ১৭]

☆☆☆14. Walking is the best suited to all ..... from particular diseases, for jogging. [কু. ১৭]

☆☆☆15. We are social beings and .... No one likes a bad-mannered person. [রা. ১৭]

☆☆16. Many people put off ofr ..... not neglect our time, the flowing capital. [সি. ১৭]

☆☆☆17. The life of a student is a life .... country to peace and prosperity. [দি. ১৭]

☆☆☆18. Bangladesh is the land ..... country will make progress. [ব. ১৭]

☆☆ 19. A boy may be very bad at subject..... unphappy clerk in an office.

☆☆ 20. Education is the backbone of a nation .....to see the light of hope.

☆☆ 21. Here is my mother. ..... If I fail ill, mother grows very anxious.

☆☆☆22. Honesty is a noble virture. .....Honesty is the best policy.

☆☆ 23. In this life there are no gains..... contested to the last.

☆☆ 24. Japan is to the east of our country. ..... are very modest and gentle.

☆☆☆25. Knowledge is vaster than an ocean. ..... freely in the ocean of knowledge.

☆☆ 26. My five years old daughter ..... own talk with her is always lively.

☆☆ 27. Man canot live alone. .....according to his sweet will in society.

☆☆☆28. Poverty is a great problem in our country. ..... They only curse their fate.

☆☆☆29. Patriotism is a very noble virtue. .....motherland are the same. *[সকল বো. ১৮]*

Teachingbd24.com

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

পাঠ্যপুস্তক ভবন
৬৯-৭০ মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০

জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০১২ অনুযায়ী একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণির বাংলা ২য় পত্রের প্রশ্নপত্র প্রণয়নের জন্য নির্দেশনা (উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা ২০১৬ থেকে প্রযোজ্য)।

ব্যাকরণ : ৩০ নম্বর	নম্বর বিভাজন
১। উচ্চারণের যে কোনো ৫টি নিয়ম লিখতে হবে। এর বিকল্পে ৮টি শব্দের মধ্যে ৫টি শব্দের উচ্চারণ লিখতে হবে।	৫ নম্বর
২। বাংলা একাডেমি প্রণীত প্রমিত বাংলা বানানরীতির যে কোনো ৫টি নিয়ম লিখতে হবে। এর বিকল্পে ৮টি ভুল বানানের শব্দকে শুদ্ধ বানানে লিখতে হবে।	৫ নম্বর
৩। বিভিন্ন শব্দশ্রেণি (বিশেষ্য, বিশেষণ, সর্বনাম, ক্রিয়া, ক্রিয়া বিশেষণ, আবেগ শব্দ, যোজক, অনুসর্গ) থেকে একটি বর্ণনামূলক প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। বিকল্পে প্রদত্ত অনুচ্ছেদ থেকে একটি নির্দিষ্ট শব্দশ্রেণি চিহ্নিত করতে হবে।	৫ নম্বর
৪। উপসর্গ, প্রত্যয় ও সমাসের মধ্যে যে কোনো ২টি পাঠ হতে প্রশ্ন থাকবে এবং ১টির উত্তর দিতে হবে। প্রতিটি প্রশ্নেই ৮টির মধ্যে ৫টির উত্তর দিতে হবে।	৫ নম্বর
৫। বাক্যতত্ত্ব অংশ থেকে একটি বর্ণনামূলক প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে এর বিকল্পে ৮টি বাক্যের মধ্যে ৫টির বাক্যান্তর করতে হবে।	৫ নম্বর
৬। ৮টি অশুদ্ধ বাক্যের মধ্যে ৫টিকে শুদ্ধ করতে হবে। এর বিকল্পে একটি অনুচ্ছেদে বিদ্যমান অপপ্রয়োগসমূহ শুদ্ধ করতে হবে।	৫ নম্বর
নির্মিতি : ৭০ নম্বর	
১। ১৫টি বিদেশি শব্দের মধ্যে ১০টির বাংলা পারিভাষিক রূপ লিখতে হবে। এর বিকল্পে ১টি ইংরেজি ভাষার অনুচ্ছেদকে বাংলা ভাষায় অনুবাদ করতে হবে।	১০ নম্বর
২। ঘটনাসমৃদ্ধ পুরো ১টি দিনকে অবলম্বন করে ১টি দিনলিপি রচনা করতে হবে অথবা কোনো ১টি সুনির্দিষ্ট বিষয়ে (দিবস উদযাপন, ঐতিহাসিক স্থান পরিদর্শক ইত্যাদি) অভিজ্ঞতা বর্ণনা করতে হবে। এর বিকল্পে ১টি ভাষণ বা প্রতিবেদন লিখতে হবে।	১০ নম্বর
৩। একটি বিশেষ উৎসব বা উপলক্ষ (ঈদ, নববর্ষ ইত্যাদি) অবলম্বন করে ৫টি ক্ষুদে আকারের বাংলা বাক্যে একটি ক্ষুদে বার্তা বা ই-মেইল/এস এম এস রচনা করতে হবে। এর বিকল্পে যে কোনো এক প্রকার পত্র লিখতে হবে।	১০ নম্বর
৪। সারাংশ বা সারমর্ম থেকে ১টি প্রশ্ন থাকবে। এর বিকল্পে ভাবসম্প্রসারণ থেকে ১টি প্রশ্ন থাকবে। যে কোনো ১টির উত্তর দিতে হবে।	১০ নম্বর
৫। কোনো একটি বিশেষ ঘটনা বা পরিস্থিতির আলোকে নাটকের সংলাপের আকারে সংলাপ বা কথোপকথন রচনা করতে হবে। এর বিকল্পে প্রশ্নে প্রদত্ত একটি গল্পের শিরোনাম বা দৃশ্যপট অবলম্বনে একটি ক্ষুদ্রে গল্প রচনা করতে হবে।	১০ নম্বর
৬। যে কোনো ৫টি বিষয়ের ১টি অবলম্বনে একটি প্রবন্ধ লিখতে হবে। (গতানুগতিক মুখস্থনির্ভর এবং তথ্য ভারাক্রান্ত প্রবন্ধের পরিবর্তে শিক্ষার্থীর সৃজনশীলতার প্রতিফলন ঘটবে এমন ধরনের প্রবন্ধ লিখতে হবে।	২০ নম্বর

https://teachingbd24.com

এইচ এস সি বাংলা নির্মিতি

অধ্যায় ২: দিনলিপি বর্ণন

দিনলিপি বর্ণন

☆☆☆১। বাংলা নববর্ষ উদযাপনের উপর একটি দিনলিপি লেখো। *[ব. ১৭, সি. ১৬, য. ১৬]*

☆☆☆২। তোমার এসএসসি পরীক্ষার ফল প্রকাশের দিন একটি দিনলিপি রচনা করো। *[ব. ১৬]*

☆☆☆৩। কলেজে প্রথম দিনের অনুভূতি ব্যক্ত করে একটি অনুলিপি লেখো। *[রা. ১৭, দি. ১৬]*

☆☆ ৪। মহান বিজয় দিবস উদ্‌যাপনের ঘটনানির্ভর একটি দিনলিপি রচনা করো।

☆☆ ৫। স্বাধীনতা দিবসের স্মৃতিবিজড়িত একটি দিনলিপি রচনা করো।

☆☆☆৬। তোমার কলেজের নজরুল-সংগীত সন্ধ্যার বর্ণনা দিয়ে একটি দিনলিপি লেখো।

☆☆☆৭। মহান একুশে ফেব্রুয়ারি উদ্‌যাপনের ঘটনা নিয়ে একটি দিনলিপি রচনা করো।

☆☆☆৮। তোমার কলেজে রবীন্দ্র জন্মজয়ন্তী পালনের ঘটনাকে স্মরণীয় করে রাখতে একটি দিনলিপি রচনা করো।

☆☆ ৯। বাংলা নববর্ষ উদ্‌যাপনের উপর একটি দিনলিপি লেখো।

☆☆ ১০। বন্যাকবলিত যেকোনো এলাকা পরিদর্শনের অভিজ্ঞতা নিয়ে একটি দিনলিপি রচনা করো।

☆☆ ১১। ঈদের দিনের দিনলিপি রচনা করো।

☆☆☆১২। এসএসসি পরীক্ষার পূর্ব রাতের একটি দিনলিপি লেখো।

☆☆☆১৩। তোমার কলেজে নবীনবরণ উদ্‌যাপনের দিনলিপি লেখো।

☆☆ ১৪। তোমার কলেজের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার দিনলিপি লেখো।

☆☆ ১৫। কলেজ ছুটির কোনো এক দিনের দিনলিপি রচনা করো।

☆☆☆১৬। তোমার কলেজে বিতর্ক প্রতিযোগিতার দিনলিপি লেখো।

☆☆☆১৭। বৈশাখি মেলা ভ্রমণের অভিজ্ঞতা নিয়ে দিনলিপি লেখো।

☆☆ ১৯। ঝড়ের দিনে আম কুড়ানোর অভিজ্ঞতা নিয়ে দিনলিপি রচনা করো।

☆☆ ২০। একটি গ্রাম্যমেলা দেখার অনুভূতি ব্যক্ত করে দিনলিপি রচনা করো। *[কু. ১৭]*

☆☆ ২১। মনে কর, কোনো একটি বইমেলা তোমার জীবনে স্মরণীয় হয়ে আছে। সেই বইমেলার কথা উল্লেখ করে একটি দিনলিপি লেখো। *[দি. ১৭]*

☆☆ ২২। লঞ্চডুবির ঘটনা নিয়ে একটি দিনলিপি লেখো। *[য. ১৭]*

☆☆☆২৩। তোমার কলেজে মহান বিজয় দিবস উদ্‌যাপনের একটি দিনলিপি প্রস্তুত করো। *[সকল বো. ১৮]*

Teachingbd24.com

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

পাঠ্যপুস্তক ভবন
৬৯-৭০ মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০

জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০১২ অনুযায়ী একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণির বাংলা ২য় পত্রের প্রশ্নপত্র প্রণয়নের জন্য নির্দেশনা (উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা ২০১৬ থেকে প্রযোজ্য)।

ব্যাকরণ : ৩০ নম্বর	নম্বর বিভাজন
১। উচ্চারণের যে কোনো ৫টি নিয়ম লিখতে হবে। এর বিকল্পে ৮টি শব্দের মধ্যে ৫টি শব্দের উচ্চারণ লিখতে হবে।	৫ নম্বর
২। বাংলা একাডেমি প্রণীত প্রমিত বাংলা বানানরীতির যে কোনো ৫টি নিয়ম লিখতে হবে। এর বিকল্পে ৮টি ভুল বানানের শব্দকে শুদ্ধ বানানে লিখতে হবে।	৫ নম্বর
৩। বিভিন্ন শব্দশ্রেণি (বিশেষ্য, বিশেষণ, সর্বনাম, ক্রিয়া, ক্রিয়া বিশেষণ, আবেগ শব্দ, যোজক, অনুসর্গ) থেকে একটি বর্ণনামূলক প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। বিকল্পে প্রদত্ত অনুচ্ছেদ থেকে একটি নির্দিষ্ট শব্দশ্রেণি চিহ্নিত করতে হবে।	৫ নম্বর
৪। উপসর্গ, প্রত্যয় ও সমাসের মধ্যে যে কোনো ২টি পাঠ হতে প্রশ্ন থাকবে এবং ১টির উত্তর দিতে হবে। প্রতিটি প্রশ্নেই ৮টির মধ্যে ৫টির উত্তর দিতে হবে।	৫ নম্বর
৫। বাক্যতত্ত্ব অংশ থেকে একটি বর্ণনামূলক প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে এর বিকল্পে ৮টি বাক্যের মধ্যে ৫টির বাক্যান্তর করতে হবে।	৫ নম্বর
৬। ৮টি অশুদ্ধ বাক্যের মধ্যে ৫টিকে শুদ্ধ করতে হবে। এর বিকল্পে একটি অনুচ্ছেদে বিদ্যমান অপপ্রয়োগসমূহ শুদ্ধ করতে হবে।	৫ নম্বর
নির্মিতি : ৭০ নম্বর	
১। ১৫টি বিদেশি শব্দের মধ্যে ১০টির বাংলা পারিভাষিক রূপ লিখতে হবে। এর বিকল্পে ১টি ইংরেজি ভাষার অনুচ্ছেদকে বাংলা ভাষায় অনুবাদ করতে হবে।	১০ নম্বর
২। ঘটনাসমৃদ্ধ পুরো ১টি দিনকে অবলম্বন করে ১টি দিনলিপি রচনা করতে হবে অথবা কোনো ১টি সুনির্দিষ্ট বিষয়ে (দিবস উদযাপন, ঐতিহাসিক স্থান পরিদর্শক ইত্যাদি) অভিজ্ঞতা বর্ণনা করতে হবে। এর বিকল্পে ১টি ভাষণ বা প্রতিবেদন লিখতে হবে।	১০ নম্বর
৩। একটি বিশেষ উৎসব বা উপলক্ষ (ঈদ, নববর্ষ ইত্যাদি) অবলম্বন করে ৫টি ক্ষুদে আকারের বাংলা বাক্যে একটি ক্ষুদে বার্তা বা ই-মেইল/এস এম এস রচনা করতে হবে। এর বিকল্পে যে কোনো এক প্রকার পত্র লিখতে হবে।	১০ নম্বর
৪। সারাংশ বা সারমর্ম থেকে ১টি প্রশ্ন থাকবে। এর বিকল্পে ভাবসম্প্রসারণ থেকে ১টি প্রশ্ন থাকবে। যে কোনো ১টির উত্তর দিতে হবে।	১০ নম্বর
৫। কোনো একটি বিশেষ ঘটনা বা পরিস্থিতির আলোকে নাটকের সংলাপের আকারে সংলাপ বা কথোপকথন রচনা করতে হবে। এর বিকল্পে প্রশ্নে প্রদত্ত একটি গল্পের শিরোনাম বা দৃশ্যপট অবলম্বনে একটি ক্ষুদ্রে গল্প রচনা করতে হবে।	১০ নম্বর
৬। যে কোনো ৫টি বিষয়ের ১টি অবলম্বনে একটি প্রবন্ধ লিখতে হবে। (গতানুগতিক মুখস্থনির্ভর এবং তথ্য ভারাক্রান্ত প্রবন্ধের পরিবর্তে শিক্ষার্থীর সৃজনশীলতার প্রতিফলন ঘটবে এমন ধরনের প্রবন্ধ লিখতে হবে।	২০ নম্বর

https://teachingbd24.com

এইচ এস সি বাংলা নির্মিতি

অধ্যায় ৩: অভিজ্ঞতা বর্ণনা

☆☆☆১। কলেজে তোমার প্রথম দিনের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করো। [ঢা. ১৭, ১৬, রা. ১৬]
☆☆☆২। পাহাড়পুর বৌদ্ধ বিহার ভ্রমণে অর্জিত অভিজ্ঞতা বর্ণনা করো। [চ. ১৬]
☆☆ ৩। কলেজে আয়োজিত সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করো।
☆☆☆৪। কলেজে নবীনবরণ অনুষ্ঠানের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করো।
☆☆☆৫। শীতের কোনো এক সকালের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করো। [কু. ১৬]
☆☆☆৬। তোমার কলেজ জীবনের কোনো তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনার অভিজ্ঞতা বর্ণনা করো। [সি. ১৭]
☆☆☆৭। একুশে ফেব্রুয়ারির প্রভাতফেরতে শহীদ মিনারে যাওয়ার অভিজ্ঞতা বর্ণনা করো। [চট্ট. ১৭]
☆☆☆৮। তোমার কলেজে বাংলা নববর্ষ উদ্‌যাপনের অর্জিত অভিজ্ঞতা বর্ণনা করো।
☆☆ ৯। কলেজে আয়োজিত বিতর্ক প্রতিযোগিতার অভিজ্ঞতা বর্ণনা করো।
☆☆☆১০। তোমার জীবনের একটি নৌকা ভ্রমণের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করো।
☆☆☆১১। তোমার কলেজে আয়োজিত বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠানের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করো।
☆☆☆১২। বৈশাখী মেলা ঘুরে দেখার অভিজ্ঞতা বর্ণনা করো।
☆☆ ১৩। একটি সড়ক দুর্ঘটনার অভিজ্ঞতা বর্ণনা করো।

Teachingbd24.com

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

পাঠ্যপুস্তক ভবন
৬৯-৭০ মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০

জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০১২ অনুযায়ী একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণির বাংলা ২য় পত্রের প্রশ্নপত্র প্রণয়নের জন্য নির্দেশনা (উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা ২০১৬ থেকে প্রযোজ্য)।

ব্যাকরণ : ৩০ নম্বর	নম্বর বিভাজন
১। উচ্চারণের যে কোনো ৫টি নিয়ম লিখতে হবে। এর বিকল্পে ৮টি শব্দের মধ্যে ৫টি শব্দের উচ্চারণ লিখতে হবে।	৫ নম্বর
২। বাংলা একাডেমি প্রণীত প্রমিত বাংলা বানানরীতির যে কোনো ৫টি নিয়ম লিখতে হবে। এর বিকল্পে ৮টি ভুল বানানের শব্দকে শুদ্ধ বানানে লিখতে হবে।	৫ নম্বর
৩। বিভিন্ন শব্দশ্রেণি (বিশেষ্য, বিশেষণ, সর্বনাম, ক্রিয়া, ক্রিয়া বিশেষণ, আবেগ শব্দ, যোজক, অনুসর্গ) থেকে একটি বর্ণনামূলক প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। বিকল্পে প্রদত্ত অনুচ্ছেদ থেকে একটি নির্দিষ্ট শব্দশ্রেণি চিহ্নিত করতে হবে।	৫ নম্বর
৪। উপসর্গ, প্রত্যয় ও সমাসের মধ্যে যে কোনো ২টি পাঠ হতে প্রশ্ন থাকবে এবং ১টির উত্তর দিতে হবে। প্রতিটি প্রশ্নেই ৮টির মধ্যে ৫টির উত্তর দিতে হবে।	৫ নম্বর
৫। বাক্যতত্ত্ব অংশ থেকে একটি বর্ণনামূলক প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে এর বিকল্পে ৮টি বাক্যের মধ্যে ৫টির বাক্যান্তর করতে হবে।	৫ নম্বর
৬। ৮টি অশুদ্ধ বাক্যের মধ্যে ৫টিকে শুদ্ধ করতে হবে। এর বিকল্পে একটি অনুচ্ছেদে বিদ্যমান অপপ্রয়োগসমূহ শুদ্ধ করতে হবে।	৫ নম্বর
নির্মিতি : ৭০ নম্বর	
১। ১৫টি বিদেশি শব্দের মধ্যে ১০টির বাংলা পারিভাষিক রূপ লিখতে হবে। এর বিকল্পে ১টি ইংরেজি ভাষার অনুচ্ছেদকে বাংলা ভাষায় অনুবাদ করতে হবে।	১০ নম্বর
২। ঘটনাসমৃদ্ধ পুরো ১টি দিনকে অবলম্বন করে ১টি দিনলিপি রচনা করতে হবে অথবা কোনো ১টি সুনির্দিষ্ট বিষয়ে (দিবস উদযাপন, ঐতিহাসিক স্থান পরিদর্শক ইত্যাদি) অভিজ্ঞতা বর্ণনা করতে হবে। এর বিকল্পে ১টি ভাষণ বা প্রতিবেদন লিখতে হবে।	১০ নম্বর
৩। একটি বিশেষ উৎসব বা উপলক্ষ (ঈদ, নববর্ষ ইত্যাদি) অবলম্বন করে ৫টি ক্ষুদে আকারের বাংলা বাক্যে একটি ক্ষুদে বার্তা বা ই-মেইল/এস এম এস রচনা করতে হবে। এর বিকল্পে যে কোনো এক প্রকার পত্র লিখতে হবে।	১০ নম্বর
৪। সারাংশ বা সারমর্ম থেকে ১টি প্রশ্ন থাকবে। এর বিকল্পে ভাবসম্প্রসারণ থেকে ১টি প্রশ্ন থাকবে। যে কোনো ১টির উত্তর দিতে হবে।	১০ নম্বর
৫। কোনো একটি বিশেষ ঘটনা বা পরিস্থিতির আলোকে নাটকের সংলাপের আকারে সংলাপ বা কথোপকথন রচনা করতে হবে। এর বিকল্পে প্রশ্নে প্রদত্ত একটি গল্পের শিরোনাম বা দৃশ্যপট অবলম্বনে একটি ক্ষুদ্রে গল্প রচনা করতে হবে।	১০ নম্বর
৬। যে কোনো ৫টি বিষয়ের ১টি অবলম্বনে একটি প্রবন্ধ লিখতে হবে। (গতানুগতিক মুখস্থনির্ভর এবং তথ্য ভারাক্রান্ত প্রবন্ধের পরিবর্তে শিক্ষার্থীর সৃজনশীলতার প্রতিফলন ঘটবে এমন ধরনের প্রবন্ধ লিখতে হবে।	২০ নম্বর

https://teachingbd24.com

এইচ এস সি বাংলা নির্মিতি

অধ্যায় ৪: ভাষণ ও প্রতিবেদন

[দুটো প্রশ্ন থাকবে যে কোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। প্রশ্নের মান = ১০ × ১ = ১০

☆☆☆১। মাদকাসক্তির কুফল সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে একটি ভাষণ রচনা করো। *[ঢা. ০৬, ১০; রা. ০৫, ১০; য. ১১, ০৬, ০৮; কু.১৬, ১১; চ. ০২, ০৯; সি. ১০, ১২; দি. ১৩]*

☆☆☆২। 'পড়ার অভ্যাস গঠন' বিষয়ে আলোচনা চক্রে প্রধান অতিথির একটি ভাষণ তৈরি করো। *[ঢা. ০৭; চ. ১৩; রা. ১১; সি.. ০৩; ব. ০৪]*

☆☆☆৩। 'বিজয় দিবস চেতনায় অম্লান'–বিষয়ে আলোচনা সভায় উপস্থাপনের জন্য একটি ভাষণ রচনা করো। *[ব. ১৭, ঢা. ১১, ০৫; দি. ১২; য. ১১]*

☆☆☆ ৪। ইভটিজিং প্রতিরোধে ছাত্র-সমাজের ভূমিকা–শীর্ষক সেমিনারে বক্তা হিসেবে একটি ভাষণ রচনা করো। *[ঢা. ০৫]*

☆☆☆৫। জাতীয় জীবনে একুশের গুরুত্ব বিষয়ে আলোচনা সভায় উপস্থাপনের জন্য একটি ভাষণ তৈরি করো। *[য. ১২, ঢা. ০৪; দি. ০৯, ১১; চ. ০৮, ০৬; ব. ০৬, ০৯, ০৪; রা. ০০, ০৪; সি. ০১]*

☆☆☆ ৬। দুর্নীতিমুক্ত সমাজ গঠনে জনসচেতনতা সৃষ্টির জন্য একটি মঞ্চ ভাষণ প্রস্তুত করো। *[দি. ১৫,ব. ১৪; ঢা. ০৮; কু. ১০]*

☆☆ ৭। জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহ উপলক্ষে 'শিক্ষার মানোন্নয়ন' শীর্ষক সেমিনারের সভাপতির ভাষণ তৈরি করো। *[দি. ১০; রা. ০৪; ঢা. ০২]*

☆☆ ৮। তোমার দেখা একটি সড়ক দুর্ঘটনা সম্পর্কে প্রতিবেদন রচনা করো। *[সি. ১৫, কু. ০৯; চ. '১২]*

☆☆☆ ৯। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে রচিত ভাষণ। *[ঢা. ১৪; রা. ১৫,১৩, ০৬, ০৯; ব. ০০; য. ০৪, '১১; সি. '০১; চ. ০৬]*

☆☆☆ ১০। 'খাদ্যে ভেজাল : তার কারণ ও প্রতিকার শীর্ষক আলোচনা সভায় প্রধান বক্তা হিসেবে একটি ভাষণ তৈরি করো। *[ঢা. ০৯; কু. '০৭; সি. ১৩, ০৬]*

☆☆☆ ১১। 'জাতি গঠনে ছাত্র-সমাজের ভূমিকা' সম্পর্কিত আলোচনা সভায় সুধীবৃন্দের উদ্দেশ্যে ভাষণ প্রস্তুত করো। *[ঢা. ০৯; কু. '০৭; সি. '০৬।*

অথবা, জাতি গঠনে নারী সমাজের ভূমিকা সম্পর্কে একটি মঞ্চ ভাষণ তৈরি করো। *[ঢা. ১৭]*

[ঢা. ০৯; কু. '০৭; সি. '০৬।

☆☆☆ ১২। নারী নির্যাতনের /যৌতুক প্রথার সেমিনারে বক্তব্য রাখার জন্য একটি লিখিত ভাষণ প্রস্তুত করো। *[য.০৯; সি. ০২]*

☆☆☆ ১৩। 'নিরক্ষরতা দূরীকরোণ ও বাংলাদেশ' বিষয়ে একটি মঞ্চ ভাষণ তৈরি করো। *[কু. ০৬; ব. ০২; চ. ০১; য. ০০]*

☆☆☆ ১৪। 'পরিবেশ দূষণ ও তার প্রতিকার' সম্পর্কে একটি টেলিভিশন ভাষণ তৈরি করো। *[য.০৩, ০১; কু. ০১, '০৮]*

☆☆☆ ১৫। 'জাতীয় জীবনে একুশের গুরুত্ব' বিষয়ের আলোচনা সভায় উপস্থাপনের জন্য একটি ভাষণ তৈরি করো।

অথবা, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদযাপন উপলক্ষে আয়োজিত আলোচনা সভার প্রধান অতিথির একটি ভাষণ তৈরি করো। *[দি. ১৭, কু. ১৪; য. ১৭, '১২, ১৪; চ '০৬, '০৮; ব. ০৬; ঢা. ও রা. ১৭, ০৪; সি..০১]*

☆☆☆ ১৬। 'সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ দমন' শীর্ষক সেমিনারে উপস্থাপনের জন্য একটি ভাষণ প্রস্তুত করো। *[কু. ১৭]*

☆☆☆ ১৭। 'শিশুশ্রম বন্ধের আবশ্যকতা' বিষয়ে প্রধান অতিথির একটি ভাষণ তৈরি করো। *[চট্ট. ১৭]*

☆☆☆ ১৮। '১৬ ডিসেম্বর মহান বিজয় দিবসের গুরুত্ব ও তাৎপর্য" শীর্ষক আলোচনা সভায় উপস্থাপনের জন্য একটি ভাষণ প্রস্তুত করো। *[ব. ১৭]*

☆☆☆ ১৯। 'সম্প্রদায়গত সম্প্রীতি' শীর্ষক আলোচনা অনুষ্ঠানের উপযোগী একটি ভাষণ তৈরি করো। *[সকল বো. ১৮]*

Teachingbd24.com

প্রতিবেদন

☆☆☆১। তোমার শহরের যানজট সমস্যার উপরে একটি প্রতিবেদন রচনা করো। *[ঢা. ০৫; কু. ১১, ০৩; দি. ১০; সি. ১২]*

☆☆☆২। ভয়াবহ সড়ক দুর্ঘটনার বিবরণ দিয়ে একটি প্রতিবেদন রচনা করো। *[রা. ১৫, ঢা. ০১; কু. ০৯; চ. ১২]*

☆☆☆৩। ডিশ এন্টেনার সুফল ও কুফল সম্পর্কে একটি প্রতিবেদন রচনা করো। *[ঢা. ০০, ব. ০২, ০৮]*

☆☆☆৪। দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতির কারণ ও প্রতিকারের উপায় সম্পর্কে একটি প্রতিবেদন রচনা করো।

[ঢা. ০৮; চ. ১০; য. ১৬, ১৫,০০, ১০; সি. ০৩, ০৫; দি. ০৯; রা. ০৬, ১০; ব. ০৭, ১২]

☆☆☆ ৫। পরিবেশগত ভারসাম্যের জন্য চাই বৃক্ষরোপণ–এই শিরোনামে একটি প্রতিবেদন রচনা করো।

[ঢা. ১১, রা. ০০, কু. ০৬]

☆☆☆৬। তোমার কলেজে বাংলা নববর্ষ বরণ অনুষ্ঠানমালার বিবরণ দিয়ে একটি প্রতিবেদন রচনা করো।

[ঢা. ০৪, ০৯; য. ১৩, ০৭; চ. ০২]

☆☆☆৭। তোমার কলেজের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার বর্ণনা দিয়ে একটি প্রতিবেদন রচনা করো। *[ঢা. ১৫,০৭, রা. ০২]*

☆☆☆ ৮। তোমার কলেজ গ্রন্থাগার সম্পর্কে একটি অনুসন্ধানী প্রতিবেদন তৈরি করো।

[চ.১৬, ১৪; ঢা. ০৬; রা. ০৫; য. ০৩; কু. ১২, ০৭; সি.১৫, ০২, ০৬; ব. ০৯; দি. ১২]

☆☆☆ ৯। ঘূর্ণিঝড় উপদ্রুত এলাকায় বিপর্যস্ত জনজীবন সম্পর্কে একটি প্রতিবেদন রচনা করো।

[ঢা. ০৩; দি. ১৩; রা. ০৮; য. ১১; কু. ০৮; চ. ১৩, ব. ১০]

☆☆☆১০। দুর্নীতি ও তার প্রতিকার বিষয়ে একটি প্রতিবেদন রচনা করো। *[ঢা. ১০, য. ০৯]*

☆☆☆১১। তোমার দেখা একটা পরীক্ষা কেন্দ্রের পরিবেশ সম্পর্কে একটি প্রতিবেদন রচনা করো। *[কু. ০০, চ. ০১]*

☆☆☆১২। আর্সেনিক আক্রান্ত একটি গ্রাম সম্পর্কে প্রতিবেদন রচনা করো। *[কু. ০০; চ. ০১; ঢা. ০৮]*

☆☆☆১৩। কলেজের সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সপ্তাহ সম্পর্কে একটি প্রতিবেদন তৈরি করো। *[কু. ১০, . ০২; সি. ০৯]*

☆☆☆১৪। বিদ্যুৎ বিভ্রাটের কারণ ও প্রতিকারের উপায় সম্পর্কে একটি প্রতিবেদন রচনা করো। *[কু. ১০; চ. ০৩]*

☆☆১৫। ভূমিকম্প ও তার পরবর্তী কার্যক্রম সম্পর্কে একটি প্রতিবেদন রচনা করো। *[রা. - ০৯*

☆☆☆১৬। বর্তমান বাজারে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম বৃদ্ধি সম্পর্কে পত্রিকায় প্রকাশের জন্য প্রতিবেদন লেখো। *[দি. '০৯; ব.০৭, '১২; রা ০৬, '১০, ১৪; সি ০৫, ০৩; ১৩; য '১০; ঢা '০৮]*

☆☆☆১৭। বন্যার পর তোমার এলাকায় গৃহীত পুনর্বাসন কাজ সম্পর্কে একটি প্রতিবেদন তৈরি করো।

[রা. ০৭; চ. য. ও ব. ০৫; রা. ০১]

☆☆☆১৮। তোমার এলাকার আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি সম্পর্কে পত্রিকায় প্রকাশের জন্য একটি প্রতিবেদন রচনা করো।

[সি. '০৮; ঢা. '১১; চ. ০৬; সি. ০১]

☆☆☆১৯। খাদ্যদ্রব্যে ভেজাল মেশানো ও এর প্রতিকার বিষয়ে একটি প্রতিবেদন রচনা করো।

[দি. ১৫, সি. ১৭, ১৬,১১, ব. ১৩, ১১ ; ঢা. '১২, ১৪; কু. ১৫, ১৪]

Teachingbd24.com

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

পাঠ্যপুস্তক ভবন
৬৯-৭০ মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০

জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০১২ অনুযায়ী একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণির বাংলা ২য় পত্রের প্রশ্নপত্র প্রণয়নের জন্য নির্দেশনা (উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা ২০১৬ থেকে প্রযোজ্য)।

ব্যাকরণ : ৩০ নম্বর	নম্বর বিভাজন
১। উচ্চারণের যে কোনো ৫টি নিয়ম লিখতে হবে। এর বিকল্পে ৮টি শব্দের মধ্যে ৫টি শব্দের উচ্চারণ লিখতে হবে।	৫ নম্বর
২। বাংলা একাডেমি প্রণীত প্রমিত বাংলা বানানরীতির যে কোনো ৫টি নিয়ম লিখতে হবে। এর বিকল্পে ৮টি ভুল বানানের শব্দকে শুদ্ধ বানানে লিখতে হবে।	৫ নম্বর
৩। বিভিন্ন শব্দশ্রেণি (বিশেষ্য, বিশেষণ, সর্বনাম, ক্রিয়া, ক্রিয়া বিশেষণ, আবেগ শব্দ, যোজক, অনুসর্গ) থেকে একটি বর্ণনামূলক প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। বিকল্পে প্রদত্ত অনুচ্ছেদ থেকে একটি নির্দিষ্ট শব্দশ্রেণি চিহ্নিত করতে হবে।	৫ নম্বর
৪। উপসর্গ, প্রত্যয় ও সমাসের মধ্যে যে কোনো ২টি পাঠ হতে প্রশ্ন থাকবে এবং ১টির উত্তর দিতে হবে। প্রতিটি প্রশ্নেই ৮টির মধ্যে ৫টির উত্তর দিতে হবে।	৫ নম্বর
৫। বাক্যতত্ত্ব অংশ থেকে একটি বর্ণনামূলক প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে এর বিকল্পে ৮টি বাক্যের মধ্যে ৫টির বাক্যান্তর করতে হবে।	৫ নম্বর
৬। ৮টি অশুদ্ধ বাক্যের মধ্যে ৫টিকে শুদ্ধ করতে হবে। এর বিকল্পে একটি অনুচ্ছেদে বিদ্যমান অপপ্রয়োগসমূহ শুদ্ধ করতে হবে।	৫ নম্বর
নির্মিতি : ৭০ নম্বর	
১। ১৫টি বিদেশি শব্দের মধ্যে ১০টির বাংলা পারিভাষিক রূপ লিখতে হবে। এর বিকল্পে ১টি ইংরেজি ভাষার অনুচ্ছেদকে বাংলা ভাষায় অনুবাদ করতে হবে।	১০ নম্বর
২। ঘটনাসমৃদ্ধ পুরো ১টি দিনকে অবলম্বন করে ১টি দিনলিপি রচনা করতে হবে অথবা কোনো ১টি সুনির্দিষ্ট বিষয়ে (দিবস উদযাপন, ঐতিহাসিক স্থান পরিদর্শক ইত্যাদি) অভিজ্ঞতা বর্ণনা করতে হবে। এর বিকল্পে ১টি ভাষণ বা প্রতিবেদন লিখতে হবে।	১০ নম্বর
৩। একটি বিশেষ উৎসব বা উপলক্ষ (ঈদ, নববর্ষ ইত্যাদি) অবলম্বন করে ৫টি ক্ষুদে আকারের বাংলা বাক্যে একটি ক্ষুদে বার্তা বা ই-মেইল/এস এম এস রচনা করতে হবে। এর বিকল্পে যে কোনো এক প্রকার পত্র লিখতে হবে।	১০ নম্বর
৪। সারাংশ বা সারমর্ম থেকে ১টি প্রশ্ন থাকবে। এর বিকল্পে ভাবসম্প্রসারণ থেকে ১টি প্রশ্ন থাকবে। যে কোনো ১টির উত্তর দিতে হবে।	১০ নম্বর
৫। কোনো একটি বিশেষ ঘটনা বা পরিস্থিতির আলোকে নাটকের সংলাপের আকারে সংলাপ বা কথোপকথন রচনা করতে হবে। এর বিকল্পে প্রশ্নে প্রদত্ত একটি গল্পের শিরোনাম বা দৃশ্যপট অবলম্বনে একটি ক্ষুদ্রে গল্প রচনা করতে হবে।	১০ নম্বর
৬। যে কোনো ৫টি বিষয়ের ১টি অবলম্বনে একটি প্রবন্ধ লিখতে হবে। (গতানুগতিক মুখস্থনির্ভর এবং তথ্য ভারাক্রান্ত প্রবন্ধের পরিবর্তে শিক্ষার্থীর সৃজনশীলতার প্রতিফলন ঘটবে এমন ধরনের প্রবন্ধ লিখতে হবে।	২০ নম্বর

https://teachingbd24.com

এইচ এস সি বাংলা নির্মিতি

অধ্যায় ৫: ক্ষুদে বার্তা/এসএমএস

☆☆☆ ১। বাংলা নববর্ষের শুভেচ্ছা জানিয়ে বন্ধুর নিকট প্রেরণের জন্য পাঁচটি বাক্যের একটি ক্ষুদে বার্তা রচনা করো। *[দি. ১৭, য. ১৭, ব. ১৬]*

☆☆☆ ২। বিজ্ঞান মেলায় উপস্থিত অভিজ্ঞতার কথা জানিয়ে বন্ধুকে একটি খুদেবার্তা লেখো।

☆☆ ৩। ঐতিহাসিক স্থান ভ্রমণ সম্পর্কে বন্ধুকে একটি খুদেবার্তা লেখো।

☆☆☆ ৪। বাংলা নববর্ষের শুভেচ্ছা জানিয়ে বন্ধুর নিকট প্রেরণের জন্যে পাঁচটি বাক্যের একটি খুদেবার্তা লেখো। [ব. ১৬]

☆☆☆ ৫। জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানিয়ে বন্ধুকে একটি খুদেবার্তা লেখো। [য. ১৬]

অথবা, মনে করো তুমি প্রভা। শিখা তোমার বন্ধু। আজ তার জন্মদিন। জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানিয়ে ন্যূনতম পাঁচটি বাক্যের একটি খুদেবার্তা বা এসএমএস তৈরি করো। [দি. '১৬]

☆☆ ৬। স্মরণীয় ঘটনা সম্পর্কে বন্ধুকে একটি খুদেবার্তা লেখো।

☆☆☆ ৭। শিক্ষা সফরের প্রস্তুতির খবর নিতে বন্ধুকে একটি খুদেবার্তা লেখো।

☆☆ ৮। শিক্ষা সফরের অভিজ্ঞতা জানিয়ে সহপাঠীদের উদ্দেশ্যে একটি খুদেবার্তা লেখো। [চ. ১৭]

☆☆☆ ৯। 'মানুষ মানুষের জন্যে' শিরোনামে একটি খুদে গল্প লেখো। [ঢা. ১৭]

☆☆☆ ১০। 'রক্তঝরা ফাগুন' শিরোনামে একটি খুদে গল্প লেখো। [কু. ১৭]

☆☆☆ ১১। প্রদত্ত উদ্দীপক অনুসরণ 'রক্তদানের পুণ্য' শীর্ষক একটি ক্ষুদ্রে গল্প রচনা করো :

মহান শহিদ দিবসে শহিদ মিনারের পাদদেশে রক্তদান কর্মসূচি চলছে। শহিদ মিনারে শ্রদ্ধা নিবেদন করতে গিয়ে ডা. জাওয়াদ সেখানে উপস্থিত হলেন...। [রা. ১৭]

☆☆☆ ১২। প্রদত্ত উদ্দীপক অনুসরণ একটি ক্ষুদ্রে গল্প লেখো:

প্রকতি তাকে খুব টানে। তাই প্রতিবারের মতো শীতের ছুটিতে সে এসেছে পরিচিত প্রকৃতির কোলে। কিন্তু সারি সারি গাছ উজাড় হতে দেখে তার হৃদয়ে ওঠে বেদনার ঝড়.....। [সি. ১৭]

☆☆☆ ১৩। 'সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির মেলবন্ধন' বিষয়ক একটি ক্ষুদ্রে গল্প লেখো। [ব. ১৭]

☆☆☆ ১৪। ইন্টারনেট ব্যবহারের সুফল ও কুফল সম্পর্কে পরামর্শ জানিয়ে ছোট ভাইকে একটি বৈদ্যুতিক চিঠি লেখো। [ব. ১৭]

☆☆☆ ১৫। কলেজে নবীনবরণ অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে সহপাঠীকে একটি খুদেবার্তা লেখো।

☆☆☆ ১৬। ভালো ফল করার জন্যে ছোট ভাইকে শুভেচ্ছা জানিয়ে একটি খুদেবার্তা লেখো।

☆☆ ১৭। মায়ের অসুস্থতার খবর জানিয়ে ভাইকে একটি খুদেবার্তা লেখো।

☆☆ ১৮। বিজয় দিবস উপলক্ষে শুভেচ্ছা জানিয়ে একটি খুদেবার্তা লেখো।

☆☆ ১৯। বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ বিষয়ক খুদেবার্তা।

☆☆☆ ২০। বিতর্ক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের জন্যে বন্ধুকে আহবান জানিয়ে একটি খুদেবার্তা লেখো।

☆☆☆ ২১। ২০১৫ বিশ্বকাপ ক্রিকেটের ফাইনাল ম্যাচ নিয়ে বন্ধুকে একটি খুদেবার্তা লেখো।

☆☆☆ ২২। বৃক্ষরোপণ সপ্তাহ পালনের জন্য বন্ধুকে একটি খুদেবার্তা পাঠাও।

Teachingbd24.com

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

পাঠ্যপুস্তক ভবন
৬৯-৭০ মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০

জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০১২ অনুযায়ী একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণির বাংলা ২য় পত্রের প্রশ্নপত্র প্রণয়নের জন্য নির্দেশনা (উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা ২০১৬ থেকে প্রযোজ্য)।

ব্যাকরণ : ৩০ নম্বর	নম্বর বিভাজন
১। উচ্চারণের যে কোনো ৫টি নিয়ম লিখতে হবে। এর বিকল্পে ৮টি শব্দের মধ্যে ৫টি শব্দের উচ্চারণ লিখতে হবে।	৫ নম্বর
২। বাংলা একাডেমি প্রণীত প্রমিত বাংলা বানানরীতির যে কোনো ৫টি নিয়ম লিখতে হবে। এর বিকল্পে ৮টি ভুল বানানের শব্দকে শুদ্ধ বানানে লিখতে হবে।	৫ নম্বর
৩। বিভিন্ন শব্দশ্রেণি (বিশেষ্য, বিশেষণ, সর্বনাম, ক্রিয়া, ক্রিয়া বিশেষণ, আবেগ শব্দ, যোজক, অনুসর্গ) থেকে একটি বর্ণনামূলক প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। বিকল্পে প্রদত্ত অনুচ্ছেদ থেকে একটি নির্দিষ্ট শব্দশ্রেণি চিহ্নিত করতে হবে।	৫ নম্বর
৪। উপসর্গ, প্রত্যয় ও সমাসের মধ্যে যে কোনো ২টি পাঠ হতে প্রশ্ন থাকবে এবং ১টির উত্তর দিতে হবে। প্রতিটি প্রশ্নেই ৮টির মধ্যে ৫টির উত্তর দিতে হবে।	৫ নম্বর
৫। বাক্যতত্ত্ব অংশ থেকে একটি বর্ণনামূলক প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে এর বিকল্পে ৮টি বাক্যের মধ্যে ৫টির বাক্যান্তর করতে হবে।	৫ নম্বর
৬। ৮টি অশুদ্ধ বাক্যের মধ্যে ৫টিকে শুদ্ধ করতে হবে। এর বিকল্পে একটি অনুচ্ছেদে বিদ্যমান অপপ্রয়োগসমূহ শুদ্ধ করতে হবে।	৫ নম্বর
নির্মিতি : ৭০ নম্বর	
১। ১৫টি বিদেশি শব্দের মধ্যে ১০টির বাংলা পারিভাষিক রূপ লিখতে হবে। এর বিকল্পে ১টি ইংরেজি ভাষার অনুচ্ছেদকে বাংলা ভাষায় অনুবাদ করতে হবে।	১০ নম্বর
২। ঘটনাসমৃদ্ধ পুরো ১টি দিনকে অবলম্বন করে ১টি দিনলিপি রচনা করতে হবে অথবা কোনো ১টি সুনির্দিষ্ট বিষয়ে (দিবস উদযাপন, ঐতিহাসিক স্থান পরিদর্শক ইত্যাদি) অভিজ্ঞতা বর্ণনা করতে হবে। এর বিকল্পে ১টি ভাষণ বা প্রতিবেদন লিখতে হবে।	১০ নম্বর
৩। একটি বিশেষ উৎসব বা উপলক্ষ (ঈদ, নববর্ষ ইত্যাদি) অবলম্বন করে ৫টি ক্ষুদে আকারের বাংলা বাক্যে একটি ক্ষুদে বার্তা বা ই-মেইল/এস এম এস রচনা করতে হবে। এর বিকল্পে যে কোনো এক প্রকার পত্র লিখতে হবে।	১০ নম্বর
৪। সারাংশ বা সারমর্ম থেকে ১টি প্রশ্ন থাকবে। এর বিকল্পে ভাবসম্প্রসারণ থেকে ১টি প্রশ্ন থাকবে। যে কোনো ১টির উত্তর দিতে হবে।	১০ নম্বর
৫। কোনো একটি বিশেষ ঘটনা বা পরিস্থিতির আলোকে নাটকের সংলাপের আকারে সংলাপ বা কথোপকথন রচনা করতে হবে। এর বিকল্পে প্রশ্নে প্রদত্ত একটি গল্পের শিরোনাম বা দৃশ্যপট অবলম্বনে একটি ক্ষুদ্রে গল্প রচনা করতে হবে।	১০ নম্বর
৬। যে কোনো ৫টি বিষয়ের ১টি অবলম্বনে একটি প্রবন্ধ লিখতে হবে। (গতানুগতিক মুখস্থনির্ভর এবং তথ্য ভারাক্রান্ত প্রবন্ধের পরিবর্তে শিক্ষার্থীর সৃজনশীলতার প্রতিফলন ঘটবে এমন ধরনের প্রবন্ধ লিখতে হবে।	২০ নম্বর

https://teachingbd24.com

এইচ এস সি বাংলা নির্মিতি

অধ্যায় ৬: ই-মেইল

☆☆☆১। তোমাদের কলেজে অনুষ্ঠিতব্য সাহিত্য-সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকার আমন্ত্রণ জানিয়ে একজন দেশবরেণ্য ব্যক্তিত্ব বরাবর একটি ই-মেইল তৈরি করো।[ঢা. ১৬]

☆☆☆২। বাংলা নববর্ষ উদযাপনের বৈচিত্র্য তুলে ধরে প্রবাসী বন্ধুকে পাঠানোর জন্য একটি ই-মেইল প্রস্তুত করো। [কু. ১৬]

☆☆☆৩। ইন্টারনেট ব্যবহারের সুফল ও কুফল সম্পর্কে পরামর্শ জানিয়ে ছোট ভাইকে একটি বৈদ্যুতিক চিঠি লেখো। [[ব. ১৭, রা. ১৬]

☆☆☆৪। বাংলা নববর্ষের শুভেচ্ছা জানিয়ে বন্ধুকে একটি ই-মেইল পাঠাও। [রা. ১৭, চ. ১৬]

☆☆☆৫। জরুরি রক্তের প্রয়োজনের কথা জানিয়ে তোমার বন্ধুর নিকট একটি ই-মেইল লেখো। [সি. ১৬]

☆☆☆৬। সম্প্রতি তোমার দেখা কোনো সড়ক দুর্ঘটনার বিষয় জানিয়ে বন্ধুকে একটি ই-মেইল বার্তা লেখো। [সি. ১৭]

☆☆☆৭। বনভোজনে যাওয়ার ইচ্ছার কথা জানিয়ে বন্ধুকে একটি ই-মেইল বার্তা লেখো।

☆☆ ৮। তোমাদের কলেজ লাইব্রেরিতে প্রয়োজনীয় কিছু বই চেয়ে পাঠিয়ে একজন বই বিক্রেতার উদ্দেশ্যে একটি ই-মেইল বার্তা লেখো।

☆☆☆৯। তোমার বাবা হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ায় বাবার বন্ধুর কাছে প্রয়োজনীয় ওষুধ চেয়ে একটি ই-মেইল বার্তা লেখো।

☆☆ ১০। একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে কম্পিউটার অপারেটর পদে নিয়োগ প্রার্থনা করে একটি ই-মেইলের খসড়া তৈরি করো।

☆☆☆১১। বর্তমানে দেশের বাইরে অবস্থানরত তোমার ছেলেবেলার দুজন বন্ধুকে নববর্ষের শুভেচ্ছা জানিয়ে একটি ই-মেইলের খসড়া তৈরি করো।

☆☆ ১২। স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে লেখক সমিতির সাহিত্য সভায় বন্ধুকে আমন্ত্রণ জানিয়ে একটি ই-মেইলের খসড়া তৈরি করো। [ঢা. ১৭]

☆☆ ১৩। 'বিশ্ব ভালোবাসা দিবস' উপলক্ষে শুভেচ্ছা জানিয়ে প্রবাস বন্ধুকে ই-মেইল পাঠাও। [কু. ১৭]

☆☆☆১৪। দুর্ঘটনায় আহতদের সাহায্যার্থে রক্ত ও প্রয়োজনীয় আর্থিক সহায়তা চেয়ে বন্ধুদের কাছে প্রেরণের জন্য একটি ই-মেইল রচনা কর। [সকল বো. ১৮]

Teachingbd24.com

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

পাঠ্যপুস্তক ভবন
৬৯-৭০ মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০

জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০১২ অনুযায়ী একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণির বাংলা ২য় পত্রের প্রশ্নপত্র প্রণয়নের জন্য নির্দেশনা (উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা ২০১৬ থেকে প্রযোজ্য)।

ব্যাকরণ : ৩০ নম্বর	নম্বর বিভাজন
১। উচ্চারণের যে কোনো ৫টি নিয়ম লিখতে হবে। এর বিকল্পে ৮টি শব্দের মধ্যে ৫টি শব্দের উচ্চারণ লিখতে হবে।	৫ নম্বর
২। বাংলা একাডেমি প্রণীত প্রমিত বাংলা বানানরীতির যে কোনো ৫টি নিয়ম লিখতে হবে। এর বিকল্পে ৮টি ভুল বানানের শব্দকে শুদ্ধ বানানে লিখতে হবে।	৫ নম্বর
৩। বিভিন্ন শব্দশ্রেণি (বিশেষ্য, বিশেষণ, সর্বনাম, ক্রিয়া, ক্রিয়া বিশেষণ, আবেগ শব্দ, যোজক, অনুসর্গ) থেকে একটি বর্ণনামূলক প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। বিকল্পে প্রদত্ত অনুচ্ছেদ থেকে একটি নির্দিষ্ট শব্দশ্রেণি চিহ্নিত করতে হবে।	৫ নম্বর
৪। উপসর্গ, প্রত্যয় ও সমাসের মধ্যে যে কোনো ২টি পাঠ হতে প্রশ্ন থাকবে এবং ১টির উত্তর দিতে হবে। প্রতিটি প্রশ্নেই ৮টির মধ্যে ৫টির উত্তর দিতে হবে।	৫ নম্বর
৫। বাক্যতত্ত্ব অংশ থেকে একটি বর্ণনামূলক প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে এর বিকল্পে ৮টি বাক্যের মধ্যে ৫টির বাক্যান্তর করতে হবে।	৫ নম্বর
৬। ৮টি অশুদ্ধ বাক্যের মধ্যে ৫টিকে শুদ্ধ করতে হবে। এর বিকল্পে একটি অনুচ্ছেদে বিদ্যমান অপপ্রয়োগসমূহ শুদ্ধ করতে হবে।	৫ নম্বর
নির্মিতি : ৭০ নম্বর	
১। ১৫টি বিদেশি শব্দের মধ্যে ১০টির বাংলা পারিভাষিক রূপ লিখতে হবে। এর বিকল্পে ১টি ইংরেজি ভাষার অনুচ্ছেদকে বাংলা ভাষায় অনুবাদ করতে হবে।	১০ নম্বর
২। ঘটনাসমৃদ্ধ পুরো ১টি দিনকে অবলম্বন করে ১টি দিনলিপি রচনা করতে হবে অথবা কোনো ১টি সুনির্দিষ্ট বিষয়ে (দিবস উদযাপন, ঐতিহাসিক স্থান পরিদর্শক ইত্যাদি) অভিজ্ঞতা বর্ণনা করতে হবে। এর বিকল্পে ১টি ভাষণ বা প্রতিবেদন লিখতে হবে।	১০ নম্বর
৩। একটি বিশেষ উৎসব বা উপলক্ষ (ঈদ, নববর্ষ ইত্যাদি) অবলম্বন করে ৫টি ক্ষুদে আকারের বাংলা বাক্যে একটি ক্ষুদে বার্তা বা ই-মেইল/এস এম এস রচনা করতে হবে। এর বিকল্পে যে কোনো এক প্রকার পত্র লিখতে হবে।	১০ নম্বর
৪। সারাংশ বা সারমর্ম থেকে ১টি প্রশ্ন থাকবে। এর বিকল্পে ভাবসম্প্রসারণ থেকে ১টি প্রশ্ন থাকবে। যে কোনো ১টির উত্তর দিতে হবে।	১০ নম্বর
৫। কোনো একটি বিশেষ ঘটনা বা পরিস্থিতির আলোকে নাটকের সংলাপের আকারে সংলাপ বা কথোপকথন রচনা করতে হবে। এর বিকল্পে প্রশ্নে প্রদত্ত একটি গল্পের শিরোনাম বা দৃশ্যপট অবলম্বনে একটি ক্ষুদ্রে গল্প রচনা করতে হবে।	১০ নম্বর
৬। যে কোনো ৫টি বিষয়ের ১টি অবলম্বনে একটি প্রবন্ধ লিখতে হবে। (গতানুগতিক মুখস্থনির্ভর এবং তথ্য ভারাক্রান্ত প্রবন্ধের পরিবর্তে শিক্ষার্থীর সৃজনশীলতার প্রতিফলন ঘটবে এমন ধরনের প্রবন্ধ লিখতে হবে।	২০ নম্বর

https://teachingbd24.com

এইচ এস সি বাংলা নির্মিতি

অধ্যায় ৭: পত্র লিখন

ব্যক্তিগত পত্র, আবেদনপত্র, নিমন্ত্রণপত্র, ব্যবসায় সংক্রান্ত পত্র, অভিনন্দন ও মানপত্র এবং সংবাদপত্রে প্রকাশের জন্য পত্র থেকে মোট দুটি প্রশ্ন থাকবে, যে কোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।

প্রশ্নের মান ১০ × ১ = ১০

ব্যক্তিগত পত্র

☆☆☆১। তোমার দেখা একটি বিজ্ঞান মেলার বর্ণনা দিয়ে প্রবাসী বন্ধুকে পত্র লেখো। *[ব. ০৩; চা. ১১; য. ১২]*

☆☆☆২। তোমার দেখা একটি ঐতিহাসিক স্থানের বর্ণনা দিয়ে প্রবাসী বন্ধুকে একটি পত্র লেখো।
[চা. ০৫; চ. ১০; কু. ০৯]

☆☆☆৩। তোমার দেখা একটি বই মেলার বর্ণনা দিয়ে বন্ধুর নিকট একটি পত্র লেখো। *[চা. ১৫,১১; য. ১১; ব. ১৫,০৩]*

☆☆☆৪। মাদকাসক্তির কুফল জানিয়ে তোমার ছোট ভাইকে উপদেশমূলক একটি পত্র লেখো। *[কু. ০৭; ব. ০৫; রা. ১৪]*

☆☆☆ ৫। তোমার কলেজে সম্প্রতি অনুষ্ঠিত বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার বর্ণনা দিয়ে একটি পত্র লেখো। *[চা. ০৩. সি. ১৩]*

☆☆☆৬। তোমার কলেজে উদ্‌যাপিত একুশে ফেব্রুয়ারির বর্ণনা দিয়ে বন্ধুকে একটি পত্র লেখো। *[রা. ১০; য. ০৪]*

☆☆☆৭। তোমাদের কলেজে নববর্ষ উদ্‌যাপনের বর্ণনা দিয়ে প্রবাসী বন্ধুর নিকট একটি পত্র লেখো। *[চ. ০৫]*

☆☆☆৮। তোমার কলেজের বার্ষিক সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া সপ্তাহের (তোমার অংশগ্রহণসহ) একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়ে তোমার বন্ধুর কাছে পত্র লেখো। অথবা, তোমার কলেজের সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সপ্তাহের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়ে তোমার বন্ধুর কাছে লেখো। অথবা, তোমার কলেজের সাংস্কৃতিক সপ্তাহ উদ্‌যাপনের বর্ণনা দিয়ে তোমার বন্ধুর কাছে পত্র লেখো। *[য. '১২; চ. ০৪, ৯৪; চা. ০২, ০৩, ০৭; কু.১৫. বে. ৯৯. ৯৩]*

☆☆☆৯। সম্প্রতি পঠিত একটা বই সম্পর্কে মতামত ব্যক্ত করে বন্ধুকে লেখা চিঠি।
[চা.১৫, ০৬, ০৯; য. ০৫, ০৩; কু. ০৩ম '১১; রা. ০০]

☆☆☆১০। মাধ্যমিক পরীক্ষার ফল প্রকাশের পূর্ববর্তী অবকাশে তুমি কী করতে চাও তা জানিয়ে বন্ধুর নিকট একখানা পত্র লেখো। *[চা. '১১; দি. '১১; সি. '০৯, '০৬; চ. '১০, '০৫]*

আবেদন পত্র

☆☆☆১। শিক্ষাসফরে যাওয়ার অনুমতি চেয়ে অধ্যক্ষ বরাবর একটি আবেদনপত্র লেখো।
[দি. ১৭, চা. ১৪; য. ১৬, ০২; কু. ০১; চ.১৫, ০১, ০৮, ১২; ব. ১২; রা. ১৩]

☆☆ ২। বিনা বেতনে পড়ার অনুমতি চেয়ে একটি আবেদনপত্র রচনা করো। *[রা. ০৫, ১১]*

☆☆☆ ৩। সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ে সহকারী শিক্ষক পদে নিয়োগের জন্য একটি আবেদনপত্র লেখো।
চা. ১০, ০৮, ০৭; য. ১৫,১৩, ১১, ০৮; কু. ১৭, ০৮, ১২, ১০, ০৫; রা ০৭; চ. ০৫; ০৭, ১৩; সি. ১৭, ১৬, ১৩, ১১, ০৬, ০৯, ০৪; ব. ১৭, ১৫,০৯; দি. ১৫,১১, ০৯]

☆☆☆ ৪। বিদ্যুৎ বিভ্রাটের/মাত্রাতিরিক্ত লোডশেডিং নিরসনকল্পে বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে দরখাস্ত লেখো। *[সি. ১৫, কু.'১১; চ.-০৩, ০০; য. ০৩; রা. ৯৫; ব. ০১]*

☆☆☆ ৫। কোনো ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে করণিক পদের জন্য আবেদনপত্র রচনা করো। অথবা, সমাজকল্যাণ দফতরে চাকরির জন্য যোগ্যতার বিবরণ দিয়ে একটি দরখাস্ত লেখো। অথবা, কোনো প্রতিষ্ঠানে অফিস সহকারী পদের জন্য একটি আবেদনপত্র রচনা করো।
[সকল বো. ১৮; চ. ১৪; ব. ১৪; চা. '১২; রা. ১৭, ০৯; কু. ১৬, ০৭; সি. ০৪, '১১।

Teachingbd24.com

☆☆☆ ৬। পাবলিক পরীক্ষায় নকল বন্ধ করার পক্ষে যুক্তি দেখিয়ে সংবাদপত্রে প্রকাশের জন্য সম্পাদকের কাছে একটি পত্র লেখো। [কু. ০৬, ০৩; রা. ০২; ঢা. ৯৯, ৮৮]

নিমন্ত্রণপত্র

☆☆☆১। রবীন্দ্রজয়ন্তী উপলক্ষে একটি নিমন্ত্রণপত্র রচনা করো। [ঢা. ০১]

☆☆☆২। তোমার কলেজে নজরুল জয়ন্তী উদ্‌যাপন উপলক্ষে একখানি নিমন্ত্রণ-পত্র রচনা করো।
[দি. ১৬,১৫, ঢা. ১৫, ০৩, ০৪; য. ০০, ০৭, ১০; কু. ০৮, ১০, ০৬, ০৩; চ. ১৭, ১৬, ১৫,০৩, ০৬, ১১; সি. ০৫; ব. ১৫, ০৯; রা. ০৮, ১১]

☆☆☆ ৩। তোমার কলেজে সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সপ্তাহ উদ্‌যাপন উপলক্ষে সাংস্কৃতিক সম্পাদক হিসেবে একখানা আমন্ত্রণ পত্র রচনা করো। [ঢা. ০২; সি. ১০, ব. ০৯; রা. ০৭]

ব্যবসায় সংক্রান্ত পত্র

☆☆☆ ১। কোনো পুস্তক প্রকাশকের নিকট ভি.পি.পি পুস্তক সরবরাহের উদ্দেশ্যে একটি চিঠি লেখো। [সি. ০৩, ০৯; কু. ১৩, ০৪; ব. ১০]

অভিনন্দন/মানপত্র

☆☆☆১। তোমার কলেজের কোনো অধ্যাপকের বিদায় উপলক্ষে একটি অভিনন্দন পত্র রচনা করো।
[দি. ১০, ০৪; ঢা. ১০, য. ১৩; কু. ১২, ০৯; ব. ০১; চ. ০১, ০৯]

☆☆☆২। তোমার কলেজের নবাগত ছাত্রছাত্রীদের সংবর্ধনা জ্ঞাপন উপলক্ষে একটি অভিনন্দন পত্র রচনা করো।
[ব. ১০, ০৭, সি. ০৭, ০৪; ঢা. ০৭; রা. ০১; ০৯, ০৫, ১২; য. ০৫, ০৯; চ. ০১, ০৮]

সংবাদপত্রে প্রকাশের জন্য পত্র

☆☆☆১। তোমার এলাকায় সন্ত্রাসীর উপদ্রব সম্পর্কে সংবাদপত্রে প্রকাশের জন্য একটি পত্র লেখো। [ঢা. ০৭]

☆☆☆২। তোমার এলাকায় আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতির কথা জানিয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে পত্রিকায় প্রকাশের জন্য সম্পাদককে একটি পত্র লেখো। [রা, ১৫. ঢা. ০২, ১১; চ. ০৪; য. ১৭, ১৫, ০৯; কু. ০২]

☆☆☆ ৩। 'নিরক্ষরতা এক অভিশাপ'--এ সম্পর্কে জনমত গঠনের উদ্দেশ্যে সংবাদপত্রে প্রকাশের জন্য একটি পত্র লেখো। [ঢা. ০৪]

☆☆☆ ৪। বৃক্ষরোপণের প্রয়োজনীয়তা বিষয়ক জনমত সৃষ্টির লক্ষ্যে সংবাদপত্রে প্রকাশের জন্য একটি পত্র লেখো। [ঢা. ০৫; ব. ০৭]

☆☆☆ ৫। তোমার এলাকায় বিদ্যুৎ সংকট নিরসনের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে দৈনিক সংবাদপত্রে প্রকাশের উপযোগী একটি পত্র রচনা করো। [য. ১৫, ঢা. ০৯; রা. ০৮]

Teachingbd24.com

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

পাঠ্যপুস্তক ভবন
৬৯-৭০ মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০

জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০১২ অনুযায়ী একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণির বাংলা ২য় পত্রের প্রশ্নপত্র প্রণয়নের জন্য নির্দেশনা (উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা ২০১৬ থেকে প্রযোজ্য)।

ব্যাকরণ : ৩০ নম্বর	নম্বর বিভাজন
১। উচ্চারণের যে কোনো ৫টি নিয়ম লিখতে হবে। এর বিকল্পে ৮টি শব্দের মধ্যে ৫টি শব্দের উচ্চারণ লিখতে হবে।	৫ নম্বর
২। বাংলা একাডেমি প্রণীত প্রমিত বাংলা বানানরীতির যে কোনো ৫টি নিয়ম লিখতে হবে। এর বিকল্পে ৮টি ভুল বানানের শব্দকে শুদ্ধ বানানে লিখতে হবে।	৫ নম্বর
৩। বিভিন্ন শব্দশ্রেণি (বিশেষ্য, বিশেষণ, সর্বনাম, ক্রিয়া, ক্রিয়া বিশেষণ, আবেগ শব্দ, যোজক, অনুসর্গ) থেকে একটি বর্ণনামূলক প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। বিকল্পে প্রদত্ত অনুচ্ছেদ থেকে একটি নির্দিষ্ট শব্দশ্রেণি চিহ্নিত করতে হবে।	৫ নম্বর
৪। উপসর্গ, প্রত্যয় ও সমাসের মধ্যে যে কোনো ২টি পাঠ হতে প্রশ্ন থাকবে এবং ১টির উত্তর দিতে হবে। প্রতিটি প্রশ্নেই ৮টির মধ্যে ৫টির উত্তর দিতে হবে।	৫ নম্বর
৫। বাক্যতত্ত্ব অংশ থেকে একটি বর্ণনামূলক প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে এর বিকল্পে ৮টি বাক্যের মধ্যে ৫টির বাক্যান্তর করতে হবে।	৫ নম্বর
৬। ৮টি অশুদ্ধ বাক্যের মধ্যে ৫টিকে শুদ্ধ করতে হবে। এর বিকল্পে একটি অনুচ্ছেদে বিদ্যমান অপপ্রয়োগসমূহ শুদ্ধ করতে হবে।	৫ নম্বর
নির্মিতি : ৭০ নম্বর	
১। ১৫টি বিদেশি শব্দের মধ্যে ১০টির বাংলা পারিভাষিক রূপ লিখতে হবে। এর বিকল্পে ১টি ইংরেজি ভাষার অনুচ্ছেদকে বাংলা ভাষায় অনুবাদ করতে হবে।	১০ নম্বর
২। ঘটনাসমৃদ্ধ পুরো ১টি দিনকে অবলম্বন করে ১টি দিনলিপি রচনা করতে হবে অথবা কোনো ১টি সুনির্দিষ্ট বিষয়ে (দিবস উদযাপন, ঐতিহাসিক স্থান পরিদর্শক ইত্যাদি) অভিজ্ঞতা বর্ণনা করতে হবে। এর বিকল্পে ১টি ভাষণ বা প্রতিবেদন লিখতে হবে।	১০ নম্বর
৩। একটি বিশেষ উৎসব বা উপলক্ষ (ঈদ, নববর্ষ ইত্যাদি) অবলম্বন করে ৫টি ক্ষুদে আকারের বাংলা বাক্যে একটি ক্ষুদে বার্তা বা ই-মেইল/এস এম এস রচনা করতে হবে। এর বিকল্পে যে কোনো এক প্রকার পত্র লিখতে হবে।	১০ নম্বর
৪। সারাংশ বা সারমর্ম থেকে ১টি প্রশ্ন থাকবে। এর বিকল্পে ভাবসম্প্রসারণ থেকে ১টি প্রশ্ন থাকবে। যে কোনো ১টির উত্তর দিতে হবে।	১০ নম্বর
৫। কোনো একটি বিশেষ ঘটনা বা পরিস্থিতির আলোকে নাটকের সংলাপের আকারে সংলাপ বা কথোপকথন রচনা করতে হবে। এর বিকল্পে প্রশ্নে প্রদত্ত একটি গল্পের শিরোনাম বা দৃশ্যপট অবলম্বনে একটি ক্ষুদ্রে গল্প রচনা করতে হবে।	১০ নম্বর
৬। যে কোনো ৫টি বিষয়ের ১টি অবলম্বনে একটি প্রবন্ধ লিখতে হবে। (গতানুগতিক মুখস্থনির্ভর এবং তথ্য ভারাক্রান্ত প্রবন্ধের পরিবর্তে শিক্ষার্থীর সৃজনশীলতার প্রতিফলন ঘটবে এমন ধরনের প্রবন্ধ লিখতে হবে।	২০ নম্বর

https://teachingbd24.com

এইচ এস সি বাংলা নির্মিতি

অধ্যায় ৮: সারাংশ/সারমর্ম

☆☆☆১। বিপদে মোরে রক্ষা কর, এ নহে মোর প্রার্থনা– ---- তরিতে পারি শক্তি যেন রয়। [ঢা. ১৬]

☆☆☆২। আজকের দুনিয়াটা আশ্চর্যভাবে অর্থের ... সিঁড়িটা না খুঁজলেই নয়। [য. ১৭, কু. ১৬]

☆☆☆৩। আমার একার সুখ সুখ নহে ভাই, ...সে আমার দুর্বলতা, শক্তি সে তো নয়। [রা. ১৬]

☆☆☆৪। অদ্ভুত আঁধার এক এসেছে এ পৃথিবীতে আজ, ... শকুন ও শেয়ালের খাদ্য আজ তাদের হৃদয়। [চ. ১৬]

☆☆☆৫। আজকের দুনিয়া আশ্চর্যভাবে অর্থের বা ..... সন্দেহ থাকে না। [দি. ১৬]

☆☆ ৬। মাতৃস্নেহের তুলনা নাই, ... অন্ধ মাতৃস্নেহ সে কথা বঝে না।

☆☆☆৭। মানুষের মূল্য কোথায়? ..... ন্যায় স্বাধীনতাপ্রিয়, চরিত্রবান মানে এই।

☆☆☆৮। মানুষের সুন্দর মুখ দেখে আনন্দিত হয়ো না..... সে ইবাদত বা উপাসনা করে।

☆☆ ৯। নীরব ভাষায় বৃক্ষ ....., তা তৈরি পাওয়া যায় না।

☆☆☆১০। সকল প্রকার কায়িক শ্রম আমাদের ..... অমর্যাদা আত্মহত্যারই নামান্তর।

☆☆ ১১। অনেকে বলেন, স্ত্রীলোকদের উচ্চ শিক্ষা..... রান্নাঘরেই ঘুরিতে থাকে।

☆☆☆১২। সাহিত্যের উদ্দেশ্য সকলকে আনন্দ ..... লেখকের মনস্তুষ্টি হতে পারে না।

☆☆☆১৩। দৈন্য যদি আসে আসুক, লজ্জা কিবা..... উর্ধ্বে দু'হাত বাড়াস। [কু. ১৭, য. ১৬]

☆☆☆১৪। ক্ষমা যেথা ক্ষণি দুর্বলতা, ... তব ঘৃণা তারে যেন তৃণসম দহে। [সি. ১৬, ব. ১৬]

☆☆☆১৫। সবারে বাসিব ভাল, করিব না আত্মপর ভেদ.....সৌহার্দের বাণী। [ঢা. ১৭. সি. ১৭]

☆☆☆১৬। বন্ধু, বলিনি ঝুট.....এই মাঠে হলো মেষের রাখাল নবিরা খোদার মিতা। [রা. ১৭]

☆☆☆১৭। আমরা নূতন, আমরা কুঁড়ি, আকাশ পানে তুলব মাথা, সকল বাঁধন টুটব গো। [চট্ট. ১৭]

☆☆☆১৮। স্বাধীন হওয়ার জন্য যেমন সাধনার..... সে কষ্ট সহ্য না করে উপায় নেই। [দি. ১৭]

☆☆☆১৯। আজকের দুনিয়াটা আশ্চর্যভাবে.....এবার উঠবার সিঁড়ি না খুঁজলেই নয়। [য. ১৭]

☆☆☆২০। বিরহ মিলন কত হাসি, অশ্রুময় ..... নবনব সঙ্গীতের কুসুম ফোটাই। [ব. ১৭]

☆☆☆২১ পরের কারণে স্বার্থ দিয়া বলি..... প্রত্যেকে আমরা পরের তরে।

☆☆ ২২ হে মহাজীবন, আর এ কাব্য নয়..... পূর্ণিমার চাঁদ যেন ঝলসানো রুটি।

☆☆☆২৩। বহুদিন ধরে বহু ক্রোশ দূরে..... একটি শিশির বিন্দু।

☆☆ ২৪। অদ্ভুত আঁধার এক এসেছে এ পৃথিবীতে আজ..... শকুন ও শেয়ালর খাদ্যআজ তাদের হৃদয়।

☆☆☆২৫। মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে..... ফেলে দিও ফুল, যদি সে ফুল শুকায়।

☆☆ ২৬। বিপদে মোরে রক্ষ করো .....বহতে পারি, এমনি যেন হয়।

☆☆☆২৭। আঠারো বছর বয়সে আঘাত আসে.....এ বয়স তবু নতুন কিছু তো করে।

☆☆ ২৮। জলহারা মেঘখানি বরষার শেষে..... তোমার পূর্ণতা সে যে আমারই গৌরব।

☆☆☆২৯। শ্রেষ্ঠ বলিয়া অহঙ্কার করিতে ..... আসন ছাড়িয়া দাঁড়াইও না। [সকল বো. ১৮]

Teachingbd24.com

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

পাঠ্যপুস্তক ভবন
৬৯-৭০ মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০

জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০১২ অনুযায়ী একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণির বাংলা ২য় পত্রের প্রশ্নপত্র প্রণয়নের জন্য নির্দেশনা (উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা ২০১৬ থেকে প্রযোজ্য)।

ব্যাকরণ : ৩০ নম্বর	নম্বর বিভাজন
১। উচ্চারণের যে কোনো ৫টি নিয়ম লিখতে হবে। এর বিকল্পে ৮টি শব্দের মধ্যে ৫টি শব্দের উচ্চারণ লিখতে হবে।	৫ নম্বর
২। বাংলা একাডেমি প্রণীত প্রমিত বাংলা বানানরীতির যে কোনো ৫টি নিয়ম লিখতে হবে। এর বিকল্পে ৮টি ভুল বানানের শব্দকে শুদ্ধ বানানে লিখতে হবে।	৫ নম্বর
৩। বিভিন্ন শব্দশ্রেণি (বিশেষ্য, বিশেষণ, সর্বনাম, ক্রিয়া, ক্রিয়া বিশেষণ, আবেগ শব্দ, যোজক, অনুসর্গ) থেকে একটি বর্ণনামূলক প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। বিকল্পে প্রদত্ত অনুচ্ছেদ থেকে একটি নির্দিষ্ট শব্দশ্রেণি চিহ্নিত করতে হবে।	৫ নম্বর
৪। উপসর্গ, প্রত্যয় ও সমাসের মধ্যে যে কোনো ২টি পাঠ হতে প্রশ্ন থাকবে এবং ১টির উত্তর দিতে হবে। প্রতিটি প্রশ্নেই ৮টির মধ্যে ৫টির উত্তর দিতে হবে।	৫ নম্বর
৫। বাক্যতত্ত্ব অংশ থেকে একটি বর্ণনামূলক প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে এর বিকল্পে ৮টি বাক্যের মধ্যে ৫টির বাক্যান্তর করতে হবে।	৫ নম্বর
৬। ৮টি অশুদ্ধ বাক্যের মধ্যে ৫টিকে শুদ্ধ করতে হবে। এর বিকল্পে একটি অনুচ্ছেদে বিদ্যমান অপপ্রয়োগসমূহ শুদ্ধ করতে হবে।	৫ নম্বর
নির্মিতি : ৭০ নম্বর	
১। ১৫টি বিদেশি শব্দের মধ্যে ১০টির বাংলা পারিভাষিক রূপ লিখতে হবে। এর বিকল্পে ১টি ইংরেজি ভাষার অনুচ্ছেদকে বাংলা ভাষায় অনুবাদ করতে হবে।	১০ নম্বর
২। ঘটনাসমৃদ্ধ পুরো ১টি দিনকে অবলম্বন করে ১টি দিনলিপি রচনা করতে হবে অথবা কোনো ১টি সুনির্দিষ্ট বিষয়ে (দিবস উদযাপন, ঐতিহাসিক স্থান পরিদর্শক ইত্যাদি) অভিজ্ঞতা বর্ণনা করতে হবে। এর বিকল্পে ১টি ভাষণ বা প্রতিবেদন লিখতে হবে।	১০ নম্বর
৩। একটি বিশেষ উৎসব বা উপলক্ষ (ঈদ, নববর্ষ ইত্যাদি) অবলম্বন করে ৫টি ক্ষুদে আকারের বাংলা বাক্যে একটি ক্ষুদে বার্তা বা ই-মেইল/এস এম এস রচনা করতে হবে। এর বিকল্পে যে কোনো এক প্রকার পত্র লিখতে হবে।	১০ নম্বর
৪। সারাংশ বা সারমর্ম থেকে ১টি প্রশ্ন থাকবে। এর বিকল্পে ভাবসম্প্রসারণ থেকে ১টি প্রশ্ন থাকবে। যে কোনো ১টির উত্তর দিতে হবে।	১০ নম্বর
৫। কোনো একটি বিশেষ ঘটনা বা পরিস্থিতির আলোকে নাটকের সংলাপের আকারে সংলাপ বা কথোপকথন রচনা করতে হবে। এর বিকল্পে প্রশ্নে প্রদত্ত একটি গল্পের শিরোনাম বা দৃশ্যপট অবলম্বনে একটি ক্ষুদ্রে গল্প রচনা করতে হবে।	১০ নম্বর
৬। যে কোনো ৫টি বিষয়ের ১টি অবলম্বনে একটি প্রবন্ধ লিখতে হবে। (গতানুগতিক মুখস্থনির্ভর এবং তথ্য ভারাক্রান্ত প্রবন্ধের পরিবর্তে শিক্ষার্থীর সৃজনশীলতার প্রতিফলন ঘটবে এমন ধরনের প্রবন্ধ লিখতে হবে।	২০ নম্বর

https://teachingbd24.com

এইচ এস সি বাংলা নির্মিতি

অধ্যায় ৯: ভাব-সম্প্রসারণ

☆☆☆১। স্বাধীনতা অর্জনের চেয়ে স্বাধীনতা রক্ষা করা কঠিন।
[ঢা. ১১; রা.১৫, ০৫; ১২, ১৪; কু. ০২, ০৮, ১১; চ. ০৮, ১০; সি. ১৩, ০৫, ০৭; ব. ১৭, ০৭; দি. ০৯; য. ১২]

☆☆☆২। পুণ্যে পাপে দুঃখে সুখে পতনে উত্থানে, মানুষ হইতে দাও তোমার সন্তানে। *[ঢা. ১১; ব. ০২]*

☆☆☆৩। মঙ্গল করিবার শক্তিই ধন, বিলাস ধন নহে। *[ঢা. ০৯; চ. ১৩, ০৩; কু. ১৩]*

☆☆☆৪। শিক্ষাই জাতির উন্নতির পূর্ব শর্ত *[ঢা. ০১; য. ০৩; রা. ০৩]*

☆☆☆ ৫। দুর্জন বিদ্বান হলেও পরিত্যাজ্য। *[ঢা. ১৫,০৭; রা. ১৫,১৩, ০৪; য. ০২, ০৯; কু. ০৯; চ. ০২; সি. ১৩, ০৯; ব. ০৬, ০৯]; দি. ১৩*

☆☆☆৬। অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে তব ঘৃণা যেন তারে তৃণসম দহে।
[ঢা. ১৫, ০৭, ১৪; রা. ০৮, ১১; কু. ০২, ০৪; চ. ০৪, ০৭, ১১; সি. ০৭]

☆☆☆৭। প্রাণ থাকলেই প্রাণী হয়, কিন্তু মন না থাকলে মানুষ হয় না। *[ঢা. ০৬; রা. ০২; কু. ০৬, ১৪; দি. ১০]*

☆☆☆৮। জীবে প্রেম করে যেইজন সেইজন সেবিছে ঈশ্বর। *[ঢা. ১৩, ০৫, ১০, য. ০৪; কু. ১০; চ. ০৬; সি. ০৬, রা. ০৯]*

☆☆☆৯। যে সহে, সে রহে। *[ঢা. ০৮; রা. ০৩, ১২; ব. ০৩, ০৬; চ.১৫, ১৩; য. ১৪]*

☆☆☆১০। দণ্ডিতের সাথে অথবা দণ্ডদাতা কাঁদে যবে সমান আঘাতে অথবা সর্বশ্রেষ্ঠ সে বিচার।
[ঢা. ০০; রা. ০৮; য. ০৪, ১০; কু. ০৬; চ. ০৮, ১২; ব. ১০]

☆☆☆১১। তুমি অধম, তাই বলিয়া আমি উত্তম না হইব কেন? *[ঢা. ২০; য. ০৬; সি. ০৮, ১০; ব.*

☆☆☆১২। যত বড় হোক ইন্দ্র ধনু সে সুদূর আকাশে আঁকা, আমি ভালবাসি মোর ধরণীর প্রজাপ্রতিটির পাখা।
[ঢা. ০১,; কু. ০০; ঢা. ০৫; য. ০২]

☆☆☆১৩। মিত্রত্ব সর্বত্রই সুলভ, মিত্রত্ব রক্ষা করাই কঠিন। *[ঢা. ০০; কু. ০৩]*

☆☆☆১৪। সকলের তরে সকলে আমরা/প্রত্যেকে আমরা পরের তরে। *[ঢা. ০৮; দি. ০৯; য. ১২; কু. ১৬, ০৫]*

☆☆☆১৫। 'তাই আজ প্রকৃতির উপর আধিপত্য নয়, মানুষ গড়ে তুলতে চাইছে প্রকৃতির সঙ্গে মৈত্রীর সম্বন্ধ।
[ঢা. ০৩]

☆☆☆১৬। নানান দেশের নানান ভাষা বিনা স্বদেশী ভাষা পুরে কি আশা? *[ঢা. ০১]*

☆☆☆১৭। কীর্তিমানের মৃত্যু নাই। *[দি. ১৬, য. ১৫]*

অথবা, মানুষ বাঁচে তার কর্মের মধ্যে বয়সের মধ্যে নহে। *[য. ১৭, ১০; কু. ০৫; রা. ১৭, ০৯, ১৪; ঢা. ১৭,০২; ব. ০১]*

☆☆☆১৮। পথের প্রান্তে আমার তীর্থ নয়, পথের দুধারে আছে মোর দেবালয়। *[ঢা. ০৩; সি. ১২]*

☆☆☆১৯। পথ পথিকের সৃষ্টি করে না, পথিকই পথের সৃষ্টি করে। *[কু. ১১, সি. ০১, ০৮; ব. ০৮, ১১; য. ১১]*

☆☆☆২০। মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে অথবা মানবের মাঝে আমি বাঁচিবার চাই। *[ব. ০৩]*

☆☆☆২১। প্রয়োজনে যে মরিতে প্রস্তুত বাঁচিবার অধিকার তাহারই। *[রা. ০৭, কু. ০৭; চ. ০৪; সি. ০৩]*

☆☆☆২২। দুঃখের মত এত বড় পরশ পাথর আর নাই। *[য. ৯৯, রা. ০১, ১০; দি. ১১]*

☆☆☆২৩। স্বার্থমগ্ন যে জন বিমুখ, বৃহৎ জগৎ হতে, সে কখনো শেখে নি বাঁচিতে।
[রা. ০৬, ১০; য. ০০; কু. ১২, ০৩; চ. ০৯; সি. ০৫. ১০; চ.১৬, ১৪]

☆☆☆২৪। এ জগতে হায় সেই বেশি চায় আছে যার ভূরি ভূরি। রাজার হস্ত করে সমস্ত কাঙ্গালের ধন চুরি।
[কু. ০১; চ. ০৫; ব. ০৭; দি. ১১]

Teachingbd24.com

☆☆ ২৫। শীত যদি এসে যায়, বসন্ত কোথায় রয়। অথবা, রাত যত গভীর হয় প্রভাত তত নিকটে আসে।
[ব. '১২; সি. '১১; কু. '১০, '১২]

☆☆২৬। পরিশ্রম সৌভাগ্যের প্রসূতি। অথবা, হাত জোড় করে নয়, হাত মুঠো করেও নয়, পেতে হলে হাত লাগাতে হবে।
[য. ০৭; রা. ০৬, ৮৯; ঢা. ও কু. ৮৯; সি. '১২]

☆☆২৭। জন্ম হোক যথা তথা, কর্ম হোক ভালো। অথবা, মানুষ বাঁচে তার কর্মের মধ্যে বয়সের মধ্যে নয়। অথবা, জন্ম নয়, কর্মই আসল।
[য. ১০; রা. ০৯; ঢা. ১৪]

☆☆☆২৮। স্বদেশের উপকারে নাই যার মন কে বলে মানুষ তারে, পশু সেই জন। অথবা, দেশপ্রেম ঈমানের অঙ্গ।
[সি.১৭, ১৫, ১১ ব. ০৯; রা. ০৭; কু.১৫, ০৭; ঢা. ১৫, ০৬, ০৯, '১২; য. ০৩, '১৩, ১৪; দি.১৫, ১৪]

☆☆☆২৯। সুশিক্ষিত লোক মাত্রই স্বশিক্ষিত।
[দি. ১৭, ব. ১৬, ১৫, য. ১৬, ১৩, ০১, '১১; চ. ১৭, '১১]

☆☆ ৩০। ক্ষুধার রাজ্যে পৃথিবী গদ্যময় পূর্ণিমা চাঁদ যেন ঝলসানো রুটি।
[কু. ০৯; য. ১৫. ১১; ব. ১১]

☆☆ ৩১। গতিই জীবন, স্থিতিতে মৃত্যু।
[কু. ১৭]

☆☆☆৩২। প্রকৃতির ওপর আধিপত্য নয়, চাই প্রকৃতির সঙ্গে মৈত্রীয় সম্বন্ধ।
[সকল বো. ১৮]

Teachingbd24.com

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

পাঠ্যপুস্তক ভবন
৬৯-৭০ মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০

জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০১২ অনুযায়ী একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণির বাংলা ২য় পত্রের প্রশ্নপত্র প্রণয়নের জন্য নির্দেশনা (উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা ২০১৬ থেকে প্রযোজ্য)।

ব্যাকরণ : ৩০ নম্বর	নম্বর বিভাজন
১। উচ্চারণের যে কোনো ৫টি নিয়ম লিখতে হবে। এর বিকল্পে ৮টি শব্দের মধ্যে ৫টি শব্দের উচ্চারণ লিখতে হবে।	৫ নম্বর
২। বাংলা একাডেমি প্রণীত প্রমিত বাংলা বানানরীতির যে কোনো ৫টি নিয়ম লিখতে হবে। এর বিকল্পে ৮টি ভুল বানানের শব্দকে শুদ্ধ বানানে লিখতে হবে।	৫ নম্বর
৩। বিভিন্ন শব্দশ্রেণি (বিশেষ্য, বিশেষণ, সর্বনাম, ক্রিয়া, ক্রিয়া বিশেষণ, আবেগ শব্দ, যোজক, অনুসর্গ) থেকে একটি বর্ণনামূলক প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। বিকল্পে প্রদত্ত অনুচ্ছেদ থেকে একটি নির্দিষ্ট শব্দশ্রেণি চিহ্নিত করতে হবে।	৫ নম্বর
৪। উপসর্গ, প্রত্যয় ও সমাসের মধ্যে যে কোনো ২টি পাঠ হতে প্রশ্ন থাকবে এবং ১টির উত্তর দিতে হবে। প্রতিটি প্রশ্নেই ৮টির মধ্যে ৫টির উত্তর দিতে হবে।	৫ নম্বর
৫। বাক্যতত্ত্ব অংশ থেকে একটি বর্ণনামূলক প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে এর বিকল্পে ৮টি বাক্যের মধ্যে ৫টির বাক্যান্তর করতে হবে।	৫ নম্বর
৬। ৮টি অশুদ্ধ বাক্যের মধ্যে ৫টিকে শুদ্ধ করতে হবে। এর বিকল্পে একটি অনুচ্ছেদে বিদ্যমান অপপ্রয়োগসমূহ শুদ্ধ করতে হবে।	৫ নম্বর
নির্মিতি : ৭০ নম্বর	
১। ১৫টি বিদেশি শব্দের মধ্যে ১০টির বাংলা পারিভাষিক রূপ লিখতে হবে। এর বিকল্পে ১টি ইংরেজি ভাষার অনুচ্ছেদকে বাংলা ভাষায় অনুবাদ করতে হবে।	১০ নম্বর
২। ঘটনাসমৃদ্ধ পুরো ১টি দিনকে অবলম্বন করে ১টি দিনলিপি রচনা করতে হবে অথবা কোনো ১টি সুনির্দিষ্ট বিষয়ে (দিবস উদযাপন, ঐতিহাসিক স্থান পরিদর্শক ইত্যাদি) অভিজ্ঞতা বর্ণনা করতে হবে। এর বিকল্পে ১টি ভাষণ বা প্রতিবেদন লিখতে হবে।	১০ নম্বর
৩। একটি বিশেষ উৎসব বা উপলক্ষ (ঈদ, নববর্ষ ইত্যাদি) অবলম্বন করে ৫টি ক্ষুদে আকারের বাংলা বাক্যে একটি ক্ষুদে বার্তা বা ই-মেইল/এস এম এস রচনা করতে হবে। এর বিকল্পে যে কোনো এক প্রকার পত্র লিখতে হবে।	১০ নম্বর
৪। সারাংশ বা সারমর্ম থেকে ১টি প্রশ্ন থাকবে। এর বিকল্পে ভাবসম্প্রসারণ থেকে ১টি প্রশ্ন থাকবে। যে কোনো ১টির উত্তর দিতে হবে।	১০ নম্বর
৫। কোনো একটি বিশেষ ঘটনা বা পরিস্থিতির আলোকে নাটকের সংলাপের আকারে সংলাপ বা কথোপকথন রচনা করতে হবে। এর বিকল্পে প্রশ্নে প্রদত্ত একটি গল্পের শিরোনাম বা দৃশ্যপট অবলম্বনে একটি ক্ষুদ্রে গল্প রচনা করতে হবে।	১০ নম্বর
৬। যে কোনো ৫টি বিষয়ের ১টি অবলম্বনে একটি প্রবন্ধ লিখতে হবে। (গতানুগতিক মুখস্থনির্ভর এবং তথ্য ভারাক্রান্ত প্রবন্ধের পরিবর্তে শিক্ষার্থীর সৃজনশীলতার প্রতিফলন ঘটবে এমন ধরনের প্রবন্ধ লিখতে হবে।	২০ নম্বর

https://teachingbd24.com

এইচ এস সি বাংলা নির্মিতি

অধ্যায় ১০: সংলাপ/কথোপকথন

☆☆☆১। বৃক্ষের প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে দুই বন্ধুর মধ্যে সংলাপ রচনা করো। *[য. ১৭, ঢা. ১৬]*

☆☆☆২। বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধি ও বিশ্ব জলবায়ু পরিবর্তনের সাম্প্রতিক প্রবণতা বিষয়ে দুই বন্ধুর কথোপকথন রচনা করো। *[কু. ১৬]*

☆☆☆৩। সম্প্রতি পড়া একটি বই সম্পর্কে দু'বন্ধুর কথোপকথন রচনা করো। *[য. ১৭, রা. ১৬]*

☆☆☆৪। সম্প্রতি সাফ গেমস ফুটবলে ব্যর্থতা নিয়ে দুই বন্ধুর সংলাপ তৈরি করো। *[চ. ১৬]*

☆☆☆৫। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি সম্পর্কে বাবা ও মেয়ের মধ্যে সংলাপ রচনা করো। *[য. ১৬]*

☆☆☆৬। উচ্চ শিক্ষা গ্রহণে আগ্রহী দুই বন্ধুর মধ্যে একটি সংলাপ তৈরি করো। *[সি. ১৬]*

☆☆☆৭। বাংলা নববর্ষ উদযাপন উপলক্ষে দুই বন্ধুর কথোপকথন রচনা করো। *[ব. ১৬]*

☆☆☆৮। নারী শিক্ষার গুরুত্ব বিষয়ে বাবা ও মেয়ের মধ্যে সংলাপ রচনা করো। *[দি. ১৬]*

অথবা, নারী শিক্ষার গুরুত্ব সম্পর্কে দুই বন্ধুর সংলাপ রচনা করো। *[রা. ১৭]*

☆☆ ৯ সর্বস্তরে বাংলা ভাষার ব্যবহার নিয়ে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের মধ্যে কথোপকথন রচনা করো।

☆☆☆১০ বাংলাদেশ ক্রিকেট দলের সম্প্রতি অর্জিত কোনো সাফল্য সম্পর্কে দুই বন্ধুর সংলাপ রচনা করো। *[ঢা. ১৭]*

☆☆☆১১ সাম্প্রতিক 'জঙ্গিবাদ' সমস্যা প্রসঙ্গে শিক্ষার্থী ও শিক্ষকের সংলাপ রচনা করো। *[সি. ১৭]*

☆☆☆১২। বাল্যবিবাহ নিরোধের গুরুত্ব সম্পর্কে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর মধ্যে সংলাপ রচনা করো। *[চট্ট. ১৭]*

☆☆☆১৩। উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা পাশের পর ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নিয়ে দুই বন্দুর মধ্যে একটি সংলাপ রচনা করো। *[দি. ১৭]*

☆☆☆১৪। জনজীবনের উপর বিজ্ঞাপনের প্রভাব সম্পর্কে দু'বন্ধুর মধ্যে সংলাপ রচনা করো। *[ব. ১৭]*

☆☆☆১৫। শিক্ষাসফর প্রসঙ্গে দুই বন্ধুর সংলাপ রচনা করো।

☆☆☆১৬। ধূমপানের ক্ষতিকর দিক নিয়ে দুই বন্ধুর মধ্যে সংলাপ রচনা করো।

☆☆☆১৭। বৃক্ষরোপণের গুরুত্ব সম্পর্কে দুই বন্ধুর মধ্যে সংলাপ রচনা করো।

☆☆☆১৮। ভাষা আন্দোলন নিয়ে দুই বন্ধুর মধ্যে সংলাপ রচনা করো।

☆☆☆১৯। ইন্টারনেটের সুফল ও কুফল নিয়ে দুই বন্ধুর মধ্যে কথোপকথন রচনা করো।

☆☆☆২০। 'শিশু ও নারীর প্রতি সহিংসতা' বিষয়ে শিক্ষক–শিক্ষার্থীর সংলাপ রচনা করো। *[সকল বো. ১৮]*

Teachingbd24.com

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

পাঠ্যপুস্তক ভবন
৬৯-৭০ মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০

জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০১২ অনুযায়ী একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণির বাংলা ২য় পত্রের প্রশ্নপত্র প্রণয়নের জন্য নির্দেশনা (উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা ২০১৬ থেকে প্রযোজ্য)।

ব্যাকরণ : ৩০ নম্বর	নম্বর বিভাজন
১। উচ্চারণের যে কোনো ৫টি নিয়ম লিখতে হবে। এর বিকল্পে ৮টি শব্দের মধ্যে ৫টি শব্দের উচ্চারণ লিখতে হবে।	৫ নম্বর
২। বাংলা একাডেমি প্রণীত প্রমিত বাংলা বানানরীতির যে কোনো ৫টি নিয়ম লিখতে হবে। এর বিকল্পে ৮টি ভুল বানানের শব্দকে শুদ্ধ বানানে লিখতে হবে।	৫ নম্বর
৩। বিভিন্ন শব্দশ্রেণি (বিশেষ্য, বিশেষণ, সর্বনাম, ক্রিয়া, ক্রিয়া বিশেষণ, আবেগ শব্দ, যোজক, অনুসর্গ) থেকে একটি বর্ণনামূলক প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। বিকল্পে প্রদত্ত অনুচ্ছেদ থেকে একটি নির্দিষ্ট শব্দশ্রেণি চিহ্নিত করতে হবে।	৫ নম্বর
৪। উপসর্গ, প্রত্যয় ও সমাসের মধ্যে যে কোনো ২টি পাঠ হতে প্রশ্ন থাকবে এবং ১টির উত্তর দিতে হবে। প্রতিটি প্রশ্নেই ৮টির মধ্যে ৫টির উত্তর দিতে হবে।	৫ নম্বর
৫। বাক্যতত্ত্ব অংশ থেকে একটি বর্ণনামূলক প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে এর বিকল্পে ৮টি বাক্যের মধ্যে ৫টির বাক্যান্তর করতে হবে।	৫ নম্বর
৬। ৮টি অশুদ্ধ বাক্যের মধ্যে ৫টিকে শুদ্ধ করতে হবে। এর বিকল্পে একটি অনুচ্ছেদে বিদ্যমান অপপ্রয়োগসমূহ শুদ্ধ করতে হবে।	৫ নম্বর
নির্মিতি : ৭০ নম্বর	
১। ১৫টি বিদেশি শব্দের মধ্যে ১০টির বাংলা পারিভাষিক রূপ লিখতে হবে। এর বিকল্পে ১টি ইংরেজি ভাষার অনুচ্ছেদকে বাংলা ভাষায় অনুবাদ করতে হবে।	১০ নম্বর
২। ঘটনাসমৃদ্ধ পুরো ১টি দিনকে অবলম্বন করে ১টি দিনলিপি রচনা করতে হবে অথবা কোনো ১টি সুনির্দিষ্ট বিষয়ে (দিবস উদযাপন, ঐতিহাসিক স্থান পরিদর্শক ইত্যাদি) অভিজ্ঞতা বর্ণনা করতে হবে। এর বিকল্পে ১টি ভাষণ বা প্রতিবেদন লিখতে হবে।	১০ নম্বর
৩। একটি বিশেষ উৎসব বা উপলক্ষ (ঈদ, নববর্ষ ইত্যাদি) অবলম্বন করে ৫টি ক্ষুদে আকারের বাংলা বাক্যে একটি ক্ষুদে বার্তা বা ই-মেইল/এস এম এস রচনা করতে হবে। এর বিকল্পে যে কোনো এক প্রকার পত্র লিখতে হবে।	১০ নম্বর
৪। সারাংশ বা সারমর্ম থেকে ১টি প্রশ্ন থাকবে। এর বিকল্পে ভাবসম্প্রসারণ থেকে ১টি প্রশ্ন থাকবে। যে কোনো ১টির উত্তর দিতে হবে।	১০ নম্বর
৫। কোনো একটি বিশেষ ঘটনা বা পরিস্থিতির আলোকে নাটকের সংলাপের আকারে সংলাপ বা কথোপকথন রচনা করতে হবে। এর বিকল্পে প্রশ্নে প্রদত্ত একটি গল্পের শিরোনাম বা দৃশ্যপট অবলম্বনে একটি ক্ষুদ্রে গল্প রচনা করতে হবে।	১০ নম্বর
৬। যে কোনো ৫টি বিষয়ের ১টি অবলম্বনে একটি প্রবন্ধ লিখতে হবে। (গতানুগতিক মুখস্থনির্ভর এবং তথ্য ভারাক্রান্ত প্রবন্ধের পরিবর্তে শিক্ষার্থীর সৃজনশীলতার প্রতিফলন ঘটবে এমন ধরনের প্রবন্ধ লিখতে হবে।	২০ নম্বর

https://teachingbd24.com

এইচ এস সি বাংলা নির্মিতি

অধ্যায় ১১: ক্ষুদে গল্প

☆☆☆১। ছুটিতে দাদুবাড়ি এসেছে আনন্দ। পড়ন্ত বিকেলে সে দাঁড়ায় তার স্মৃতি বিজড়িত নদীটিরা..... [ঢা. ১৬]

☆☆☆২। অপর প্রান্ত থেকে ভেসে আসা অপরিচিত এক নারীকণ্ঠ শুনে সাগর বুঝতে পারে, সে ডায়াল করেছে ভুল নম্বরে ..... [কু. ১৬]

☆☆☆৩। ফোনটা বাজছে। বাড়ি থেকে ফোন। আমি নিশ্চিত ফোনটা আমার ছোট বোনই করেছে..... [রা. ১৬]

☆☆☆৪। হারানো সে দিনের কথা বলব কীরে হায় ..... [রা. ১৬, চ. ১৬]

☆☆☆৫। প্রতিবন্ধী শিশুদের নিয়ে একটি ক্ষুদে গল্প লেখো। [য. ১৬]

☆☆☆৬। প্রদত্ত উদ্দীপক অনুসরণে 'পানি-দূষণ' বিষয়ে একটি ক্ষুদে গল্প রচনা করো। [সি. ১৬]

লঞ্চ ভ্রমণের সময় বুড়িগঙ্গা নদীর পানির রং দেখে রাহাত বিস্মিত হয়.....

☆☆☆৭। 'স্বনির্ভরতার জন্য চাই ইচ্ছা শক্তি' শিরোনামে একটি ক্ষুদে গল্প রচনা করো। [ব. ১৬]

☆☆☆৮। প্রদত্ত শিরোনাম অবলম্বনে গল্প লেখো : 'স্বপ্নের চাবি' [দি. ১৬]

☆☆☆৯।এক দরিদ্র চরিত্রবান যুবকের স্বনির্ভরতার প্রয়াস সাফল্য লাভ করেছিল, এ-বিষয় অবলম্বনে একটি গল্প রচনা করো। [ব. ১৬]

☆☆☆১০। প্রদত্ত উদ্দীপক অনুসরণে 'আমার ছোট বোন' বিষয়ে একটি খুদে গল্প রচনা করো। [রা. ১৬]

☆☆☆১১। নিম্নোক্ত ইঙ্গিত অবলম্বনে একটি খুদে গল্প রচনা করো। [য. ১৭, কু. ১৬]

মোবাইল ফোনে বন্ধুত্বের পরিণাম -বিষয়ে নিচের ইঙ্গিত অবলম্বনে একটি খুদে গল্প রচনা করো।

অপরপ্রান্ত থেকে ভেসে আসা অপরিচিত এক নারীকণ্ঠ শুনে সাগর বুঝতে পারে, সে ডায়াল করেছে ভুল নম্বরে...

☆☆☆১২। প্রদত্ত উদ্দীপক অনুসরণ 'আশায় বসতি' শীর্ষক একটি ক্ষুদ্রে গল্প রচনা করো : [চট্ট. ১৭]

বাড়ি বাড়ি ঘুরে কাজ করে বাবুলের মা। বাবুলকে লেখাপড়া শিখিয়ে মানুষ করার আশা বুকে। হঠাৎ সেদিন.....

☆☆☆১৩। প্রদত্ত সংকেত অনুসরণ 'বিপদে বন্ধুর পরিচয়' শিরোনামে একটি ক্ষুদে গল্প রচনা করো : [দি. ১৭]

নদীপথে দুই বন্ধুর নৌকা ভ্রমণ-পরস্পরের জন্য আত্মত্যাগের অঙ্গীকার-আকস্মিক নৌকা ডুবে যায়-এক বন্ধু সাঁতার জানে আরেক বন্ধু সাঁতারে অক্ষম।.....

☆☆☆১৪। প্রদত্ত উদ্দীপক অনুসরণ একটি ক্ষুদ্রে গল্প লেখো:

প্রকতি তাকে খুব টানে। তাই প্রতিবারের মতো শীতের ছুটিতে সে এসেছে পরিচিত প্রকৃতির কোলে। কিন্তু সারি সারি গাছ উজাড় হতে দেখে তার হৃদয়ে ওঠে বেদনার ঝড়..... [সি. ১৭]

☆☆☆১৫। প্রদত্ত উদ্দীপক অনুসরণ 'রক্তদানের পুণ্য' শীর্ষক একটি ক্ষুদ্রে গল্প রচনা করো :

মহান শহিদ দিবসে শহিদ মিনারের পাদদেশে রক্তদান কর্মসূচি চলছে। শহিদ মিনারে শ্রদ্ধা নিবেদন করতে গিয়ে ডা. জাওয়াদ সেখানে উপস্থিত হলেন...। [রা. ১৭]

☆☆☆১৬। নিচের উদ্দীপক অনুসরণে একটি খুদে গল্প লেখ :

পিতার আকস্মিক মৃত্যুর পর সংসারের হাল ধরতে গিয়ে লেখাপড়া ছেড়ে চাকরি নিয়েছে রাজু। ছোট ভাই মিঠু ও বোন মিনার মধ্যেই সে দেখতে পায় তার স্বপ্ন পূরণের..... [সকল বো. ১৮]

Teachingbd24.com

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

পাঠ্যপুস্তক ভবন
৬৯-৭০ মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০

জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০১২ অনুযায়ী একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণির বাংলা ২য় পত্রের প্রশ্নপত্র প্রণয়নের জন্য নির্দেশনা (উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা ২০১৬ থেকে প্রযোজ্য)।

ব্যাকরণ : ৩০ নম্বর	নম্বর বিভাজন
১। উচ্চারণের যে কোনো ৫টি নিয়ম লিখতে হবে। এর বিকল্পে ৮টি শব্দের মধ্যে ৫টি শব্দের উচ্চারণ লিখতে হবে।	৫ নম্বর
২। বাংলা একাডেমি প্রণীত প্রমিত বাংলা বানানরীতির যে কোনো ৫টি নিয়ম লিখতে হবে। এর বিকল্পে ৮টি ভুল বানানের শব্দকে শুদ্ধ বানানে লিখতে হবে।	৫ নম্বর
৩। বিভিন্ন শব্দশ্রেণি (বিশেষ্য, বিশেষণ, সর্বনাম, ক্রিয়া, ক্রিয়া বিশেষণ, আবেগ শব্দ, যোজক, অনুসর্গ) থেকে একটি বর্ণনামূলক প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। বিকল্পে প্রদত্ত অনুচ্ছেদ থেকে একটি নির্দিষ্ট শব্দশ্রেণি চিহ্নিত করতে হবে।	৫ নম্বর
৪। উপসর্গ, প্রত্যয় ও সমাসের মধ্যে যে কোনো ২টি পাঠ হতে প্রশ্ন থাকবে এবং ১টির উত্তর দিতে হবে। প্রতিটি প্রশ্নেই ৮টির মধ্যে ৫টির উত্তর দিতে হবে।	৫ নম্বর
৫। বাক্যতত্ত্ব অংশ থেকে একটি বর্ণনামূলক প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে এর বিকল্পে ৮টি বাক্যের মধ্যে ৫টির বাক্যান্তর করতে হবে।	৫ নম্বর
৬। ৮টি অশুদ্ধ বাক্যের মধ্যে ৫টিকে শুদ্ধ করতে হবে। এর বিকল্পে একটি অনুচ্ছেদে বিদ্যমান অপপ্রয়োগসমূহ শুদ্ধ করতে হবে।	৫ নম্বর
নির্মিতি : ৭০ নম্বর	
১। ১৫টি বিদেশি শব্দের মধ্যে ১০টির বাংলা পারিভাষিক রূপ লিখতে হবে। এর বিকল্পে ১টি ইংরেজি ভাষার অনুচ্ছেদকে বাংলা ভাষায় অনুবাদ করতে হবে।	১০ নম্বর
২। ঘটনাসমৃদ্ধ পুরো ১টি দিনকে অবলম্বন করে ১টি দিনলিপি রচনা করতে হবে অথবা কোনো ১টি সুনির্দিষ্ট বিষয়ে (দিবস উদযাপন, ঐতিহাসিক স্থান পরিদর্শক ইত্যাদি) অভিজ্ঞতা বর্ণনা করতে হবে। এর বিকল্পে ১টি ভাষণ বা প্রতিবেদন লিখতে হবে।	১০ নম্বর
৩। একটি বিশেষ উৎসব বা উপলক্ষ (ঈদ, নববর্ষ ইত্যাদি) অবলম্বন করে ৫টি ক্ষুদে আকারের বাংলা বাক্যে একটি ক্ষুদে বার্তা বা ই-মেইল/এস এম এস রচনা করতে হবে। এর বিকল্পে যে কোনো এক প্রকার পত্র লিখতে হবে।	১০ নম্বর
৪। সারাংশ বা সারমর্ম থেকে ১টি প্রশ্ন থাকবে। এর বিকল্পে ভাবসম্প্রসারণ থেকে ১টি প্রশ্ন থাকবে। যে কোনো ১টির উত্তর দিতে হবে।	১০ নম্বর
৫। কোনো একটি বিশেষ ঘটনা বা পরিস্থিতির আলোকে নাটকের সংলাপের আকারে সংলাপ বা কথোপকথন রচনা করতে হবে। এর বিকল্পে প্রশ্নে প্রদত্ত একটি গল্পের শিরোনাম বা দৃশ্যপট অবলম্বনে একটি ক্ষুদ্রে গল্প রচনা করতে হবে।	১০ নম্বর
৬। যে কোনো ৫টি বিষয়ের ১টি অবলম্বনে একটি প্রবন্ধ লিখতে হবে। (গতানুগতিক মুখস্থনির্ভর এবং তথ্য ভারাক্রান্ত প্রবন্ধের পরিবর্তে শিক্ষার্থীর সৃজনশীলতার প্রতিফলন ঘটবে এমন ধরনের প্রবন্ধ লিখতে হবে।	২০ নম্বর

https://teachingbd24.com

এইচ এস সি বাংলা নির্মিতি

অধ্যায় ১২: রচনা/প্রবন্ধ

রচনা/প্রবন্ধ

[৫টি থেকে যে কোনো ১টি লিখতে হবে ২০ × ১ = ২০

☆☆☆১। 'আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রাম [ঢা. ১০, ০৭, ১৪; সি. ০৮] অথবা, মুক্তিযুদ্ধ ও বাংলাদেশ [ঢা. ০০, য. ০৮, ১১]

অথবা, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ [কু. ১৭, ১৬, সি. ১৩, চ. ১০]

অথবা, বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ ও অর্থনৈতিক মুক্তি [কু. ০৩, ১১, ১৪, চ. ০৪]

অথবা, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা [রা. ১৭, ব. ১৫, কু. ০৮, ০৬; য. ১৩]

অথবা, জাতীয় জীবনে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা [য. ১৭, ঢা. ১৭, ১৬, ০৮; ব. ২০১০]

অথবা, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা এবং আমাদের করণীয় - [সকল বো. ১৮]

☆☆☆ ২। স্বদেশপ্রেম। [রা. ১৭, ঢা. ১১; রা. ০৬, ১৪; য. ১৬, ১২, ০৬, ০৩; কু. ১০, ০৬, ০২; চ. ১৬, ১৩, ০৮, ০৬; সি. ০৭, ০৫, ১৪; ব. ১৭, ০৯, ০৬, ১৪; দি. ১৭, ১৩]

অথবা দেশপ্রেম [ঢা. ০৭, ০৩; রা. ০৪; কু. ০৪]

☆☆☆ ৩। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস। [সি. ১৬, ১৫, ঢা. ১১; য. ০৫, ০৭, ১১; কু. ০০, ০৯; ব. ১৭, ০২]

অথবা, একুশের চেতনা [কু. ১৫, দি, , ১২, চ. ১১, ০৯, সি. ১৫, ১১, ০৫; ব. ১১]

অথবা, একুশ আমার অহংকার [সি, ১৭, ঢা. ০৫, রা. ১১; ব. ০৭]

অথবা, মহান একুশে ফেব্রুয়ারি [য. ০০]

☆☆☆৪। কৃষিকাজে বিজ্ঞান [ঢা. ১৫,১৩, ১১; য. ১৭, ১৪; দি. ১৩, ১১; সি. ১৬, ১৫,১২, ০৩; চ. ১১, ১৪; রা. ০৩, ০৯, ০৭, ১৪; ব. ১৭, ০৯]

অথবা, বাংলাদেশের কৃষি ও কৃষক [সি. ১৭]

অথবা, কৃষ্টিতে বাংলাদেশের উন্নয়ন এবং কৃষক [সকল বো. ১৮]

☆☆☆ ৫। বাংলাদেশের পোশাক শিল্প। [সি. ১৬, ঢা. ১৭, ১৬, ১১, ০১, কু. ১০, ০৩; চ. ১৫,০৫; দি. ১৪]

অথবা, আমাদের পোশাক শিল্প। [চ. ১৫, রা. ১৬, ১১; ব. ০৬, ১৪]

☆☆☆ ৬। বাংলাদেশের পর্যটন শিল্প। [ঢা. ১৫,০৫, ১১, ০৯, ১৪; য. ০২, ১১, ১০; কু. ১৬, ০৪, ০৬, ০৮; চ. ১৬, ১৩, ০৩, ০৬, ১১; সি. ১৭, ০৬, ১০. ব.১৬, ১৫, ১১; দি. ১৬, ১৫,১০; রা. ১৭, ১০]

☆☆☆ ৭। মানবকল্যাণে বিজ্ঞান [ঢা. ০৩, ০৭; রা. ১৫,০৮, ০৬, ১০, ০৪; য. ১২, ০৩, ০৫, ০৮, ০৪; চ. ১৩, ০৮; সি. ০৪; ব. ১৫, ব; কু. ১৩, ১১, ০৯, ০৪, ০৫; দি. ১৭, ১০, ৮, ১২]

অথবা বিজ্ঞান ও আধুনিক জীবন। [ঢা. ১১, ০৮; য. ০৪ ১১; কু. ১১. ০৮, ০৯; চ. ০১, ০৩, ০৬]

☆☆☆ ৮। মাদকাসক্তি ও তার প্রতিকার [ঢা. ০৮, ০৩; রা. ১২, ০৮; ব. ০৬; য. ১০, ০৫]

অথবা, মাদকাসক্তি ও আমাদের যুবসমাজ [কু. ১৭, ঢা. ০৮; সি. ১৬,০৪, দি. ১৩]

☆☆☆ ৯। বাংলাদেশের উৎসব। [সকল বো. ১৮; ঢা. ০৮, ০৬; রা. ১৫, ০৮; য. ০৬, ১৪; কু. ০৪, ১১, চ. ১০, সি. ১১]

অথবা বাংলাদেশের সামাজিক উৎসব। [চ. ১৭, ১৫, ঢা. ১৬,০৮; রা. ০১]

☆☆☆ ১০। পরিবেশ সংরক্ষণ বনায়ন। [চ. ১৭, ১৪; দি. ১২; ঢা. ০৬; কু. ০২; সি. ০৭]

অথবা, পরিবেশ উন্নয়নে বৃক্ষরোপণ [রা. ০৪; য ০৬]

অথবা, বৃক্ষরোপণ অভিযান। [ব. ০৬, ০২; য. ০৬, ০০; চ. ০১]

☆☆ ১১। বিদ্যুৎ ও আধুনিক জীবন। [ঢা.. ১৭, ০১, রা. ০৬]

অথবা, বিদ্যুৎ সংকট ও তার প্রতিকার [চ. ১০; য. ১১, ০৭; সি ১১]

Teachingbd24.com

☆☆☆১২। পরিবেশ দূষণ ও তার প্রতিকার। [ঢা. ১০, ০২; রা. ০৬, ০৯, ০৩, ১৪; চ. ১৬, ১৫,০৬, ০৩, ০২; সি. ১৫,১৩, ০৪, ০৯; দি. ১৫,০৯; কু. ১৭, ০২]

☆☆☆১৩। জাতি গঠনে নারী সমাজের ভূমিকা।

[রা. ১৭, ব. ১৬, ঢা. ১৫, ০৪, ০৯, ১৪; য. ১৭,০৫, ১০; সি. ০৭, ০৯; দি. ১৬, ১৩; চ. ১৩]

অথবা, অর্থনৈতিক উন্নয়নে নারী সমাজের ভূমিকা। [কু. ১৬, ১০; ব. ০৭; চ. ১৬, ১৫, ০৪, ০৯; দি. ০৭, ১১, ০৯]

☆☆☆ ১৪। বই পড়ার আনন্দ [চ.১৭, ১৫, ঢা. ১২, ০৮, ০৬; রা. ১৬, ০৭, কু. ১৩, ০০, ০৪, ০৮, ১১; য. ০২; ব. ১৬,১০]

অথবা, আমার প্রিয় সখ : বই পড়া [চ. ১০]

☆☆☆১৫। ছাত্র রাজনীতি ও সন্ত্রাস [ঢা. ০৭; সি. ০৪]

অথবা, ছাত্রসমাজ ও ছাত্র রাজনীতি [দি. ১৭, কু. ১০; ঢা. ১৩; য. ০৩; সি. ০৫; ব. ০৫]

☆☆☆১৬। সেই যে আমার নানা রঙের দিনগুলো [ঢা. ০৫, ব. ০৭]

অথবা, আমার কলেজ জীবন [ঢা, ০১]

☆☆☆ ১৭। গণতন্ত্র ও বাংলাদেশ [দি. ১৭, ঢা. ০০, ০৯; রা. ০৫; চ. ০৭; কু. ১৫, ০৭, ০৯, ১৪; ব. ০৪]

☆☆ ১৮। দুর্নীতি ও বাংলাদেশ [কু. ১৭]

অথবা, দুর্নীতি ও উন্নয়নের অন্তরায় [সকল বো. ১৮; য. ০৩, ০৮; রা. ০৮, সি. ০৮; চ. ০৯]

☆☆ ১৯। দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি ও এর প্রতিকার। [দি. ১১; ঢা. ০২, ০৬; রা. ০১, ০৭; য. ০৬, ১২, সি. ০৭; ব. ০৭, ০৯; চ. ০৮]

☆☆☆ ২০। বাংলাদেশের প্রাকৃতিক দুর্যোগ [ঢা. ০৮; রা. ০৬; য. ১৩, ০৯, ১৪; কু. ০৭; চ. ০১, ০৯; দি. ০৯, ১১]

☆☆ ২১। ভূমিকম্প ও বাংলাদেশ।

☆☆ ২২। একটি বর্ষণমুখর সন্ধ্যা শ্রাবন্তী সন্ধ্যা/ বর্ষার দিনের সন্ধ্যা/কোনো নির্জন সন্ধ্যায় একাকী।

[দি. ১২; ব. ১০, চ. ১৩; ঢা. ০৩, ০৯, ১২]

☆☆☆ ২৩। জলবায়ু পরিবর্তন ও বাংলাদেশ এবং আমাদের করণীয় বৈশ্বিক উষ্ণতা ও বাংলাদেশ।

[ঢা. ১৫, কু.১৫, ১২, সি.১৫, ১২, ব.১৬, ১৫, ১০, য.১৫, ১০, ১৬, চ, ১০]

☆☆☆২৪। তথ্য প্রযুক্তি বাংলাদেশ / আধুনিক তথ্য প্রযুক্তি [ঢা. ১৬, কু. ১৭, ১৬, দি. ১৬, চ. ১৬, ব. ১৬, রা. ১৭, ১৬]

☆☆ ২৫। পল্লী উন্নয়ন/পল্লী সংস্থা/চলো গ্রামে ফিরে যাই, গ্রামোন্নয়নই দেশোন্নয়ন

[ব. ০৫. সি. ০৬. ঢা. ৯, ৮৭, ৮৬; কু. ৯২, য. ৯০]

☆☆ ২৬। নারী শিক্ষার গুরুত্ব [সি. ১১, ০৭; ব. ০৭, ০৯; চ. ০৪, ০৯; ঢা. ০৪, দি. ১১; য.১৬, ১৪]

☆☆ ২৭। ইন্টারনেট/ ইন্টারনেট ও বর্তমান বাংলাদেশ /আন্তঃযোগাযোগের মাধ্যম ইন্টারনেট/বিশ্বযোগাযোগ ও ইন্টারনেট/ইন্টারনেট বিশ্বের সেতুবন্ধন

[সকল বো. ১৮; দি. ১৫, সি. ০৯, ১১, য. ১৫, ০৯; কু. ০৭; চ. ০৭, ০৯, ১২; ঢা. ১০, রা. ০৯]

☆☆☆২৮। কম্পিউটার/আধুনিক তথ্য প্রযুক্তিতে বাংলাদেশ/কম্পিউটার এ যুগের বিস্ময়/কম্পিউটার ও বর্তমান বিশ্ব/কম্পিউটারের বিকাশ/কম্পিউটার ও আধুনিক সভ্যতা/দৈনন্দিন জীবনে কম্পিউটার

[ঢা. ১৪; ব. ১৬, ০৭, ১৪, কু. ১০, ০৬, ০৩, ১৪, চ. ০৬, ০৯, ১৪; য. ১০, ১৩, ০৬; সি. ১৩, ০৮, ০৫, রা. ১৩, ০৫, ০১; দি. ০৯, ১৪]

☆☆ ২৯। শীতের সকাল/গ্রামবাংলার শীতের সকাল/শীতকাল। একটি শীতের সকল। কোনো এক শীতের সকাল

[য. ১৭, ১৬, দি. ০৯; ব. ১৭, ০৯; রা. ০৬, ০২, ১১; কু. ০৬, ০৩; সি.১৫, ১৩, ০৫, ০৯, চ. ১২, ০৫, ০৯, ০১]

Teachingbd24.com

☆☆ ৩০। বাংলার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য/বাংলাদেশের ষড়ঋতু/রূপসী বাংলা [দি. ১৭, রা. ০৩, ০৭; ঢা. ০৭, ১২, ১৪; চ. ১৭, ০৫
সি.১৫, ০৬, ০৪; কু. ০৫, ১২, ০১, য.১৫, ০৪, ০১; ব. ১৬, ০৩, ০১]

☆☆ ৩১। অধ্যবসায় /বারবার চেষ্টা /একবার না পরিলে দেখ শতবার/জীবন গঠনে অধ্যবসায়।
[য. ১৭, ০৭; ব. ১৭, ০৫; ঢা. ১৭, ১৩; কু.১৪; দি. ১৪; রা.১৫, ৮৮]

☆☆ ৩২। শ্রমের মর্যাদা/শ্রমের মূল্য/জাতীয় জীবনে শ্রমের মর্যাদা/পরিশ্রম সৌভাগ্যের প্রসূতি/জাতীয় উন্নয়নে শ্রমের গুরুত্ব [দি. '১০; কু. ৮৯; চ. ও য. ৮৮; সি. '০৮]

☆☆☆৩৩। শিষ্টাচার/আদব-কায়দা/ছাত্রজীবন শিষ্টাচার ও সৌজন্যতা/মিতাচার/জীবন গঠনে শিষ্টাচার/সৌজন্যবোধের প্রয়োজনীয়তা [ঢা. ১৬, ১৫, কু. ১৬, ১২; সি. ০৭; চ. ০৫. '১২, ১৪; য. ০৪, ০৮]

☆☆ ৩৪। পূর্ণিমা রাত/জোছনা রাতে একাকী/জোছনা রাতে/ নির্জন জোছনায় একাকী/একটি জোছনালোকিত রাত
[রা. '১২; কু. ০৭; চ. ০৬, ০৮; য. ০৩; দি. ১৪; সি. ১৪]

☆☆ ৩৫। জাতীয় জীবনে একুশে ফেব্রুয়ারি/জাতীয় জীবনে একুশে ফেব্রুয়ারীর তাৎপর্য/জাতীয় জীবনে একুশের চেতনা/একুশে ফেব্রুয়ারি ও জাতীয় চেতনা [দি. ১৫, সি. ০৫. '১১; চ '১১; রা. ১৫, ১১; ঢা. ৯৩, ৮৭. ০৯; য ৮৯; কু ৮৮]

☆☆ ৩৬। বিজয় দিবস/ষোলোই ডিসেম্বর/মহান বিজয় দিবস/বিজয় দিবসের তাৎপর্য/ আমাদের মুক্তিযুদ্ধের চেতনা
[দি.১৬, ১৫, সি. '১২; চ. ১০, '১২; কু. ০৮; য.১৫, ০৮; ব. ০৬, ১০, '১২]

☆☆ ৩৭। একটি বর্ষণমুখর সন্ধ্যা/শ্রাবন্তী সন্ধ্যা/বাদল দিনের সন্ধ্যা/কোনো নির্জন সন্ধ্যায় একাকী
[দি. '১২ রা.১০; ঢা. ০৩, ০৯, '১২]

দ্রষ্টব্য : তিন তারকা (☆☆☆) চিহ্নিত প্রশ্নগুলো অধিক গুরুত্বপূর্ণ।

Teachingbd24.com

https://teachingbd24.com

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

পাঠ্যপুস্তক ভবন
৬৯-৭০ মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০

জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০১২ অনুযায়ী একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণির বাংলা ২য় পত্রের প্রশ্নপত্র প্রণয়নের জন্য নির্দেশনা (উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা ২০১৬ থেকে প্রযোজ্য)।

ব্যাকরণ : ৩০ নম্বর	নম্বর বিভাজন
১। উচ্চারণের যে কোনো ৫টি নিয়ম লিখতে হবে। এর বিকল্পে ৮টি শব্দের মধ্যে ৫টি শব্দের উচ্চারণ লিখতে হবে।	৫ নম্বর
২। বাংলা একাডেমি প্রণীত প্রমিত বাংলা বানানরীতির যে কোনো ৫টি নিয়ম লিখতে হবে। এর বিকল্পে ৮টি ভুল বানানের শব্দকে শুদ্ধ বানানে লিখতে হবে।	৫ নম্বর
৩। বিভিন্ন শব্দশ্রেণি (বিশেষ্য, বিশেষণ, সর্বনাম, ক্রিয়া, ক্রিয়া বিশেষণ, আবেগ শব্দ, যোজক, অনুসর্গ) থেকে একটি বর্ণনামূলক প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। বিকল্পে প্রদত্ত অনুচ্ছেদ থেকে একটি নির্দিষ্ট শব্দশ্রেণি চিহ্নিত করতে হবে।	৫ নম্বর
৪। উপসর্গ, প্রত্যয় ও সমাসের মধ্যে যে কোনো ২টি পাঠ হতে প্রশ্ন থাকবে এবং ১টির উত্তর দিতে হবে। প্রতিটি প্রশ্নেই ৮টির মধ্যে ৫টির উত্তর দিতে হবে।	৫ নম্বর
৫। বাক্যতত্ত্ব অংশ থেকে একটি বর্ণনামূলক প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে এর বিকল্পে ৮টি বাক্যের মধ্যে ৫টির বাক্যান্তর করতে হবে।	৫ নম্বর
৬। ৮টি অশুদ্ধ বাক্যের মধ্যে ৫টিকে শুদ্ধ করতে হবে। এর বিকল্পে একটি অনুচ্ছেদে বিদ্যমান অপপ্রয়োগসমূহ শুদ্ধ করতে হবে।	৫ নম্বর
নির্মিতি : ৭০ নম্বর	
১। ১৫টি বিদেশি শব্দের মধ্যে ১০টির বাংলা পারিভাষিক রূপ লিখতে হবে। এর বিকল্পে ১টি ইংরেজি ভাষার অনুচ্ছেদকে বাংলা ভাষায় অনুবাদ করতে হবে।	১০ নম্বর
২। ঘটনাসমৃদ্ধ পুরো ১টি দিনকে অবলম্বন করে ১টি দিনলিপি রচনা করতে হবে অথবা কোনো ১টি সুনির্দিষ্ট বিষয়ে (দিবস উদযাপন, ঐতিহাসিক স্থান পরিদর্শক ইত্যাদি) অভিজ্ঞতা বর্ণনা করতে হবে। এর বিকল্পে ১টি ভাষণ বা প্রতিবেদন লিখতে হবে।	১০ নম্বর
৩। একটি বিশেষ উৎসব বা উপলক্ষ (ঈদ, নববর্ষ ইত্যাদি) অবলম্বন করে ৫টি ক্ষুদে আকারের বাংলা বাক্যে একটি ক্ষুদে বার্তা বা ই-মেইল/এস এম এস রচনা করতে হবে। এর বিকল্পে যে কোনো এক প্রকার পত্র লিখতে হবে।	১০ নম্বর
৪। সারাংশ বা সারমর্ম থেকে ১টি প্রশ্ন থাকবে। এর বিকল্পে ভাবসম্প্রসারণ থেকে ১টি প্রশ্ন থাকবে। যে কোনো ১টির উত্তর দিতে হবে।	১০ নম্বর
৫। কোনো একটি বিশেষ ঘটনা বা পরিস্থিতির আলোকে নাটকের সংলাপের আকারে সংলাপ বা কথোপকথন রচনা করতে হবে। এর বিকল্পে প্রশ্নে প্রদত্ত একটি গল্পের শিরোনাম বা দৃশ্যপট অবলম্বনে একটি ক্ষুদ্রে গল্প রচনা করতে হবে।	১০ নম্বর
৬। যে কোনো ৫টি বিষয়ের ১টি অবলম্বনে একটি প্রবন্ধ লিখতে হবে। (গতানুগতিক মুখস্থনির্ভর এবং তথ্য ভারাক্রান্ত প্রবন্ধের পরিবর্তে শিক্ষার্থীর সৃজনশীলতার প্রতিফলন ঘটবে এমন ধরনের প্রবন্ধ লিখতে হবে।	২০ নম্বর

https://teachingbd24.com